কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ইসলামি ফিকাহ

মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আত তুআইজিরী

WWW.QURANERALO.COM

কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ইসলামী ফিকাহ

(প্রথম খণ্ড)

للفقير إلى عفو ربه

محمد بن ابراهيم بن عبد الله التويجري

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

أشرف على الترجمة والمراجعة

محمد سيف الدين بلال

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

مُـخْتَصرُ الفِقْه الإسْلامِيّ

في ضوء القرآن والسنة

কুরআন ও সুন্নার আলোকে

ইসলামী ফিকাহ

(প্রথম খণ্ড)

للعبد الفقير إلى مولاه

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত্তুওয়াইজিরী

أشرف على الترجمة والمراجعة

محمد سيف الدين بلال

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

প্রথম প্রকাশ: ১৪৩১হি: ২০১০ ইং

أسـماء المترجـمين

অনুবাদ পরিষদ

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ	**محمد سيف الدين بلال** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالأحساء خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–كلية الحديث
মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান গারবুদ্দীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ	**محمد عبد الرب عفان** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بغرب الديرة-الرياض خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–كلية الدعوة
মুহাম্মদ উমার ফারুক আব্দুলাহ আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফুফ লিসান্স-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ	**محمد عمر فاروق عبد الله** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالأحساء خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–كلية الحديث
আজমাল হুসাইন আব্দুন নূর নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ লিসান্স-মদীনা ই: বি: শরিয়া বিভাগ	**أجمل حسين عبد النور** المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة-الرياض خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–كلية الشريعة
শহীদুলাহ খান আব্দুল মান্নান সৌদির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মুবাল্লেগ লিসান্স-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ	**شهيد الله خان عبد المنان** المبعوث إلى بنغلاديش من وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–كلية الدعوة

فهرس الموضوعات

সূচীপত্র

পরিচালকের বাণী

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য। প্রিয় হাবীব ও সর্বশেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ মোস্তফা [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ ও সালাম। ইসলামী শরিয়তের মূল উৎস হলো আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস। নবী [ﷺ] বলেন:"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যতক্ষণ ইহা আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো: আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।"[১]

বাস্তবে মুসলমানগণ যতদিন আল্লাহর কিতাব ও মহানবী [ﷺ]-এর সুন্নত আঁকড়িয়ে ধরে ছিল ততদিন তারা বিপথগামী হয়নি। কিন্তু কালের পরিক্রমায় যখন তারা ইহা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তখনই তাদের মধ্যে ভ্রষ্টতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যদি আবারো মুসলিম জাতি শরিয়তের মূল উৎসের সাথে সংযোগ স্থাপন করে তাহলে পুনরায় আল্লাহর সীরাতে মুস্তাকীমের পথিক হতে পারবে এবং ভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হবে।

ইসলামী বই-পুস্তকের নামে বাজারে অনেক ধরনের গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু বড় দু:খের বিষয় হলো যার সিংহ ভাগই কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল থেকে শূন্য। যার ফলে সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা শরিয়তের সঠিক নির্ভেজাল জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত। তাই দ্বীনপ্রিয় বাংলাভাষী মুসলিমগণের বহুদিনের এক চাহিদা ছিল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে একটি বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য ইসলামী ফিকাহর কিতাব। যার মাঝে থাকবে একজন মুসলিমের জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে' দ্রঃ হাঃ নং ২৯৩৭

যুগে যুগে ফিকাহ্‌বিদগণ দু'টি মূল উৎসের আলোকে ফিকাহশাস্ত্র রচনা করেছেন। এই ধারার প্রয়াস হিসাবে আমাদের সামনে "কুরআন ও সুন্নার আলোকে ইসলামী ফিকাহ্" গ্রন্থখানি। কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং এই দুই মূল উৎসে না পওয়া গেলে ইজমা' ও গ্রহণযোগ্য কিয়াসের আলোকে লেকখ আরবী ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

সবার দাবীকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য উল্লেখিত গ্রন্থখানি অনুবাদের জন্য আমার পরিচালনাধীন পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুবাদ পরিষদ গঠন করি। মূল কিতাবটির পঞ্চম সংস্করণে অনুবাদের কাজ আরম্ভ করা হয়। আজ কিতাবটির দ্বাদশ সংস্করণ হয়েছে। লিখকের নির্দেশে একাদশ ও দ্বাদশ সংস্করণের সাথে মিলিয়ে অনুবাদের সংশোধন করতে বেশ সময় ও প্ররিশ্রম করতে হয়েছে। কিতাবটির সিংহভাগের অনুবাদসহ কম্পিউটার কম্পোজ, প্রুফ ও সম্পাদানর দায়িত্ব আমারই উপর অর্পিত হয়।

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে দেরীতে হলেও সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের গাছটির সুস্বাদু ফল খাওয়ার সময় হয়েছে। পাঠকবৃন্দের কাছে গ্রন্থখানি সাদরে গৃহীত হলেই আমাদের খিদমত সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

আন্তরিকভাবে নির্ভুল ও নিখুঁত করার আগ্রহের অভাব ছিল না। কিন্তু অনীচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই কোন ভুলভ্রান্তি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানালে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

কিতাবটির মূল লেখক, অনুবাদ পরিষদ এবং প্রকাশের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষ্যভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের পরিশ্রমকে আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জীবন গঠনের তৌফিক দান করুন এবং আখেরাতে ইহা নাজাতের অসিলা করে দিন। আমীন !

পরিচালক
আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
আল-হফুফ, সৌদি আরব।
মোবাইল নং:০৫০২৪৫৬৬১৭
তাং-০৭ শাবান,১৪৩১-২০১০

saifabuahmad2010@hotmail.com

saifbelal2010@gmail.com

ভূমিকা

إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তারই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের প্রবৃত্তির অনীষ্ট ও মন্দ কার্যাদি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তার ভ্রষ্টকারী কেউ নেই আর তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন তার হেদায়েতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। যিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ [ﷺ] তাঁর বান্দা ও রসূল।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ ﴾ آل عمران: ١٠٢

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" [সূরা আল-ইমরান:১০২]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ ﴾ النساء: ١

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট চেয়ে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সতর্কতা

অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।" [সূরা নিসা:১]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾ الأحزاب: ٧٠ - ٧١

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আহজাব:৭০-৭১]

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- **وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ».**

অত:পর সর্বোত্তম হাদীস (বাণী) হলো আল্লাহর কিতাব এবং কল্যাণময় হেদায়েত হলো মুহাম্মদ [ﷺ]-এর হেদায়েত। আর সবচেয়ে অনীষ্টকর বিষয় হলো (ধর্মের নামে) নব আবিস্কৃত জিনিস এবং প্রতিটি নব আবিস্কৃত জিনিসই হলো বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি ভ্রষ্টতার পিরণাম জাহান্নাম।

সম্মানিত মুসলিম ভাই!

নি:সন্দেহে দ্বীনের ফিকাহ তথা সঠিক সূক্ষ্ণ বুঝ এক উত্তম, পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান। ইহা আল্লাহর নামসমূহ, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য, তাঁর কার্যাদি এবং দ্বীন ও শরীয়তকে জানা। এ ছাড়া তাঁর নবী-রসূলগণ (আ:)কে জানা এবং ঈমান-আকীদায় ও কথা-কাজে সে মোতাবেক আমল করা।

নবী [ﷺ] বলেছেন:

« مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ ». متفق عليه

"আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের ফিকাহ তথা সঠিক সূক্ষ্ম বুঝ দান করেন।"[১]

(বইটি লিখার কারণ)

একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য একটি দালান ঘরের মত, যার একটি অংশ অপর অংশকে মজবুত করে। বর্তমানে শিরক ও অজ্ঞতার কালো অন্ধকার সুপ্রসারিত এবং সাধারণ মানুষের মাঝে বিদ'আত ও নাফরমানির ছড়াছড়ি। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালনার্থে এবং নিজেকে ও ভাইদেরকে স্মরণ করার নিমিত্বে এ কাজের অবতরণা।

(কিতাবটি লিখার উদ্দেশ্য)

আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে এই কিতাবের দ্বারা জ্ঞান পিপাসুদের দ্বীনের ফিকাহ শিখানো, অজ্ঞদের জ্ঞান দান করা, গাফেল তথা উদাসীনদের স্মরণ করিয়ে দেয়া, পাপিদের তওবার সুযোগ করে দেয়া, পথ ভ্রষ্টদের হেদায়েত পাওয়া ও নিষ্ঠুরদের অন্তরে পরশের সুযোগ করে দেয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইহা উল্লেখিত কারণসমূহের জন্য দায়িত্ব মনে করে এবং আমার প্রতি আল্লাহর নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র। এ ছাড়া আমার ভাইদের সাথে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার এবং দা'ওয়াদের কাজে শরিক হওয়া একান্ত জরুরি মনে করেছি।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অনুকম্পা, অনুগ্রহ, তওফিক ও সাহায্যের দ্বারা এ কিতাবটি লিখা আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। এ কিতাবটি প্রস্তুত ও বিন্যাস বিভিন্ন ধরনের নির্ভরযোগ্য ইসলামী কিতাব হতে নেয়া

[১]. বুখারী হাঃ ৭১ মুসলিম হাঃ ১০৩৭

হয়েছে। এতে তাওহীদ, ঈমান, আদব-আখলাক, জিকির-আজকার, দোয়া ও প্রয়োজনীয় আহকাম ----- ইত্যাদি বিষয় জমা করা হয়েছে।

আল্লাহর বিশেষ মেহেরবাণী ও অনুকম্পায় কিতাবটিতে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস সমন্বিত এক সমাহার ঘটেছে। আর "ফুরু'ঈ মাসায়েল" তথা দ্বীনের মৌলিক বিষয় ছাড়া শাখা-প্রশাখার ফিকাহ বিষয়ে শুধুমাত্র একটি মত উল্লেখ করেছি। আল্লাহর নিকট আশা পোষণ করি যে, ইহাই সঠিক মত। যার ফলে হক তথা সঠিক দ্বীন অনুসন্ধানীরা বিশেষ করে নবীণ জ্ঞান পিপাসুরা অতি সহজে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে।

কিতাবটি অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে করে উলামাগণ ও নবীণরা অল্প সময়ে এবং কষ্ট ছাড়াই উপকৃত হতে পারেন। কিতাবটি একমাত্র আল্লাহর ফজল ও করমে এক জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে, যা বহন করতে হালকা ও আকারে মধ্যম।

কিতাবটি থেকে এবাদতকারী তার এবাদতে, বক্তা তার ওয়াজ-নসিহতে, মুফতী সাহেব তার ফতোয়া দানে, শিক্ষক তার শিক্ষকতায়, কাজি তথা বিচারক তার বিচার-আচারে, ব্যবসায়ী তার লেন-দেনে, দ্বীনের আহবানকারী তার দা'ওয়াতে ও সাধারণ মুসলিম তার প্রতিটি অবস্থাতে উপকৃত হবেন।

কিতাবটির সাধারণ মূলনীতিমালাগুলো এবং ফুরু'ঈ তথা শাখা-প্রশাখার মাসায়েলসমূহ ফিকাহ শাস্ত্রের ছোট-বড় নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন কিতাবসমূহ থেকে গ্রহণ করেছি। এর পাশাপাশি অতীত ও বর্তমানের উচ্চ পর্যায়ের উলামাগণের ফতোয়াসমূহ থেকেও গ্রহণ করেছি। আর মহামতি চতুষ্টদয় ইমামগণঃ ইমান আবু হানীফা রহঃ (মৃতঃ ১৫০ হিঃ), ইমাম মালেক রহঃ (মৃতঃ১৭৯ হিঃ), ইমাম শাফে'য়ী রহঃ (মৃতঃ২০৪ হিঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহঃ (মৃতঃ২৪১ হিঃ) ও অন্যান্য ইমামগণের কুরআন ও সহীহ হাদীসের শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে সঠিক মতের উপর নির্ভর করেছি।

কিতাবটির তাওহীদ, ঈমান ও আহকাম ইত্যাদির অধ্যায়সমূহে চেষ্টা করেছি যেন, প্রতিটি মাসলা-মাসায়েল কুরআন ও সহীহ হাদীসের

উভয়টি অথবা কোন একটির ভিত্তিতে হয়। আর যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট কোন সহীহ দলিল উল্লেখ হয়নি সে ব্যাপারে অতীত-বর্তমানের মুজতাহেদ[১] উলামাগণের বাণী ও নির্ভরযোগ্য মতের উপর নির্ভর করেছি।

তাওহীদ, ঈমান, জ্ঞানার্জন, ফাজায়েল, চরিত্র, ইসলামী আদব, জিকির-আজকার ও দোয়ার অধ্যায়গুলোতে শার'য়ী সহীহ দলিলসমূহের সমাহার ঘটিয়েছি; কারণ এগুলো প্রতিটি মুসলিমের বিশেষ প্রয়োজন।

আর ফুরু'য়ী (শাখা-প্রশাখার) ফিক্হের অধ্যায়গুলোতে শুধুমাত্র হুকুম বর্ণনা করেছি, সেখানে দলিল ও কারণ বর্ণনা করা হয়নি; কেননা এর ফলে কিতবের কলেবর ও মাসায়েলের শাখা-প্রশাখা বেড়ে যাবে। এ ছাড়া যে উদ্দেশ্যে কিতাবটি লিখা হয়েছে তার পরিপন্থী হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি শার'য়ী দলিলসমূহ বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক তিনি যেন, বড় বড় ফিকাহ্র মূল কিতাবসমূহে তালাশ করেন। যেমনঃ মুগনী, মাজমু'য়া ফতোয়া, উম, মাবসূত, মুদাওয়ানাহ ইত্যাদি ফিকাহ ও হাদীস গ্রন্থসমূহ।

আর যে ব্যক্তি অন্তরের আমলসমূহের কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিতভাবে জানতে ইচ্ছুক সে যেন আমাদের লেখা সুপরিসর গ্রন্থ "মাওসূ'য়া ফিকহিল কুলূব" (৫ খণ্ডে) অধ্যায়ন করেন। এ ছাড়া যে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাওহীদ, ঈমান এবং শরিয়তের বিধানসমূহের বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করতে চান তিনি যেন আমাদের লেখা কিতাব "মাওসূ'য়াতুল ফিকহিল ইসলামী" ৫ খণ্ডে পড়েন।

কখনো আবার ফরু'ঈ মাসায়েলের দলিল উল্লেখ করেছি; মাসয়ালাটির বিশেষ গুরুত্বের জন্য অথবা তা বেশী বেশী সংঘটিত হয় বলে কিংবা উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে বা তা থেকে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্যে।

---

[১]. মুজতাহেদ হলেনঃ দ্বীনের মাসলা-মাসায়েল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নির্ধারণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। অনুবাদক

কিতাবটির ইলমী তথা জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু দু'টি মহান মূলের উপর নির্ভরশীল। তা হলো উম্মতের সালাফে সালেহীনগণের বুঝে কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসসমূহ। আর প্রতিটি আয়াতের নম্বরসহ সূরার নাম গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করতে সচেষ্ট হয়েছি।

আর এ কিতাবে নবী [ﷺ]-এর হাদীসসমূহ হতে সহীহ হাদীস[১] অথবা হাসান হাদীস[২] ছাড়া অন্য কোন দুর্বল হাদীস উল্লেখ না করার ব্যাপারে চেষ্টা করেছি। সাথে সাথে প্রতিটি হাদীসের মূল হাদীস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া প্রতিটি হাদীস সহীহ কিংবা হাসান তার হুকুম সহকারে নিম্নে বর্ণিত পন্থা অবলম্বন করেছি:

১. এ কিতাবে উল্লেখিত সমস্ত হাদীসগুলো হারাকাতসহ (স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি যুক্তসহ) মূল হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে নেয়া হয়েছে।
২. হাদীস যদি সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)-এর কিংবা কোন একটির হয়, তাহলে প্রতিটির হাদীস নম্বরসহ উল্লেখ করেছি। আবার কখনো বিশেষ উপকার বা শব্দ বেশী হওয়ার কারণে একটির সাথে হাদীসের অন্য কোন কিতাবের নামও উল্লেখ করেছি।
৩. যদি হাদীস সহীহাইনের বাইরের হয়। যেমনঃ মুসনাদে আহমাদ, চারটি সুনান গ্রন্থ, (সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ) ও সুনানে দারেমী ইত্যাদি হাদীসের কিতাবসমূহ, তাহলে দু'টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছি। আবার কখনো এর কম-বেশীও হয়েছে। এর সাথে হাদীসের আসল কিতাবের হাদীস নম্বর উল্লেখ করেছি।
৪. হাদীসের তাখরীজে তথা রেফারেন্স বর্ণনায় মূল কিতাবের হাদীস নম্বরের উপর নির্ভর করেছি। আর আসল কিতাবে কোন নম্বর না থাকলে ভলিয়াম-খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করেছি।

---

[১]. সহীহ হাদীস বলেঃ যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র অবিচ্ছিন্ন, বর্ণনাকারীগণ আদেল তথা বিশেষ চারিত্রিক গুণে গুনান্বিত, হাদীস গ্রহণ, স্মরণ ও সংরক্ষণে পূর্ণ দক্ষতা সম্পন্ন, সহীহ হওয়ার পরিপন্থী সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি মুক্ত ও অন্য কোন সহীহ হাদীসের বিপরীত না। অনুবাদক

[২]. হাসান হাদীস বলেঃ যে হাদীসের কোন বর্ণনাকারী উপরোক্ত সহীহ হাদীসের গুণাবলির মধ্যে শুধুমাত্র হাদীস গ্রহণ, স্মরণ ও সংরক্ষণে একটু দুর্বল। অনুবাদক

৫. যদি হাদীস সহীহাইনের বাইরের হয়, তাহলে হাদীস তাখরীজ তথা রেফারেন্স উল্লেখের সময় প্রতিটি হাদীসের সহীহ বা হাসান হুকুমসহ তার সামনে (হাদীসটি সহীহ কিংবা হাসান) লিখেছি। আর এ ব্যাপারে পূর্বের ও পরের অভিজ্ঞ ইমামগণের মতামতের উপর নির্ভর করেছি।

৬. যদি কোন হাদীস অন্যত্র দ্বিতীয়বার উল্লেখ হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আবারও তার তাখরীজ (রেফারেন্স উল্লেখ) করা হয়েছে। আর কখনো কোন হুকুম বর্ণনা বা তারগীব তথা উৎসাহ প্রদান অথবা তারহীব তথা ভয়প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সাথে কোন সহীহ হাদীস বা হাদীসের কোন অংশা সংযুক্ত ক'রে দিয়েছি।

আমাদের সামনে এ কিতাবটি ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম, আদব-আখলাক সম্পর্কে সাধারণ পরিচিতি মাত্র। এতে বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলো একত্রিত করেছি এবং তার অধ্যায়, মাসায়েল ও দলিলসমূহ একটি অপটির সাথে সুন্দর করে সঙ্কলন করেছি।

এ কিতাবটির নাম রেখেছি "মুখতাসার আল-ফিকহ্ আল-ইসলামী ফী যাওয়িল কুরআনি ওয়াস্‌সুন্নাহ" (কুরআন ও সুন্নাহ-এর আলোকে সংক্ষিপ্ত ইসলামী ফিকাহ্)। এর প্রথম ভাগে উল্লেখ হয়েছে তাওহীদ ও ঈমান ও মাধ্যভাগে বিভিন্ন সুন্নত ও হুকুম-আহকাম আর শেষভাগে দা'ওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে মানুষকে দা'ওয়াত।

কিতাবটি ১০টি পর্বে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সুবিন্যাস্ত করেছিঃ

১. **প্রথম পর্বঃ** তাওহীদ ও ঈমান।

২. **দ্বিতীয় পর্বঃ** ফাজায়েল, আদব-আখলাক, জিকির-আজকার ও দোয়াসমূহে কুরআন-সুন্নাহর ফিকাহ্।

৩. **তৃতীয় পর্বঃ** এবাদত সংক্রান্ত।

৪. **চতুর্থ পর্বঃ** লেনদেন ও আদান-প্রদান সম্পর্কে।

৫. **পঞ্চম পর্বঃ** বিবাহ ও তৎ সংশ্লীষ্ট বিষয়াদি।

৬. **ষষ্ঠ পর্বঃ** কিতাবুল ফারায়েজ তথা সম্পত্তির উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালা।

৭. **সপ্তম পর্বঃ** শাস্তি ও দণ্ড বিধি।

৮. অষ্টম পর্ব: ফয়সালা তথা বিচার-আচারের নীতিমালা।

৯. নবম পর্ব: জিহাদের আহকাম।

১০. দশম পর্ব: আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের আহকাম।

এ কিতাবটির উদ্দেশ্য হলো প্রতিপালক মহান উপাস্য আল্লাহ তা'য়ালাকে জানা এবং দ্বীনের আহকামের বর্ণনা করা। এ ছাড়া মানুষকে সীরাতে মুস্তাকীম আঁকড়িয়ে ধরার প্রতি উৎসাহিত করা। আর আল্লাহর অনুগ্রহে এ প্রসস্ত ফিকাহর পাত্রটি প্রস্তুত হয়েছে যা থেকে নেওয়া খুবই সহজ; কারণ এর ফলের থোকাগুলো অতি নিকটে এবং শব্দসমূহ সুন্দর, পর্যাপ্ত অর্থবহ ও ইবারত সংক্ষিপ্ত।

ইহা কোন প্রকার কষ্ট, বিরক্তি ও ক্লান্তি ছাড়াই তার তালাশকারীর প্রয়োজন পূর্ণ এবং উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

ইহা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের দিকে অন্তরসমূকে নড়াদানকারী, বিস্ময়কর উপকারিতার সমাহার, পাঠক ও শ্রতার জন্য আরামদায়ক এবং নীরব সঙ্কল্পকে জান্নাতের উদ্যানসমূহের পানে উদ্দীপক।

ইহা ঈমানদার অন্তরসমূহের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, ফেটে যাওয়া ঘাগুলোর চিকিৎসা করে, ব্যথার জ্বালা-যন্ত্রণকে আরাম দেয়, সকল প্রকার বিদ'আত ও অজ্ঞতাকে বিতাড়িত করে এবং প্রত্যেক প্রতাপশালী, মুনাফেক ও অবাধ্যদেরকে দমন করে।

আমি ইহা একত্রিত করেছি বাড়িতে অবস্থানকারীর জন্য সঙ্গী এবং মুসাফিরের জন্য পাথেয়, নিঃসঙ্গতার পরম বন্ধু, পরিবারের জন্য উদ্যান এবং উম্মতের জন্য ভোজসভা স্বরূপ। আর আল্লাহর ফজল ও করমে কুরআন ও সুন্নাহ, বর্ণিত ও যুক্তিসঙ্গত এবং উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের মাঝে জমাকারী এ মেঘ মালার সমারোহ ঘটেছে।

এর পাঠকারী দাওহীদ ও শরিয়তের গগনে সাঁতার কাটবে, সত্য, সুন্নাহ ও মর্যদাকে নির্ধারন করবে এবং শিরক, বিদ'আত ও নিকৃষ্টকে ধ্বংস করবে।

আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন এই যে, একে তাওহীদপন্থীদের জন্য চক্ষু শীতলকারী, এবাদতকারীদের জন্য প্রদীপ, দ্বীনের আহ্বানকারী

ও শিক্ষক মণ্ডলীদের জন্য পাথেয়, তওবাকারীদের জন্য আলোকস্তম্ভ এবং পথচারীদের জন্য জ্যোতি বানিয়ে দেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই!

আপনার জন্য এই পুস্পে পল্লবীত উদ্যান, যার ফল পেকে গেছে ও গাছসমূহ তার শীতল ছায়া দেয়া শুরু করেছে। এ কিতাবটি আমার প্রতি আল্লাহর শুধুমাত্র অনুকম্পা ও কৃপা ও দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মধ্যে যে সমস্ত সঠিক উল্লেখ হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যেসব ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। জিভের যেখানে স্খলন ঘটেছে অথবা ভুল ও ভ্রম হয়েছে তা থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেক সঙ্কলক ও প্রনেতা-লেখক কঠিন সাবধানতা ও যাচাই-বাছাই, গভীর দৃষ্টি এবং গবেষণা করার পরেও পদস্খলন ও ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মাসায়েল ও অধ্যায় এবং সংক্ষেপণ ও বিশ্লেষণ করতে গিয়েও অনীচ্ছাকৃতভাবে ভুল হয়ে যায়। বিশেষ করে এ ফেতনার যুগে খুব কম লেখকই আছেন যার মন-মস্তিস্ক সুস্থ থাকতে পারে; কেননা ব্যস্ততা অধিক, সমস্যা নানাবিধ, অস্থির ও বিঘ্নীতকর বিষয়ের হামলা এবং একাধারে বালা-মুসিবত ও পেরেশানি। প্রত্যেক বনি আদম ভুল করে আর উত্তম ভুলকারী যারা তওবা করে। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করছি।

কলম শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় ভুল করে এবং সঠিকও করে, আরম্ভ করে এবং ফিরেও আসে। আর এমন কোন আঙ্গুল নেই যার স্খলন ঘটে না এবং এমন কোন স্মরণশক্তি নেই যার ভ্রান্তি হয় না।

অতএব, ঐ মুসলিম ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর দয়া যিনি এ কিতাবের মাঝে সঠিক দেখে আল্লাহর শোকর করবেন এবং কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি দেখলে পরামর্শ দিবেন। তিনি একজন আমানতদার কল্যাণকামী এবং সত্যবাদী হেকিম যিনি ঐ সমস্ত জখমের চিকিৎসা করেন যা হতে কম সংখ্যক মানুষই নিরাপদে থাকেন। তিনি হাড়গুড় ভাঙ্গেন না এবং বিশেষ ও সাধারণের মাঝে ফেতনার বীজও বপন করেন না।

আর এ মহান দ্বীন যে তার দ্বারা আমল করবে, তার প্রতি দাওয়াত করবে, তার পক্ষ থেকে প্রতিহত করবে এবং এর জন্য ধৈর্যধারণ করবে তার কোন সন্দেহ থাকবে না।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট দোয়া করি তিনি যেন এ কিতাবটি দ্বারা আমাকে ও সকল মুসলিম ভাইদেরকে উপকৃত করেন। আর ইহা আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেন। আমাকে ও আমার পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন, প্রত্যেক সুধি পাঠক-পাঠিকা, শ্রোতামণ্ডলী, প্রত্যেক উপকৃত ব্যক্তি, যাঁরা এর শিক্ষা দানকারী অথবা প্রচার-প্রসারে সাহায্যকারী এবং সকল মুসলিমকে ক্ষমা করেন ও ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেন।

আল্লাহ একমাত্র আমাদের জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উত্তম প্রতিনিধি। তিনিই উত্তম মাওলা তথা বন্ধু ও উত্তম সাহায্যকারী।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

লিখেছেন
মহান রবের ক্ষমাভিখারী
মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত্তুওয়াইজিরী
আল-বুরাইদাহ, আল-কাসীম, সৌদি আরব।
মোবাইল:০৫০৮০১৩২২২-০৫০৪৯৫৩৩৩২
Mb_twj@hotmail.com

দ্বাদশ সংস্করণ
১৪৩১হি: ২০১০ইং

প্রথম পর্ব
তাওহীদ ও ঈমান

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٢ ﴾ البقرة: ٢١-٢٢

আল্লাহর বাণীঃ

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।" [সূরা বাকারাঃ ২১-২২]

তাওহীদ ও ঈমান অধ্যায়

১- তাওহীদ

◆ **তাওহীদ:**

তাওহীদ হলো: আল্লাহ তা'য়ালাকে তাঁর জন্য যা নির্দিষ্ট এবং ওয়াজিব সেসব বিষয়ে একক সাব্যস্ত করা।

বান্দা এ একিন-দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাঁর রবূবিয়াতে তথা কার্যাদিতে, আসমা-সিফাতে মানে নাম ও গুণাবলীতে একক এবং উলূহিয়াতে অর্থাৎ বান্দার সকল এবাদত কোন শরিক ছাড়াই একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্টকরণ।

◆ **তাওহীদের অর্থ:**

বান্দা দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে এবং স্বীকার করবে যে, আল্লাহ একক, সবকিছুর প্রতিপালক ও মালিক। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীর মহাব্যবস্থাপক। আর তিনিই একমাত্র এবাদতের হকদার, তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি ছাড়া সকল মা'বূদ বাতিল। তিনি পূর্ণ গুণে গুণান্বিত, সর্বপ্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। তাঁর সুন্দরতম নাম ও উচ্চমানের গুণ রয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿٨﴾ ﴾ طه: ٨

"আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ্-উপাস্য নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।" [সূরা ত্বহা:৮]

◆ **তাওহীদের সূক্ষ্ম বুঝ:**

আল্লাহ তা'য়ালা একক, তাঁর কোন শরিক নেই। তিনি এক তাঁর সত্ত্বায়, নাম ও গুণাবলীতে এবং কাজে কেউ তাঁর সদৃশ নেই। তাঁইর সমস্ত রাজত্ব, সৃষ্টি ও নির্দেশ। তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই।

তিনি মালিক আর বাকি সবই তাঁর দাস। তিনিই প্রতিপালক আর সবই তাঁর বান্দা। তিনিই সৃষ্টিকর্তা আর বাকি সবই তাঁর সৃষ্টিরাজি।

﴿ قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤ ﴾ الإخلاص: ١ – ٤

“বলুন, তিনি আল্লাহ, একক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।” [সূরা এখলাস:১-৪]

আল্লাহ ক্ষমতাবান এবং তিনি ব্যতীত সকলে দুর্বল--। তিনি শক্তিমান আর বাকি সব অক্ষম। তিনি মহান আর সবই ক্ষুদ্র। তিনি অমুখাপেক্ষী আর সকলে তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি শক্তিশালী ও সবই দুর্বল। তিনি মহাসত্য এবং তিনি ছাড়া সকল উপাস্য বাতিল। আল্লাহর বাণী:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ٣٠ ﴾ لقمان: ٣٠

“ইটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ্-ই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, মহান।” [সূরা লোকমান:৩০]
তিনি মহান তাঁর চাইতে আর কেউ সুমহান নেই। তিনি সর্বোচ্চ তাঁর চাইতে কেউ উচ্চ নেই। তিনি বড় যার চাইতে আর কেউ বড় নেই। তিনি মেহেরবান তাঁর চাইতে কেউ বেশি দয়াবান নেই।

তিনি শক্তিধর যিনি প্রত্যেক শক্তিশালীর মাঝে শক্তি সৃষ্টি করেন। তিনি শক্তিমান যিনি সকল শক্তিমানের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম করুণাময় যিনি প্রত্যেক করুণাকারীর ভিতরে করুণা সৃষ্টি করেছেন। তিনি মহাজ্ঞানী যিনি সকল সৃষ্টিকে জানেন। তিনি রিজিকদাতা যিনি প্রত্যেকটি রিজিক ও রিজিকপ্রাপ্তদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর বাণী:

﴿ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ١٠٢ ﴾ الأنعام: ١٠٢

“তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।” [সূরা আন‘য়াম:১০২]
তিনিই সত্য ইলাহ্ যিনি তাঁর সত্ত্বা, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও উত্তম এহসানের জন্য একমাত্র সমস্ত এবাদতের হকদার। একমাত্র তাঁরই জন্য সুন্দরতম নাম ও তিনিই সুউচ্চ গুণাবলীর অধিকারী। আল্লাহর বাণী:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ الشورى: ١١

“কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।”
[সূরা শূরা:১১]
তিনি অভিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী যিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এবং যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ করেন। আল্লাহর বাণী:

﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾﴾ الأعراف: ٥٤

“জেনে রাখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ করা। আল্লাহ্, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।” [সূরা আ‘রাফ: ৫৪]
তিনিই প্রথম সবকিছুর পূর্বে ও শেষ সবকিছুর পরে এবং তিনিই প্রকাশমান সবকিছুর উপরে ও অপ্রকাশমান সবকিছুর নিচে। তিনি সবকিছু অবগত এবং একক তাঁর কোন শরিক নেই। আল্লাহর বাণী:

﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾﴾ الحديد: ٣

“তিনিই সর্বপ্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।” [সূরা হাদীদ:৩]

২. তাওহীদের প্রকার

◆ রসূলগণ যে তাওহীদের প্রতি দা'ওয়াত করেছেন এবং যার জন্য আসমানী কিতাবসমূহ নাজিল হয়েছে তা দু'প্রকার।

১. **প্রথম:** জ্ঞান ও সুসাব্যস্ত করার তাওহীদ। এটাকে "তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌সিফাত" বলা হয়। এ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ তাঁর সমস্ত নামে ও গুণাবলিতে এবং কার্যাদিতে।

এর অর্থ: বান্দা দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে এবং স্বীকার করবে যে, আল্লাহ একক। তিনিই একমাত্র রব তথা প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও এ পৃথিবীর মহাব্যবস্থাপক। তিনি তাঁর যাতে তথা সত্তায়, নামসমূহে ও গুণাবলীতে, কার্যাদিতে পরিপূর্ণ। সবকিছুই তিনি জানেন এবং সবকিছুকে ব্যাপৃত করে রেখেছেন। তাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। তাঁর সুন্দতম: নাম ও উচ্চ গুণাবলী রয়েছে।

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١١﴾ الشورى: ١١

"তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা শূরা: **১১**]

২. **দ্বিতীয়:** ইচ্ছা ও চাওয়ায় তাওহীদ তথা একত্ববাদ। ইহাকে" তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ওয়াল-'ইবাদাহ্" বলে। আর তা হলো সকল প্রকার এবাদতে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা। যেমন: দোয়া, সালাত, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদি।

এর অর্থ: বান্দা একিন রাখবে এবং স্বীকার করবে যে, আল্লাহ একমাত্র সকল সৃষ্টির এবাদতের হকদার। অতএব, কোন এবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা যাবে না। যেমন :দোয়া, সালাত, সাহায্য চাওয়া, ভরসা করা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাংখা করা, জবাই করা ও নজর-মান্নত মানা ইত্যাদি সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য আর অন্য কারো জন্য নয়। আর যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে কোন কিছু অন্যের জন্য করবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। যেমন : আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾ ﴾ المؤمنون: ١١٧

"যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার কোন সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয়ই কাফেররা সফলকাম হবে না।" [সূরা মু'মিনূন: ১১৭]

◆ তাওহীদকে স্বীকার করার বিধান:

(ক) তাওহীদুল উলূহিয়াহ ওয়াল 'ইবাদাহ"-এর বেশীর ভাগ মানুষ কুফরি ও অস্বীকার করেছে। আর এ জন্যই আল্লাহ [ﷻ] মানুষের নিকট সমস্ত রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের উপর আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন, যাতে করে মানুষকে এক আল্লাহর এবাদতের জন্য নির্দেশ করেন এবং অন্য সকলের এবাদত ত্যাগ করতে বলেন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ﴿٢٥﴾ ﴾ الأنبياء: ٢٥

"আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং, আমারই এবাতদ কর।" [সূরা আম্বিয়া:২৫]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ﴿٣٦﴾ ﴾ النحل: ٣٦

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্য) থেকে বেঁচে থাক।" [সূরা নাহাল: ২৬]

(খ) তাওহীদুর রবুয়িয়া মানুষ তার স্বভাব ও নিখিল বিশ্ব দেখেই স্বীকার করে থাকে। আর শুধুমাত্র এই তাওহীদ স্বীকার করলে আল্লাহর প্রতি

ঈমান এবং আজাব হতে বাঁচার জন্য যথেষ্ট নয়; কারণ ইহা ইবলীস শায়তান ও মুশরেকরাও স্বীকার করেছিল যা তাদের কোন উপকারে আসেনি; কেননা তারা তাওহীদুল উলুহিয়া তথা একমাত্র আল্লাহর এবাদতকে মেনে নেইনি।

অতএব, যে শুধুমাত্র তাওহীদুর রবুবিয়াকে স্বীকার করবে সে তাওহীদপন্থী ও মুসলিম বলে বিবেচিত হবে না। আর যতক্ষণ সে তাওহীদুল উলুহিয়াকে না স্বীকার করবে ততক্ষণ তার জানমালের নিরাপত্তাও পাবে না। সে সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই এবং তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই। আরো স্বীকার করবে যে এবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহই এবং কোন শরিক ছাড়াই সর্বদা এক আল্লাহরই এবাদত করবে।

◆ তাওহীদের হকিকত:

মানুষ দেখে প্রতিটি জিনিস একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে হয়। আর কোন কারণাদি ও মাধ্যমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। সে ভাল-মন্দ এবং লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি শুধু আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকেই হয় মনে করে। তাই একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করে এবং তার সাথে আর কারো এবাদত করে না।

◆ তাওহীদের হকিকতের ফলাফল:

একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং কোন সৃষ্টির নিকট অভিযোগ না করা। তাদের তিরস্কার ও নিন্দা না করা। আল্লাহর উপর পূর্ণ সন্তুষ্টি থাকা এবং তাঁকে মহব্বত করা ও তাঁর ফয়সালার প্রতি পূর্ণ আত্মসর্মপণ করা।

◆ মানুষ তার স্বভাবগত ভাবে ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের মাধ্যমে তাওহীদে রবূবিয়াকে স্বীকার করে থাকে। এ তাওহীদকে স্বীকার করা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর শাস্তি থেকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়; কারণ ইহা ইবলিস শয়তান স্বীকার করেছিল এবং মুশরিকরাও স্বীকার করেছিল। কিন্তু তাদের এ স্বীকারোক্তি কোন উপকারে আসেনি; কারণ তারা "তাওহীদুল 'ইবাদাহ্" তথা একমাত্র আল্লাহর এবাদতকে স্বীকার করে নাই। সুতরাং, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তাওহীদুর

রবূবিয়াহকে স্বীকার করে সে মুওয়াহ্হিদ তথা তাওহীদপন্থী ও মুসলিম হতে পারে না। তার জীবন ও সম্পদ হারাম ততক্ষণ হয় না যতক্ষণ সে তাওহীদে উলূহিয়াকে স্বীকার করে না নেয়। সে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ (উপাস্য) নেই। তিনি একক ও তাঁর কোন শরিক নেই। আরো স্বীকার করবে যে, আল্লাহই একমাত্র এবাদতের হকদার আর কেউ নয়। আর কোন প্রকার শিরক ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর এবাদতকে নিজের উপর আবশ্যকীয় করে নিবে।

◆ **তাওহীদুর রবূবিয়া ও উলুহিয়ার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক:**

১. তাওহীদুর রবুবিয়াহ তাওহীদুল উলুহিয়াহকে আবশ্যক করে দেয়। তাই যে ব্যক্তি স্বীকার করে যে, আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও রিজিকদাতা, তার জন্য এ কথা স্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, এবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহই আর কেউ নয়। অতএব, সে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আর কাউকে ডাকবে না, একমাত্র তাঁরই নিকট বিপদ মুক্তি চাইবে, একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য কোন এবাদত করবে না। তাওহীদুল উলুহিয়া তাওহীদুর রবুবিয়াকে আবশ্যক করে। সুতরাং, যে কেউ একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে সে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করবে না। আর জরুরি ভিত্তিতে এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহই একমাত্র তাঁর প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও মালিক।

২. তাওহীদুর রবুবিয়া ও তাওহীদুল উলুহিয়া কখনো এক সঙ্গে উল্লেখ হয় তখন তার অর্থ ভিন্ন হয়। এ সময় রবের অর্থ হবে মালিক-ব্যবস্থাপক আর ইলাহ্ অর্থ হবে সত্য মা'বূদ যিনি একমাত্র এবাদতের হকদার। যেমন : আল্লাহর বাণী:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۝٣﴾
الناس: ١ - ٣

"বলুন! আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মানুষের অধিপতি। মানুষের মা'বূদ।" [সূরা নাস:১-৩]

আবার কখনো আলাদা আলাদা উল্লেখ হয় তখন উভয়ের অর্থ একই হয়। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ ﴿١٦٤﴾ ﴾ الأنعام: ١٦٤

"বলুন! আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ তালাশ করব! অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক।" [সূরা আন'আম:১৬৪]

◆ **তাওহীদের ফজিলত:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ الأنعام: ٨٢

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানে কোন প্রকার শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্বা এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।" [সূরা আন'আম: ৮২]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ ». متفق عليه.

২. উবাদাহ্ ইবনে সামেত [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং নেই কোন প্রকার তাঁর শরিক। আর মুহাম্মদ [ﷺ] তাঁর বান্দা ও রসূল এবং ঈসা [عليه السلام] আল্লাহর বান্দা ও রসূল ও তাঁর বাণী যা রুহ হিসাবে মরয়মের মধ্যে নিক্ষেপ করে ছিলেন। আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নামও সত্য। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, চাই সে যেই কোন আমল করুক না কেন।" [১]

---

[১]. বুখারী হাঃ ৩৪৩৫ ও মুসলিম হাঃ ২৮

◆ তাওহীদপন্থীদের প্রতিদান:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًاۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾ البقرة: ٢٥

"আর (হে নবী-ﷺ) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমলসমূহ করেছে, তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসাবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত: তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" [সূরা বাকারা: ২৫]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ ؟ فَقَالَ:« مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ». أخرجه مسلم.

২. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর নিকটে একজন মানুষ এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! ওয়াজিবকারী দু'টি জিনিস কি? তিনি [ﷺ] উত্তরে বললেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১]

[১]. মুসলিম হাঃ ৯৩

◆ তাওহিদী কলেমার মহত্ব:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إنَّ نَبِـيَّ اللَّهِ نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ:« إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْـكَ الْوَصِيَّةَ، آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ ، آمُرُكَ بِـ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـهُ " فَـإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ ، وَوُضِعَتْ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " فِي كِفَّةٍ رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّـبْعَ وَالْأَرَضِـينَ السَّبْعَ ،كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْـدِهِ فَإِنَّهَـا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَأَنْهَاكَ عَنْ الشِّرْكِ وَالْكِبْـرِ». أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহর নবী নূহ [ﷺ]-এর মৃত্যুকালে তাঁর ছেলেকে বলেন: "আমি তোমাকে অসিয়ত করছি: দু'টি জিনিসের নির্দেশ করছি এবং অপর দু'টি জিনিস থেকে নিষেধ করছি। আদেশ করছি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর। স্মরণ রাখ! যদি সাত আসমান ও সাত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় রাখা হয় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। যদি সাত আসমান ও সাত জমিন একটি অবিচ্ছদ্য গোলাকার বৃত্ত হত তাহলে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি" সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতো। ইহা প্রতিটি জিনিসের দোয়া এবং এর মাধ্যমেই সৃষ্টিরাজি রুজি পেয়ে থাকে। আর তোমাকে নিষেধ করি শিরক ও অহঙ্কার থেকে----।"[১]

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ৬৫৮৩ বুখারী আদাবুল মুফরাদে হাঃ ৫৫৮ সহীহ আদাবুল মুফরাদ হাঃ ৪২৬ আলবানীর সিলসিলা সহীহা হাঃ১৩৪ দ্রষ্টব্য।

◆ তাওহীদের পূর্ণতা:

তাওহীদের পূর্ণতা ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর এবাদত ও সর্বপ্রকার তাগুত তথা শিরক মুক্ত না হয়। যেমন- আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ النحل: ٣٦

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা শিরক থেকে দূরে থাক।" [সূরা নাহ্‌ল: ৩৬]

◆ তাগুতের বর্ণনা:

তাগুত হলো: এমন প্রত্যেক জিনিস যা দ্বারা মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে। চাই তা মা'বূদ (উপাস্য) হোক যেমন : মূর্তি অথবা অনুসরণীয় ব্যক্তি হোক যেমন : জ্যোতিষ-গণক ও ধর্ম ব্যবসায়ী পীর-বুজর্গ এবং বদ আমল আলেম সমাজ অথবা মান্যবর ব্যক্তিরা হোক যেমন : শাসক ও নেতাজি ও প্রধানরা যারা আল্লাহর অবাধ্য।

◆ তাগুতের নেতারা:

তাগুত অনেক আছে তাদের মধ্যে বড় পাঁচটি:

- ইবলিস: আল্লাহ আমাদের তার থেকে পানাহ দিন।
- যার এবাদত করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে।
- যে মানুষকে নিজের এবাদতের জন্য ডাকে।
- যে ব্যক্তি "গায়বী ইলম" তথা কোন মাধ্যম ছাড়াই অদৃশ্যের খবরাদির জ্ঞান দাবি করে।
- যে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যের বিধান (মানব রচিত বিধান) দ্বারা বিচার ফয়সালা করে।

﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥٧﴾ البقرة: ٢٥٧

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।” [সূরা বাকারা:২৫৭]

৩- এবাদত

◆ **এবাদতের অর্থ:**

এবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহ [ﷻ]। এবাদত শব্দটি দু'টি জিনিসের উপর প্রয়োগ হয়:

১. **প্রথম: এবাদত করা:** মহব্বত ও সম্মানের সথে আল্লাহর আদেশসমূহের বাস্তবায়ন ও নিষেধসমূহ বর্জন করে তাঁর জন্য নিজেকে বিলিন ও অবনত করা।

২. **দ্বিতীয়: যার দ্বারা এবাদত করা হয়:** আর তা কথা হোক বা কাজ হোক, প্রকাশ্য হোক বা গোপনীয় হোক যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং করলে খুশি হন। যেমন : দোয়া, জিকির, সালাত, ভালোবাসা ইত্যাদি। সুতরাং, সালাত একটি এবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত করা হয়। আমরা অবনত হয়ে এবং মহব্বত করে ও সম্মানের সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবাদত করব। আর শুধুমাত্র তাঁর শরীয়ত সম্মতই এবাদত করব।

◆ **জ্বিন ও ইনসান সৃষ্টির হিকমত:**

আল্লাহ জ্বিন-ইনসানকে অযথা সৃষ্টি করেন নাই। পানাহার, খেলা-ধুলা ও হাসি-তামাশা করার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। বরং তাদের সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার জন্য। তারা একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে, তাঁরই মহত্ব গাইবে এবং তাঁরই আনুগত্য করবে। তাঁর নির্দেশসমূহ মানবে এবং নিষেধসমূহ ত্যাগ করবে। তাঁর দেয়া সীমা-রেখা লঙ্ঘন করবে না। আর অন্য সবার এবাদত ত্যাগ করবে। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦ ﴾ الذاريات: ٥٦

"আমি জ্বিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" [সূরা যারিয়াত: ৫৬]

◆ **এবাদতের হিকমত:**

আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে তাঁর সমস্ত নির্দেশ পালন ও নিষেধ ত্যাগ করা। আর সর্বদা সৃষ্টিকর্তা ও অন্তরের মালিকের ধিয়ান করা।

ইহা আল্লাহর বেশি বেশি জিকির ও সব সময় অন্তরে তাঁর ধিয়ান এবং এবাদতের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। আর যখন ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং শক্তিশালী হয় তখন তার আমলও বৃদ্ধি পায় ও মজবুত হয়। এরপর দুই জগতের সাফল্যতার দ্বারা সকল অবস্থা সঠিক হয়ে যায়। আর বিপরীত হলে বিপরীত দাঁড়ায়।

১. আল্লাহর তা'য়ালার বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٤٢﴾ الأحزاب: ٤١ ــ ٤٢

"মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। আর সকাল-বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর।" [সূরা আহজাব:৪১-৪২]

২. আল্লাহর তা'য়ালার বাণী:

﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٩٦﴾ الأعراف: ٩٦

"আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং আল্লাহভীরু হত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে।"
[সূরা আ'রাফ:৯৬]

◆ **এবাদতের পদ্ধতি:**

আল্লাহর এবাদত দু'টি বিশাল মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত:

(১) আল্লাহ তা'য়ালার পরিপূর্ণ ভালোবাসা।

(২) আল্লাহর জন্য নিজেকে পূর্ণ অবনত মস্তকে বিলিন করা।

এ দু'টি মূলনীতি আবার অন্য দু'টি বড় মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আর তা হলো:

(এক) আল্লাহর অনুকম্পা, এহসান, দয়া ও দানসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যা ভালোবাসাকে অপরিহার্য করে দেয়।

(দুই) আত্মা ও আমলের ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করা যা দ্বারা জন্ম নেয় আল্লাহর জন্য অবনতি হওয়া ও নিজেকে বিলিন করা।

আর সব চাইতে নিকটের দরজা যার দ্বারা বান্দা তার রবের নিকট পৌঁছতে পারে তা হলো মুখাপেক্ষীর দরজা। নিজেকে গরিব-মিসকিন ভাবা এবং নেই কোন উপায়-উপান্ত ও নেই কোন পন্থা ও অসিলা এমন ভেবে নিজেকে বিলিন করে দেয়া। আর পূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর প্রয়োজন বোধ করা এবং তিনি ব্যতীত সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে মনে করা।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ النحل: ٥٣ - ٥٥

"তোমাদের কাছে যেসব নেয়ামত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অত:পর তোমরা যখন দু:খ-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। এরপর যখন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দূরীভুত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় রবের সাথে শরিক করে। যাতে ঐ নিয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব, মজা করে নাও- সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।" [সূরা নাহাল: ৫৩-৫৫]

◆ এবাদতের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মানুষ:

নি:সন্দেহে নবী-রসূলগণ (আ:) আল্লাহর পরিপূর্ণ বান্দা; কারণ তাঁরা আল্লাহ সম্পর্কে সবার চেয়ে বেশী জানেন। তাঁরা অন্যদের চেয়ে তাঁকে বেশী তা'যীম তথা সম্মান করেন। এর অতিরিক্ত আল্লাহ তাঁদেরকে মানুষের নিকটে রসূল হিসেবে প্রেরণ করে আরো তাঁদের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের রেসালাতের ফজিলত তার সঙ্গে বিশেষ উবূদিয়্যাত তথা বন্দেগীর ফজিলতও সমন্বয় ঘটেছে।

এঁদের পরে স্থান হলো সিদ্দিকীনদের, যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য পূর্ণ সত্যতা লাভ করেছে। যার ফলে তাঁরা আল্লাহর আদেশসমূহে অটল ও অনড়। এরপর স্থান হলো শহীদগণের। এরপর সলেহীন তথা সৎ ও নেক লোকদের। যেমন : আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩﴾ النساء: ٦٩

"আর যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, তারা ওদের সঙ্গী হবে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের কতই না উত্তম সঙ্গী।"
[সূরা নিসা: ৬৯]

◆ **বান্দার প্রতি আল্লাহর হক (অধিকার):**

আসমান ও জমিনবাসীদের উপর আল্লাহর হক হলো: তারা একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। তাঁর আনুগত্য করবে, নাফরমানি ও অবাধ্যতা করবে না। তাঁকে সর্বদা স্মরণ করবে কখনো ভুলে যাবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে কখনো অকৃতজ্ঞতা করবে না। আর যার জন্য সৃষ্ট (এবাদত) তার বিপরীত কিছু সংঘটিত হওয়াটা হয়তো অপারগতা কিংবা অজ্ঞতা আর না হয় বাড়াবাড়ি ও অবহেলার কারণে হয়ে থাকে।

তাই তো আল্লাহ [ﷻ] আসমান ও জমিনবাসীকে আজাব দিলে তাতে তিনি কোন প্রকার জুলুমকারী হবেন না। আর যদি তাদের প্রতি দয়া করেন তাহলে তা হবে তাঁর পক্ষ থেকে তাদের উপর বিশেষ রহমত যা কাজের চেয়ে অনেক বেশী।

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ:« يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا »

.متفق عليه.

মু'য়ায ইবনে জাবাল [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী [ﷺ]-এর পিছনে 'উফায়ের নামের গাধার উপর বসে ছিলাম। তখন তিনি [ﷺ]

বলেন: "হে মু'য়ায! তুমি কি জান আল্লাহর হক তাঁর বান্দার উপর এবং বান্দার হক আল্লাহর উপর কি? মু'য়ায [ﷺ] বলেন আমি বললাম: এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। রসূল [ﷺ] বলেন: বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো: একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো: যে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করে না তাকে শাস্তি না দেয়া। মু'য়ায [ﷺ] বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করি? তিনি (রসূল ﷺ)বলেন: তাদের সুসংবাদ দিও না; কারণ তারা হাত-পা গুটিয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে কাজ-কর্ম ও এবাদত করা ছেড়ে বসে থাকবে।"[১]

◆ পূর্ণ দাসত্ব ও বন্দেগি:

১. প্রতিটি বান্দা তিনটি অবস্থার মধ্যে অবর্তন বিবর্তন করতে থাকে: (এক) আল্লাহর প্রচুর নেয়ামতের মধ্যে, যার ফলে আল্লাহর শুকরিয়া ও প্রশংসা করা বান্দার জন্য ওয়াজিব। (দুই) পাপকাজে লিপ্ত যার জন্য তওবা ও ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব। (তিন) আপদ-বিপদে যার দ্বারা আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করেন। সে মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এ তিনটি ওয়াজিব আদায় করবে সে দুনিয়া ও আখেরাতে নিশ্চই সফলকামী হবে।

২. আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন তাদের ধৈর্যশক্তি ও দাসত্বের পূর্ণতা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে। তাদের ধ্বংস ও শাস্তি দেয়ার জন্য নয়। তাই বান্দার বিপদকালে যেমন আল্লাহর পূর্ণ বন্দেগি করা জরুরি তেমনি ভালো অবস্থাতেও পূর্ণ বন্দেগি করা একান্ত ওয়াজিব। পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুতে আল্লাহর বন্দেগি করা জরুরি। আর বেশীর ভাগ মানুষ পছন্দে পূর্ণ গোলামি করে কিন্তু আসলে কঠিন সময়েও পূর্ণ বন্দেগি করাই হলো জরুরি। বন্দেগিতে বান্দারা সবাই সমান নয় বরং তাদের মাঝে কম-বেশী রয়েছে। ধরা যাক ওযু যা প্রচণ্ড গরমে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা করা এক প্রকার এবাদত।

[১]. বুখারী হাঃ ২৮৫৬ ও মুসলিম হাঃ ৩০

পরম সুন্দরী নারীকে বিবাহ করাও একটি এবাদত। অনুরূপ প্রচণ্ড শীতে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওযু করা এবাদত। যে পাপ কাজ করতে আত্মা উৎসাহি তা মানুষের ভয়েও নয় বরং ইচ্ছা করেই ত্যাগ করাও বন্দেগি। ক্ষুদা ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাও দাসত্ব। কিন্তু এ দু'প্রকার বন্দেগির মাঝে রয়েছে ব্যাপক ব্যবধান।

অতএব, যে ব্যক্তি সুখে-দু:খে ও পছন্দে-অপছন্দে সর্বঅবস্থায় আল্লাহর বন্দেগি করতে পারে, তিনিই আল্লাহর সেই বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত হন যাদের নেই কোন ভয়-ভীতি ও চিন্তা। আর তার উপর শত্রুদের নেই কোন শক্তি ; কারণ আল্লাহই তার হেফাজতকারী। কিন্তু কখনো শয়তান তাকে ধ্বংস করে ফেলে। বান্দা কখনো গাফলতি-অমনোযোগী, মনপূজারী তথা কামনা-বাসনায় ও রাগে নিপতিত হয়, যার ফলে শয়তান তার মাঝে এ তিনটি দরজা দ্বারা প্রবেশ করে বসে। আল্লাহ পরীক্ষা করার নিমিত্তে প্রতিটি বান্দার উপর তার প্রবৃত্তি ও শয়তানকে শক্তি প্রদান করে দিয়েছেন। এ কথা জানা ও দেখার জন্যে যে, সে তার প্রতিপালকের আনুগত্য করছে না নাফরমানি করছে।

মানুষের উপর আল্লাহর যেমন নির্দেশ রয়েছে তেমনি তার প্রবৃত্তিরও নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা চান মানুষ তার ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণ করুক। আর প্রবৃত্তি চায় সম্পদ ও কামনা-বাসনা পূর্ণ করুক। আল্লাহ [ﷻ] আমাদের থেকে চান আখেরাতের কাজ আর প্রবৃত্তি চায় দুনিয়াবী কাজ।

স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র শক্তিশালী ঈমানই নাজাতের রাস্তা ও আলোর বাতি যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার মাধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। আর ইহাই হলো পরীক্ষাগার।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ٢ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٣ ﴾ العنكبوت: ٢ - ٣

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি, তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকে

পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বের ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয় জেনে নিবেন মিথ্যুকদের।"
[সূরা আনকাবূত: ২-৩]
২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥٣ ﴾ يوسف: ٥٣

"আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সূরা ইউসুফ: ৫৩]

◆ **বন্দেগির সঠিক বুঝ:**

জমিন মিষ্টি ও তিতা সবধরণের ফলের গাছ রপণের জন্য উযুক্ত। আর ফিতরৎ তথা দ্বীনের মূল স্বভাব সেখানে যে কোন গাছ লাগানোর জন্য এক মুক্তাঙ্গন। অতএব, যে তাতে ঈমান ও তাকওয়ার গাছ লাগাবে সে চিরস্থায়ি স্বাদের ফল পাড়বে। আর যে কুফরি, অজ্ঞতা ও পাপের গাছ লাগাবে সে চিরস্থায়ি দু:খের ও অনীষ্টের ফল পাড়বে।

মনে রাখতে হবে যে, সবচেয়ে যার জ্ঞান রাখা বেশি প্রয়োজন তা হলো: আপনার প্রতিপালকের পরিচয় এবং তাঁর ব্যাপারে যা ওয়াজিব তা জানা। যার ফলে মহান আল্লাহর ব্যাপারে আপনি জ্ঞানে অজ্ঞতা--, কাজে অবহেলা--, প্রবৃত্তির ত্রুটি, আল্লাহর হকে শিথিলতা--- ও লেন-দেনে জুলুম করেন তা স্বীকার করতে পারবেন।

বান্দা যদি কোন নেকির কাজ করে তাহলে ভাবে ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। যদি আল্লাহ তা কবুল করে নেন তাহলে দ্বিতীয় অনুগ্রহ। আর যদি দ্বিগুণ বর্ধিত করেন তাহলে তৃতীয় অনুগ্রহ। কিন্তু যদি প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে এরূপ আমল গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হবে।

আর যদি বান্দা কোন পাপ করে তাহলে মনে রাখতে হবে যে, তার প্রতিপালক তাকে ছেড়ে দিয়েছেন এবং তার হেফাজতের রশির বন্ধন কেটে ফেলেছেন। আর যদি তার পাপের জন্য তাকে পাকড়াও

করেন তাহলে ইহা তাঁর ইনসাফ। কিন্তু যদি পাকড়াও না করেন তাহলে ইহা তাঁর অনুগ্রহ। আর যদি মাফ করে দেন তাহলে ইহা বান্দার প্রতি তাঁর বিশেষ এহসান ও অনুকম্পা।

আসমান-জমিনে যতকিছু সবই আল্লাহর বান্দা। প্রতিটি মানুষের স্বীকার করা ওয়াজিব যে, সে সৃষ্টিগত ও শরিয়তগত ভাবে আল্লাহর বান্দা। আপনি তাঁরই বান্দা; কারণ তিনিই আপনার সৃষ্টিকর্তা, আপনার মালিক, আপনার সকল বিষয়ের মহাব্যবস্থাপক আর আপনি তাঁর বান্দা চাইলে দিবেন আর না চাইলে দিবেন না। তিনি চাইলে আপনাকে ধনী বানাবেন আর চাইলে গরিব বানাবেন। তিনি চাইলে আপনাকে হেদায়েত দান করবেন আর চাইলে পথভ্রষ্ট করবেন। তিনি তাঁর হিকমত ও দয়ার দাবি মোতাবেক যা চাইবেন অপনার জন্যে তাই করবেন। শরিয়তগত ভাবে আপনি তাঁর বান্দা; তাই তিনি যা বিধিবিধান করেছেন সে অনুযায়ী তাঁর এবাদত করা আপনার প্রতি ওয়াজিব। তাঁর নির্দেশসমূহ আদায় করবেন ও নিষেধসমূহ ত্যাগ করবেন এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবেন যার ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হবে।

◆ **সমস্ত সৃষ্টিজীব আল্লাহর মুখাপেক্ষী:**

আর তাদের মুখাপেক্ষীতা দুই প্রকার:

৩. বাধ্যগত মুখাপেক্ষীতা। ইহা সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের মুখাপেক্ষীতা, তাদের অস্তিত্ব, চলাফেরা এবং যা তাদের প্রয়োজন তার জন্য।

৪. নির্বাচিত মুখাপেক্ষীতা। আর ইহা দু'টি জিনিস জানার ফলাফল: বান্দার তার প্রতিপালকের পরিচয় জানা ও বান্দার তার নিজের পরিচয় জানা। অতএব, যে তার প্রতিপালকে সর্বতভাবে অমুখাপেক্ষী জানবে সে নিজেকে সর্বতভাবে মুখাপেক্ষী জানতে পারবে এবং বন্দেগির দরজাকে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত নিজের প্রতি জরুরি করে নেবে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ ﴾ فاطر: ١٥

"হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" [সূরা ফাতির:১৫]

৪- শির্‌ক

- **শিরকের সংজ্ঞা:** শির্‌ক হচ্ছে আল্লাহর রবূবিয়াতে (কাজে), আসমা ওয়াস্‌সিফাতে (নাম ও গুণাবলীতে) এবং উলূহিয়াতে (বান্দার সকল এবাদতে) অথবা এর কোন একটিতে কোন কিছুকে শরিক স্থাপনের কারার নাম। সুতরাং, মানুষ যখন এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর সঙ্গে আর কেউ সৃষ্টিকর্তা বা সাহায্যকারী আছে তখন সে মুশরিক। আর যে এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এবাদতের হকদার সেও মুশরিক। আর যে এ মনে করবে যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে অন্য কেউ সদৃশ আছে সেও মুশরিক।

- **শির্‌কের ভয়াবহতা:**

১. শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম; কারণ ইহা আল্লাহর একান্ত বিশেষ হক তাওহীদের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন। তাওহীদ হলো সবচেয়ে বড় ইনসাফ। পক্ষান্তরে শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম ও ঘৃণ্যতা; কারণ এতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালককে ছোট করা হয় এবং তাঁর আনুগত্য থেকে অহংকার করা হয়। এ ছাড়া আল্লাহর বিশেষ হক অন্যের জন্য সাব্যস্ত করা হয়। শিরকের ভয়াবহতা কঠিন, যার ফলে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মুশরিক হয়ে সাক্ষাৎ করবে তিনি তাকে কস্মিনকালেও ক্ষমা করবেন না।

যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ﴿٤٨﴾ ﴾ النساء: ٤٨

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এর চেয়ে ছোট পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।"
[সূরা নিসা: ৪৮]

২. শির্‌ক সবচেয়ে বড় জুলুম তথা অন্যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করল সে এবাদতকে যথা স্থানে রাখল না এবং যে হকদার না তার জন্য নির্দিষ্ট করল, যা সবচেয়ে বড় জুলুম। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾﴾ لقمان: ١٣

"নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।" [সূরা লোকমান:১৩]

৩. শির্ক সমস্ত সৎ আমলকে পণ্ড করে দেয় এবং ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্তের দিকে ঠেলে দেয়। আর ইহা সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾﴾ الزمر: ٦٥

"তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহি হয়েছে, তুমি আল্লাহর শরিক স্থির করলে তোমার কর্ম পণ্ড হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা যুমার: ৬৫]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:« الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ». متفق عليه.

২. আবু বাকরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন: আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জানিয়ে দেব না ? রসূল [ﷺ] এ ভাবে তিনবার বললেন। তাঁরা (সাহাবাগণ-ﷺ) বললেন: হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বললেন: "আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া। রসূল [ﷺ] এবার হেলান দেয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে বললেন: সাবধান! মিথ্যা কথা থেকে সাবধান! বর্ণনাকারী বলেন: এ কথাটি রসূল [ﷺ] বারবার বলতেছিলেন এমনকি আমরা বলতে ছিলাম: হায় যদি তিনি চুপ করতেন!।" [১]

[১]. বুখারী হাঃ ২৬৫৪ ও মুসলিম হাঃ ৮৭

● **শিরকের ঘৃণ্যতা ও কুপ্রভাব:**

আল্লাহ [ﷻ] শিরকের চারটি ঘৃণ্যতা ও কু-পরিনিতি সম্পর্কে চারটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন তা হলো:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨ ﴾ النساء: ٤٨

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এর চেয়ে ছোট পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন। আর যে শিরক করল সে বড় ধরনের অপবাদ ধারণ করল।" [সূরা নিসা: ৪৮]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١١٦ ﴾ النساء: ١١٦

"আর যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করল সে বহু দূরের ভ্রষ্টতায় পতিত হলো।" [সূরা নিসা: **১১৬**]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢ ﴾ المائدة: ٧٢

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশীস্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নামে। আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।" [সূরা মায়েদা:৭২]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ ٣١ ﴾ الحج: ٣١

"আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অত:পর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা

বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।” [সূরা হাজ্ব: ৩১]

- **মুশরেকদের শাস্তি:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ ﴾ البينة: ٦

“নিশ্চয় মুশরিক ও আহলে কিতাবের যারা কুফরি করেছে তাদের স্থান জাহান্নামে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী অবস্থান করবে। তারাই হলো সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টিজীব।” [সূরা বাইয়িনা: ৬]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّاۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ ﴾ النساء: ١٥٠ ــ ١٥١

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি করি আর কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আজাব।” [সূরা নিসা:১৫০-১৫১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«مَنْ مَاتَ وَهْــوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ ». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নামে প্রবেশ করবে।”[১]

- **শিরকের ভিত্তিঃ**

শিরকের ভিত্তি ও ঘাঁটি যার উপর শিরকের বুনিয়াদ তা হলো গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কেউ)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন। আর যে গাইরুল্লাহ এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, আল্লাহ তাকে যার সঙ্গে সে সম্পর্ক করেছে তার দিকে সোপর্দ করে দিবেন। তার দ্বারা তাকে শাস্তি দিবেন এবং যার সঙ্গে সম্পর্ক জুড়েছে সেদিক থেকে অপদস্ত করবেন। যার ফলে সে সবার নিকট ঘৃণিত হবে কেউ তার প্রশংসাকারী থাকবে না। অপদস্ত হবে কেউ তার সাহায্যকারী হবে না। যেমন আল্লাহ [ﷻ] বলেন:

﴿ لَّا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾ ﴾ الإسراء: ٢٢

“আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে।” [সূরা বনি ইসরাঈল: ২২]

◆ **শিরকের সূক্ষ বুঝঃ**

আল্লাহর সাথে তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীতে, তাঁর বিধানে, তাঁর এবাদতে শিরক করা। এ হলো শিরকের প্রকারসমূহ। প্রথমটি হলো রবুবিয়াতে শিরক। দ্বিতীয়টি হলো আনুগত্বে শিরক। তৃতীয়টি হলো এবাদতে শিরক। আল্লাহ তা'য়ালা হলেন সুমাহন একমাত্র প্রতিপালক এবং সমস্ত সৃষ্টিরাজির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

আর আল্লাহর সাথে তাঁর বিধানে শিরক করা তাঁর এবাদতে শিরক করার মতই। দু'টিই বড় শিরক যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়; কারণ এবাদত একমাত্র আল্লাহর হক যার কোন শরিক নেই। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ﴾

[১]. বুখারী হাঃ ৪৪৯৭ ও মুসলিম হাঃ ৯২

الكهف: ١١٠

"অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরিক না করে।" [সূরা কাহাফ:১১০]

বিধান ফয়সালা করা একমাত্র আল্লাহর অধিকার। যেমন আল্লাহর তা'য়ালা বলেন:

﴿لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا ۝٢٦﴾ الكهف: ٢٦

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁইর কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরিক করেন না।" [সূরাকাহাফ:২৬]

যে কেউ আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান ছেড়ে অন্য কারো বিধান দ্বারা ফয়সালা করবে সে কাফের ও মুশরেক। আর তার প্রতিপালক হবে সে যার দ্বারা ইবলীস শয়তান মানব রচিত বিধান প্রণয়ন করেছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٣١﴾ التوبة: ٣١

"তারা তাদের পণ্ডিত ও দরবেশদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।" [তাওবা:৩১]

আর শয়তানের এবাদত হলো তার নিয়ম-কানুনে অনুগত হওয়া যার দ্বারা মানুষকে সে শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা এই শত্রু থেকে আমাদেরকে সাবধান করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ۝٦٠ وَأَنِ ٱعۡبُدُونِيۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ۝٦١ ﴾ يس: ٦٠ – ٦١

"হে বনি আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখেনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর আমার এবাদত কর। এটাই সরল পথ।" [সূরা ইয়াসীন:৬০-৬১]

আর যেসব কাফেররা মূর্তিকে সেজদা করে তারা কাফের ও ফাজের। যখন তারা আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে শয়তানের বিধানের অনুগত হয়েছে তখন তারা এর দ্বার তাদের পুরাতন কুফরির সাথে নতুন আর এক কুফরি সংযুক্ত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامٗا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامٗا لِّيُوَاطِـُٔواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُۚ زُيِّنَ لَهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمَٰلِهِمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ۝٣٧ ﴾ التوبة: ٣٧

"এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরির মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেররা গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোকে। অত:পর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল। আল আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" [সূরা তাওবা:৩৭]

৫- শিরকের প্রকার

শির্ক দু'প্রকার (১) বড় শির্ক। (২) ছোট শির্ক।

১. বড় শির্ক দ্বীন থেকে খারেজ করে দেয়, সমস্ত আমল পণ্ড করে দেয় এবং তওবা ছাড়া মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানায়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এবাদত করা বড় শিরক। যেমন : গাইরুল্লাহকে আহব্বান করা। কবরবাসী, জ্বিন ও শয়তান ইত্যাদির নামে নজর-মান্নত মানা ও জবাই করা। অনুরূপ গাইরুল্লাহ এর নিকট এমন জিনিস চাওয়া যা তার শক্তির বাইরে। যেমন: অভাবমুক্ত, রোগ আরোগ্য, প্রয়োজন কামনা করা ও বৃষ্টি চাওয়া। এসব অজ্ঞ-মূর্খরা অলি ও নেককারদের কবরের পার্শ্বে বা গাছ ও পাথর ইত্যাদি মূর্তির নিকটে বলে ও করে থাকে।

- **বড় শির্কের কিছু প্রকার:**

১. **ভয়-ভীতিতে শির্ক:** আল্লাহ ব্যতীত যেমন : মূর্তি বা তাগুত কিংবা মৃত বা অনুপস্থিত অলিদের কিংবা জ্বিন বা মানুষ ক্ষতি বা অনীষ্ট করাতে পারে বলে ভয় করা। এ ধরনের ভয়-ভীতির স্থান দ্বীন ইসলামে অনেক বড়। সুতরাং যে ইহা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করবে সে আল্লাহর সাথে বড় শিরক করল। আল্লাহ [ﷻ] এরশাদ করেন:

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ ﴾ آل عمران: ١٧٥

"সুতরাং, তাদেরকে ভয় করা না বরং যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আমাকে ভয় কর।" [সূরা আল-ইমরান:১৭৫]

২. **ভরসার মধ্যে শিরক:** প্রতিটি বিষয়ে ও প্রতিটি অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা একটি বিরাট এবাদত। ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর করা ওয়াজিব। সুতরাং যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ এর উপর এমন ব্যাপারে ভরসা করে যা তার ক্ষমতার বাইরে। যেমন : ক্ষতিকর জিনিস দূর করার জন্যে বা কল্যাণ ও রিজিক লাভের

জন্যে মৃত্যু ও অনুপস্থিত ইত্যাদির উপর ভরসা করা। এ ধরনের কাজ যে করবে সে বড় শিরক করল।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٣﴾ المائدة: ٢٣

"আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।" [সূরা মায়েদা: ২৩]

৩. **মহব্বত তথা ভালোবাসায় শির্ক:** আল্লাহর ভালোবাসা যা পূর্ণ বিনয়তা ও পূর্ণ আনুগত্যকে বাধ্য করে। এ ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। এর মধ্যে অন্য কাউকে শরিক করা হারাম। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুরূপ আর কাউকে ভালবাসল ও ভক্তি করল সে আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা ও সম্মানে শিরক করল।

আল্লাহর বাণী :

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ ١٦٥﴾ البقرة: ١٦٥

"আর মানুষের মধ্যে এরূপ আছে– যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবেসে থাকে।" [সূরা বাকার: ১৬৫]

৪. **আনুগত্যে শির্ক:** আনুগত্যে শিরকের মধ্যে যেমন : শারয়ী নাফরমানি ও অবাধ্যতার বিষয়ে আলেম সমাজ, ইমাম, শাসনকর্তা, রাষ্ট্রপতি ও পীর-বুজুর্গদের আনুগত্য করা। আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল বা আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা। অতএব, এ ব্যাপারে তাদের যে আনুগত্য করবে সে তাদেরকে বিধান রচনায় ও হালাল-হারাম করার ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে শরিক বানালো। আর ইহা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١ ﴾ التوبة: ٣١

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম, ধর্ম–যাজক ও মরয়মের ছেলে মাসীহ্‌কে রব তথা প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌র এবাদত করতে বলা হয়নি। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তারা যে সকল তাঁর শরিক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।" [সূরা তাওবা: ৩১]

◆ **মুনাফেকির দু'প্রকার:**

১. **বড় মুনাফেকি:** ইহা বিশ্বাসে মুনাফেকি, বাইরে ইসলাম প্রকাশ করে আর ভিতরে কুফরি গোপন করে রাখাকে বলে। এমন ব্যক্তি কাফের যার স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্নে ।

আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا ١٤٥ ﴾ النساء: ١٤٥

"নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে থাকবে। আর আপনি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবেন না।" [সূরা নিসা: ১৪৫]

২. **ছোট মুনাফেকি:** ইহা কাজ-কর্ম ইত্যাদির মধ্যে হয়ে থাকে। এমন ব্যক্তি মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না কিন্তু পাপিষ্ঠ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، ومَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ ،وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন: "যার মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে সে সুস্পষ্ট মুনাফেক। আর যার মধ্যে এর কোন

একটি পাওয়া যাবে সে সেটির মুনাফিক যতক্ষণ সেটি ত্যাগ না করে। যখন তার নিকট কোন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে। যখন কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে। যখন অঙ্গিকার করে তখন তা ভঙ্গ করে। আর যখন ঝগড়া করে তখন বাজে কথা বলে।"[১]

৩. **ছোট শিরক:** ইহা তাওহীদকে হ্রাস করে দেয়। কিন্তু মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ তথা বের করে দেয় না। ইহা বড় শিরক পর্যন্ত পৌঁছানোর একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ছোট শিরককারীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, তবে কাফেরদের মত চিরস্থায়ী জান্নামী হবে না। বড় শিরক সমস্ত আমলকে পণ্ড করে দেয় কিন্তু ছোট শিরক শুধুমাত্র সে কাজটি পণ্ড করে। কোন কাজ আল্লাহর জন্য ক'রে কিন্তু মানুষের প্রশংসা অর্জন করাও উদ্দেশ্য থাকে। যেমন : মানুষ দেখানো বা শুনানো কিংবা তাদের প্রশংসার জন্য সালাত সুন্দর করে আদায় করা কিংবা দান-খয়রাত করা, রোজা পালন করা আথবা জিকির-আজকার করা। একে বলা হয় "রিয়া" তথা লোক দেখানো আমল যার সংমিশ্রণে আমল বাতিল হয়ে যায়।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾ ﴾ الكهف: ١١٠

"বলুন! আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ্। অতএব, যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার রবের এবাদতে কাউকে শরিক না করে।" [সূরা কাহাফ: ১১০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». أخرجه مسلم.

[১]. বুখারী হাঃ ৩৪ ও মুসলিম হাঃ ৫৮

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'য়ালা বলেন:"আমি সর্বপ্রকার শরিক থেকে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করে আমি তাকে ও তার শিরককে ত্যাগ করি।" [১]

◆ ছোট শিরকের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। অনুরূপ ভাবে কারো কথা "আল্লাহ এবং অমুকের ইচ্ছায়" বা "যদি আল্লাহ ও ঐ ব্যক্তি না হতো" অথবা "ইহা আল্লাহ ও উমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে" কিংবা "আমার আল্লাহ ও উমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নেই" ইত্যাদি বলা। ওয়াজিব হলো: "আল্লাহ যা চেয়েছেন অত:পর অমুক যা চেয়েছে" এমন বলা।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

১. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে কুফরি অথবা শির্ক করল।" [২]

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ». أخرجه أحمد وأبوداود.

২. হুযাইফা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা "আল্লাহ যা চেয়েছে এবং অমুক যা চেয়েছে" বলো না। বরং "আল্লাহ যা চেয়েছেন অত:পর অমুক যা চেয়েছে" বল।"[৩]

[১]. মুসলিম হাঃ ২৯৮৫
[২]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ ৩২৫১, তিরমিযী হাঃ ১৫৩৫ শব্দ তারই
[৩]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ২৩৫৪, সিলসিলা সহীহা হাঃ ১৩৭ দ্রঃ, আবূ দাঊদ হাঃ ৪৯৮০ শব্দ তারই

ছোট শিরক কখনো বড় শিরকে পরিণত হতে পারে। আর ইহা শিরককারীর অন্তরের ব্যাপার। অতএব, ছোট-বড় সর্বপ্রকার শিরক থেকে প্রতিটি মুসলিমের সতর্ক থাকা ফরজ; কারণ শিরক বড় জুলুম যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ﴿٤٨﴾ ﴾ النساء: ٤٨

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীস্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এর চেয়ে ছোট পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।” [সূরা নিসা আয়াত: ৪৮]

◆ কিছু শিরকি কথা বা মাধ্যম:

কিছু কথা বা কাজ আছে যা বড় ও ছোট শিরকের মধ্যে আবর্তন-বিবর্তন করে। এটা যার দ্বারা ঘটবে তার অন্তরের উপর নির্ভর করবে। ইহা সঠিক আকীদার পরিপন্থী কাজ অথবা আকীদার মধ্যে কলুষ যা থেকে শরীয়ত সাবধান করে দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে যেমন :

১. **বালা ও সুতা প্রভৃতি** আপদ-বিপদ দূর করা অথবা স্পর্শ না করার জন্য ব্যবহার করা।

২. **সন্তানদের শরীরে তাবিজ-কবজ ঝুলানো**। চাই তা পুঁতি হোক বা হাড় কিংবা কোন কিছুতে লিখা হোক যা বদ নজর ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইহা নি:সন্দেহে শিরক।

৩. **পাখী বা ব্যক্তি কিংবা কোন** স্থান ইত্যাদির মাধ্যমে অশুভ বা কুলক্ষণ মনে করা যা শিরক; কারণ এর সম্পর্ক গাইরুল্লাহ এর সাথে জড়ানো হয়। এ বিশ্বাস করে যে তার দ্বারা ক্ষতি হয়। কিন্তু তা একটি সৃষ্টি যার ভাল-মন্দ করার কোন ক্ষমতা নেই। ইহা শয়তানের পক্ষ থেকে মানুষের অন্তরে এক প্রকার ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রনা যা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসার বিপরীত আকীদাহ্।

৪. **গাছ, পাথর, নির্দশন ও কবর** ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাছিল করা। এ ধরনের জিনিস থেকে বরকত চাওয়া ও আশা করা শিরকি আকীদাহ্; কারণ এর দ্বারা গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে সম্পর্ক জুড়া ও বরকত হাছিল করাই প্রমাণ করে।

৫. জাদু: ইহা হচ্ছে যার কারণ গোপনীয় ও সূক্ষ্ম। ইহা বিপদ দূর করার বাক্য, মন্ত্র, বাণী ও ঔষধ যা অন্তর ও শরীরে প্রভাব ফেলে। যার ফলে অসুস্থ হয় কিংবা হত্যা হয় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। ইহা শয়তানী কাজ। জাদু বেশীর ভাগ শিরকের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। জাদু এক প্রকার শিরক; কারণ এর মধ্যে গাইরুল্লাহ তথা শয়তানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এবং ইলমে গায়বের (অদৃশ্যের জ্ঞান) দাবী করা হয়। আল্লাহ [ﷻ] এরশাদ করেন:

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ (١٠٢) البقرة: ١٠٢

"সুলাইমান কুফরি করে নাই বরং শয়তানরা কুফরি করেছে। যারা মানুষদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে।" [সূরা বাকারা: **১০২**]

আর জাদু কখনো কবিরা গুনাহ হয় যদি তা শুধু ঔষধ ও প্রতিষেধক হয়।

৬. গণকী ব্যবসা: শয়তানের সাহায্যে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ইলমে গায়ব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান দাবী করে খবর দেয়া। ইহা শিরক; কারণ এতে গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের) নৈকট্য লাভ করা হয় এবং ইলমে গায়বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে শরিক দাবি করা হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ». أخرجه أحمد والحاكم.

আবু হুরাইরা ও হাসান [ﷺ] থেকে বর্ণিত তাঁরা নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষির নিকটে যায় অত:পর সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদ [ﷺ] -এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরি করল।" [১]

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ৯৫৩৬ শব্দ তারই, হাকেম হাঃ ১৫ ও ইরওয়াউল গালীল হাঃ ২০০৬ দ্রঃ

৭. জ্যোতিষী: সৌর জগতের অবস্থার আলোকে পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করা। যেমন : ঝড়-বাতাস, বৃষ্টি বর্ষণ, রোগ, মৃত্যুর সময় ও ঠাণ্ডা-গরমের প্রকাশ এবং বিশ্ব-বাজারের মূল্য ইত্যাদি পরিবর্তন সম্পর্কে বাণী দেওয়া। ইহা শিরক; কারণ এর দ্বারা বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা ও ইলমে গায়বে তথা অদৃশ্যের জ্ঞানে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করা হয়।

৮. নক্ষত্র দ্বারা বৃষ্টি কামনা করা: তারকারাজির উঠা-ডুবার সাথে বৃষ্টি বর্ষণের সম্পর্ক করা। যেমন বলা : আমরা অমুক তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি পেয়েছি। এখানে বৃষ্টি বর্ষণের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে না করে তারকার সঙ্গে জুড়েছে যা বড় শিরক; কারণ বৃষ্টি বর্ষণ আল্লাহর হাতে কোন তারকার সাথে সম্পর্ক বা অন্যের হাতে নয়।

৯. নেয়ামতের সম্পর্ক গাইরুল্লাহর দিকে করা: দুনিয়া-আখেরাতে সকল প্রকার নিয়ামত একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি কোন নেয়ামতের সম্পর্ক গাইরুল্লাহর সাথে করবে সে শিরক ও কুফরি করল। যেমন : সম্পদ অর্জন অথবা আরোগ্য লাভের সম্পর্ক আল্লাহ ছাড়া অন্যের সঙ্গে করা। জলে-স্থলে ও নৌ পথে নিরাপদে চলাফেরার নিয়ামতকে চালক, মাঝি ও পাইলটের সাথে করা। বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত হাছিল এবং শত্রুতা ও শান্তির প্রতিরক্ষাকে সরকারী বা ব্যক্তি কিংবা পতাকা ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক জুড়া।

ফরজ হলো প্রতিটি নেয়ামতের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহর সাথে করা এবং একমাত্র তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর যা কিছু কোন সৃষ্টির হাতে সম্পাদন হয় তা শুধু কারণ মাত্র যা কখনো ফলদায়ক হয় আর কখনো হয় না। আবার কখনো উপকারে আসে আবার কখনো অপকারে আসে।

আল্লাহ [سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى] এরশাদ করেন:

﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾ النحل: ٥٣

"তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অত:পর তোমাদেরকে যখন দু:খ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর।" [সূরা নাহ্ল: ৫৩]

◆ ছবি তুলার বিধান:

আত্মা আছে এমন প্রতিটি জীবের ছবি উঠানো হারাম। বরং কবিরা গুনাহ। দ্বীন ও চরিত্র বিনষ্টের জন্য সব সময় সকল প্রকার ছবির বিরাট প্রভাব রয়েছে।

প্রথমত: ছবিই জমিনে সর্বপ্রথম শিরকের কারণ। আর এ ছিল নূহ [عليه السلام]-এর জাতির নেক-বুযর্গদের ছবি-মূর্তি অঙ্কন করা। নেক লোকদের নাম হলো: ওয়াদ্দ, সুওয়া', ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাস্র। এ ছিল এক মহাৎ উদ্দেশ্য আর তা হলো: যাতে করে তারা তাদেরকে দেখে জিকির ও এবাদতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পায়। এরপর লম্বা সময় অতিবাহিত হয় এবং তারা গাইরুল্লাহর এবাদত আরম্ভ করে। তাই দুনিয়াতে তাওহীদের প্রতি সর্বপ্রথম শিরকী অন্যায় ছিল ছবি তুলা।

দ্বিতীয়ত: ছবি তুলা দ্বীনের বিপর্যয়, চরিত্র ধ্বংস, নোংরা বিস্তার এবং মহৎ গুণ বিনষ্টের এক বিরাট কারণ। নারীদের উলঙ্গ ও বেপর্দা ছবি তুলে যুবকদের যৌন চহিদার সামনে সমপ্রচার করে তাদের দ্বীন ও চরিত্র ধ্বংস করা হচ্ছে যা চরিত্রের প্রতি এক বিরাট অবিচার। আর বিপর্যয় দূর করা কোন কল্যাণকর বয়ে নিয়ে আসার পূর্বের কাজ। আর যে জিনিস হারামের দিকে নিয়ে যায় তাও হারাম। তাই যদি সেটা হরাম জিনিস হয় এবং অন্য আর এক হারামের দিকে নিয়ে যায় তা হলে তার বিধান কি হওয়া উচিত?!

৬ - ইসলাম

◆ **মানবজাতির ইসলামের প্রয়োজনীয়তা:**

মানব জাতির দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ইসলাম ছাড়া সম্ভব নয়। ইসলাম মানব জাতির জীবনে পানাহার ও আবহাওয়ার চেয়েও বেশী প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষ শরীয়তের মুখাপেক্ষী। মানুষের গতি দু'টি অবস্থার মধ্যে আবর্তন-বিবর্তন করে। প্রথমটি হলো: এমন গতি যার মাধ্যমে তার জন্যে লাভজনক জিনিস বয়ে আনে। দ্বিতীয়টি হলো: এমন গতি যার দ্বারা তার জন্যে যা ক্ষতিকর তা প্রতিহত করে। ইসলাম এমন এক আলো যা তার জন্য উপকার ও অপকার সবই বর্ণনা করে দেয়।

◆ দ্বীন ইসলামের তিনটি স্তর রয়েছে তা হলো: ইসলাম, ঈমান ও এহ্সান। প্রতিটি স্তরের আবার কিছু রোকন রয়েছে।

◆ **ইসলাম, ঈমান ও এহসানের মধ্যে পার্থক্য:**

◆ যদি ইসলাম ও ঈমান দু'টি শব্দ একত্রে উল্লেখ হয় তবে ইসলাম শব্দের উদ্দেশ্য হলো: বাহ্যিক কার্যাদি তা হলো পাঁচটি রোকন। আর ঈমান শব্দের উদ্দেশ্য গোপনীয় কার্যাদি তা হলো ছয়টি রোকন। আর যখন ভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হবে তখন একটি অপরটির অর্থে ও বিধানে শামিল হবে।

◆ এহসানের সীমা-রেখা ঈমানের সীমা-রেখা চাইতে ব্যাপক। আর ঈমানের বেষ্টণী ইসলামের বেষ্টণীর চাইতে ব্যাপক। অতএব, এহসান শব্দটি অর্থের দিক থেকে ব্যাপক; কারণ সে ঈমানকেও শামিল করে। তাইতো কোন বান্দা ততক্ষণ এহসানের স্তরে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না তার মধ্যে ঈমান মজবুত হবে। আর এহসান শব্দটির বিশেষ অর্থে মুহসিন তথা এহসানকারী; কেননা এহসানকারীগণ ঈমানদারগণের মধ্যে একটি ছোট দল। অতএব, প্রত্যেক মুহসিন মু'মিন কিন্তু প্রত্যেক মু'মিন মুহসিন নয়।

◆ ঈমান ইসলামের চাইতে অর্থের দিক থেকে ব্যাপক; কারণ ঈমান ইসলামকে শামিল করে। যার ফলে কোন বান্দা ঈমানের স্তর পর্যন্ত

পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ তার মধ্যে ইসলাম দৃঢ়মূল না হয়। আর ঈমান শব্দটি বিশেষ অর্থে মু'মিন তথা ঈমানদারগণ। কেননা ঈমানদারগণ মুসলিমদের মধ্য হতে একটি ছোট দল, সবাই মু'মিন নয়। সুতরাং, প্রত্যেক মু'মিন মুসলিম কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম মু'মিন নয়।

- **ইসলাম, কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য:**

- **ইসলাম:** ইসলাম শব্দটির আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণ করা। আর ইসলামি পরিভাষায় ইসলাম হলো: তাওহীদের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করা, এবাদতের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা এবং শিরক ও মুশরিকদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা। অতএব, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করবে সে মুসলিম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও অন্যের জন্য আত্মসমর্পণ করবে সে মুশরিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য আত্মসর্মপণ করবে না সে অহংকারী কাফের।

- **কুফরি:** প্রতিপালক মহান আল্লাহকে সম্পূর্ণভাকে অস্বীকার করাকে বলে।

- **শিরক:** বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর সঙ্গে তাঁর কাজে, নাম ও গুণাবীতে ও বান্দার এবাদতে অন্য কাউকে শরিক করে তাঁর মর্যাদাকে ছোট করে দেওয়ার নাম।

- কুফরি শিরকের চাইতে বেশি মারাত্মক; কারণ শিরকের দ্বারা আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করা হয়। আর কুফরি দ্বারা প্রতিপালককে অস্বীকার করা হয়। তবে একটি অপরটির স্থানে ব্যবহার হয়। আর যখন একই সঙ্গে ব্যবহার হয় তখন ভিন্ন অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু যখন ভিন্ন স্থানে ব্যবহার হয় তখন একটি অপরটির অর্থ ও হুকুম শামিল করে।

◆ **সবচেয়ে বড় নিয়ামত:**

মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম একটি বিরাট নিয়ামত। আর কুরআনুল কারীম সবচেয়ে মহান কিতাব যা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মখলুকাতের মধ্যে মনোনীত ব্যক্তিকে ওয়ারিস বানান। আল্লাহর বাণী:

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ ﴾ فاطر: ٣٢

"অত:পর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।" [সূরা ফাতির:৩২]

আল্লাহ তা'য়ালা এ উম্মতকে যাদের মহান কিতাবের ওয়ারিস বানিয়েছেন তিন ভাবে ভাগ করেছেন: (১) নিজের প্রতি অত্যাচারী। (২) মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। (৩) কল্যাণের পথে অগ্রগামী।

অতএব, নিজেদের প্রতি জুলুমকারী যে একবার তাঁর রবের আনুগত্য করে আর একবার নাফরমানি করে। সে সৎ আমলের সাথে খারাপ আমল মিলিয়ে ফেলে। আয়াতে এ প্রকারের দ্বারা আল্লাহ আরম্ভ করেছেন যাতে করে সে নিরাশ না হয়ে পড়ে এবং তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া এরাই হলো বেশির ভাগ জান্নাতের অধিবাসী।

আর মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী হলো: যে তার প্রতি যে সকল ওয়াজিব তা আদায় করে এবং হারামগুলো ত্যাগ করে।

আর কল্যাণের পথে অগ্রগামী হলো: যে তার প্রতি যে সকল ওয়াজিব তা আদায় করে এবং হারামগুলো ত্যাগ করে। এ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় নফল এবাদতও করে। এ প্রকারের উল্লেখ আয়াতে সর্বশেষ করার কারণ হলো: যাতে করে সে তার আমল নিয়ে আশ্চর্য না হয়, ফলে আমল বরবাদ না হয়ে পড়ে। তা ছাড়া এরাই

জান্নাতে প্রবেশের বেশি অধিকারী। আর নিজেদের প্রতি জুলমকারীরা বেশির ভাগ জান্নাতী হলেও সর্বাগ্রে প্রবেশকারী হিসাবে কম। এরা বেশি হওয়ার জন্য তাদের দ্বারা আয়াতে শুরু করা হয়েছে।
আর আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক প্রকারের জন্য জান্নাতে প্রবেশের ওয়াদা করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٣٣ ﴾ فاطر: ٣٣

"তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, মোতি খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।" [সূরা ফাতির:৩৩]

৭- ইসলামের রোকনসমূহ

◆ **ইসলামের রোকন পাঁচটি:**

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ :« بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ [ﷺ] আল্লাহর রসূল। (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। (৩) জাকাত প্রদান করা। (৪) হজ্ব সম্পাদন করা। (৫) রমজান মাসের রোজা রাখা।" [১]

◆ **"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্" এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ:**

মানুষ তার জবান ও অন্তর দ্বারা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ [ﷻ] ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ্-উপাস্য নেই। আর তিনি ছাড়া যত মা'বূদ রয়েছে তাদের উলূহিয়াত বাতিল এবং তাদের এবাদত করাও বাতিল। ইহা নেতিবাচক ''লা-ইলাহ'' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত যার এবাদত করা হয় সকলকে অস্বীকার করা। আর ইতিবাচক ''ইল্লাল্লাহ'' অর্থাৎ সকল প্রকার এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা, যার এবাদতে কোন শরিক নেই। যেমন তাঁর রাজত্বে তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই।

◆ **"মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্" এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ:**

নবী [ﷺ] যার নির্দেশ করেছেন তার আনুগত্য করা এবং যা খবর দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা। আর যে সকল জিনিস থেকে নিষেধ-বারণ করেছেন ও যে সকল ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন সেগুলো থেকে সম্পূর্ণ

[১]. বুখারী হাঃ ৮ ও মুসলিম হাঃ ১৬ শব্দ তারই

দূরে থাকা এবং তাঁর দেয়া শরীয়ত ছাড়া অন্য কোন শরীয়ত মোতাবেক আল্লাহর এবাদত না করা।

৮- ঈমান

◆ **ঈমান:** ঈমান শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা। আর ইসলামি পরিভাষায় ঈমান হলো: অন্তরে বিশ্বাস করা, জবান দ্বারা স্বীকৃতি দেওয়া এবং সে মোতাবেক কাজে বাস্তবায়ন করা, যা সৎ আমলের দ্বারা বাড়ে এবং পাপ কাজের দ্বারা কমে। ঈমানের রোকন ছয়টি যথা: আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, রসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

◆ ঈমান কথা ও কাজের নাম। ঈমান অন্তর ও জবানের কথা এবং অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের কাজ। ঈমান সৎ কর্মের দ্বারা বাড়ে এবং অসৎ কাজের দ্বারা কমে।

◆ **ঈমানের শাখা-প্রশাখা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "ঈমানের তেহাত্তর বা তেষট্রির অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর সর্বনিম্ন হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।"[১]

◆ **ঈমানের স্তরসমূহ:**

ঈমানের স্বাদ ও মজা এবং হকিকত রয়েছে।

১. **ঈমানের স্বাদ** নবী [ﷺ] তাঁর ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

« ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا». أخرجه مسلم.

---

[১]. মুসলিম হাঃ ৩৫

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালক ও ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ [ﷺ] কে রসূল হিসাবে সন্তুষ্টি চিত্তে মেনে নিল সে প্রকৃত ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করল।"[১]

২. **ঈমানের মজা** নবী [ﷺ] তাঁর বাণী দ্বারা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

« ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». متفق عليه.

"যার মধ্যে তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে সে তা দ্বারা ঈমানের মজা-স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সবার চেয়ে বেশী ভালোবাসা। (২) আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে ভালোবাসা। (৩) আগুনে নিক্ষেপ করা যেমন ঘৃণা করে তেমনি কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে ঘৃণা করা।" [২]

৩. **ঈমানের হকিকত** তারই জন্যে হাসিল হবে যার মধ্যে দ্বীনের হকিকত রয়েছে। আর দ্বীনের জন্য চেষ্টা-তদবির ক'রে এবং এবাদত, দা'ওয়াত, হিজরত, সাহায্য ও সম্পদ খরচের মাধ্যমে পরিশ্রম করে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ ﴾ الأنفال: ٢ - ٤

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন পাঠ করা হয় তাদের সামনে

[১]. মুসলিম হাঃ ৩৪
[২]. বুখারী হাঃ ১৬ ও মুসলিম হাঃ ৪৩

আল্লাহর আয়াত, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং স্বীয় রবের প্রতি ভরসা পোষণ করে। সে সমস্ত লোক যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা তাদেরকে রুজি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় রবের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুজি।" [সূরা আনফাল:২-৪]

২. আরো আল্লাহ [ﷻ]-এর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّاۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ ﴾ الأنفال: ٧٤

"আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তারাই হলো সত্যিকারে ঈমানদার। তাদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।" [সূরা আনফাল:৭৪]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾ ﴾ الحجرات: ١٥

"তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জানমাল দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।" [সূরা হুজুরাত: ১৫]

◆ কোন বান্দা ঈমানের হকিকতে ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না সে বিশ্বাস করবে যে, তার ভাগ্যে যা কিছু ঘটে তা ভুল ক'রে না। আর যা সে ভুল করে তা ইচ্ছা ক'রে না।

◆ **ঈমানের পূর্ণতা:**

আল্লাহ [ﷻ] ও তাঁর রসূলের পূর্ণ ভালোবাসা, আল্লাহ ও রসূল যা ভালবাসেন তাকে ভালোবাসা জরুরি করে দেয়। তাই যখন মু'মিন আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসে ও ঘৃণা করে যা অন্তরের কাজ এবং আল্লাহর

ওয়াস্তে দেয় ও বারণ করে যা শরীরের কাজ তখন তার পূর্ণ ঈমান ও আল্লাহর পূর্ণ ভালোবাসা প্রমাণ হয়।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ». أخرجه أبو داود.

আবু উমামা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসে ও আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দেয় ও নিষেধ করে সে তার ঈমানকে পূর্ণ করল।" [১]

◆ **ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর:**

ঈমানের যেমন আছে শব্দ তেমনি আছে আকৃতি ও হকিকত। আর ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হলো একিন। কারণ একিনের সাথে ঈমানে কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। দেখা ও না দেখা উভয় ব্যাপারে সমানভাবে একিন হয়। অতএব, আল্লাহ তা'য়ালা যে সকল গায়বের খবর দিয়েছেন যেমন: আল্লাহর নাম ও গুণসমূহ, ফেরেশতা মণ্ডলী, কিতাবসমূ, রসূলগণ ও শেষ দিবসের এগুলো তার নিকট চোখে দেখার মত হয়ে দাঁড়ায়। আর এহাই হচ্ছে পূর্ণ একিন ও হাক্কুল একিন। এ ছাড়া ধৈর্য ও একিন দ্বারাই দ্বীনের মাঝে নেতৃত্ব লাভ করা যায়। আল্লাহর বাণী:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾ السجدة: ٢٤

"তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।" [সূরা সেজদাহ:২৪]

[১].হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ ৪৬৮১ ও সিলসিলা সহীহা হাঃ ৩৮০ দ্রঃ

৯- ঈমানের কিছু বৈশিষ্ট্য

◆ **রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর ভালোবাসা:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لاَ يُؤْمِنُ أَحَـــدُكُمْ حَتَّـــى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ ،وَوَلَدِهِ ،وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় না হব।"[১]

◆ **আনসার সাহাবীগণকে ভালোবাসা:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَـــارِ ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "ঈমানের পরিচয় হলো আনসারী সাহাবাগণকে ভালোবাসা। আর আনসারগণকে ঘৃণা করা মুনাফেকের আলামত।" [২]

◆ **মু'মিনগণকে ভালোবাসা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَـــا تَـــدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُـــوهُ تَحَابَبْتُمْ ،أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা জান্নাতে ততক্ষণ প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ মু'মিন না হবে। আর তোমরা মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ আপোসে একে অপরকে ভাল না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের

---

[১]. বুখারী হাঃ ১৫ ও মুসলিম হাঃ ৪৪
[২]. বুখারী হাঃ ১৭ ও মুসলিম হাঃ ৭৪

কথা বলে দিব না যা করলে আপোসের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? নিজেদের মধ্যে বেশী বেশী সালাম লেন-দেন ও প্রচার করবে।"[১]

◆ **মুসলিম ভাইকে ভালোবাসা:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার মুসলিম ভাই অথবা প্রতিবেশীর জন্য ঐ জিনিস পছন্দ না করবে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।" [২]

◆ **প্রতিবেশী ও মেহমানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও সম্মান করা এবং কল্যাণকর কথা ব্যতীত চুপ থাকা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ،وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে আর না হয় চুপ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হাঃ ৫৪
[২]. বুখারী হাঃ ১৩ ও মুসলিম হাঃ ৪৫
[৩]. বুখারী হাঃ ৬০১৮ ও মুসলিম হাঃ ৪৭

◆ **সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ:**

عن أَبِي سَعِيدٍ الخدري ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَـإِنْ لَـمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». أخرجه مسلم.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"তোমাদের যে কেউ যে কোন গর্হিত কাজ দেখবে সে জেন তার হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। যদি তার শক্তি না রাখে তবে তার জবান দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। তাও যদি না পারে তবে তার অন্তর দ্বারা যেন তা ঘৃণা করে। আর ইহাই হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়।"[১]

◆ **অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করা:**

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ». أخرجه مسلم.

তামীমুদ্দারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন: "দ্বীন ইসলাম হলো অন্যের কল্যাণ কামনা করা। আমরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললাম কার জন্যে? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্যে, তাঁর কিতাবের (কুরআনের) জন্যে, তাঁর রসূলের জন্যে, মুসলিমদের নেতাদের জন্যে ও সাধারণ মুসলিমদের জন্যে।" [২]

◆ **ঈমান সর্বোত্তম আমল:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:« إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فقِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ». متفق عليه.

---

[১]. মুসলিম হাঃ ৪৯
[২]. মুসলিম হাঃ ৫৫

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] জিজ্ঞাসিত হলেন সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা।" বলা হলো: এরপর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহর রাহে জিহাদ করা।" বলা হলো: এরপর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: "মাবরুর তথা কবুল হজ্ব।" [১]

◆ **সৎআমল দ্বারা ঈমান বাড়ে এবং পাপ দ্বারা ঈমান কমে:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ ﴿٤﴾ ﴾ الفتح: ٤

"তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে যায়।" [সূরা ফাত্হ: ৪]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنٗاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَهُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ ﴾ التوبة: ١٢٤

"আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।" [সূরা তাওবা: ১২৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী [ﷺ] বলেছেন: "মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না। মু'মিন অবস্থায় চোর চুরি করে না। মু'মিন অবস্থায় মদ্যপায়ী মদ পান করে না।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ ২৬ ও মুসলিম হাঃ ৮৩

[২]. বুখারী হাঃ ২৪৭৫ ও মুসলিম হাঃ ৫৭ শব্দ তারই

عَنْ أَنَسٍ ﷺعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ». متفق عليه.

৪. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "অন্তরে জবের দানা পরিমাণ ঈমান নিয়ে যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে সে জাহান্নাম থেকে বের হবে। অন্তরে গমের দানা পরিমাণ ঈমান নিয়ে যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে সে জাহান্নাম থেকে বের হবে। অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান নিয়ে যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে সে জাহান্নাম থেকে বের হবে।"[১]

◆ **কাফেরদের ইসলামপূর্ব আমলসমূহের বিধান:**

১. যখন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলামকে সুন্দর করে তখন তার সকল পাপরাজি ক্ষমা করে দেয়া হয়। এ মর্মে আল্লাহ এরশাদ করেন:

﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٨ ﴾ الأنفال: ٣٨

"তুমি, কাফেরদেরকে বলে দাও যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে।" [সূরা আনফাল: ৩৮]

২. আর ভাল কাজগুলোর সওয়াব দেয়া হবে; কারণ

---

[১]. বুখারী হাঃ ৪৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৯৩

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ». متفق عليه.

হাকীম ইবনে হেজাম [﵁] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বললাম: জাহেলিয়াতের যুগে যে সকল এবাদত করতাম যেমন: দান খয়রাত, দাস-দাসী আজাদ এবং আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করা। এগুলোর কোন বদলা আছে কি? নবী [ﷺ] বললেন:"পূর্বে যতকিছু কল্যাণকর কাজ করেছ তার উপরই ইসলাম গ্রহণ করেছ।"[১] (অর্থাৎ ইসলামপূর্ব ভাল কাজের সওয়াব দেয়া হবে)

৩. আর যে ইসলাম গ্রহণ করল কিন্তু পরে আবার অন্যায় করল তার আগের ও পরের সকল ব্যাপারে গেরেফ্তার করা হবে। এ মর্মে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

«مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ». متفق عليه.

"যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর তার ইসলাম সুন্দর করল তাকে তার জাহেলিয়াতের কৃতকর্মের ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে না। আর যে ইসলামের পরে খারাপ কাজ করবে তাকে আগের ও পরের সব ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে।"[২]

[১]. বুখারী হাঃ ১৪৩৬ ও মুসলিম হাঃ ১২৩ শব্দ তারই
[২]. বুখারী হাঃ ৬৯২১ ও মুসলিম হাঃ ১২০

১০- ঈমানের রোকনসমূহ

◆ **ঈমানের রোকন ছয়টি:**

ইহা হাদীসে জিবরীলে উল্লেখ হয়েছে। যখন তিনি নবী [ﷺ]কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তিনি [ﷺ] তাঁর উত্তরে বলেন:

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَــدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». متفق عليه.

"ঈমান হলো: তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তাকুল, আসমানি কিতাবসমূহ, রসূলগণ, শেষ দিবস ও ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনবে।"[১]

◆ **ঈমানী সম্পর্কের শক্তি:**

ঈমানী সম্পর্ক সব চাইতে বড় বন্ধন। এর কঠিন শক্তির কারণে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির মাঝে এক গভির সম্পর্ক তৈরী হয়। অনুরূপ আসমান-জমিনের মধ্যে, উম্মত ও মহান রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাঝে, জমিনে বনি আদমের ভিতরে, বনি আদম ও ফেরেশতাদের মাঝে, জিন-ইনসানের মাঝে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মধ্যে ঈমানী শক্তি বন্ধন সৃষ্টি করেছে। এই ঈমানী সম্পর্কের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল এবং ভুমণ্ডল এবং বেহেশত ও দোযখ। আর এ কারণই আল্লাহর তা'য়ালা মুমিনদের বন্ধ ও প্রেরণ করেছেন নবী-রসূলগণ এবং নাজিল করেছেন আসমানি কিতাবসমূহ ও আল্লাহর রাহে জিহাদকে বিধিবিধান কেরছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾﴾ البقرة: ٢٥٧

[১]. বুখারী হাঃ ৫০ ও মুসলিম হাঃ ৮ শব্দ তারই

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।” [সূরা বাকারা:২৫৭]

(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান

◆ **আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত চারটি জিনিস:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা:

◆ আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি সৃষ্টিজীবকে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি ফিতরতী তথা স্বভাবগতভাবে ঈমান আনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ [ﷻ] এরশাদ করেন:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ﴿٣٠﴾ ﴾ الروم: ٣٠

"তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।" [সূরা রূম: ৩০]

◆ বিবেক প্রমাণ করে যে, এ জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। পূর্বের ও পরের সকল সৃষ্টি জগতের জন্য একজন সৃষ্টির্কতা অবশ্যই প্রয়োজন, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এটা অসম্ভব যে, তারা নিজেরা নিজকে সৃষ্টি করেছে। আর না আকস্মিকভাবে সবকিছু হয়েছে। অতএব, প্রমাণ হলো যে, এ সবের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আর তিনিই হলেন রব্বুল 'আলামীন 'আল্লাহ্'। যেমন তিনি [ﷻ] এরশাদ করেছেন:

﴿ أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾ الطور: ٣٥ - ٣٦

"তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।" [সূরা তূর: ৩৫-৩৬]

◆ মানুষের অনুভূতি প্রমাণ করে আল্লাহর অস্তিত্বের; কারণ আমরা দেখি দিন-রাত্রির আবর্তন-পরিবর্তন, মানুষ ও জীবজন্তুর রিজিক ও

সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা। এসব আল্লাহর অস্তিত্বের অকাট্য ও চূড়ান্ত প্রমাণ।

আল্লাহর বাণী:

﴿يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ٤٤﴾ النور: ٤٤

"আল্লাহ দিন-রাত্রি আবর্তন-বিবর্তন করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বিচক্ষণদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।" [সূরা নূর: ৪৪]

◆ আল্লাহ [ﷻ] তাঁর নবী-রসূলগণকে বিভিন্ন ধরণের নির্দশনাবলী ও বহু মু'জেযা দ্বারা সুদৃঢ় করেছেন যা মানুষ দেখেছে। অথবা যেসব জিনিস মানুষের শক্তির বাইরে তা শুনেছে। ঐ সকল জিনিস দ্বারা আল্লাহ [ﷻ] তাঁর নবী-রসূলগণকে সাহায্য ও শক্তিশালী করেছেন। আর এসব চূড়ান্ত প্রমাণ করে যে, তাঁদের একজন প্রেরণকারী আছেন। আর তিনিই হলেন আল্লাহ [ﷻ]। যেমন ভাবে আল্লাহ [ﷻ] ইবরাহীম [عليه السلام]-এর প্রতি আগুনকে ঠাণ্ডা ও শান্তি করে দিয়েছিলেন। আর মূসা [عليه السلام]-এর জন্য সাগরকে লাঠির আঘাতে রাস্তা করে দিয়েছিলেন এবং ঈসা [عليه السلام]-এর জন্য মৃতুদের জীবিত করে দিয়েছিলেন। আর মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর জন্য চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিলেন।

◆ আল্লাহ [ﷻ] কত আহব্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়েছেন, সওয়ালকারীদের উত্তর দিয়েছেন ও বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূর করেছেন। নি:সন্দেহে এসব আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সম্পর্কে অকাট্য দলিল।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلۡفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُرۡدِفِينَ ٩﴾ الأنفال: ٩

"তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় রবের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।"

[সূরা আনফাল:৯]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴿٨٤﴾ ﴾ الأنبياء: ٨٣ - ٨٤

"আর স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তাঁর রবকে আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দু:খকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অত:পর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দু:খকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত:; আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।" [সূরা আম্বিয়া: ৮৩-৮৪]

◆ শরীয়ত প্রমাণ করে আল্লাহর অস্তিত্বের উপর; কারণ আহকামসমূহ সৃষ্টির কল্যাণ সম্মত। যেগুলো আল্লাহ [ﷻ] তাঁর কিতাবসমূহে নবী-রসূলগণের প্রতি অবতরণ করেছেন। আর এসকল প্রমাণ করে যে, এসব প্রজ্ঞাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে। তিনি শক্তিশালী এবং তাঁর বান্দার কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞাত।

২. আল্লাহর রবূবিয়াতে তথা তাঁর কার্যাদিতে তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই এর প্রতি ঈমান আনা:

রব তিনিই যাঁর সৃষ্টি, রাজত্ব ও আদেশ-নিষেধ। সুতরাং, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কারো সৃষ্টি নেই এবং মালিকত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। তিনি পরাক্রমশালী, দয়ালু, মুখাপেক্ষীহীন ও প্রশংসিত। তাঁর নিকট কেউ দয়া ভিক্ষা চাইলে দয়া করেন। আর ক্ষমা চাইলে মাফ করেন। কেউ চাইলে দান করেন আর যে তাঁকে ডাকে তার ডাকে সাড়া দেন। তিনি চিরঞ্জীব ও তন্দ্রা-নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾ ﴾ الأعراف: ٥٤

"তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।" [সূরা আ'রাফ:৫৪]
২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌۢ ﴿١٢٠﴾﴾ المائدة: ١٢٠

"নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" [সূরা মায়েদা: ১২০]

◆ একিনের সাথে আমরা অবগত আছি যে, আল্লাহ সকল সৃষ্টিজীবের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সবকিছুর উদভাবনকারী, আকৃতি দানকারী, আসমান-জমিন সৃষ্টিকারী। তিনিই সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত, পানি ও উদ্ভিদসমূহ। আরো সৃষ্টি করেছেন মানব-দানব, জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বতমালা। আর তিনি প্রতিটি জিনিস তাঁরই নির্দেশে পরিমিতভাবে সৃজন করেছেন।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾﴾ الفرقان: ٢

"তিনিই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অত:পর তাকে নির্দিষ্ট করেছেন পরিমিতভাবে।" [সূরা ফুরকান: ২]

◆ আল্লাহ তাঁর শক্তি দ্বারা প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোন মন্ত্রী, পরামর্শদাতা বা সাহায্যকারী নেই। তিনি একক, মহাপরাক্রমশালী। নিজ শক্তিতে তিনি আরশে আযীমের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আর জমিনকে স্বেচ্ছায় বিছিয়েছেন এবং সকল মখলুককে নিজের এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর শক্তি দ্বারা বান্দাদেরকে অধিনস্ত করেছেন। পূর্ব-পশ্চীমের প্রতিপালক তিনি। তিনি ছাড়া নেই কোন সত্য ইলাহ। তিনি চিরঞ্জীব।

◆ আমরা জানি ও একিন রাখি যে, আল্লাহ [ﷻ] সবকিছুর উপর ক্ষমাতাবান ও ব্যাপৃতকারী। তিনিই একমাত্র সবার প্রতিপালক। তিনি সবকিছু জানেন। প্রতিটি জিনিসের উপর পরাক্রমশালী। তাঁর বড়ত্বের কাছে সকল গর্দান নত হয়েছে। তাঁর ভয়ে সকল আওয়াজ নিচু হয়েছে, তাঁর শক্তির সামনে সকল শক্তিধররা অবনত হয়েছে।

তাঁকে চর্মচুক্ষ দ্বারা কেউ দেখতে পারে না। কিন্তু তিনি সবাইকে দেখতে পান। আল্লাহ অতি দয়ালু ও সর্বজ্ঞ। যা ইচ্ছা তাই করেন। যা ইচ্ছা তাই ফয়সালা করেন। তিনি কিছু করতে চাইলে শুধু বলেন: হও, আর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾ يس: ٨٢

"তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।" [সূরা ইয়াসীন:৮২]

◆ আসমান-জমিনে যা আছে সবই তিনি জানেন। অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবই তিনি জানেন। তিনি মহান ও মহিয়ান। তিনি পর্বতমালার পরিমাণ ও সাগরসমূহের পরিমাপ অবহিত আছেন। আরো জানেন বৃষ্টির বিন্দুসমূহের পরিমাণ। জানেন গাছের পাতা ও বালির অণুর সংখ্যা। তিনি জানেন তাদেরকে যাদের উপর রাত্রি তার অন্ধকার বিস্তার ঘটিয়েছে ও দিন তার আলো বিকশিত করেছে।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩﴾ الأنعام: ٥٩

"তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আদ্র ও শুস্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।" [সূরা আন'আম:৫৯]

◆ আমরা আরো জানি ও একিন রাখি যে, আল্লাহ [ﷻ] প্রতিদিন তাঁর বিশেষ অবস্থায় বিরাজমান। আসমান-জমিনের কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না। তিনি মহাব্যবস্থাপক, তিনিই বাতাস প্রেরণ করেন,

বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মৃত জমিনকে জীবিত করেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন আর যাকে ইচ্ছা অপদস্ত করেন। তিনিই জীবন-মরণ দান করেন। তিনিই দানশীল ও মাহরুমকারী। তিনিই উত্থান-পতনকারী।

আল্লাহর বাণী:

﴿ هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ٣ ﴾ الحديد: ٣

“তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। তিনিই প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত।” [সূরা হাদীদ:৩]

◆ আমরা আরো জানি ও একিন রাখি যে, আসমান জমিনের ভাণ্ডারসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই। অস্তিত্বে যা কিছু আছে সবার ভাণ্ডার আল্লাহর নিকটে। পানির ভাণ্ডার, উদ্ভিদের ভাণ্ডার, হাওয়া-বাতাসের ভাণ্ডার, খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার, সুস্থতার ভাণ্ডার, নিরাপত্তার ভাণ্ডার, শান্তির ভাণ্ডার, শক্তির ভাণ্ডার, দয়ার ভাণ্ডার, হেদায়েতের ভাণ্ডার, সম্মান-মর্যাদার ভাণ্ডার। উল্লেখিত এ ছাড়াও যত ভাণ্ডার আছে সবই আল্লাহর নিকটে ও তাঁর হাতে।

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٖ مَّعۡلُومٖ ٢١ ﴾ الحجر: ٢١

“আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করি।” [সূরা হিজর: ২১]

◆ যখন আমরা ইহা অবগত হলাম ও আমাদের একিন হলো আল্লাহর কুদরত, বড়ত্ব, মহিমা, জ্ঞান ভাণ্ডার, দয়া, ও তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে, তখন তাঁর এবাদতের জন্য অন্তর তাঁর দিকেই ধাবিত হবে এবং অন্তর খুলে যাবে। শরীরের অঙ্গ-পতঙ্গগুলো তাঁর আনুগত্বের জন্য নত হবে। তাঁর বড়ত্ব, মহিমা, ও পবিত্রতা ও প্রশংসায় মুখরিত হবে।

সুতরাং, তাঁর নিকট ছাড়া অন্যের নিকট চেয়ো না এবং সাহায্য একমাত্র তাঁরই নিকটে চাও। ভরসা একমাত্র তাঁরই উপর রাখ। তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করো না এবং একমাত্র তাঁরই এবাদত কর।

আল্লাহর বাণী:

﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾﴾ الأنعام: ١٠٢

"তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁইর এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।" [সূরা আন'আম: ১০২]

৩. আল্লাহর উলূহিয়াত-এর প্রতি ঈমান:

- আমরা জানি এবং একিন রাখি যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ্ যাঁর কোন শরিক নেই। তিনিই একমাত্র এবাদতের হকদার। তিনিই বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, সকল জগতের মা'বূদ। শরীয়ত মোতাবেক পূর্ণ বিনয় ও মহব্বত এবং সম্মানের সাথে একমাত্র তাঁরই এবাদত করব।
- আমরা আরো জানি ও একিন রাখি যে, নিশ্চয় আল্লাহ যেমন তাঁর রবূবিয়াতে একক তাঁর কোন শরিক নেই। তেমনি তিনি একক তাঁর উলূহিয়াতে তথা এবাদতে তাঁর কোন শরিক নেই। অতএব, আমরা একমাত্র তাঁরই এবাদত করব এবং তাঁর সাথে কোন প্রকার শরিক করব না। আর তিনি ছাড়া অন্য সকলের এবাদত করা থেকে বেঁচে থাকব।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾﴾ البقرة: ١٦٣

"আর তোমাদের ইলাহ্ একজন মাত্র। তিনি ছাড়া নেই কোন সত্য ইলাহ। তিনি পরম দয়ালু মেহেরবান।" [সূরা বাকারা:১৬৩]

- আল্লাহ ছাড়া যত মা'বূদ রয়েছে তাদের উলূহিয়াত বাতিল এবং তাদের এবাদতও বাতিল।

আল্লাহর বাণী:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ ﴾ الحج: ٦٢

"এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান।" [সূরা হাজ্ব : ৬২]

৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান:

এর অর্থ হলো: এগুলোর অর্থ জানা, মুখস্ত করা ও স্বীকার করা। আর এ সমস্ত নাম ও গুণাবলী দ্বারা আল্লাহর এবাদত এবং সে মোতাবেক আমল করা। আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মান-মর্যাদা জানার মাধ্যমে বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও সম্মানে ভরে যায়।

আর আল্লাহর মর্যাদা, মহিমা ও শক্তিমত্তা জানার মাধ্যমে অন্তরে নমনীয়তায় ভরে যায়। আর আল্লাহর সামনে নিজেকে বিলিন করে দেয়।

আর আল্লাহর দয়া ও দানশীলতা এবং মহানুভবতার গুণাবলী জানার ফলে অন্তরে আল্লাহর অনুকম্পা ও এহসানের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছা জন্মে।

আর আল্লাহর জ্ঞান ও সবকিছুকে ব্যাপৃত করার গুণ জানার ফলে বান্দার প্রতিটি চলা-ফিরায় তাঁর প্রতিপালকের পর্যবেক্ষণ ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

এ সকল গুণাবলী বান্দার জন্য তাঁর রবকে ভালোবাসা ওয়াজিব করে দেয়। তাঁর প্রতি আগ্রহ জন্মে এবং একমাত্র তাঁরই এবাদতের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করে।

আল্লাহ [ﷻ] তাঁর নিজের জন্য যে সকল গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন সেগুলো আমরা সাব্যস্ত করব। আর রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর জন্য যে সকল নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোও সাব্যস্ত করব। এ গুলোর প্রতি ঈমান রাখব এবং এগুলোর যে অর্থ ও প্রভাব সেগুলোর উপরেও ঈমান আনব। অতএব, ঈমান আনব যে, আল্লাহ রহীম যার অর্থ তিনি দয়াশীল। আর এই নামের প্রভাব হলো তিনি যাকে চান তার প্রতি দয়া

করেন। এরূপ বাকি সকল নামের ব্যাপারেও করব। আর আল্লাহ [ﷻ]-এর জন্যে যেমন উপযোগী সে ভাবেই সাব্যস্ত করব। এর মধ্যে কোনরূপ পরীবর্তন বা অর্থ বিকৃতি কিংবা কারো মত বা সদৃশ করব না। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١١﴾ الشورى: ١١

"তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা শূরা:১১]

◆ আমরা একিন সহকারে অবহিত যে, আল্লাহ [ﷻ] একক, তাঁর সুন্দর নাম ও উচ্চমানের গুণাবলী রয়েছে আমরা তার মাধ্যমে তাঁকে ডাকি।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٨٠﴾ الأعراف: ١٨٠

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নামসমূহ। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।"
[সূরা আ'রাফ:১৮০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». متفق عليه.

◆ আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে, একটি কম একশত। যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

[১]. বুখারী হাঃ ৭৩৯২ ও মুসলিম হাঃ ২৬৭৭

◆ **আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর রোকনসমূহ:**

আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান তিনটি উসুলের প্রতি প্রতিষ্ঠ:

প্রথমত: আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সত্ত্বায় ও নামসমূহ ও গুণাবলীতে সৃষ্টিকুলের সাথে সদৃশ থেকে পবিত্র করা।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ যা দ্বারা নিজেকে অথবা তাঁর রসূলুল্লাহ [ﷺ] আল্লাহকে যে সকল নামসমূহ ও গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করেছেন তার প্রতি ঈমান রাখা।

তৃতীয়ত: আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর ধরণ জানতে পারার ইচ্ছাকে বিলুপ্ত করা। তাই আল্লাহর সত্ত্বার ধরণ যেমন আমরা জানি না তেমনি তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর ধরণও জানি না। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ الشورى: ١١

"তাঁর অনুরূপ সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি শুনেন, দেখেন।" [সূরা শূরা:১১]

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ

আল্লাহর নামসমূহ তাঁর পূর্ণ গুণাবলীর প্রমাণ। সেগুলো গুণ থেকে বুৎপত্তি। নামসমূহই গুণাবলী যার ফলে সেগুলো সুন্দর। আল্লাহ ও তাঁর নাম এবং গুণাবলীর জ্ঞান সর্বোত্তম জ্ঞান। তাঁর নামসমূহের মধ্য হতে যেমন :

- **আল্লাহ্:** তিনিই মা'লূহ ও মা'বূদ যাকে সকল সৃষ্টিকুল ভয়, মহব্বত ও সম্মান করে। আর তাঁর জন্য নিজেকে বিলিন করে ও প্রয়োজনে তাঁরই দিকে ব্যাকুল হয়ে ছুটে যায়।
- **আর-রহমান ও আর-রহীম:** যাঁর দয়া প্রতিটি জিনিসকে ব্যাপৃত করে রেখেছে।
- **আল-মালিক:** যিনি সকল সৃষ্টিজীবের একমাত্র মালিক।
- **আল-মা-লিক:** যিনি সকল বাদশাহ, দেশ ও বান্দার একমাত্র মা-লিক।
- **আল-মালীক:** যিনি তাঁর রাজ্যে নির্দেশসমূহ বাস্তবায়নকারী। তাঁরই হাতে বাদশাহী। যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্য দান করেন আর যাকে ইচ্ছা তার থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেন।
- **আল-কুদ্দূস:** সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং কামালিয়াত তথা পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত।
- **আস-সা-লাম:** যিনি সর্বপ্রকার ত্রুটি, আপদ-বিপদ ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র।
- **আল-মু'মিন:** যিনি তাঁর সৃষ্টিরাজির উপর জুলুম করা থেকে নিরাপদে রেখেছেন। তিনিই নিরাপত্বাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বান্দার যাকে ইচ্ছা নিরাপত্বা দান করেন।

- **আল-মুহাইমিনঃ** মখলুক থেকে যাকিছু ঘটে তার উপর সাক্ষী। তাঁর থেকে কিছুই অদৃশ্য নয়।
- **আল-‘আজীজঃ** যাঁর জন্য সকল ইজ্জত-সম্মান। তিনি শক্তিশালী যার নিকটে পৌঁছা অসম্ভব। তিনি প্রভাবশালী যিনি কখনো পরাস্ত হন না। তিনি বিরাট শক্তিশালী যার নিকটে সকল মখলুক নতজানু।
- **আল-জাব্বা-রঃ** তিনি তাঁর সৃষ্টির উপরে উচ্চ। যা চান তাই তাদের উপর করতে ক্ষমতাবান। তিনি মহাপ্রতাপশালী ও মর্যাদাবান। যিনি তাঁর বান্দাকে বাধ্য করেন ও তাদের অবস্থার শুদ্ধি করেন।
- **আল-মুতাকাব্বিরঃ** যিনি সৃষ্টির গুণাবলীর উপরে বড় তাঁর সদৃশ কেউ নেই। যিনি সর্বপ্রকার মন্দ ও জুলুম থেকে উর্ধ্বে।
- **আল-কাবীরঃ** তিনি ব্যতীত সবকিছুই ছোট। তাঁরই আসমান-জমিনে মহীমা ও গর্ব।
- **আল-খালিক্বঃ** পূর্বের কোন সদৃশ ছাড়াই যিনি সৃষ্টিকারী।
- **আল-খাল্লাক্বঃ** যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ কুদরতে সবকিছুই সৃষ্টি করেন।
- **আল-বা-রীঃ** যিনি সৃষ্টিকে নিজ কুদরতে সৃজন করে অস্তিত্বে নিয়ে এনেছেন। আর প্রতিটি সৃষ্টিকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দ্বারা সৃজন করেছেন এবং তাদেরকে নিরপরাধ করে সৃষ্টি করেছেন।
- **আল-মুসাওবিরঃ** যিনি সৃষ্টিকুলকে বিভিন্ন আকৃতিতে তৈরী করেছেন। কেউ লম্বা কেউ খাটো আবার কেউ বড় আর কেউবা ছোট।
- **আল-ওয়াহ্হা-বঃ** যিনি সর্বদা প্রদান করেন ও নিয়ামত দ্বারা দানশীল।

- **আর-রাজ্জা-ক্বঃ** যাঁর রিজিক তাঁর সকল সৃষ্টিকে ব্যাপৃত করেছে। রিজিকদাতা, যিনি রিজিক সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিজীব পর্যন্ত তা পৌঁছিয়ে দেন।
- **আল-গাফূর ও আল-গাফ্ফা-রঃ** যিনি ক্ষমা ও মার্জনাই পরিচিত। তিনি আল-গা-ফির বান্দার পাপরাজিকে গোপনকারী।
- **আল-কা-হিরঃ** তিনি সুমহান ও তাঁর বান্দার উপরে প্রতাবশালী। যাঁর জন্য সকল গর্দান নতজানু হয়েছে। যাঁর জন্য বশ্যতা স্বীকার করেছে সকল প্রভাবশালী।
- **আল-কাহ্হা-রঃ** পরাক্রমশালী যিনি সকল সৃষ্টিকে তাঁর ইচ্ছার প্রতি করেছেন পরাভূত। তিনিই একমাত্র প্রতাপশালী আর বাকি সকলেই বশীভূত।
- **আল-ফাত্তা-হ্ঃ** যিনি তাঁর বান্দার মাঝে সত্য ও ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করেন। তাদের জন্য দয়া ও রিজিকের দরজাসমূহ খুলে দেন। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদের সাহায্যকারী এবং তিনি অদৃশ্যের চাবিকাঠির জ্ঞানে একক।
- **আল-'আলীমঃ** যাঁর নিকটে কোন কিছুই গোপন নয়। যিনি গোপন-প্রকাশ্য, কথা-কাজ সবই জানেন। তিনি একমাত্র সকল গায়বের খবর রাখেন।
- **আল-মাজীদঃ** যিনি তাঁর কার্যাদি দ্বারা সম্মানিত। যাঁর মর্যাদার জন্য তাঁর বান্দারা সম্মান করে। তিনি তাঁর মর্যাদা, সম্মান ও এহসানের জন্য প্রশংসিত।
- **আর-রব্বঃ** তিনি মা-লিক ও পরিবর্তনকারী। তিনি সকল প্রতিপালনকারীদের প্রতিপালক। সকল সৃষ্টির মালিক। যিনি তাঁর সৃষ্টিকে লালন-পালন করেন এবং তাদের দুনিয়া-আখেরাতের কার্যাদি দেখাশোনা করেন। তিনি ব্যতীত নেই কোন সত্য ইলাহ্। তিনি ব্যতীত নেই কোন পালনকর্তা।

- **আল-‘আযীম:** তিনি তাঁর বাদশাহী ও রাজত্বে মহিয়ান-গরিয়ান।
- **আল-ওয়াসি‘:** যাঁর দয়া প্রতি জিনিসকে ব্যাপৃত করেছে। তামাম মখলুকের জন্য তাঁর রিজিক যথেষ্ট হয়েছে। তাঁর বড়ত্ব, মালিকত্ব ও রাজত্ব ব্যাপক এবং তাঁর অনুকম্পা ও এহসান বিশাল।
- **আল-কারীম:** যাঁর মর্যাদা মহান। যাঁর কল্যাণ অনেক ও সর্বত্র। তিনি আপদ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত। **আল-আকরাম:** যিনি সকলকে তাঁর দান ও অনুকম্পা দ্বারা ব্যাপৃত করেছেন।
- **আল-ওয়াদূদ:** যে তাঁর অনুগত ও তার দিকে ফিরে আসে তাকে ভালবাসেন। তাদের প্রশংসা করেন এবং তাদের ও অন্যদের প্রতি এহসানকারী।
- **আল-মুক্বীত:** প্রতিটি জিনিসের হেফাজতকারী। প্রতিটি বিষয়েররক্ষণা-বেক্ষণকারী। সৃষ্টির খাদ্য দানকারী।
- **আশ-শাকূর:** যিনি নেক আমল বর্ধিত করেন এবং পাপকে মিটিয়ে দেন। **আশ-শাকির:** যিনি অল্প এবাদতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। যার ফলে বহুগুণ সওয়াব দান করেন। আর অনেক নিয়ামত দেন ও অল্প শুকরিয়াই সন্তুষ্ট হন।
- **আল-লাত্বীফ:** যাঁর কাছে কিছুই গোপন থাকে না। তাঁর বান্দার প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও তাদের প্রতি দয়া করে থাকেন যা তারা জানতেও পারে না। তিনি অতি সূক্ষ্ম যাকে চর্মচুক্ষ দ্বারা এ দুনিয়ায় দেখা সম্ভব নয়।
- **আল-হালীম:** যিনি বান্দার পাপের শাস্তির ব্যাপারে জলদি করেন না। বরং যাতে করে তারা তওবা করে সে জন্য তাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকেন।

- **আল-খাবীরঃ** যাঁর কাছে বান্দার কোন বিষয় গোপন থাকে না। তাদের চলাফেরা, স্থিরতা, কথা বলা, চুপ থাকা ও ছোট-বড় ইত্যাদি।

- **আল-হাফীযঃ** যিনি তাঁর সৃষ্টিকুলকে হেফাজতকারী এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। **আল-হাফিযঃ** যিনি বান্দার আমলসমূহকে হেফাজত করেন এবং তাঁর অলিদেরকে পাপ কাজে পতিত হওয়া থেকে হেফাজত করেন।

- **আর-রাক্বীবঃ** যিনি তাঁর সৃষ্টি জগতের সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। **আল-হাফিযঃ** যিনি হেফাজতকৃত বস্তু থেকে অনুপস্থিত নন।

- **আস-সামী'ঃ** যিনি সকল প্রকার শব্দ শুনেন। তাঁর শ্রবণশক্তি সকল শব্দকে ব্যাপৃত করেছে। প্রয়োজন, ভাষা ও জবানের প্রকার ভেদে তাঁকে শ্রবণ করা থেকে বিরত রাখে না। তাঁর নিকট প্রকাশ্য-গোপন ও নিকট-দূর সবই সমান।

- **আল-বাসীরঃ** যিনি সবকিছুই দেখেন। তিনি বান্দার প্রয়োজন ও কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত। আরো জানেন কে হেদায়েতের হকদার আর কে ভ্রষ্টতার হকদার। তাঁর থেকে কোন কিছুই দূরে থাকে না এবং কিছুই গোপন থাকে না।

- **আল-'আলী, আল-'আ'লা, আল-মুতা'আ-লীঃ** উচ্চ ও মহান যাঁর প্রতাপ ও রাজত্বের অধীনস্ত সকল কিছু। তিনিই মহান যার চেয়ে আর কেউ মহান নেই। তিনি 'আলী-উচ্চ যার চেয়ে আর কেউ উচ্চ নেই। তিনিই সবার চেয়ে বড় যার চেয়ে আর কেউ বড় নেই।

- **আল-হাকীমঃ** যিনি তাঁর হিকমত ও ইনসাফের দ্বারা প্রতিটি জিনিস তার উপযুক্ত স্থানে রাখেন। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে মহাবিজ্ঞ। **আল-হাকাম ও আল-হাকীমঃ** যার জন্য সকল ফয়সালা সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না।

- **আল-কাইয়্যুমঃ** তিনি নিজেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও শাশ্বত কারো প্রয়োজনবোধ করেন না। অন্যের জন্য প্রতিষ্ঠাকারী। সমস্ত মখলুকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল। তাঁকে ঘুম ও তন্দ্রা স্পর্শ করে না।
- **আল-ওয়াহিদ-আল-আহাদঃ** যিনি প্রতিটি কামালিয়াত তথা পূর্ণতায় একক তাঁর কোন শরিক নেই।
- **আল-হাইঃ** যিনি সর্বদা বাকি, তাঁকে মৃত্যু ও ধ্বংস স্পর্শ করে না।
- **আল-হা-সিব-আল-হাসীবঃ** তাঁর বান্দার জন্য তিনি যথেষ্ট, যার থেকে তারা কখনো অমুখাপেক্ষী নয়। তিনি তাঁর বান্দার জন্য হিসাবকারী।
- **আশ-শাহীদঃ** সকল জিনিসের প্রতি অবলোকনকারী। যার জ্ঞান সকল বিষয়কে ব্যাপৃত করে রেখেছে। যিনি বান্দা ও তার কার্যাদির উপর সাক্ষী।
- **আল-কাবিয়্যু আল-মাতীনঃ** পরিপূর্ণ শক্তিশালী যাঁর উপর কেউ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। আর কেউ তাঁর থেকে ভেগে যেতে পারে না। মহান শক্তিশালী যাঁর শক্তি অবিচ্ছিন্ন।
- **আল-ওয়ালিইঃ** সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনার মালিক। **আল-মুওয়াল্লীঃ** তিনি মহব্বতকারী ও সাহায্যকারী তাঁর মুমিন বান্দাদের।
- **আল-হামীদঃ** যিনি প্রশংসার হকদার। তিনি তাঁর নামসমূহ, গুণাবলী, কার্যাদি, বাণীসমূহ, এহসান, শরীয়ত ও মর্যাদার জন্য প্রশংসিত।
- **আস-সমাদ্ঃ** যিনি তাঁর পরিচালনায়, বড়ত্বে ও বদান্যতার চূড়ান্ত কামালিয়াতে তথা পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। যাঁর নিকটে প্রয়োজনের সময় সকলে মুখাপেক্ষী হয়।
- **আল-কাদীর, আল-কা-দির ও আল-মুক্বতাদিরঃ** পরিপূর্ণ শক্তিশালী যাকে কোন কিছুই পরাস্ত করতে পারে না এবং কোন কিছুই তাঁর

থেকে হারিয়ে যায় না। যাঁর শক্তি সর্বদা পরিপূর্ণ ও সবকিছুকে শামিল।

- **আল-ওয়াকীল:** মখুলকের সকল কাজের ব্যবস্থাপক। **আল-কাফীল:** প্রতিটি জিনিসের হেফাজতকারী এবং যিনি প্রতিটি প্রাণের দেখাশোনা করেন। সকল সৃষ্টির রিজিকের দায়িত্বভার গ্রহণকারী এবং তাদের সকলের কল্যাণের গুরুত্বদানকারী।
- **আল-গনীয়্যু:** যিনি সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী। যাঁর কারো নিকটে কোন প্রকার প্রয়োজন নেই।
- **আল-হাক্কুল মুবীন:** যাঁর অস্তিত্বের কোন সন্দেহ নেই। যিনি তাঁর সৃষ্টির নিকট গোপন নন। **আল-মুবীন:** যিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য দুনিয়া-আখেরাতের নাজাতের রাস্তা বর্ণনা করে দিয়েছেন।
- **আন-নূর:** যিনি আসমান-জমিনকে আলোকিত করেছেন। যিনি তাঁর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জনকারী ও ঈমানদারদের অন্তরকে আলোকিত করেছেন।
- **যুল-জালালি ওয়াল-ইকরাম:** যিনি সৃষ্টিকুল থেকে ভয় পাওয়ার হকদার ও একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। যিনি মহত্ব ও বড়ত্ব এবং দয়া ও এহসান ওয়ালা।
- **আল-বা-রর:** তাঁর বান্দার প্রতি দয়াশীল ও তাদের প্রতি সহানভূতিশীল এবং এহসানকারী।
- **আত-তাওওয়া-ব:** যিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন। আর তাঁর দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পাপকে ক্ষমাকারী। যিনি তওবাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের থেকে তা কবুল করেন।
- **আল-‘আফুও:** যাঁর ক্ষমা বান্দার পক্ষ থেকে যা পাপ সংঘটিত হয় তার সবইকে ব্যাপৃত করেছে। আর বিশেষ করে ক্ষমা ও তওবার সাথে।

- **আর-রাউফ:** যিনি পরম দয়াশীল।
- **আল-আওওয়াল:** যাঁর পূর্বে কিছু নেই।
- **আল-আ-খির:** যাঁর পরে কিছু নেই।
- **আয-যাহির:** যাঁর উপরে কিছু নেই।
- **আল-বাত্বিন:** যাঁর নিচে কিছু নেই।
- **আল-ওয়ারিস:** যিনি তাঁর সৃষ্টি নি:শেষ হওয়ার পরেও বাকি থাকবেন। যাঁর নিকটে প্রতিটি জিনিস প্রত্যাবর্তন করে। যিনি চিরঞ্জীব তাঁকে মৃত্যু স্পর্শ করে না।
- **আল-মুহীত্ব:** যাঁর শক্তি সকল সৃষ্টিকে ব্যাপৃত করেছে যাঁর থেকে হারিয়ে বা ভেগে যাওয়ার কারো কোন শক্তি নেই। তাঁর জ্ঞান প্রতিটি জিনিসকে ঘিরে রেখেছে এবং প্রতিটির সংখ্যাকে গণনা করে রেখেছে।
- **আল-ক্বরীব:** প্রত্যেকের নিকটে তিনি। তিনি দোয়াকারীর নিকটে। সকল প্রকার এবাদত ও এহসান দ্বারা তাঁর নৈকট্যলাভ করা যায়।
- **আল-হা-দী:** যিনি সকল সৃষ্টিকে তাদের মঙ্গলের প্রতি হেদায়েতদানকারী। তাঁর বান্দাকে হেদায়েতকারী এবং বাতিল থেকে সত্যের পথকে তাদের জন্যে স্পষ্ট করে বর্ণনাকারী।
- **আল-বাদী':** যাঁর কোন সদৃশ ও মত নেই। যিনি সৃষ্টিকুল পূর্বের কোন নমুনা ছাড়াই সৃজন করেছেন।
- **আল-ফা-ত্বির:** যিনি সকল সৃষ্টিরাজি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান-জমিনে যা ছিল না।
- **আল-কাফী:** যিনি তাঁর বান্দার যা যা প্রয়োজন তার সবই যথেষ্ট করে দিয়েছেন।

- **আল-গালিব:** সর্বদা তিনি প্রভাবশালী, প্রত্যেক অন্বেষণকারীর জন্য দানকারী। কেউ তাঁর ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না অথবা তিনি যা করেন তা নিষেধও করতে পারে না। তাঁর ফয়সালা রদকারী কেউ নেই এবং তাঁর হুকুমের খণ্ডনকারীও কেউ নেই।
- **আন-নাসির- আন-নাসীর:** যিনি তাঁর নবী-রসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে তাদের শত্রুদের উপরে সাহায্য করেন। তাঁরই হাতে একমাত্র বিজয়।
- **আল-মুসতা'আ-ন:** যিনি কারো কাছে সাহায্য চান না। বরং তাঁরই নিকটে সাহায্য চাওয়া হয়। তাঁর নিকটে চায় তাঁর অলি ও দুশমনরা এবং তিনি সকলকেই সাহায্য করে থাকেন।
- **যুল-মা'য়ারিজ:** যাঁর নিকটে ফেরেশতাগণ ও রুহ উর্ধগমণ করে। তাঁর নিকটে সকল সৎ ও সুন্দর কার্যাদি ও বাণীসমূহ উপরে উঠে যায়।
- **যুত্ব-ত্বওল:** যিনি তাঁর অনুকম্পা, নিয়ামত ও এহসান সৃষ্টির প্রতি প্রসারিত করে দিয়েছেন।
- **যুল-ফায্ল:** যিনি প্রতিটি জিনিসের মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি বিভিন্ন ধরণের নিয়ামত রাজি দ্বারা কৃপা করে থাকেন।
- **আর-রাফীক:** যিনি দয়া ও দয়াশীলদেরকে পছন্দ করেন এবং বান্দাদের প্রতি পরম দয়াশীল।
- **আল-জামীল:** তিনি সুন্দর তাঁর যাত তথা সত্ত্বায়, নামসমূহ, গুণাবলী ও কার্যাদিতে।
- **আত্ব-ত্বয়ইব:** যিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি মুক্ত।
- **আশ-শিফা-:** যিনি সকল প্রকার অসুখ, বালা-মুসিবত ও দূরারোগ্যের আরোগ্যদানকারী।

- **আস-সাব্বুহ্:** যিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। যাঁর তসবীহ্ পাঠ করে সাত আসমান-জমিন এবং এতদ্বয়ের মাঝে যা আছে সবই। আর প্রতিটি জিনিস তাঁরই প্রবিত্রতা বর্ণনা করে।
- **আল-বিতর:** যাঁর কোন শরিক, সদৃশ ও মত নেই। তিনি বেজোড় এবং বেজোড় কার্যাদি ও এবাদতকে ভালবাসেন।
- **আদ-দাইয়্যান:** যিনি বান্দার হিসাব করবেন ও তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। আর তিনি রোজ কিয়ামতে তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন।
- **আল-মুকাদ্দিম ওয়াল-মুওয়াখখির:** তিনি যাকে ইচ্ছা সামনে করেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে পিছনে করেন। যারে ইচ্ছা উপরে উঠান আর যাকে ইচ্ছা নীচে নামান।
- **আল-হান্না-ন:** তিনি তাঁর বান্দার প্রতি দয়াশীল। নেককারদেরকে সম্মানিত করেন এবং পাপিষ্ঠদের ক্ষমা করেন।
- **আল-মান্না-ন:** যিনি চাওয়ার আগেই অনুগ্রহ দ্বারা শুরু করেন। অধিক দানশীল, বিভিন্ন প্রকার এহসান, পুরস্কার, রিজিক ও দান বখশিয়ে থাকেন।
- **আল-ক্বা-বিযু:** যিনি তাঁর কল্যাণ ও ভাল জিনিসকে গুটিয়ে নেন যার থেকে চান। যিনি তাঁর অনুকম্পা প্রসারিত করেন এবং রুজিকে বান্দার যাকে ইচ্ছা তাকে প্রদান করেন।
- **আল-হাইয়্যু-আস-সিত্তীর:** যিনি তাঁর বান্দাদের যে লজ্জাশীল ও গোপনকারীদের ভালবাসেন। তিনি তাঁর বান্দার অনেক দোষ-ত্রুটি ও পাপরাজি গোপন করে রাখেন।
- **আস-সাইয়্যিদ:** যিনি তাঁর সরদারীতে, মহত্বে, শক্তিতে ও সকল গুণাবলিতে পরিপূর্ণ।
- **আল-মুহসিন:** যিনি তাঁর সকল মখলুককে তাঁর অনুকম্পা ও এহসান দ্বারা ভরপুর দিয়েছেন।

ঈমান বৃদ্ধি

◆ দ্বীনের ভিত্তি হলো আল্লাহ [ﷻ]-এর প্রতি ঈমান এবং তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী, কার্যাদি, ভাণ্ডারসমূহ, অঙ্গীকার ও শাস্তিসমূহের প্রতি একিন রাখা। আর ইহাই সকল প্রকার এবাদত ও আমল কবুল হওয়ার মূল ভিত্তি। যখনই ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে ও কমে যায় তখনই সকল আমল ও এবাদত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবস্থা গতিহীন হয়ে পড়ে।

আমাদের জীবনে ঈমান ফিরে আসা ও তার বৃদ্ধির জন্য কিছু বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা জরুরি:

প্রথম: এ কথা আমাদের জানা ও একিন রাখা উচিত যে, আল্লাহ প্রতিটি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ছোট-বড় সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। আরশের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তারকারাজির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। সাগর ও পর্বতমালার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। মানুষ, জীবজন্তু ও জড়পদার্থ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। জান্নাত-জাহান্নামের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ٦٢ ﴾ الزمر: ٦٢

"আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ের দায়িত্ববান।" [সূরা যুমার: ৬২]

ইহা আমরা বলব, শুনব, ও চিন্তা-ফিকর করব। আর জগতের নিদর্শন ও কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করব শিক্ষা নেয়ার জন্য, যার ফলে আমাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ়মূল হবে। এর নির্দেশ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَا تُغۡنِي ٱلۡأٓيَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوۡمٖ لَّا يُؤۡمِنُونَ ١٠١ ﴾ يونس: ١٠١

"বল! তোমরা আসমান-জমিনের যা আছে তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। আর বে-ঈমান জাতির জন্য নিদর্শনসমূহ ও ভয় প্রদর্শন কোন কাজে আসে না।" [সূরা ইউনুস:১০১]

২. আল্লাহর আরো বাণী:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾ ﴾ محمد: ٢٤

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না ? না তাদের অন্তরে তালা বদ্ধ ? " [সূরা মুহাম্মাদ:২৪]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ ﴾ التوبة: ١٢٤

"আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।" [সূরা তাওবা: ১২৪]

দ্বিতীয়: এ কথা আমাদের জানা ও একিন রাখা যে, আল্লাহ সমস্ত মখলুকাত সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রভাবও তৈরী করেছেন। যেমন : সৃষ্টি করেছেন চোখ এবং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন দেখার শক্তি। সৃষ্টি করেছেন কান তার মধ্যে দিয়েছে শ্রবণশক্তি। সৃষ্টি করেছেন জিহবা যার মাঝে দিয়েছেন কথা বলার শক্তি। সৃষ্টি করেছেন সূর্য তার মধ্যে প্রভাব দিয়েছেন আলোর। সৃষ্টি করেছেন আগুন তার মধ্যে দিয়েছেন দাহ শক্তি। সৃষ্টি করেছেন গাছ যার মধ্যে রয়েছে ফলদানের শক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৃতীয়: আরো আমাদের জানা ও একিন রাখা দরকার যে, যিনি সকল সৃষ্টির মালিক ও তাদের মহাব্যবস্থাপক ও পরিচালক তিনি একমাত্র আল্লাহ যাঁর কোন শরিক নেই। সুতরাং, ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে ছোট-বড় যত মখলুক আছে সবই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর মুখাপেক্ষী। তারা তাদের নিজেদের ভাল-মন্দ ও সাহায্য করার মালিক নয়। তারা জীবন-

মরণ ও পুনরুত্থানের মালিক নয়। আল্লাহই একমাত্র তাদের মালিক তারা সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী আর তিনি তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তিনিই এ পৃথিবীর অবর্তন-বিবর্তন এবং সমস্ত সৃষ্টির বিষয়াদি পরিচালনা করেন। সুতরাং যিনি আসমান-জমিন, আগুন-পানি, সাগর, বাতাস, জীবন, উদ্ভিদ, তারকা, জড়পদার্থ, নেতাজি, মন্ত্রী, ধনী-গরিব, শক্তিশালী, দুর্বল ইত্যাদি সবার পরিবর্তন করেন তিনিই একমাত্র, তাঁর কোন শরিক নেই।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর শক্তি, হিকমত ও জ্ঞান দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সবকিছুর পরিচালনা করেন। কখনো তিনি কোন জিনিস সৃষ্টি ক'রে তার প্রভাবকে বিলুপ্ত করে দেন। যেমন চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখে না, কান আছে কিন্তু শুনে না, জিভ আছে কথা বলতে পারে না, সাগরের মাঝে ডুবে না, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরেও জ্বলে না। আবার কখনো আল্লাহ তা'য়ালা প্রভাব বিস্তার ঘটান; কারণ তিনিই যেমন ইচ্ছা সৃষ্টিতে পরিবর্তন করেন। তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনিই মহাপরাক্রমশালী প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

◆ কিছু অন্তর রয়েছে যা বস্তুর সৃষ্টিকর্তার চাইতে সৃষ্টির দ্বারা বেশী প্রভাবান্বিত হয়। বস্তুর সাথে জড়িয়ে পড়ে বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর থেকে গাফেল হয়ে যায়। পরন্তঃ ওয়াজিব হলো আমরা এ জ্ঞান ও অন্তর দৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার সঙ্গে মিলব। যিনি তা সৃষ্টি ও তার আকৃতি দান করেছেন এবং একমাত্র তাঁরই এবাদত করব ও কাউকে তাঁর সাথে শরিক করব না।

আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

يونس: ٣١ - ٣٢

"তুমি জিজ্ঞাসা কর, কে রুজি দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে

জীবিতকে মৃত্যুর ভিতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপক? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না কেন? অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্‌ভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া-সুতরাং কোথায় ঘুরছ ? " [সূরা ইউনুস: ৩১-৩২]

চতুর্থ: আরো জানা ও একিন রাখা দরকার যে, সমস্ত বিষয়ের ভাণ্ডার একমাত্র আল্লাহর নিকটে। যতকিছু অস্তিত্বে রয়েছে তার ভাণ্ডার আল্লাহর নিকটে। যেমন : খাদ্য-পানি, ফল-মূল ও ফসলাদি, আবহাওয়া, সম্পদ ও সাগর-পর্বতমালা ছাড়া আরো যাকিছু আছে তা সবই আল্লাহর নিকটে। অতএব, যার প্রয়োজন তা তাঁরই নিকটে চাইব এবং বেশী বেশী এবাদত ও আনুগত্য করব। আল্লাহ তা'য়ালা তিনি সকল প্রয়োজন পূরণকারী এবং আহ্বানে সাড়া দানকারী। তিনি সর্বোত্তম সওয়াল গ্রহণকারী এবং উত্তর দানকারী। তিনি যা দেন তা বারণ করার কেউ নেই আর যা তিনি বারণ করেন তা দেয়ার কেউ নেই।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾ ﴾ الحجر: ٢١

"প্রতিটি জিনিসের ভাণ্ডার আমার নিকটে আর তা নির্দিষ্ট পরিমাণে নাজিল করি।" [সূরা হিজির:২১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ ﴾ المنافقون: ٧

"আসমান-জমিনের ভাণ্ডার আল্লাহর জন্য কিন্তু মুনাফেকরা বুঝার চেষ্টা করে না।" [সূরা মুনাফেকূন:৭]

◆ আল্লাহ তা'য়ালা কুদরত:

১. আল্লাহর শক্তি সীমাহিন। কখনো কারণ ও উপকরণের মাধ্যমে রিজিক দান করেন। যেমন : তিনি পানিকে উদ্ভিদ গজানোর জন্য কারণ করেছেন। স্ত্রী সহবাসকে সন্তান সৃষ্টির কারণ করেছেন

ইত্যাদি। আমরা কারণের জগতে রয়েছি। সুতরাং বৈধ কারণ ও মাধ্যম গ্রহণ করব এবং সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপরে ভরসা করব না।

২. আবার কখনো তিনি রিজিক দান করেন কোন কারণ ছাড়াই। তিনি কোন জিনিসকে হওয়ার জন্য বলেন 'হও' আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। যেমন : মরয়ম (রা:)কে গাছ ছাড়া ফল ও স্বামী ছাড়া ছেলে দান করেছিলেন।

৩. আবার কখনো তিনি 'আসবাব' তথা কারণ ও উপকণের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন। যেমন : আগুনকে ইবরাহীম [عليه السلام]-এর উপর ঠাণ্ডা ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। আর মূসা [عليه السلام]কে পানিতে ডুবা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন এবং ফেরাউন ও তার জাতিকে সাগরে ডুবিয়ে মেরে ছিলেন। ইউনুস [عليه السلام]কে মাছ ও সাগরের অন্ধকার থেকে নাজাত দান করে ছিলেন।

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾﴾ يس: ٨٢

"তাঁর বিষয় হলো যখন তিনি কিছু করতে চান তখন বলেন 'হও' তখন তা হয়ে যায়।" [সূরা ইয়াসীন: ৮২]

◆ **ইহা হলো সৃষ্টি সম্পর্কে ঈমান আর অবস্থাসমূহ সম্পর্কে:**

১. আমরা জানি ও একিন রাখি যে, সকল অবস্থার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। যেমন গরিব-ধনী, সুস্থ-অসুস্থ, সুখ-দু:খ, হাসি-কান্না, সম্মান-অসম্মান, জীবন-মরণ, নিরাপত্তা-ভয়, ঠাণ্ডা-গরম, হেদায়েত-ভ্রষ্টতা, শান্তি-অশান্তি এ ছাড়াও সবঅবস্থার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা।

২. আমরা আরো জানি ও একিন রাখি যে, যিনি সবকিছুর পরিচালক ও সকল অবস্থার মহাব্যবস্থাপক তিনি একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। অতএব, আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত ফকির ধনী হতে পারবে না, রোগী সুস্থ হতে পারবে না। আর আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া লাঞ্ছিত মর্যাদাবান হতে পারবে না। আল্লাহর হুকুম ছাড়া হাসি কান্নায় পরিবর্তন হয়

না। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া জীবিতদের মরণ ঘটবে না। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া ঠাণ্ডা গরমে পরিবর্তন হয় না। আর তাঁর ইচ্ছা ছাড়া ভ্রষ্টতা হেদায়েতে পরিবর্তন হবে না।

অতএব, সকল অবস্থার পরিবর্তন ঘটে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশক্রমে। তাঁর নির্দেশে বাড়ে-কমে ও অবশিষ্ট এবং নি:শেষ হয়। সুতরাং, আমাদের করণীয় তাঁর নিকটে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চাওয়া, যিনি এসবের একমাত্র মালিক। আর এসবের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই নৈকট্য হাসিল করা।

আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَـٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ ﴾ آل عمران: ٢٦

"বল! হে আল্লাহ! যাকে ইচ্ছা বাদশাহী দান কর আর যাকে ইচ্ছা তার রাজত্ব ছিনিয়ে নেও। আর যাকে চাও তারে সম্মানিত কর এবং যাকে চাও তাকে অপদস্ত কর। তোমার পবিত্র হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।" [সূরা আলে-ইমরান:২৬]

৩. আমরা জানি ও একিন রাখি যে, উল্লেখিত সকল অবস্থা ও অন্য সবের ভাণ্ডার আল্লাহ ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকের নিকটে। অতএব, আল্লাহ যদি সকল মানুষকে সুস্থতা বা অভাবমুক্ত কিংবা অন্য কিছু দান করেন তবে তাঁর ভাণ্ডারের কিছুই কমবে না। বরং ততটুকু কমবে যতটুকু সাগরে একটি সূচ ডুবিয়ে উঠালে তার পানি কমে। আল্লাহ ছাড়া নেই কোন সত্য ইলাহ তিনি মুখাপেক্ষীহিন প্রশংসিত।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:« يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ

الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». أخرجه مسلم.

আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যা তিনি তাঁর রবের থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"হে আমার বান্দারা! নিশ্চয় আমি জুলুমকে আমার নিজের উপর হারাম করেছি এবং তোমাদের আপোসের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা আপোসে জুলুম কর না।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলে পথ ভ্রষ্ট কিন্তু যাকে আমি হেদায়েত দান করব। অতএব, তোমরা আমর নিকটে হেদায়েত তালাশ কর।

হে আমার বান্দারা! আমি যাকে পানাহার করাই সে ব্যতীত তোমাদের সকলে ক্ষুধার্ত। অতএব, তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও আমি তোমাদের খাদ্য দান করব।

হে আমার বান্দারা! আমি যাকে পোশাক পরাই সে ছাড়া তোমাদের সবাই বস্ত্রহিন। অতএব, তোমরা আমার কাছে পরিধেয় বস্ত্র চাও আমি তোমাদেরকে কাপড় পরাবো।

হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন ভুল কর আর আমি সকল পাপরাজি ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার নিকটে ক্ষমা চাও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব।

হে আমার বান্দারা ! তোমরা আমার কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারবে না।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের আগের-পরের ও জ্বিন-ইনসানের সকলে তোমাদের মধ্যের সর্বোত্তম ব্যক্তির ন্যায় মুত্তাকী অন্তর হয়ে যাও তাহলে তা আমার বাদশাহীতে কিছুই বৃদ্ধি হবে না।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের আগের-পরের ও জ্বিন-ইনসানের সকলে তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তির ন্যায় ফাজের অন্তর হয়ে যাও তাহলে তা আমার বাদশাহীতে কিছুই কমবে না।

হে আমার বান্দারা ! যদি তোমাদের আগের-পরের ও জ্বিন-ইনসানের সকলে একটি ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার নিকটে চাও আর আমি সবার চাওয়া-পাওয়া দিই। তাতে ততটুকুই কমবে যেমন সাগরে সূচ ডুবিয়ে উঠালে যতটুকু পানি কমে।

হে আমার বান্দারা ! ইহা তোমাদের আমলসমূহ যা আমি তোমাদের জন্যে হিসাব করে রাখি। অত:পর তার প্রতিদান তোমাদেরকে প্রদান করব। সুতরাং, যে ব্যক্তি কল্যাণকর অবস্থা পাবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে আর যে এর বিপরীত পাবে সে যেন শুধুমাত্র নিজেকেই ধিক্কার দেয়।"[১]

- অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হেদায়েত মোতাবেক আল্লাহর নির্দেশমালা পালন করবে তাকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ভাণ্ডার থেকে দান করবেন। চাহে সে ধনী হোক বা গরিব হোক। আর তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন। তাকে হেফাজত করবেন, ঈমান দ্বারা সম্মানিত করবেন চাই তার মর্যাদার উপকরণ থাক যেমন : আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী [رضي الله عنهم] অথবা তার কারণ না থাক যেমন : বেলাল, 'আম্মার ও সালমান ফারেসী [رضي الله عنهم] ও অন্যান্যরা।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে না যদিও তার নিকটে মর্যাদার উপকরণ বা কারণ থাকে। যেমন : বাদশাহী ও সম্পদ তাকে

১. মুসলিম হাঃ ২৫৭৭

আল্লাহ [ﷻ] অপদস্ত করবেন যেমন : করেছিলেন ফেরাউন, হামান ও অন্যান্যদেরকে।

আর যদি তার নিকটে অপদস্তের কারণ থাকে তবে তা দ্বারা তাকে লাঞ্ছিত করেন যেমন : মুশরিকদের অভাবগ্রস্তরা।

◆ আল্লাহ [ﷻ] মানুষকে ঈমান আনা ও সৎ আমল করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা শিরক মুক্ত একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে। সম্পদ ও বিভিন্ন ধরণের জিনিসের বৃদ্ধি ও কাম-বাসনা চরিতার্থের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। যদি মানুষ এ সকল জিনিসে নিজেকে ব্যস্ত করে তাদের পালনকর্তার এবাদত থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে, তাহলে আল্লাহ তাদের উপরে ঐ সকল জিনিসকেই নিযুক্ত করে দেন এবং তাদের অশান্তি ও ধ্বংস এবং দুনিয়া-আখেরাতে ক্ষতিকে অবধারিত করে দেন।

আল্লাহ এরশাদ করেন:

﴿فَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُمۡۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ أَنفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ ٥٥﴾ التوبة: ٥٥

"সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আজাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরি অবস্থায়।"
[সূরা তাওবা: ৫৫]

◆ উত্তীর্ণ ও কল্যাণের কারণসমূহ:

ধনী-গরিব যেই হোক না কেন প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ কল্যাণ ও উত্তীর্ণের জন্য কিছু কারণ ও উপকরণ দান করেছেন। আর যে সকল বিষয়ে কোন কল্যাণ ও উত্তীর্ণ নেই যেমন : সম্পদ ও পদমর্যাদা সেগুলো থেকে কাউকে দিয়েছেন আর কাউকে মাহরুম করেছেন। ঈমান ও সৎ আমল এগুলোই একমাত্র দুনিয়া-আখেরাতের জীবনে উত্তীর্ণ ও কল্যাণের কারণ মাত্র। এগুলো সবার জন্য সঠিকভাবে বণ্টন করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে ঈমানের স্থান তথা অন্তর সকলের নিকট রয়েছে এবং আমল করার স্থান তথা অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহ যা সকলের অধিকারভুক্ত।

সুতরাং, যার অন্তরে ঈমান এবং তার শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা আমল সংঘটিত হয় সে দুনিয়া-আখেরাতে কল্যাণকামী। আর সে ব্যতীত সকলে ক্ষতিগ্রস্ত।

১. ঈমান ও সৎ আমল দ্বারাই দুনিয়া-আখেরাতে কল্যাণ ও উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আল্লাহর নিকটে ঈমান ও সৎ আমল যা করে সে মোতাবেক প্রতিটি মানুষের সম্মান রয়েছে। পরন্তঃ তার সম্পদ, আসবাব-পত্র ও পদমর্যাদা দ্বারা নয়। আবার কিছু জাতি রয়েছে যারা মনে করে কল্যাণ নিহিত রয়েছে বাদশাহী ও রাজত্বে। যেমন : নমরূদ ও ফেরাউন। আর কোন জাতি মনে করে কল্যাণ শক্তিতে যেমন : আদ জাতি। আবার অন্য কেউ মনে করে কল্যাণ ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন : শো'য়াইব [عليه السلام]-এর জাতি। আর কেউ মনে করে শান্তি ও কল্যাণ হলো ক্ষেত-খামারে। যেমন : সাবা জাতি মনে করেছিল। আবার কেউ মনে করে কল্যাণ শিল্পে যেমন : সামূদ জাতি। আবার কেউ মনে করে শান্তি সম্পদে যেমন : কারূন মনে করেছিল। আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সকল জাতির নিকটে নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করেন একমাত্র আল্লাহর এবাদতের প্রতি দা'ওয়াত করার জন্য। যাঁর কোন শরিক নেই। আর তাদের জন্য এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, কল্যাণ ও শান্তি এ সকল জিনিসে নয় বরং ঈমান ও সৎ আমলে।

(ক) আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾ النور: ٥٢

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য।" [সূরা নূর: ৫২]

(খ) আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ ﴾ البقرة: ٣ - ٥

"যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, তাদেরকে আমি যা রিজিক দান করেছি তা থেকে খরচ করে। যারা তোমার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে তারাই তো দৃঢ় ঈমানের লোক। তারা তাদের রবের হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই কল্যাণকামী।" [সূরা বাকারা: ৩-৫]

২. ঐ সকল জাতি যখন নবী-রসূলগণকে মিথ্যা আরোপ করেছিল। আর তাদের কুফরিতে অটল রয়েছিল এবং তাদের নিকটে যা ছিল তা দ্বারা ধোকায় নিপতিত হয়েছিল তখন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন। আর তাঁর নবী-রসূলগণও তাঁদের অনুসারীদের নাজাত দান করেন এবং তাদের শত্রুদের উপর তাদেরকে সাহায্য করেন।

(ক) আল্লাহর বাণী:

﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَاۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ ﴾ العنكبوت: ٤٠

"আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলিন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।" [সূরা আনকাবূত: ৪০]

(খ) আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَٰلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾ هود: ٦٦ - ٦٧

"অত:পর আমার আজাব যখন উপস্থিত হলো, তখন আমি সলেহকে ও তদীয় ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান

পরাক্রমশালী। আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতে তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।" [সূরা হূদ: ৬৬-৬৭]

◆ আত্মা পবিত্রকরণের জ্ঞান:

আত্মা পবিত্রকরণকে আরবিতে 'তাজকিয়া' বলে। এর অর্থ: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ময়লা ও নাপাক বস্তু থেকে পবিত্রকরণ। আত্মা পবিত্র করার তিনটি বিষয় সংশ্লিষ্ট:

১. আল্লাহর হকের ব্যাপারে: মানুষ নিজেকে সর্বপ্রকার শিরক, নেফাক ও লোক দেখানো আমল থেকে পবিত্র করে একমাত্র নিখাদ চিত্ত্বে এক আল্লাহর এবাদত করবে।

২. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হকের ব্যাপারে: সমস্ত আমলকে বিদাত থেকে পবিত্র করতে হবে। তাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শরিয়ত মোতাবেক আল্লাহর এবাদত করবে।

৩. মানুষের হকের ব্যাপারে: নিজের আত্মাকে পূত-পবিত্র করবে সকল প্রকার নোংরা চরিত্র থেকে। যেমন: হিংসা-বিদ্বেস, মিথ্যা, গিবত এবং অন্যদের উপর জুলম করা।

যে ব্যক্তিকে ইহা দান করা হয় সে ঈমান, জ্ঞান, আমল ও চরিত্রের উঁচু স্তর অর্জন করে। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۝١٠ ﴾ الشمس: ٩ – ١٠

"যে আত্মাকে পবিত্র করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে আত্মাকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।"

আর প্রকৃত কৃতকার্য হলো: উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া এবং আতঙ্কগ্রস্ত থেকে নাজাত পাওয়া।

ঈমানদারদের পরস্পরের মর্যাদা

১. সৃষ্টিরাজির ঈমানের অনেকগুলো স্তর রয়েছে যেমন:

(ক) ফেরেশতাগণের ঈমান সুদৃঢ় যা কম-বেশী হয় না। তাঁরা কখনো আল্লাহর নাফরমানি করেন না। আর তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তা তাঁরা পালন করেন। তাঁদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

(খ) নবী-রসূলগণের ঈমান। তাঁদের ঈমান বাড়ে কিন্তু কমে না; কারণ তাঁদের আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে জ্ঞান পরিপূর্ণ। তাঁদের মাঝেও অনেক স্তর রয়েছে।

(গ) সকল মুসলমানদের ঈমান যা সৎ আমলের দ্বারা বাড়ে এবং পাপের মাধ্যমে কমে। তাদেরও অনেক স্তর রয়েছে।

আবার ঈমানেরও অনেক স্তর আছে:

প্রথম স্তরের ঈমান যা বান্দাকে আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করতে সাহায্য করে এবং তার মধ্যে মজা পায় ও হেফাজত করে। বান্দার উপরের বা তার মত মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহারের জন্য চাই শক্ত ঈমান যা নিজের ও অপরের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত রাখে। আর নিজের চেয়ে নিম্নমানের মানুষের সাথে চলাফেরা করার জন্য উত্তম চরিত্র। যেমন : রাষ্ট্রপতি তার প্রজাদের সাথে ও স্বামী তার স্ত্রীর সাথে। সবার প্রয়োজন শক্তিশালী ঈমানের যাতে করে তার চেয়ে ছোটদের প্রতি জুলুম না করে। আর যখনই ঈমান বাড়বে তখন একিন বাড়বে ও সৎ আমলও বাড়বে। যার ফলে মানুষ আল্লাহ তা'য়ালা ও বান্দাদের হক আদায় করতে পারবে। ইহাই হলো আল্লাহর সঙ্গে প্রকৃত উত্তম ব্যবহার এবং মখলুকের সাথেও। আর ইহা দুনিয়া-আখেরাতে সর্বোচ্চ মঞ্জিল বা স্তর।

২. প্রতিটি বান্দা চলমান কেউ স্থির নয়। হয়তো কেউ উপরের দিকে আবার কেউ নীচের দিকে চলতে থাকে। আবার কেউ সামনের দিকে আর কেউ পিছনের দিকে। স্বভাবজাত ও শরীয়তে একই ভাবে অবস্থান করা কাম্য নয়। বরং প্রতিটি বান্দার জীবনে কিছু স্তর যা দ্রুত জান্নাতের বা জাহান্নামের দিকে সঙ্কুচিত হয়ে আসতেছে। কেউ

দ্রুত আবার কেউ ধীর গতিতে এবং কেউ আগে আর কেউ পরে। রাস্তায় কেউ স্থির নয়। বরং সকলে চলার পথে দ্রুত চলতেই আছে। অতএব, যে ব্যক্তি ঈমান ও সৎ-আমল দ্বারা জান্নাতের পানে আগাবে না সে কুফরি ও নোংরা আমলের মাধ্যমে নি:সন্দেহে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আল্লাহর বাণী:

﴿ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ ﴾ المدثر: ٣٦ - ٣٧

"মানুষের জন্যে সতর্ককারী। তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে।" [সূরা মুদ্দাসসির: ৩৬-৩৭]

৩. ঈমানদারগণের ঈমানে বড় ধরণের কম-বেশী রয়েছে। তাই নবী-রসূলগণের ঈমান এবং অন্যান্যদের ঈমান এক সমান নয়। আর সাহাবায়ে কেরামগণের [ﷺ] ঈমান অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত ঈমান নয়। নেককার মু'মিনদের ঈমান ফাসেকদের ঈমানের মত নয়। আর এ পার্থক্য অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর নাম ও গুণাবলীর জ্ঞান, তাঁর কার্যাদি ও যা তিনি বান্দার জন্য শরীয়ত হিসাবে মনোনিত করেছেন তার জ্ঞান এবং তাঁর ভয়-ভীতি ও পরহেজগারীতার উপর নির্ভর করে। আর ' লা-ইলা ইল্লাল্লাহ্ '-এর ভক্তদের অন্তরে নূরের পার্থক্য আল্লাহ [ﷻ] ব্যতীত আর কেউ হিসাব করতে পারবে না।

৪. আল্লাহকে যে যতো বেশী জানে সে ততো তাঁকে বেশী ভালোবাসে। আর এ জন্যেই নবী-রসূলগণ আল্লাহকে সবার চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন এবং বেশী সম্মান করতেন। আল্লাহর যাত তথা সত্ত্বা, সুন্দর এহসান ও মহত্বের জন্য তাঁকে ভালোবাসা এবাদতের মূল। তাই যখন আল্লাহর প্রতি মহব্বত শক্তিশালী হবে তখন আনুগত্য ও সম্মান পূর্ণ হবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে আনন্দ ও ঘনিষ্ঠতা পরিপূর্ণ হবে।

ঈমানের উপর আল্লাহর অঙ্গিকার

◆ **দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য অনেক ওয়াদা-অঙ্গিকার করেছেন যেমন:**

(ক) মু'মিনদের জন্য দুনিয়াতে ওয়াদাসমূহের মধ্যে:

১. **কল্যাণ অর্জন:** যেমন-আল্লাহ তা'য়ালার এরশাদ:

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١﴾ المؤمنون: ١

"মু'মিনগণ কল্যাণকামী হয়েছে।" [সূরা মু'মিনূন: ১]

২. **হেদায়েত লাভ:** যেমন-আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٥٤﴾ الحج: ٥٤

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদেরকে সরল সঠিক পথের হেদায়েত দান করেন।" [সূরা হাজ্ব: ৫৪]

৩. **আল্লাহর সাহায্য লাভ:** যেমন- আল্লাহর বাণী:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٤٧﴾ الروم: ٤٧

"মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব।" [সূরা রূম:৪৭]

৪. **ইজ্জত-সম্মান লাভ:** যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা ফরমান:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ٨﴾ المنافقون: ٨

"ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের জন্য।" [সূরা মুনাফেকূন: ৮]

৫. **জমিনে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ওয়াদা:**
যেমন-আল্লাহর বাণী:

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْـًٔا ﴿٥٥﴾ النور: ٥٥

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি খেলাফত দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা একমাত্র আমারই এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না।" [সূরা নূর: ৫৫]

৬. **মু'মিনদের থেকে প্রতিরক্ষা:** যেমন-আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ﴿٣٨﴾﴾ الحج: ٣٨

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের থেকে প্রতিরক্ষা করেন।" [সূরা হাজ্ব: ৩৮]

৭. **নিরাপত্তা দান:** যেমন- আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾﴾ الأنعام: ٨٢

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানে কোন প্রকার শিরক মিশায় না, তাদের জন্যে রয়েছে নিরাপত্তা ও তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।"
[সূরা আন'আম: ৮২]

৮. **নাজাত পাওয়া:** আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ يونس: ١٠٣

"অত:পর আমি আমার রসূলগণ এবং যারা ঈমানদার তাদেরকে নাজাত দান করি। অনুরূপ আমার দায়িত্ব মু'মিনদেরকে নাজাত দান করা।"
[সূরা ইউনুস:১০৩]

৯. **সুন্দর জীবন দান:** যেমন- আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾ النحل: ٩٧

"মু'মিন নারী-পুরুষ যেই সৎ আমল করবে আমি তাকে সুন্দর জীবন দান করব। আর অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের উত্তম প্রতিদান দিব।"
[সূরা নাহাল: ৯৭]

১০. কাফেরদেরকে মু'মিনদের উপর কর্তৃত্ব দান না করা: আল্লাহ তা'য়ালর বাণী:

﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ ﴾ النساء: ١٤١

"আল্লাহ কাফেরদের জন্য মু'মিনদের উপর কোন পথ রাখেন নাই।"
[সূরা নিসা: ১৪১]

১১. বরকত হাসিল: আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ ﴾ الأعراف: ٩٦

"আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের নিয়ামতসমূহ উম্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে।"
[সূরা আ'রাফ: ৯৬]

১২. আল্লাহর বিশেষ সঙ্গ লাভ: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ ﴾ الأنفال: ١٩

" আর নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের সঙ্গে।" [সূরা আনফাল:১৯]

(খ) আখেরাতের ওয়াদাসমূহের মধ্যে যেমন:

১. **জান্নাতে প্রবেশ:** সেখানে অনন্তকাল অবস্থান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যেমন-আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾ التوبة: ٧٢

"আল্লাহ, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত: এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।" [সূরা তাওবা:৭২]

২. আল্লাহর সাথে সাক্ষাত: আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ القيامة: ٢٢ - ٢٣

"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [সূরা কিয়ামাহ: ২২-২৩]

◆ দুনিয়াতে যে সকল ওয়াদা রয়েছে তার সিংহভাগ আজ মুসলমানদের জীবনে অনুপস্থিত, যা তাদের ঈমান দুর্বলের প্রমাণ। এ গুলো হাসিলের বা দেখার একটিই মাত্র পথ। আর তা হলো: শক্তিশালী ঈমান, যার মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া দুনিয়াবী ওয়াদা অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং, আমাদের ঈমান ও আমল নবী-রসূল (আ:) এবং সাহাবায়ে কেরামগণের ঈমান ও আমলের মত করতে হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾﴾ البقرة: ١٣٧

"অতএব, তারা যদি ঈমান আনে তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং, এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" [সূরা বাকারা: ১৩৭]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١٣٦ ﴾ النساء: ١٣٦

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাজিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাজিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।"
[সূরা নিসা: **১৩৬**]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨ ﴾ البقرة: ٢٠٨

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা বাকারা:২০৮]

◆ এবাদতের হিকমত:

আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন আল্লাহর প্রতি ঈমানের উপর নির্ভর করে। সর্বদা সৃষ্টিকর্তার মহত্ব ও রাজাধিরাজের কল্পনা অন্তরে উপস্থিতিও এ ব্যাপারে কাজ করে। ইহা আল্লাহর বেশী বেশী স্মরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ ধারণা সর্বদা রাখা ও অন্তরে সুদৃঢ়মূল হওয়ার জন্যে আল্লাহ [ﷻ] বান্দার জন্যে তাঁর স্মরণ বারবার ও নতুন নতুন আমলের তথা এবাদতের ব্যবস্থা করেছেন। যখন ঈমান বৃদ্ধি পায় ও শক্তিশালী হয় তখন আমলও বাড়ে ও শক্তিশালী হয়। অত:পর অবস্থার সংশোধন ঘটে যার ফলে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভ হয় আর এর বিপরীত হলে বিপরীত হয়।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٤٢﴾ الأحزاب: ٤١ - ٤٢

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর বেশী বেশী করে জিকির কর। আর সকাল-সন্ধা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।" [সূরা আহযাব: ৪১-৪২]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٩٦﴾ الأعراف: ٩٦

"আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেজগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং, আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে।" [সূরা আ'রাফ: ৯৬]

(১) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

● **ফরেশতাদের প্রতি ঈমান:**

দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, ফেরেশতামণ্ডলী আল্লাহর সৃষ্টিকুল। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নামসমূহ জানতে পেরেছি, তাদের প্রতি নামসহ ঈমান আনব যেমন: জিবরীল [عليه السلام]। আর যাঁদের নামসহ জানতে পারেনি তাদের প্রতিও সংক্ষিপ্ত ঈমান আনব। আর যাঁদের গুণবলী ও কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি তাদের প্রতিও ঈমান আনব। তাঁরা মর্যাদার দিক থেকে: আল্লাহর এক সম্মানিত সৃষ্টিজীব। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করেন। তাঁদের মধ্যে আল্লাহর উলূহিয়াত ও রবূবিয়াতের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তাঁরা এক অদৃশ্য জগৎ। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

● **তাঁরা কাজের দিক থেকে:** তাঁরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত ও তসবীহ্ তথা পবিত্রতা বর্ণনা করেন। তাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর কোন কাজে নাফরমানি করেন না। আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ যথাযথভাবে আদায় করেন। তাঁরা অক্লান্তভাবে রাত-দিন সর্বদা এবাদত করতেই থাকেন।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝١٩ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝٢٠﴾ الأنبياء: ١٩ - ٢٠

"আর যারা (ফেরেশতাগণ) তাঁর (আল্লাহর) সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর এবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। তারা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না।"
[সূরা আম্বিয়া: ২০]

● **আল্লাহর আনুগত্যের দিক থেকে:** আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর নিদেশসমূহ পরিপূর্ণ ভাবে আনুগত্য ও বাস্তবায়নের শক্তি দান

করেছেন এবং তাঁরা সৃষ্টিগতভাবে এবাদতের জন্য সৃষ্টি। আল্লাহর বাণী:

﴿لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦﴾ التحريم: ٦

"তারা আল্লাহর কোন কাজে নাফরমানি করে না। আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ যথাযথভাবে আদায় করে।" [সূরা তাহরীম: ৬]

● তাঁদের সংখ্যা:

ফেরেশতাদের সংখ্যা অনেক, যার প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাঁদের কেউ আরশে আযীম বহনকারী, কেউ জান্নাতের পাহারাদার, কেউ জাহান্নামের প্রহরী, কেউ হেফাজতকারী, কেউ লিপিকার ইত্যাদি। তাঁদের মধ্যে সত্তর হাজার প্রতিদিন বায়তুল মা'মূরে সালাত আদায় করেন। যখন তাঁরা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, পরে আর কখনো সেখানে ফিরে আসতে পারেন না। মে'রাজের ঘটনায় বর্ণিত আছে, নবী [ﷺ] যখন সপ্তম আকাশে গেলেন। তিনি [ﷺ] বলেন:

« .....فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ..». متفق عليه.

"আমার জন্য বায়তুল মা'মূর উঠানো হলে। আমি জিবরীল [عليه السلام]কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: ইহা বায়তুল মা'মূর, ফেরেশতাগণের মধ্যে সত্তর হাজার প্রতিদিন সেখানে সালাত আদায় করে। যখন তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, পরে আর কখনো সেখানে ফিরে অসার সুযোগ হয় না।" [১]

● তাঁদের নাম ও কার্যাদি:

ফেরেশতাগণ সম্মানিত সৃষ্টি। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এবাদত ও আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা

---

[১]. বুখারী হাঃ ৩২০৭ ও মুসলিম হাঃ ১৬২

আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তাঁদের কারো কারো নাম ও কার্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ আমাদেরকে অবহিত করিয়ে দিয়েছেন। আবার কারো ব্যাপারে জ্ঞান আল্লাহ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আল্লাহ তাঁদের বিভিন্ন ধরণের কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেমন :

১. **জবরীল** [عليه السلام]: যিনি নবী-রসূলগণের নিকট অহি পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট।

২. **মীকাঈল** [عليه السلام]: যিনি পানি ও উদ্ভিদের জন্য নিয়োজিত।

৩. **ইসরাফীল** [عليه السلام]: যিনি সিঙ্গাই ফুৎকার দেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট।

৪. **মালিক- খা-যেনে না-র** [عليه السلام]: যিনি জাহান্নামের প্রহরীর কাজের জন্য নির্দিষ্ট।

৫. **রেযওয়ান- খা-যেনে জান্নাত** [عليه السلام]: যিনি জান্নাতের প্রহরী।

তাঁদের মধ্যে আবার কেউ মৃত্যুর ফেরেশতা, যিনি রুহ কব্‌জ করার জন্য নির্দিষ্ট যেমন: মালাকুল মউত।

আবার কেউ আরশে আযীম বহন করার জন্যে, কেউ জান্নাতের প্রহরী কেউ জান্নামের প্রহরী।

আবার কেউ বনি আদম ও তাদের আমলসমূহকে হেফাজত করেন এবং তা লিখার জন্য প্রত্যেককের আলাদা আলাদা ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন।

তাদের মধ্যে কেউ আবার মায়ের রেহেমে ভ্রুণসমূহকে হেফাজতের জন্য নির্দিষ্ট। তাদের রিজিক, আমল, বয়স ও ভাল-মন্দ আল্লাহর নির্দেশে লিখেন।

আর কিছু ফেরেশতা আছেন, যাঁরা মৃত ব্যক্তিকে কবরে তার রব, দ্বীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর করেন। (মুনকার ও নাকীর ফেরেশতা)
এ ছাড়াও আরো অনেক ফেরেশতা রয়েছেন যার প্রকৃত স্যখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহই একমাত্র প্রতিটি জিনিসের সঠিক হিসাব জানেন।

● কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাগণের কাজ:

আল্লাহ তা'য়ালা কেরামন কাতেবীন (সম্মানিত ফেরেশতামণ্ডলী যাঁরা লিখার জন্য নির্দিষ্ট) সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের প্রতি

হেফাজতকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা কথা, কাজ ও উদ্ভিদ সবকিছু সম্পর্কে লিখেন। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে দুটি করে ফেরেশতা আছেন। এক জন ডান কাঁধে যিনি নেকি লিখেন। আর অপর জন বাম কাঁধে যিনি পাপ লিখেন। আরো দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন যাঁরা মানুষকে হেফাজত ও পাহারা দেন। একজন পিছনে আর অপরজন সামনে থেকে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَـٰفِظِينَ ۝١٠ كِرَامٗا كَـٰتِبِينَ ۝١١ يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ ۝١٢ ﴾
الانفطار: ١٠ - ١٢

"নিশ্চয় তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে হেফাজতকারী ফেরেশতাগণ। তাঁরাসম্মানিত লিপিকার। তোমরা যা কর তা তাঁরা জানেন।"
[সূরা ইনফিতার: ১০-১২]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ إِذۡ يَتَلَقَّى ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٞ ۝١٧ مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ ۝١٨ ﴾ ق: ١٧ - ١٨

"যখন দু'জন ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথা উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" [সূরা ক্বাফ:১৭-১৮]

৩. আল্লাহর আরো বাণী:

﴿ لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ ۝١١ ﴾ الرعد: ١١

"তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হেফাজত করে।" [সূরা রা'দ: ১১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَقُولُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ

يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَــةِ ضِعْفٍ». متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:" (হে ফেরেশতাগণ) যখন আমার বান্দা কোন পাপ করার ইচ্ছা পোষণ করে তখন তা সম্পাদন না করা পর্যন্ত তার কোন পাপ লিখ না। আর যদি করেই বসে, তাহলে অনুরূপ লিখ (অর্থ্যাৎ একটি পাপ লিখ)। আর যদি আমার খাতিরে তা ত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য একটি নেকি লিখ। আর যখন আমার বান্দা কোন নেকির কাজ করতে ইচ্ছা করে এবং তা না করে, তবে তার জন্য মাত্র একটি নেকি লিখ। অত:পর তা করেই ফেললে, তার জন্যে অনুরূপ ১০ থেকে ৭০০ পর্যন্ত নেকি লিখ।"[১]

● ফেরেশতাগণের সৃষ্টির মহত্ব:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــالَ:« أُذِنَ لِــي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِــهِ إِلَــى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ». أخرجه أبوداود.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন নবী [ﷺ] থেকে, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"আরশ বহণকারী একজন ফেরেশতা সম্পর্কে আমাকে আলোচনা করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার কানের লতী থেকে ঘাড় পর্যন্ত ৭০০ শত বছরের লম্বা রাস্তা।" [২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍﷺ «أَنَّ محمدًا ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ». متفق عليه.

---

[১].বুখারী হাঃ ৭৫০১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১২৮

[২].হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ ৪৭২৭ ও সিলসিলা সহীহা ১৫১ পৃঃ দ্রঃ

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে: "মুহাম্মাদ [ﷺ] জিবরীল [ﷺ]কে ৬০০শত ডানা বিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছেন।"[১]

● ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমানের উপকার:

১. আল্লাহর মহত্ব, মর্যাদা, শক্তি ও হিকমত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। তিনি ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন যাঁদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তাঁদের মধ্যে কাউকে আরশ বহনকারী বানিয়েছেন। যার কান ও ঘাড়ের মধ্যেকার দূরত্ব ৭০০ শত বছরের লম্বা রাস্তা। তাহলে আরশ কত বড় ? আরশের উপরে যিনি আছেন তিনি কত বড় মহান? সেই মহান আল্লাহর সকল পবিত্রতা। তাঁর বাণী:

﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾ ﴾ الجاثية: ٣٧

"তাঁরই জন্যে আসমান জমিনে সকল অহঙ্কার। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা জাসিয়াহ:৩৭]

২. বনি আদমের ব্যাপারে আল্লাহর গুরুত্বের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের হেফাজত, সাহায্য ও আমল লিখে রাখার জন্য ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করেছেন।

৩. ফেরেশতাগণকে মহব্বত করা; কারণ, তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের খিদমতে নিয়োজিত আছেন এবং বিশেষ করে মু'মিনদের জন্য দোয়া করেন ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চান। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ

[১]. বুখারী হাঃ ৪৮৫৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ ১৭৪

وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٩﴾ ﴾ غافر: ٧ - ٩

"যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চার পাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে প্রবেশ করান চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি,-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
[সূরা মু'মিনঃ ৭-৯]

(৩) কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

● **কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানঃ**

এ ঈমান রাখা যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য নবী-রসূলগণের প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলো আল্লাহর প্রকৃত বাণী। আর এর মধ্যে যা আছে সবই সত্য, তার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এর মধ্যে কিছু আছে যার নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আর কিছু আছে যার নাম ও সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

● **কুরআনে যে সকল আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ হয়েছে তার সংখ্যাঃ**

১. **সুহুফে ইবরাহীমঃ** ইবরাহীম [عليه السلام]-এর উপর।

২. **তাওরাতঃ** যা মূসা [عليه السلام]-এর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নাজিল করেছিলেন।

৩. **ইঞ্জিলঃ** যা আল্লাহ 'ঈসা [عليه السلام]-এর প্রতি নাজিল করেছিলেন।

৪. **জাবূরঃ** যা দাউদ [عليه السلام]-এর প্রতি আল্লাহ [عز وجل] নাজিল করেছিলেন।

৫. **আল-কুরআনঃ** যা সকল মানুষের জন্যে মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা নাজিল করেছেন।

● **পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ও আমলের বিধানঃ**

আমরা ঈমান রাখব যে, আল্লাহ এ সকল কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলোতে যে সকল খবরাদি সহীহ সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখব। যেমন কুরআনের খবরাদি এবং পূর্বের কিতাবসমূহের যে সমস্ত খবর অপরিবর্তিত ও অপরিবর্ধিত। আর পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টিচিত্তে যে সকল আহকাম রহিত হয় নাই সেগুলোর আমল করব। আর যে সকল আসমানী কিতাবের নাম জানি না সেগুলোর প্রতি সংক্ষিপ্ত ঈমান আনব।

● পূর্বের সকল আসমানী কিতাব যেমন: তাওরাত, ইঞ্জিল ও জাবূর ইত্যাদি সবই কুরআনের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ ﴿٤٨﴾ ﴾ المائدة: ٤٨

"আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।" [সূরা মায়েদা:৪৮]

● **বর্তমান আহলে কিতাবের হাতে যেসব কিতাব রয়েছে তার বিধান:**

আহলে কিতাবের হাতে তাওরাত ও ইঞ্জিল নামে বর্তমানে যা আছে তার সম্পর্ক নবী-রসূলগণের সাথে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়; কারণ এর মাঝে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। যেমন: ইহুদিরা আল্লাহর সন্তান বলে সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে এবং খ্রীষ্টানরা 'ঈসা [عليه السلام]-এর এবাদত করেছে। আর আল্লাহ [سبحانه وتعالى]কে এমন সবগুণে গুনান্বিত করা হয়েছে, যা তাঁর আজমত তথা মর্যাদার পরিপন্থী। অনুরূপভাবে নবীগণকে অপবাদ ইত্যাদি দেয়া হয়েছে যার সবই মিথ্যা। এগুলো সবই প্রত্যাখ্যান করা আমাদের প্রতি ওয়াজিব এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা যার সত্যায়ন এসেছে তা ব্যতীত সবকিছুর প্রতি ঈমান না আনা জরুরি।

● যখন আহলে কিতাবরা (ইহুদি-খ্রীষ্টান) আমাদেরকে কোন কিছু শুনাবে তখন আমরা তা সত্য-মিথ্যা কোনটাই মনে করব না। বরং বলব: আমরা আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। যদি তারা যা বলে তা সত্য হয়, তাহলে তাদেরকে মিথ্যা

বলব না। আর যদি তারা যা বলে বাতিল হয়, তাহলে তা সত্য মনে করব না।

● কুরআনের প্রতি ঈমান ও আমলের বিধানঃ

আল-কুরআনুল কারীম যা আল্লাহ [ﷻ] সর্বশেষ ও উত্তম নবী মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর প্রতি নাজিল করেছেন। ইহা সর্বশেষ আসমানী কিতাব। ইহা সর্বোত্তম ও সবচেয়ে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি জিনিসের বর্ণনাকারী হিসাবে আল্লাহ নাজিল করেছেন। ইহা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ।

কুরআন সর্বোত্তম কিতাব, যা সর্বোত্তম ফেরেশতা জিবরীল আমীন [عليه السلام]-এর মাধ্যমে, সৃষ্টির সেরা মানব মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর উপর নাজিল হয়েছে সর্বোত্তম উম্মতের জন্য। যাদেরকে মানব জাতির জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। ইহা সর্বোত্তম ও সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতিটি মানুষের উপর তার প্রতি ঈমান আনা, তার আহকাম মোতাবেক আমল করা এবং তার আদব অনুযায়ী চরিত্র গঠন করা ওয়াজিব। কুরআন নাজিলের পর আল্লাহ অন্য কোন কিতাব মোতাবেক কোন আমল কবুল করবেন না। কুরআনের হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন, যার ফলে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং কম-বেশী থেকে সম্পর্ণ মুক্ত।

আল্লাহর বাণীঃ

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ ﴾ الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥

"এই কুরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অর্ন্তভুক্ত হন, সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।" [সূরা শো'য়ারা: ১৯২-১৯৫]

কুরআনের আয়াতের নির্দেশনা:

কুরআনের আয়াতসমূহে প্রতিটি জিনিসের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সেগুলো হয়তো খবর বা নির্দেশ।

খবরগুলো দু'প্রকার:

১. হয়তো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ও তাঁর নাম ও গুণাবলী, কার্যাদি ও বাণীসমূহের খবর।

২. অথবা সৃষ্টিরাজির সমূহ খবরাদি। যেমন : আসমান-জমিন, আরশ, কুরসী, মানুষ, জীবজন্তু, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জান্নাত-জাহান্নাম, নবী-রসূলগণ ও তাঁদের অনুসারী ও শত্রুদের খবরাদি এবং প্রত্যেক দলের প্রতিদান ইত্যাদি।

নির্দেশসমূহ দু'প্রকার:

১. হয়তো একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য নির্দেশ। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ। আল্লাহ যার নির্দেশ করেছেন সেগুলো বাস্তবায়ন করা। যেমন: সালাত, সিয়াম ইত্যাদি আল্লাহর নির্দেশসমূহের মধ্য হতে।

২. অথবা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করতে নিষেধ। আর যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তা থেকে সাবধান। যেমন : সুদ, অশ্লীল ইত্যাদি যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

- আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা এবং তাঁরই এহসান ও অনুকম্পা। যিনি আমাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর সর্বোত্তম কিতাব আমাদের জন্য নাজিল করেছেন। আর আমাদেরকে সর্ব উৎকৃষ্ট উম্মত করে মানুষের হেদায়েত দেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُۚ

وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٍ ﴿٢٣﴾ الزمر: ٢٣

“আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাজিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুন: পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।” [সূরা যুমার: ২৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ آل عمران: ١٦٤

“আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ্ শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।” [সূরা আল-ইমরান: ১৬৪]

(২) রসূলগণের প্রতি ঈমান

◆ রসূলগণের প্রতি ঈমান:

দৃঢ়ভাবে এ ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহ প্রতিটি জাতির নিকটে রসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদেরকে একমাত্র আল্লাহর এবাদতের প্রতি মানুষকে আহ্বান এবং আল্লাহ ছাড়া যতকিছুর এবাতদ করা হয়, তার সাথে কুফরি তথা সেগুলোকে অস্বীকার করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আরো ঈমান রাখা যে, তাঁরা সকলে সত্যবাদী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। আল্লাহ তাঁদেরকে যে জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা তা সঠিক ভাবে উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এমন কিছু আছেন যাঁদের নাম আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আবার কিছু এমন আছেন যাঁদের নাম আল্লাহ তাঁর বিশেষ জ্ঞানে রেখে দিয়েছেন অন্য কাউকে অবহিত করিয়ে দেন নাই।

◆ নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদের তরবিয়ত:

আল্লাহ তাঁর নবী-রসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে তরবিয়ত করেন, যাতে করে তাঁরা নিজেদের আত্মার উপর পরিশ্রম করতে পারেন। এবাদত, তাযকিয়্যা তথা আত্মা পরিশোধন, ফিকির তথা চিন্তা-চেতনা, ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে তাঁরা এ বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন যে, সবকিছুই একমাত্র দ্বীনের জন্য। আর আল্লাহর পথে খরচ ও ত্যাগ-তিতিক্ষা একমাত্র আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উড্ডিন করার লক্ষ্যে করেন। যার ফলে তাদের জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর একিন যেন তাঁদের অন্তরে এ কথার দৃঢ়তা আনে যে, আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর হাতেই সবকিছুর চাবিকাঠি। আর তিনিই একমাত্র এবাদতের হকদার। অত:পর তাঁরা নেক পরিবেশে যেমন: মসজিদসমূহে তাদের ঈমান ও সৎআমল দ্বারা ঈমানের হেফাজত করার জন্য পরিশ্রম করতে থাকেন।

তারপর তাঁরা ঈমানের বদৌলতে দ্বীন ও তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য চেষ্টা করবেন। যার ফলে তাঁরা সর্বঅবস্থায় আল্লাহকে তাঁদের সঙ্গে দেখেন। তিনি তাঁদেরকে সাহায্য করেন, রিজিক দান

করেন। যেমন বদরে, উহুদে, মক্কা বিজয়ের সময় ও হুনাইন ইত্যাদি যুদ্ধে মুসলিমদের সাহায্য করেছেন যার ফলে বিজয় অর্জিত হয়েছে। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেন এবং অন্য কারো উপর ভরসা করেন না।

অত:পর তাঁরা তাদের জাতি ও উম্মতের মধ্যে ঈমান প্রচারের ব্যাপারে চেষ্টা করেন। যেন তারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে। আর তাদেরকে দ্বীনের হুকুম-আহকামের শিক্ষা দেন এবং তাদের উপর তাদের রবের আয়াতসমূহ পাঠ করেন।

আল্লাহর বাণী:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ۝٢ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝٣ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۝٤ ﴾

الجمعة: ٢ - ٤

“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও সুন্নতের। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরোও লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল।” [সূরা জুমু‘আ: ২-৪]

- **রসূল:** রসূল বলা হয় যাঁর নিকটে আল্লাহ [ﷻ] নতুন শরীয়ত অহি রূপে প্রেরণ করেছেন। আর যারা ইহা জানে না অথবা জানে কিন্তু তার বিপরীত চলে, তাদের মাঝে প্রচার-প্রসার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

- **নবী:** নবী হলেন যাঁর নিকটে আল্লাহ পূর্বের শরীয়ত অহি রূপে প্রেরণ করেন এবং তাঁর চতুস্পার্শ্বের মানুষকে সে শরীয়তের শিক্ষা দেন ও

নবায়ন করেন। সুতরাং, প্রত্যেক রসূল নবী কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল নয়।

- **নবী-রসূলগণের প্রেরণ:**

এমন কোন জাতি নেই যার নিকট আল্লাহ তার রসূর প্রেরণ করেননি। বরং প্রতিটি জাতির নিকট আলাদা শরীয়ত দিয়ে একজন করে রসূল পাঠিয়েছেন। অথবা নবী পাঠিয়েছেন তাঁর পূর্বের শরীয়ত দিয়ে, যাতে করে তিনি তা নবায়ন করেন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ﴾ النحل: ٣٦

"আর আমি অবশ্যই প্রতিটি জাতির নিকট একজন করে রসূর প্রেরণ করেছি, যাতে করে তাদের বলে: তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা আল্লাহ ছাড়া যে সবের এবাদত করা হয় তা থেকে দূরে থাক।" [সূরা নাহ্‌ল: ৩৬]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ ﴾ المائدة: ٤٤

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বরগণ, আল্লাহ ভিরু দ্বীনদার ও আলেমগণ এর মাধ্যমে ইহুদিদেরকে ফয়সালা দিতেন।" [সূরা মায়েদা: ৪৪]

- **নবী-রসূলগণের সংখ্যা:**

নবী-রসূলগণ(আ:)-এর সংখ্যা অনেক।

১. তাঁদের মধ্যে কিছু রয়েছেন যাঁদের নাম ও সমাচার আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ২৫ জন মাত্র।

১. আদম [عليه السلام]: আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَقَدۡ عَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبۡلُ فَنَسِيَ وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمٗا ﴾ طه: ١١٥

"আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অত:পর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।" [সূরা ত্ব-হা: ১১৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিছু নবী-রসূল [ﷺ]-এর নাম উল্লেখ করে বলেন:

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ ﴿٨٩﴾ ﴾

الأنعام: ٨٣ - ٨٩

"এটি ছিল আমার দলিল-প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকূব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাঊদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা, ও হারূনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও জাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পূর্ণবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা', ইউনুস, লূতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। এটি আল্লাহর হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান। যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের

কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। তাদেরকে আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুওয়ত দান করেছি।" [সূরা আন'আম: ৮৩-৮৯]

৩. ইদ্রিস [ﷺ]: আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِدۡرِيسَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيّٗا ٥٦ ﴾ مريم: ٥٦

"এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী।" [সূরা মারয়াম: ৫৭]

৪. হূদ [ﷺ]: আল্লাহর বাণী:

﴿ كَذَّبَتۡ عَادٌ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٢٣ إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٤ إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ ١٢٥ ﴾ الشعراء: ١٢٣ - ١٢٥

"আদ সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন: তোমাদের কি ভয় নেই? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল।" [সূরা শু'আরা:১২৩-১২৫]

৫. সলেহ [ﷺ]: আল্লাহর বাণী:

﴿ كَذَّبَتۡ ثَمُودُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٤١ إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٢ إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ ١٤٣ ﴾ الشعراء: ١٤١ - ١٤٣

"সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললেন: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসূল।" [সূরা শু'আরা: ১৪১-১৪৩]

৬. শু'য়াইব [ﷺ]: আল্লাহর বাণী:

﴿ كَذَّبَ أَصۡحَٰبُ لۡـَٔيۡكَةِ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٧٦ إِذۡ قَالَ لَهُمۡ شُعَيۡبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٧ إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ ١٧٨ ﴾ الشعراء: ١٧٦ - ١٧٨

"বনের অধিবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন শু'য়াইব তাদেরকে বললেন: তোমরা কি ভয় কর না? আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রসূল।" [সূরা শু'আরা: ১৭৬-১৭৮]

৭. যুল-কিফ্‌ল [عليه السلام]: আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱذۡكُرۡ إِسۡمَٰعِيلَ وَٱلۡيَسَعَ وَذَا ٱلۡكِفۡلِۖ وَكُلّٞ مِّنَ ٱلۡأَخۡيَارِ ٤٨ ﴾ ص: ٤٨

"স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'য়া ও যুল-কিফ্‌ল এর কথা। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন।" [সূরা সোয়াদ: ৪৮]

৮. **মুহাম্মাদ** [ﷺ]: আল্লাহর বাণী:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ ٤٠ ﴾ الأحزاب: ٤٠

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়। বরং তিনি আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।" [সূরা আহযাব:৪০]

২. আর কিছু নবী-রসূল (আ:) আছেন যাঁদের নাম আমরা জানি না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের কোন খবর আমাদেরকে অবহিত করান নাই। আমরা তাঁদের উপর সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনব।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ مِنۡهُم مَّن قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّن لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكَۗ ٧٨ ﴾ غافر: ٧٨

"আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।" [সূরা মু'মিন:৭৮]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ وَفَّى عِدَّةُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ:« مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا ، الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا». أخرجه أحمد والطبراني.

২. আবু উমামা [رضي الله عنه] বলেন, আবু যার [رضي الله عنه] বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বললাম: নবীগণের সংখ্যা কত পর্যন্ত পুরা হয়েছে? তিনি [ﷺ]

বললেন: ১২৪০০০(এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) তার মধ্যে বিরাট দল ৩১৫ (তিন শত পনের) জন রসূল।"[১]

● রসূলগণের মধ্যে যাঁরা উলূল 'আজ্‌ম:

রসূলগণের মধ্যে উলূল 'আজ্‌ম তথা দৃঢ় প্রত্যয়ী রসূল হলেন পাঁচজন। নূহ [عليه السلام], ইবরাহীম [عليه السلام], মূসা [عليه السلام], ঈসা [عليه السلام] ও মুহাম্মাদ [ﷺ]। তাঁদের নাম আল্লাহ তাঁর কুরআনে উল্লেখ করেছেন:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ ﴿١٣﴾﴾ الشورى: ١٣

"তিনি তোমাদের জন্যে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা, ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।"
[সূরা শূরা: ১৩]

● প্রথম রসূল:

প্রথম রসূল নূহ [عليه السلام]।
১. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ ﴿١٦٣﴾﴾ النساء: ١٦٣

"আমি আপনার নিকটে অহি করেছি যেমন অহি করেছি নূহের নিকট এবং তাঁর পরের নবীদের নিকট।" [সূরা নিসা: ১৬৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حديث الشفاعة –وفيه– قـال الـنبي ﷺ: « ...... اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ». متفق عليه.

---

[১]. হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি, আহমাদ হাঃ ২২৬৪৪, ত্ববরানী কাবীরে ৮/২১৭, সিলসিলা সহীহা হাঃ ২৬৬৮ দ্রঃ

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে শাফা'য়াতের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তাতে রয়েছে, নবী [ﷺ] বলেন: (আদম [عليه السلام] বলবেন) "তোমরা নূহের নিকটে যাও। তারা নূহের নিকটে যাবে এবং বলবে: হে নূহ [عليه السلام]! আপনি জমিনবাসীর জন্যে সর্বপ্রথম রসূল।"[১]

● সর্বশেষ রসূল:

সর্বশেষ রসূল মুহাম্মাদ [ﷺ]। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۝٤٠ ﴾ الأحزاب: ٤٠

"মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়। বরং তিনি আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।" [সূরা আহযাব: ৪০]

● নবী-রসূলগণকে আল্লাহ্ কার নিকটে প্রেরণ করেছেন:

১. আল্লাহ নবী-রসূলগণকে তাঁদের জাতির জন্য খাস-নির্দিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন। যেমন : আল্লাহ এরশাদ করেন:

﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٧ ﴾ الرعد: ٧

"প্রতিটি জাতির জন্যে রয়েছে হেদায়েতকারী।" [সূরা রা'দ:৭]

২. আর মুহাম্মাদ [ﷺ]কে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি সর্বশেষ নবী ও রসূল এবং সর্বোত্তম। তিনি [ﷺ] সকল বনি আদমের সরদার এবং রোজ কিয়ামতের প্রশংসার পতাকা ধারণকারী। আল্লাহ তাঁকে বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ করে প্রেরণ করেছেন।

(ক) আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٢٨ ﴾ سبأ: ٢٨

"আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে সুসংবাদ দাতা ও ভয়-প্রদর্শনকারী করে প্রেরণ করেছি। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষই জানে না।" [সূরা সাবা: ২৮]

---

[১]. বুখারী হাঃ ৩৩৪০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৯৪

(খ) আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴾ الأنبياء: ١٠٧

"আমি আপনাকে বিশ্ব জাহানের জন্য কেবল মাত্র রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া:১০৭]

- **নবী-রসূলগণকে প্রেরণের হিকমত:**

১. **একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য মানুষ সমাজকে আহ্বান করা** এবং সর্বপ্রকার শিরক থেকে তাদের বারণ করা। এই ছিল নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য। আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ﴾ النحل: ٣٦

"আর আমি অবশ্যই প্রতিটি জাতির নিকট একজন করে রসূর প্রেরণ করেছি, যাতে করে তাদের বলে: তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা শিরক থেকে দূরে থাক।" [সূরা নাহ্ল: ৩৬]

২. **আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা বর্ণনা প্রদান করা:**

আল্লাহর বাণী:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ﴾ الجمعة: ٢

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও সুন্নতের। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" [সূরা জুমু'আ: ২]

৩. **কিয়ামতের দিনে মানুষ তাদের রবের নিকটে পৌঁছার পরের অবস্থা বর্ণনা দেয়া:**

﴿ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٞ ۝٤٩ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ۝٥٠ وَٱلَّذِينَ سَعَوۡاْ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ

ﭐلْجَحِيمِ ﴿٥١﴾ ﴾ الحج: ٤٩ - ٥١

"বল! হে মানুষ সমাজ! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয়-প্রদর্শনকারী। সুতরাং, যারা ঈমাদার এবং সৎকর্মশীল তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে চেষ্টা করে, তারাই দোযখের অধিবাসী।" [সূরা হাজ্ব: ৪৯-৫১]

৪. মানুষের উপর হুজ্জত তথা দলিল-প্রমাণ কায়েম করাঃ

আল্লাহর বাণীঃ

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴿١٦٥﴾ ﴾ النساء: ١٦٥

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।" [সূরা নিসা: ১৬৫]

৫. রহমতের জন্যঃ

আল্লাহর বাণীঃ

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾ ﴾ الأنبياء: ١٠٧

"আমি আপনাকে বিশ্ব জাহানের জন্য কেবল মাত্র রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া:১০৭]

● নবী-রসূলগণের বর্ণনাঃ

১. নবী-রসূলগণ মহামানব আল্লাহর সৃষ্টি বান্দা। আল্লাহ তাঁদেরকে সমস্ত মানব জাতির মধ্য হতে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তাঁদের রেসালাত ও নবুওয়তের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। তাঁদেরকে মু'জেযা দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। রেসালাতের দ্বারা তাঁদেরকে সম্মানিত করে তা মানুষের নিকটে পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন। যাতে করে তারা এক আল্লাহর এবাদত করে এবং সকল প্রকার শিরক থেকে বিরত থাকে। আর এর উপর তাদেরকে জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করেন।

রসূলগণ তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন।

(ক) আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۚ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣﴾ النحل: ٤٣

“আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমাদের জানা না থাকে।” [সূরা নাহ্ল: ৪৩]

(খ) আরো আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحٗا وَءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمۡرَٰنَ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ٣٣﴾ آل عمران: ٣٣

“নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম পরিবার ও ইমরান পরিবারকে বিশ্ব-বাসীর উপারে নির্বাচন করেছেন।” [সূরা আলে-ইমরান:৩৩]

(গ) আরো আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ٣٦﴾ النحل: ٣٦

“আর আমি অবশ্যই প্রতিটি জাতির নিকট একজন করে রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে করে তাদের বলে: তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা শিরক থেকে দূরে থাক।” [সূরা নাহ্ল: ৩৬]

২. আল্লাহ সকল নবী-রসূলগণকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করার জন্য নির্দেশ করেছেন। আরো নির্দেশ করেছেন যেন তাঁরা মানব সমাজকে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে এবং সর্বপ্রকার শির্ক ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। আর প্রতিটি জাতির জন্য উপযুক্ত শরীয়ত দান করেছেন। যেমন: আল্লাহর বাণী:

﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ ٤٨﴾ المائدة: ٤٨

"তোমাদের সবার জন্যে আলাদা শরীয়াত ও সিলেবাস করে দিয়েছি।" [সূরা মায়েদা: ৪৮]

৩. আল্লাহ যখন তাঁর নবী-রসূলগণকে নির্বাচন করেছেন তখন বলে দিয়েছেন যে, তাঁরাও আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তাঁদের মর্যাদা সবার চেয়ে উর্ধ্বে। যেমন আল্লাহ মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর উপর কুরআন নাজিলের ব্যাপারে তাঁর স্থান সম্পর্কে বলেন:

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا ۝١﴾ الفرقان: ١

"পরম করুণাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি নাজিল করেছেন ফয়সালার গ্রন্থ, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়।" [সূরা ফুরকান: ১]

আর ঈসা [عليه السلام] সম্পর্কে বলেন:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَـٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۝٥٩﴾ الزخرف: ٥٩

"তিনি (ঈসা) একজন বান্দা যার প্রতি আমি দান করেছি নিয়ামত এবং বনি ইসরাঈলদের জন্য তাঁকে এক উদাহরণ করেছি।" [যুখরুফ: ৫৯]

৪. সকল নবী-রসূলগণ আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ। তাঁরা পানাহার করেন, ভুল করেন, ঘুম পাড়েন এবং অন্যান্য মানুষের মত তাঁদেরকে রোগ ও মৃত্যু স্পর্শ করে। তাঁদের মধ্যে উলূহিয়াত বা রবূবিয়াতের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তাঁরা কারো ভাল-মন্দ করার মালিক নয়। বরং আল্লাহ তা'য়ালা যা চান তাই হয়। আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহের কোন মালিকত্ব তাঁদের হাতে নেই। আর আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দেয়া ব্যতীত তাঁরা কোন গায়বী ইলম তথা অদৃশ্যের খবর রাখেন না।

আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ [ﷺ] সম্পর্কে বলেন:

﴿قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝١٨٨﴾ الأعراف: ١٨٨

"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি অদৃশ্যের কথা জেনে

নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্য একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ।"
[সূরা আ'রাফ:১৮৮]

● নবী-রসূলগণের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

নবী-রসূলগণের অন্তর পূত-পবিত্র। তাঁদের মেধা অতুলনীয়। তাঁদের ঈমান নিশ্চিত সত্য। তাঁরা সর্বোত্তম চরিত্রবান ও দ্বীনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ এবং এবাদতে শক্তিশালী ও শারীরিকভাকে পূর্ণাঙ্গ, দেখতে সুদর্শন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে অনেক বৈশিষ্ট্য দ্বারা সম্মানিত করেছেন তন্মমধ্যে:

১. আল্লাহ তাঁদেরকে অহি ও রেসালাতের জন্য নির্বাচিত করেছেন:

(ক) আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِۚ ﴿٧٥﴾ ﴾ الحج: ٧٥

" আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য হতে রসূল নির্বাচন করেন।" [সূরা হজ্ব :৭৫]

(খ) আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ ﴿١١٠﴾ ﴾ الكهف: ١١٠

"বলুন! আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ।" [সূরা কাহাফ:১১০]

২. **মানুষকে আকীদা ও আহকামের যে সমস্ত বাণী পৌঁছান তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ নির্ভুল**। আর যদি ভুল করেনও বা হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে সত্য ও সঠিকের দিকে ফিরিয়ে দেন।

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ ﴿٥﴾ ﴾ النجم: ١ - ٥

"নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। আর প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন অহি, যা প্রত্যাদেশ হয়। তাঁকে শিক্ষা দান করেন এক শক্তিশালী ফেরেশতা।" [সূরা নাজম:১-৫]

৩. মৃত্যুর পর তাঁরা কাউকে উত্তরাধিকারী বানান না:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ « لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমরা কাউকে ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী বানাই না। যা কিছু ছেড়ে যাই তা সবই দান-সদকা।"[১]

৪. তাঁদের চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না:

عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه في قصة الإسراء: «وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ». أخرجه البخاري.

আনাস [রাঃ] থেকে ইসরা ও মে'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে:"নবী [ﷺ]-এর চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমায় না। অনুরূপ নবীগণ তাঁদের চোখ ঘুমায় আর অন্তর ঘুমায় না।"[২]

৫. মৃত্যুর সময় তাঁদেরকে দুনিয়াই বেঁচে থাকা বা আখেরাতের পানে চলে যাওয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :«مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"প্রত্যেক নবীকে অসুস্থতার সময় দুনিয়া-আখেরাতের মধ্যে যে কোন একটিকে এখতিয়ার করার অধিকার দেয়া হয়।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ ৬৭৩০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৭৫৭
[২]. বুখারী হাঃ ৩৫৭০

৬. তাঁদেরকে মৃত্যুর স্থানেই সমাধিস্থ করতে হয়:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ ». أخرجه أحمد.

আবু বকর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "প্রতিটি নবীকে তাঁর মৃত্যুর স্থানেই কবরস্থ করতে হয়।"[২]

৭. জমিনের প্রতি তাঁদের মৃতদেহ পচানো হারাম:

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ..» –وفيه– :قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ ؟ فَقَالَ:« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ». أخرجه أبو داود.

আওস ইবনে আওস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন--- এতে রয়েছে: তাঁরা (সাহাবাগণ-ﷺ) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো পচে ক্ষয় হয়ে যাবেন কি ভাবে আপনার প্রতি আমাদের দরুদ পেশ করা হবে? অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা নবীগণের শরীরকে মাটির জন্যে পচানো হারাম করে দিয়েছেন।"[৩]

৮. নবী-রসূলগণ তাঁদের কবরে জীবিত আছেন এবং সালাত আদায় করেন:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:« الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ».
أخرجه أبو يعلى.

---

[১]. বুখারী হাঃ ৪৫৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ২৪৪৪
[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ২৭
[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ ১০৪৭

১. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: “নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত আছেন। সেখানে তাঁরা সালাত আদায় করেন।”[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ». أخرجه مسلم.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: মে'রাজের রাত্রিতে আমি “আল-কাছীব আল-আহমার” তথা লাল বালির টিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করি। সেখানে দেখি মূসা [عليه السلام]- তাঁর কবরে সালাত আদায় করতেছেন।” [২]

৯. নবীগণের স্ত্রীদের অপরের সঙ্গে বিবাহ হারাম:

আল্লাহ এরশাদ করনে:

﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ ﴾ الأحزاب: ٥٣

“আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।” [সূরা আহযাব: ৫৩]

◆ নবী-রসূলদের প্রতি ঈমানের হুকুম:

সকল নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা ফরজ। যে ব্যক্তি নবী-রসূলগণের কোন একজনকে অস্বীকার করবে সে সকলকে অস্বীকার করল বলে বিবেচিত হবে। আর তাঁদের ব্যাপারে যে সকল খবরাদি সত্য প্রমাণিত সেগুলো বিশ্বাস করাও ওয়াজিব। ঈমানের সত্যায়নে এবং তাওহীদের পূর্ণতায় ও উত্তম চরিত্র গড়ার ব্যাপারে তাঁদের অনুসরণ করা ফরজ। আরো ফরজ আমাদের নিকট প্রেরিত নবী মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর

---

[১]. হাদীসটির সনদ উত্তম, আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন হাঃ৩৪২৫, সিলসিলা সহীহা হাঃ ৬২১ দ্রঃ
[২]. মুসলিম হাঃ ২৩৭৫

শরীয়ত মোতাবেক আমল করা। যিনি সর্বশেষ ও সর্বোত্তম রসূল। যাঁকে সকল মানুষ ও বিশ্বজাহানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ ﴾ النساء: ١٣٦

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং ঈমান আন তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যেগুলো নাজিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।" [সূরা নিসা:১৩৬]

◆ নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমানের উপকার:

- বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া এবং তাদের ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বারোপ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। কারণ তাঁরা মানুষকে তাদের রবের এবাদত করা এবং হেদায়েত দান ও এবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেন।
- আরো উপকার হলো এ নেয়ামতের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
- আরো কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়াই রসূলগণের প্রশংসা ও তাঁদেরকে মহব্বত করা জরুরি; কারণ তাঁরা আল্লাহর রসূল, তাঁরা আল্লাহর এবাদত কায়েম করেছেন এবং আল্লাহর রেসালাত পৌঁছানো ও তাঁর বান্দাদেরকে নসীহত করার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

সর্বোত্তম নবী ও রসূল

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ [ﷺ]

◆ তাঁর বংশ পরিচয় ও প্রতিপালন:

তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম। তাঁর মায়ের নাম আমেনা বিনতে ওহাব। হাতির বছর ৫৭১ খৃ: পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর বাবা আব্দুল্লাহ মারা যান। জন্মের পরে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব। ৬ বছর বয়সে তাঁর মা আমেনা তাঁকে এতিম করে দুনিয়া ত্যাগ করেন। দাদাজির মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উত্তম চরিত্র ও মহান আদর্শবান হিসাবে লালিত-পালিত হন। যার ফলে তাঁর জাতি তাঁকে ‘ আল-আমীন ’ তথা বিশ্বস্ত হিসাবে উপাধি দান করে। গারে হেরায় তাঁর নিকট সত্য-অহি আসলে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবী হন।

অত:পর তিনি মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এবং একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার জন্যে দা’ওয়াত দেয়া শুরু করেন। যার ফলে বিভিন্ন ধরণের দু:খ-কষ্টের স্বীকার হন এবং আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে প্রকাশ করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করেন। মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে দ্বীনের হুকুম-আহকাম ধারাবাহিকভাবে নাজিল হয় এবং ইসলামের শক্তি অর্জিত হয় ও দ্বীন পূর্ণতা লাভ করে।

তিনি ১১ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসের রোজ সোমবার মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। স্পষ্টভাবে রেসালাত পৌঁছানোর পরেই তিনি তাঁর উপরের বন্ধু আল্লাহর সঙ্গে মিলেছেন। উম্মতকে সকল কল্যাণের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আর সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে সতর্ক করেছেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

◆ রসূল [ﷺ]-এর বৈশিষ্ট্য:

তাঁর বৈশিষ্টের মধ্যে তিনি সর্বশেষ নবী, রসূলগণের সরদার, মুত্তাকীনদের ইমাম। তাঁর রেসালাত সাকালাইন তথা জ্বিন-ইনসানের সকলের জন্য। আল্লাহ তাঁকে "রাহমাতুল লিল'আলামীন" তথা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ করে প্রেরণ করেছিলেন। মসজিদে আকসা পর্যন্ত তাঁকে ইসরা তথা রাত্রের ভ্রমণ করানো হয় এবং আসমান পর্যন্ত মে'রাজ তথা উর্ধ্ব গমণ করানো হয়। আল্লাহ তাঁকে নবী ও রসূল দু'টি গুণ ধরেই আহ্বান করেছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। এক মাসের সমান পথ দূরত্ব থেকেই শত্রুদের অন্তরে আমার আতঙ্ক দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। আমার জন্য সমস্ত জমিনকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করে দেয়া হয়েছে।

অতএব, সালাত আমার উম্মতের যে কোন মানুষকে যে স্থানে পাবে সে যেন তা সেখানেই আদায় করে নেয়। আমার জন্যে গনীমতের মাল হালাল করে দেয়া হয়েছে যা ইতি পূর্বে কারো জন্য হালাল করা হয়নি। আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পূর্বে সকল নবীগণ তাঁদের উম্মতের জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত হতেন আর আমি সকল মানুষের জন্য প্রেরিত।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ ৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৬০

◆ **তাঁর জন্য যা খাস-নির্দিষ্ট:**

কিছু জিনিস রয়েছে নবী [ﷺ]-এর জন্য খাস-নির্দিষ্ট যা কোন উম্মতের জন্য জায়েজ নয়। যেমন: পর্যায়ক্রমে ইফতারী ছাড়া এক সাথে দু'দিন রোজা রাখা। দেন-মোহরানা ব্যতীত বিবাহ করা। চার জনের অধিক বিবাহ করা। তাঁর জন্য সদাকা-খয়রাত খাওয়া হারাম। মানুষ যা শুনতো না তা তিনি শুনতেন এবং তারা যা দেখত না তা তিনি দেখতেন। যেমন : জিবরীল [عليه السلام]কে আল্লাহ তা'য়ালা যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁকে সে আকৃতিতে দেখেছেন। তিনি কাউকে উত্তরাধিকারী বানান নাই।

◆ **অহি তথা ঐশীবাণীর শুরু:**

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ –وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ – قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ** ﴾ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ،وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ،وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ،وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ

بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ :هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ ». متفق عليه.

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লার রসূল [ﷺ]-এর নিকট সর্বপ্রথম যে অহি আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো। অত:পর তাঁর নিকটে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি "হেরা গুহায়" নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক দিন এবাদতে মগ্ন থাকতেন। অত:পর খাদীজা (রা:)-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্য-খাবার নিয়ে যেতেন। এভাবে একদিন "হেরা গুহায়" অবস্থানকালে তাঁর নিকটে অহি আসল। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বললো, পাঠ করুন। আল্লাহর রসূল [ﷺ] বলেন: "আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না" তিনি [ﷺ] বলেন: "অত:পর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অত:পর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, পাঠ করুন। আমি বললাম: আমি পড়তে জানি না। সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অত:পর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো: পাঠ করুন। আমি উত্তর দিলাম, আমি তো পড়তে জানি না। আল্লাহর রসূল [ﷺ]

বলেন: অত:পর তৃতীয়বার সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলো। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললো, পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব মহাদয়ালু। (সূরা আলাক্ব: ১-৩)

অত:পর আল্লাহর রসূল এ আয়াত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল তিনি খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ (রা:)-এর নিকট এসে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, তিনি তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করল। এমনকি তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা:)-এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজকে নিয়ে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রা:) বললেন, আল্লাহর কসম! কখনই নয়!? আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নি:স্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

অত:পর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রা:) তাঁর চাচাতো ভাই ওরাকা ইবনে আব্দুল আসাদ ইবনে আব্দুল উযযার নিকট গেলেন, যিনি জাহেলিয়াতের যুগে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তওফিকে ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রা:) তাঁকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখ? আল্লাহর রসূল [ﷺ] যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাঁকে আল্লাহ মূসা [عليه السلام]-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার জাতি তোমাকে বহিস্কার করবে। আল্লাহর রসূল [ﷺ] বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ কিছু (অহি) নিয়ে যে কেউ এসেছে তাঁর সঙ্গে

বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওরাকা (রা:) মারা যান। আর অহি স্থগিত থাকে।"[১]

◆ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কার্যাদি:

নবী [ﷺ]-এর কার্যাদি তিন প্রকার:

প্রথম: নিছক স্বভাবগত কাজ যা মানবজাতির স্বভাবের চাহিদা। যেমন: দাঁড়ানো, বসা, খানাপিনা, ঘুম, জাগা। এসব তিনি শরিয়তের বিধি বিধান ও অনুকরণের জন্য করতেন না। এতএব, কেউ এ কথা বলবে না যে, আমি দাঁড়াব ও বসব আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং তাঁর নবী [ﷺ]-এর অনুকরণের জন্য।

দ্বিতীয়: নিছক শরিয়তের বিধি বিধান করার জন্য যে সকল কাজ। যেমন: সালাতের কার্যাদি ও হজ্বের কার্যাদি ইত্যাদি শরিয়তের বিধানসমূহ। এসব ও অনুরূপ নবী [ﷺ]-এর কার্যাদি অনুকরণের জন্য যা আমরা করব।

তৃতীয়: শরিয়ত ও স্বভাবগত উভয়টি হওয়ার সম্ভবনা আছে এমন কার্যাদি: এর নিতীমালা হলো: কাজটি মানুষজাতির স্বভাবের চাহিদা কিন্তু এবাদত অথবা এবাদত করার মাধ্যম বিশেষ। যেমন: হজ্বের জন্য আরহণ করা, সালাতে 'জালসাহ ইস্তারাহ' (প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদার করার পর দাঁড়ানোর সময় সোজা বসে তারপর দাঁড়ানোকে বলে) করা, ঈদের সালাতের পর অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরত আসা। ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায়ের পর ডান কাঁধে শয়ন করা[২] ইত্যাদি। এসব ও অনুরূপ কার্যাদি দুই প্রকারের সম্ভবনা রয়েছে। তাই যে চাইবে করবে আর যে চাইবে না সে করবে না।

---

[১]. বুখারী হাঃ ৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ ১৬০

[২]. ইহা লেখকের মতামত। অন্যান্যরা এসবকে সুন্নত শুধু বলেছেন।

◆ তাঁর স্ত্রীগণ:

রসূল [ﷺ]-এর স্ত্রীগণ "উম্মুহাতুল মু'মিনীন" তথা মু'মিনদের সবার মা। তাঁরা রসূল [ﷺ]-এর দুনিয়া ও আখেরাতে স্ত্রী। তাঁরা সকলে মুসলিমা নারী ও পূত-পবিত্র এবং সতী-সাধ্বী। আর যে সকল নোংরা জিনিস তাঁদের সম্মান-মর্যাদার ব্যাপারে কলঙ্ক তা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

তাঁরা হলেন:

খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ, আয়েশা বিনতে আবু বকর, সাওদা বিনতে জাম'য়া, হাফসা বিনতে উমার, জায়নাব বিনতে খুজাইমা, উম্মু সালামা, জায়নাব বিনতে জাহাশ, জুওয়াইরিয়া বিনতে আল-হারিস, উম্মু হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান, সুফিয়্যা বিনতে হুয়াই ও মায়মূনা বিনতে আল-হারিস (রাযিআল্লাহু আনহুন্না)

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মৃত্যুর পূর্বে যাঁরা মারা গেছেন তাঁরা হলেন: খাদীজা ও জায়নাব বিনতে খুজাইমা। আর বাকি সবাই তাঁর পরেই মৃত্যু বরণ করেছেন। স্ত্রীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন খাদীজা ও আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহুমা)

◆ রসূল [ﷺ]-এর সন্তান-সন্ততিগণ:

১. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর তিনজন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন: কাসেম ও আব্দুল্লাহ্ খাদীজা (রা:)-এর গর্ভের। আর ইবরাহীম তাঁর বাঁদি মারিয়া কিবতিয়া (রা:)-এর গর্ভের। তাঁরা সকলে ছোট অবস্থায় মারা যান।

২. আর মেয়ে চারজন জায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলছূম ও ফাতেমা (রাযিআল্লাহু আনহুন্না) তাঁরা সকলে খাদীজা(রা:)-এর গর্ভের। তাঁরা সকলে বিবাহিতা এবং ফাতেমা ছাড়া সকলেই রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর পূর্বে মারা যান। আর ফাতেমা (রা:) রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মৃত্যুর ছয় মাস পরে মারা যান। তাঁরা সকলে মুসলিমা নারী এবং পূত-পবিত্র ও সতী-সাধ্বী ছিলেন।

◆ রসূল [ﷺ]-এর সাহাবায়ে কেরামঃ

নবী [ﷺ]-এর সাহাবায়ে কেরাম সর্বোত্তম মানুষ। উম্মতের সকলের উপর তাঁদের মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ [ﷻ] তাঁদেরকে তাঁর নবীর সঙ্গী হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। তাঁরা আল্লাহ [ﷻ] ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং আল্লাহ ও রসূলকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। দ্বীনের হেফাজতের জন্য তাঁরা হিজরত করেছেন এবং দ্বীনের জন্য সাহায্য ও আশ্রয়দান করেছেন। তাঁদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছেন। যার ফলে আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো মুহাজিরগণ অত:পর আনসারগণ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُ النَّـــاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার শতাব্দীর মানুষ। অত:পর যারা তাদের পরের শতাব্দীর মানুষ। তারপর যারা তাদের পরের শতাব্দীর মানুষ। অত:পর এমন জাতি আসবে যাদের সাক্ষী দেয়া শপথ এবং শপথ করা সাক্ষীর দেয়ার আগে আগে চলবে। (না চাওয়ার আগেই সাক্ষী দিবে ও কসম খাবে।)"[১]

◆ রসূল [ﷺ]-এর সাহাবাগণকে ভালোবাসাঃ

অন্তর দ্বারা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাহাবীদেরকে ভালোবাসা এবং জবান দ্বারা তাঁদের প্রশংসা করা ওয়াজিব। অনুরূপ ওয়াজিব তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা ও ক্ষমা চাওয়া। তাঁদের মাঝে যে সকল মতানৈক্য হয়েছে সে ব্যাপারে চুপ থাকা। তাঁদেরকে গালি-গালাজ না করা ; কারণ তাঁদের অনেক ফজিলত ও ভাল গুণ রয়েছে। আরো রয়েছে

[১]. বুখারী হাঃ ২৬৫২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ২৫৩৩

তাঁদের সৎকর্ম- এহসান, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য, আল্লাহর রাহে জেহাদ ও তাঁর প্রতি দা'ওয়াত এবং হিজরত ও দ্বীনের জন্য সাহায্য। তাঁরা জানমাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হউন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾﴾ التوبة: ١٠٠

"যারা সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনছার আর যারা তাদের উত্তম অনুসরণ করেছে, আল্লাহর সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।" [সূরা তাওবা: ১০০]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾﴾ الأنفال: ٧٤

"আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই হলো সত্যিকারে মু'মিন। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।" [সূরা আনফাল:৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা আমার সাহাবাগণকে গালি-গালাজ কর না। তোমরা আমার সহাবাগণকে গালি-গালাজ কর না। সে আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় বরাবর স্বর্ণ (আল্লাহর রাহে) খরচ করে তবুও তাঁদের (সাহাগণের) একমুদ (প্রায় ৬২৫ গ্রাম পরিমাণ) বরাবর বা এর অর্ধেক (প্রায় ৩১২.৫ গ্রাম) হতে পারবে না।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ ৩৬৭৩ ও মুসলিম হাঃ ২৫৪০ শব্দ তারই

৪.শেষ দিবসের প্রতি ঈমান

◆ **শেষ দিবস:** কিয়ামতের দিনকে শেষ দিবস বলা হয়, যে দিন সকল মখলুককে পুনরুত্থান করা হবে হিসাব ও প্রতিদানের জন্য। এই দিনকে শেষ দিবস বলা হয় এই জন্যে যে, এর পরে আর কোন দিবস নেই; কারণ এরপরে জান্নাতীগণ জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

◆ শেষ দিবসের প্রসিদ্ধ নামসমূহ:

কিয়ামতের দিন, পুনরুত্থানের দিন, ফয়সালার দিন, বের হওয়ার দিন, প্রতিদান দিবস, হিসাবের দিন, শাস্তির দিন, একত্রিত হওয়ার দিন, হার-জিতের দিন, ডাকাডাকির দিন, আফসোসের দিন, কর্ণবিদারক, মহাসংকট, আচ্ছাদনকারী, অবশ্য ঘটনীয়, সুনিশ্চিত ও মহাপ্রলয়।

◆ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান:

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান বলতে: আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] সেই মহান দিবসে যেসব জিনিস ঘটবে বলে অবহিত করিয়েছেন ঐ সকল বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন: পুনরুত্থান, হাশর-নশর, পুল-সিরাত, মীজান, জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়াও যা কিছু কিয়ামতের মাঠে সংঘটিত হবে।

এর সাথে শামিল হবে যা মৃত্যুর পূর্বে যেমন: কিয়ামতের আলামতসমূহ। আর যা মৃত্যুর পরে যেমন : কবরের প্রশ্নোত্তর, আজাব ও প্রশান্তি ইত্যাদি যা ঘটবে।

◆ শেষ দিবসের মহত্ব:

আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ রোকনসমূহের অন্যতম স্তম্ভ। এ দু'টি ও বাকি ঈমানের রোকনসমূহের উপর নির্ভর করছে মানুষের দৃঢ়তা, কল্যাণ এবং দুনিয়া-আখেরাতের সুখ-শান্তি। এ দিন সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ ﴿٨٧﴾﴾ النساء: ٨٧

"আল্লাহ ব্যতীত আর কোনই সত্যিকার উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কিয়ামতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।" [সূরা নিসা: ৮৭]

এ দু'টি রোকনের অধিক গুরুত্বের ফলে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের বহু আয়াতে একসঙ্গে তা উল্লেখ করেছেন। যেমন :

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ﴿٢﴾﴾ الطلاق: ٢

"এ দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে।" [সূরা তালাক: ২]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ﴿٥٩﴾﴾ النساء: ٥٩

"তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।" [সূরা নিসা: ৫৯]

◆ কবরের ফেতনা বা পরীক্ষা:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ ..– وَفِيهِ– قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...»

أخرجه أحمد وأبو داود

১. বারা ইবনে 'আজেব [ﷺ] বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে জানাযায় বের হই। ----- এতে বর্ণিত হয়েছে নবী [ﷺ] বলেন: "কবরবাসীর নিকট দু'জন ফেরেশ্তা আসবেন। অত:পর তাকে উঠিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন: তোমার রব কে? তখন সে (মুমিন

হলে) বলবে: আমার রব আল্লাহ। আবার জিজ্ঞেস করবেন, তোমার দ্বীন কি? উত্তরে বলবে: আমার দ্বীন ইসলাম। আবারো জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের নিকট প্রেরীত এ ব্যক্তিটি কে ছিলেন? সে বলবে: তিনি রসূলুল্লাহ্ [ﷺ]।[১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ :مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ» قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا ». وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ». متفق عليه.

২. আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হবে এবং তার সাথীরা সকলে চলে যাবে তখন সে তাদের জুতা-স্যান্ডেলের শব্দ শুনতে পাবে। এরপর তার নিকট দু'জন ফেরেশ্তা আসবেন এবং তাকে বসিয়ে বলবেন: এ মানুষটি (মুহাম্মাদ-ﷺ) সম্পর্কে (দুনিয়াতে) কি বলতে? তখন সে (মুমিন হলে) বলবে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। অত:পর তাকে বলা হবে: দেখ তোমার জাহান্নামের সে স্থানটি যার পরিবর্তে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে জান্নাতের স্থান প্রদান করেছেন। নবী [ﷺ] বলেন: তখন সে উভয় স্থান অবলোকন করবে। আর কাফের বা মুনাফেক বলবে: জানি না, মানুষেরা যা বলতো তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে: জাননি এবং পড়নি। অত:পর তার দু'কানের মাঝে লোহার হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করা হবে। আর সে

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ১৮৭৩৩, আবূ দাউদ হাঃ ৪৭৫৩ শব্দ তারই

এমন চিৎকার করবে যা মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত তার পার্শ্ববর্তী সকলেই শুনবে।” [১]

◆ কবর আজাব-এর প্রকার:

কবরের আজাব দু’প্রকার:

১. স্থায়ী আজাব যা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে এমন শাস্তি। ইহা কাফের ও মুনাফেকদের জন্য। যেমন অল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউনের পরিবার সম্পর্কে এরশাদ করেছেন:

﴿ ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ٤٦ ﴾ غافر: ٤٦

“সকালে ও সন্ধায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আজাবে দাখিল কর।” [সূরা মুমিন: ৪৬]

২. নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আজাব যা তাওহীদপন্থী পাপীষ্টদের ‘আজাব। তাদের পাপানুসারে আজাব দেয়া হবে। অত:পর শাস্তি হালকা করে দেয়া হবে অথবা আল্লাহর রহমতে, কিংবা পাপধ্বংসের ফলে যেমন- ছদকা জারিয়া অথবা উপকারী জ্ঞান বা সৎ সন্তানের দোয়া ইত্যাদি কারণে আজাব বন্ধ করে দেয়া হবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ:« إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ،وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

متفق عليه

ইবনে উমার [ﷺ] বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “তোমাদের কেউ যখন মারা যায় তখন তাকে সকাল-সন্ধা তার আসন দেখানো হয়। যদি

[১]. বুখারী হাঃ১৩৩৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ২৮৭০

জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে জান্নাতীদের, আর যদি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে জাহান্নামীদের আসন দেখানো হয়। আর তাকে বলা হয়, ইহা তোমার আসন। এভাবে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান পর্যন্ত হতেই থাকবে।[১]

◆ কবরের সুখ-শান্তি:

সত্যবাদী মুমিনদের জন্য কবরের সুখ-শান্তি:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾﴾ فصلت: ٣٠

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অত:পর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে বলেন: তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। [সূরা হা-মীম সেজদা: ৩০]

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْمُؤْمِنِ إِذَا أَجَابَ الْمَلَكَيْنِ فِي قَبْرِهِ : «...فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ ، أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا قَالَ: وَ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ..». أخرجه أحمد أبوداود.

বারা ইবনে 'আজেব [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] মুমিন সম্পর্কে বলেন: "যখন তার কবরে ফেরেশতাদ্বয়ের উত্তর দিবে ----- তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবেন: আমার বান্দা সত্য বলেছে। অতএব, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও আর জান্নাত পর্যন্ত তার জন্য একটি দরজা খুলে দাও। নবী [ﷺ] বলেন: তখন তার নিকট আসবে জান্নাতের

[১]. বুখারী হাঃ ১৩৭৯ ও মুসলিম হাঃ ২৮৬৬ শব্দ তারই

আরাম ও খোশবু এবং তার জন্যে তার চোখ যতদূর যায় ততদূর কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে।"[১]

মুমিনকে কবরের ভয়-ভীতি, ফেতনা ও আজাব থেকে মুক্তি দিতে পারে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেমন : আল্লাহর রাহে শহীদ হওয়া, সীমান্তে প্রহরীর কাজ ও পেটের পীড়ায় মৃত্যু ইত্যাদি।

◆ মৃত্যুর পরে কিয়ামত পর্যন্ত রুহ্সমূহের আবাস স্থান:

বারজাখী জিন্দিগী তথা অন্তর্বর্তীকালিন জীবনে রুহ্সমূহের মধ্যে বড় ধরণের পার্থক্য হবে: তাদের মধ্যে কিছু রুহ ইল্লীইনের সর্বোচ্চ 'মালাইল আ'লায়' অবস্থান করবে আর তা হলো নবী-রসূলগণ (আ:)-এর রুহসমূহ। তাঁদেরও মাঝে মর্যাদা ও মরতবার দিক থেকে ব্যবধান থাকবে।

আর কিছু রুহ্ পাখীর আকৃতিতে জান্নাতের গাছে ঝুলে থাকবে। এগুলো হলো মুমিনদের রুহ্সমূহ।

আবার কিছু রুহ সবুজ পাখীর উদরে থাকবে যারা জান্নাতে বিচরণ করবে। এগুলো হলো কিছু শহীদদের রুহ।

আর কিছু রুহ্ কবরেই আটকা থাকবে। যেমন: গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) খিয়ানতকারীর রুহ। আবার কিছু রুহ জান্নাতের দরজার উপর আটকা থাকবে। যেমন: ঋণী ব্যক্তিদের রুহ। আর কারো রুহ পৃথিবীতেই আটকা রইবে নীচু মানের রুহ হওয়ার কারণে। কিছু রুহ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদের আজাবের চুলায় থাকবে। আবার কিছু রুহ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটবে এবং তাদের মুখের ভিতর পাথর নিক্ষেপ করা হবে। আর এ হলো সুদখোরদের রুহ ---।

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৮৭৩৩ শব্দ তারই, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৭৫৩

কিয়ামতের আলামতসমূহ

◆ কিয়ামতের জ্ঞান:

কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে এর জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না। যেমন : আল্লাহর বাণী:

﴿يَسْـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾﴾ الأحزاب: ٦٣

"লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। আপনি কি করে জানবেন যে, সম্ভবত: কিয়ামত নিকটেই।" [সূরা আহ্যাব: ৬৩]

◆ **কিয়ামতের আলামতসমূহ:**

নবী [ﷺ] কিছু আলামতের কথা খবর দিয়েছেন যা কিয়ামত সন্নিকটে প্রমাণ করে। আর সেগুলো হলো ছোট আলামত ও বড় আলামত।

১. কিয়ামতের ছোট আলামতসমূহ

◆ ছোট আলামতসমূহ তিন প্রকার:

১. যে সকল আলামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে যেমন:

নবী [ﷺ]-এর আগমন ও তাঁর মৃত্যু, চন্দ্র দ্বি-খণ্ডন যা তাঁর একটি মু'জেযা, বাইতুল মাক্বদিসের বিজয় ও হিজাজ ভূমি থেকে আগুনের নির্গমণ।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :«اعْـدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ، مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ...» أخرجه البخاري.

১. 'আওফ ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:"কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি জিনিস গণনা কর। আমার মৃত্যু অত:পর বাইতুল মাক্বদিসের বিজয়--।"[1]

[1]. বুখারী হাঃ নং ৩১৭৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تَقُومُ السَّـــاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "হেজাজ ভূমি থেকে আগুন বের না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। সে আগুন বুছরার উটের চূড়া আলোকিত করবে।" [১]

২. যে সকল আলামত প্রকাশ পেয়েছে এবং এখনো ঘটতেছে যেমন:

ফেৎনা-ফ্যাসাদের প্রকাশ, মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার, নিরাপত্তার অবনতি, শরিয়তি জ্ঞান উঠে যাওয়া, অজ্ঞতার প্রকাশ, বেশী বেশী শর্ত আরোপ ও জালেমদের সহযোগীদের আধিক্য, গান-বাজনার বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের প্রকাশ ও সেগুলোকে হালাল মনে করা, যেনা-ব্যভিচার অধিকভাবে প্রকাশ, মদ পানের ছড়াছড়ি ও হালাল মনে করা, দালান-কোঠা নিয়ে খালি পা, উলঙ্গ শরীর, ছাগলের রাখাল এমন লোকদের আপোসে গৌরব, মসজিদসমূহে হট্রগোল ও মসজিদের কারুকার্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, বেশী বেশী যুদ্ধ-বিগ্রহ, সময় গুটিয়ে যাওয়া (সময়ের বরকত উঠে যাওয়া) অনুপযুক্ত মানুষের নিকট দায়িত্ব অর্পণ, ইতর নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সম্মান ও সম্মানিত মানুষদের অসম্মান করা, কথা বেশি বলবে কিন্তু কাজ করবে না, (কথায় কাজে গরমিল) অতি পাশাপাশি হাট-বাজার হওয়া, এ উম্মতে শিরকের প্রকাশ, কার্পণ্যতা ও মিথ্যা বেশী হওয়া, সম্পদের প্রাচুর্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকাশ, বেশী বেশী ভূমিকম্প, আমানতদারীদেরকে খেয়ানতকারী আর খেয়ানতকারীদের আমানতদার মনে করা, অশ্লীলতার প্রকাশ, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা, বদমাইশ পড়শী, নীচু শ্রেণীর মানুষদের প্রাধান্য বিস্তার, অর্থের বিনিময়ে ফয়সালা, বিশেষ ব্যক্তিদের (জালেমদের নিকট) সোপর্দ, ছোটদের নিকটে জ্ঞান অনুসন্ধান, কলমের ছড়াছড়ি, শরীর দেখা যায় এমন ফিনফিনে পাতলা কাপড় পরিহিতা নারীদের প্রকাশ, মিথ্যা সাক্ষীর ছড়াছড়ি, হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, হালাল রুজি

[১]. বুখারী হাঃ৭১১৮ ও মুসলিম হাঃ ২৯০২

উপার্জনে সাবধানতা অবলম্বন না করা, আরব ভূমি নদী ও শস্যক্ষেতে পরিণত হবয়া, হিংস্র পশুর মানুষের সাথে কথা বলা, মানুষের ছড়ির শিম্লা ও জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলা, মানুষকে তার ঊরু খবর দেওয়া, তার অনুপস্থিতে পরিবারে কি ঘটেছে, ইরাককে অবরোধ করা হবে এবং সেখানে খাদ্য ও মুদ্রা প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া। অত:পর শামদেশ (সিরিয়া)কে অবরোধ করা এবং সেখানেও খাদ্য ও মুদ্রা প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে, এরপর মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে চুক্তি হওয়া এবং রোমানরা মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ:« أَلا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». متفق عليه.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে পূর্বদিক ফিরে বলতে শুনেছেন: "হুশিয়ার! নিশ্চয়ই ফেতনা এদিক (ইরাক) থেকে, হুশিয়ার! নিশ্চয়ই ফেতনা এদিক থেকে, যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।"[১]

৩. যে সকল আলামত আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই তবে অবশ্যই ঘটবে যেমনটি নবী [ﷺ] তার খবর দিয়েছেন যেমন:

- ফোরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ, বিনাযুদ্ধে কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল (ইস্তাম্বুল) নগরীর বিজয়, তুর্কীদের হত্যা, ইহুদিদের হত্যা এবং তাদের উপর মুসলমানদের বিজয়, কাহত্বান গোত্রের একজন লোকের আবির্ভাব যে মানুষকে তার লাঠি দ্বারা হাঁকাবে এবং সকলে তার আনুগত্য করবে। পুরুষদের সংখ্যা কম হওয়া এবং নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। যার ফলে ৫০জন নারীর পরিচালনা করবে মাত্র একজন পুরুষ। মদীনা হতে অনীষ্টতা দূরীকরণ অত:পর তার ধ্বংস।

---

[১]. বুখারী হাঃ ৭০৯৩ ও মুসলিম হাঃ ২৯২৫ শব্দ তারই

- আরো হচ্ছে: ইমাম মাহদীর প্রকাশ, যিনি আহ্‌লে বাইতের একজন মানুষ হবেন। যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবেন এবং পৃথিবীকে ইনসাফ দিয়ে ভরপুর করে দিবেন, যেমন এর পূর্বে জুলুম-অন্যায়ে ভরে গিয়েছিল। তিনি ৭ বছর রাজত্ব চালাবেন। তাঁর যুগে উম্মত এমন শান্তিভোগ করবে যা ইতিপূর্বে কখনো করে নাই। পূর্বদিক থেকে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে এবং বাইতুল্লাহ-এর নিকটে তাঁর বায়েত হবে।
- আরো হলো: যুস্‌সুওয়াইকাতাইন তথা পায়ের নলা সরু বিশিষ্ট একজন হাবাশী (আবিসিনিয়ার) মানুষের হাতে কা'বা ঘরের ধ্বংসলীলা ঘটবে। তারপর দ্বিতীয়বার তা পূনর্র্নির্মান হবে না, আর ইহাই শেষ জমানা। আল্লাহই সর্বাধিক অবিহিত।
- **নোট:** পূর্বে উল্লোখিত সকল আলামত নবী [ﷺ]-এর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২- কিয়ামতের বড় আলামতসমূহ

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ: « مَا تَذَاكَرُونَ ؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ:« إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ» فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام،وَيَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ، خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. أخرجه مسلم.

হুজাইফা ইবনে আসীদ আল-গেফারী [ﷺ] বলেন, নবী [ﷺ] আমাদের প্রতি দেখলেন যে, আমরা আপোসে আলাপ-আলোচনা করছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "তোমরা আপোসে কি ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করছ? তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন, কিয়ামতের বিষয়ে। তিনি [ﷺ] বললেন: "কিয়ামত ততদিন অনুষ্ঠিত হবে না যতদিন তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখবে। অত:পর তিনি উল্লেখ করেন: ধোঁয়া, দাজ্জাল, জন্তুর আবির্ভাব, পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া, 'ঈসা ইবনে মারইয়ামের অবতরণ, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব, তিনিটি ধ্বস: একটি পূর্বে, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে আর তৃতীয়টি আরব উপদ্বীপে। এরপর ইয়ামেন থেকে আগুন বের হবে এবং মানুষকে ধাওয়া ক'রে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে।"[১]

১. দাজ্জালের বহি:প্রকাশ:

দাজ্জাল বনি আদমেরই একজন মানুষ। শেষ জামানায় তার আবির্ভাব ঘটবে এবং সে নিজেকে রব (প্রতিপালক) দাবি করবে। পূর্ব তথা খোরাসান থেকে সে বের হবে। অত:পর সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করবে। প্রতিটি দেশে প্রবেশ করবে কিন্তু মসজিদে আকসা, তূর পাহাড়, মক্কা ও মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ ঐগুলোকে

[১]. মুসলিম হাঃ ২৯০১

ফেরেশতাগণ পাহারা দিয়ে রাখবেন। মানুষ ঘুমে বেঁহুশ হয়ে পড়বে। মদীনায় তিনটি কম্পন হবে, যার ফলে প্রতিটি কাফের ও মুনাফেক সেখান থেকে বের হয়ে চলে যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُعُودًا فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ ؟

قَالَ:« هِيَ فِتْنَةُ هَرَبٍ وَحَرَبٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَلُهَا أَوْ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي إِنَّمَا وَلِيِّيَ الْمُتَّقُونَ، ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ.ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً، فَإِذَا قِيلَ انْقَطَعَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ، فُسْطَاطُ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ، وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ، إِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ».

أخرجه أحمد وأبوداود

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ] -এর নিকটে বসে ছিলাম তখন তিনি ফেতনার কথা বারবার উল্লেখ করলেন। এক পর্যায়ে 'আহলাস' এর ফেতনার কথা উল্লেখ করলেন। কোন একজন বললো: ইয়া রসূলাল্লাহ! আহলাসের ফেতনা কি? তিনি বললেন: তা হলো পলায়ন ও যুদ্ধ। অত:পর 'সার্‌রা-' এর ফেতনা, যার ধোঁয়া আমার পরিবারে একজন মানুষের পায়ের নীচ থেকে হবে। সে আমার পরিবারের দাবি করবে কিন্তু সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়; শুধুমাত্র আমার বন্ধু হলো মুত্তাকীন তথা আল্লাহভীরুগণ। অত:পর মানুষেরা এমন এক দুর্বল চুক্তি করবে যার কোন নিয়ম নীতি বা স্থায়িত্ব থাকবে না।

অত:পর 'দুহাইমা-' কালো ফেতনা যা এ উম্মতের প্রতিটি মানুষকে একটি করে চড় মারবেই। অত:পর যখন বলা হবে ফেতনা শেষ হয়েছে কিন্তু আসলে শেষ না হয়ে অব্যাহতই থাকবে। সে সময় মানুষ প্রভাত করবে মু'মিন হয়ে আর সন্ধা করবে কাফের হয়ে। এক

পর্যায়ে দু'টি বড় তাঁবু হবে যার একটি ঈমানের যার মধ্যে কপটতা থাকবে না আর অন্যটি নেফাক-কপটতার তাঁবু যার মধ্যে ঈমান থাকবে না। অতএব, যখন এরূপ হবে তখন সেদিন বা পরের দিন দাজ্জালের প্রতিক্ষা করিও।"[১]

◆ দাজ্জালের ফেতনা:

দাজ্জালের আবির্ভাব এক বিরাট ফেতনা; কারণ আল্লাহ [ﷻ] তাকে এমন বড় বড় অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর শক্তি দান করবেন যার ফলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তার সাথে জান্নাত-জাহান্নাম থাকবে। প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত আর জান্নাত হবে জাহান্নাম। আরো তার সাথে থাকবে রুটির পাহাড় এবং পানির নদীসমূহ। তার নির্দেশে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং জমিন উদ্ভিদ গজাবে। পৃথিবীর সমস্ত গুপ্তধন তার সঙ্গে চলবে। মেঘমালাকে বাতাস যেমন দ্রুত পশ্চাদ গমন করে তেমনি সে অতিদ্রুত পথ অতিক্রম করবে।

সে পৃথিবীতে ৪০দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিন হবে এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন হবে এক মাসের সমান, তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহের সমান আর বাকি দিনগুলো হবে আমাদের দিনের মতই দিন। অত:পর তাকে 'ঈসা [عليه السلام] হত্যা করবেন ফিলিস্তীনের 'লুদ' নামক গেটের নিকটে।

◆ দাজ্জালের শারীরিক বর্ণনা:

রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদেরকে দাজ্জালের আনুগত্য বা তাকে বিশ্বাস না করার জন্য সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি [ﷺ] আমাদেরকে তার বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে করে তার থেকে আমরা সাবধানে থাকতে পারি। তিনি বর্ণনা করছেন যে, সে একজন লাল রঙ্গের যুবক ও তার এক চোখ টেরা হবে। তার কপালে লিখা থাকবে "কাফির" যা প্রতিটি মুসলিম পড়বে।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ , আহমাদ হাঃ ৬১৬৮, সিলসিলা সহীহা হাঃ ৯৭৪ দ্রঃ, আবূ দাউদ হাঃ ৪২৪২ শব্দ তারই

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلَا حَجْرَاءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ». أخرجه أحمد وأبوداود.

উবাদা ইবনে সামেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয় মাসীহুদ্দাজ্জাল একজন খাট মানুষ হবে। যার চলার সময় দু'পায়ের অগ্রভাগ কাছাকাছি এবং গোড়ালি দূরে থাকবে। মাথার চুল কোঁকড়ানো হবে, এক চোখ টেরা হবে। চোখ সমান হবে, না হবে উঠা আর না হবে বসা। যদি তোমাদের দাজ্জালকে চিনতে সমস্যা হয় তবে জেনে রাখ তোমাদের প্রতিপালক টেরা নন।"[১]

◆ দাজ্জাল বের হওয়ার স্থান:

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﷺقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ –وفيه «... إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا..». أخرجه مسلم.

নাওয়াস ইবনে সাম'য়ান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] দাজ্জালের ব্যাপার উল্লেখ করে বলেন:---- সে শাম (সিরিয়া) ও ইরাকের মধ্যবর্তী এক পথ দিয়ে বের হবে। অত:পর ডানে-বামে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে।"[২]

◆ যে সমস্ত স্থানে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ». متفق عليه.

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ২৪০৮৫, সিলসিলা সহীহা হাঃ ২৯৩৪ দ্রঃ
[২]. মুসলিম হাঃ ২৯৩৭

১. আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "দাজ্জাল মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সকল দেশে পদাচারণ করবে।"[১]

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدَّجَّالَ وفيه قال:« لاَ يَقْرَبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ، مَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدَ الطُّورِ، وَمَسْجِدَ الْأَقْصَى ». أخرجه أحمد.

২. একজন সাহাবী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বলেন: "সে চারটি মসজিদের নিকটবর্তী হতে পারবে না। মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদে তূর ও মসজিদুল আক্সা।"[২]

◆ **দাজ্জালের অনুসারী:**

দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদি, ইরানী (পার্শিয়ান-অগ্নিপূজক), তুর্কী ও কিছু মিশ্রিত মানুষ যাদের বেশীর ভাগ বেদুঈন ও মহিলা।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمْ الطَّيَالِسَةُ». أخرجه مسلم.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "দাজ্জালের অনুসরণ করবে ইস্পাহানের ৭০ হাজার ইহুদি, যাদের উপর লম্বা চাদর থাকবে।"[৩]

◆ **দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার উপায়:**

আল্লাহর প্রতি ঈমানের মাধ্যমে। বিশেষ করে সালাতে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। পলায়ন করেও দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচা সম্ভব। রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ ১৮৮১ ও মুসলিম হাঃ ২৯৩৪
[২].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ২৪০৮৫, সিলসিলা সহীহা হাঃ ২৯৩৪ দ্রঃ
[৩]. মুসলিম হাঃ ২৯৪৪

« مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ»، وفي لفظ:« فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ». أخرجه مسلم.

"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত হেফজ করবে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিস্কৃতি পাবে।" অন্য শব্দে "তোমাদের কাউকে যদি সে পেয়ে বসে, তাহলে তার উপর সূরা কাহাফের প্রথম থেকে পড়বে।"[১]

২. ঈসা ইবনে মারইয়াম [عليه السلام]-এর অবতরণ:

দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার বিপর্যয় সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'য়ালা ঈসা ইবনে মারইয়াম [عليه السلام]কে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। তিনি দু'জন ফেরেশতার ডানায় ভর করে দামেস্ক (সিরিয়ার রাজধানী)-এর পূর্বদিকের সাদা মিনারার নিকটে অবতরণ করবেন। অত:পর দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ইসলামের বিধান জারি করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, কর-ট্যাক্স উঠিয়ে দিবেন, সম্পদের প্রাচুর্য হবে, হিংসা-বিদ্বেষ চলে যাবে। ৭বছর তিনি অবস্থান করবেন। তখন দু'জনের মধ্যে কোন প্রকার শত্রুতা থাকবে না। অত:পর তিনি মারা যাবেন এবং মুসলমানগণ তাঁর জানাযা আদায় করবেন।

অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা সিরিয়ার দিক থেকে সুগন্ধিময় ঠাণ্ডা বাতাস প্রেরণ করবেন। ফলে যার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান থাকবে সে মারা যাবে। আর অবশিষ্ট থাকবে দুষ্টপ্রকৃতির মানুষেরা। তারা পাখীর মত হালকা মেজাজের এবং হিংস্র জন্তুর মত জালেম প্রকৃতির হবে। তারা গাধার মত মাতলামী-পাগলামী করবে। অত:পর শয়তান তাদেরকে মূর্তির পূজা করার নির্দেশ করবে। তাদের উপরই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ

[১]. মুসলিম হাঃ ৮০৯ ও ২৯৩৭

الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ،حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "ঐ সত্ত্বার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমাদের মধ্যে ইবনে মারইয়ামের ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হয়ে অবতরণের সময় অতি সন্নিকটে। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, খাজনা-কর বন্ধ করবেন, সম্পদের প্রাচুর্য এতো বেড়ে যাবে যে কেউ তা গ্রহণ করার থাকবে না। আর তখন একটি সেজদা দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা আছে তার চেয়েও অতি উত্তম হবে। অত:পর আবু হুরাইরা [ﷺ] বলেন, যদি চাও তাহলে পড় আল্লাহর বাণী:

"আর আহলে- কিতাবের প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে ঈসা [عليه السلام]-এর উপর ঈমান আনবে। আর কিয়ামতের দিন তিনি [عليه السلام] তাদের উপর সাক্ষী হবেন।" [সূরা নিসা: ১৫৯]" [১]

৩. ইয়াজূজ মাজূজের আবির্ভাব:

ইয়াজূজ মাজূজ বনি আদমের বড় দু'টি উম্মত। তারা বড় শক্তিশালী জাতি, তাদের মোকাবেলা করার মত কারো শক্তি হবে না। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের বড় আলামতের একটি। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। অত:পর ঈসা ইবনে মারইয়াম [عليه السلام] ও তাঁর সাথীগণ তাদের উপর বদদোয়া করবেন, যার ফলে তারা সকলে মারা যাবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتۡ يَأۡجُوجُ وَمَأۡجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٖ يَنسِلُونَ ﴾ الأنبياء: ٩٦

[১]. বুখারী হাঃ ৩৪৪৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৫৫

“যে পর্যন্ত না ইয়াজূজ ও মাজূজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।” [সূরা আম্বিয়া: ৯৬]

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﷺ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ وأن عيسى يقتله بِبَاب لُدٍّ ... وفيه-:« إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ ». أخرجه مسلم.

২. নাওয়াস ইবনে সাম'য়ান [ﷺ] বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেন। তাকে হত্যা করবেন ঈসা [ﷺ] লুদ গেটে ---- এতে আরো রয়েছে---“যখন আল্লাহ ঈসা [ﷺ]-এর নিকটে অহি করে বলবেন: আমি আমার এমন বান্দাদের বের করব যাদের হত্যা করার মত কেউ নেই। অতএব, আমার বান্দাদেরকে তূর পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বল। এরপর আল্লাহ ইয়াজূজ ও মাজূজ জাতিদ্বয়কে প্রেরণ করবেন এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। তাদের প্রথম ভাগ “ত্ববারিয়্যা” হ্রদ/লেকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার পানি পান করে ফেলবে। এরপর তাদের শেষাংশ অতিক্রম করার সময় বলবে, এতে এ সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা [ﷺ] ও তাঁর সাথীদের অবরুদ্ধ করা হবে। তখন তাদের নিকট একটি গরু আজ তোমাদের কারো নিকটে একশত দিনারের চেয়েও উত্তম হবে। অত:পর আল্লাহর নবী ঈসা [ﷺ] ও তাঁর সাথীগণ মুক্তি চাইবেন, তখন আল্লাহ তাদের ঘাড়ে এক প্রকার কীট প্রেরণ করবেন। আর তারা সকলে একসাথে প্রভাত

করবে মৃত্যুবরণ করে। অত:পর আল্লাহর নবী ঈসা [عليه السلام] ও তাঁর সাথীগণ জমিনে অবতরণ করবেন।"[১]

◆ ঈসা [عليه السلام] ও তাঁর সাথীগণ জমিনে অবতরণের পর তিনি [عليه السلام] আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। অত:পর আল্লাহ পাখী প্রেরণ করবেন এবং তারা ইয়াজূজ ও মাজূজদেরকে বহন করে আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে ফেলে দিবে। অত:পর আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীকে ধৌত করে দিবেন। এরপর জমিনে বরকত নাজিল হবে, শাক-সবজি ও ফল-ফলাদি প্রকাশ পাবে এবং শস্যাদি ও পশুতে বরকত নাজিল হবে।

৪. ৫. ৬. তিনটি ভূমিধ্বস:

তিনটি ভূমিধ্বস কিয়ামতের বড় আলামত। একটি পূর্বে, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে আর তৃতীয়টি আরব উপদ্বীপে। এগুলো এখনো সংঘটিত হয়নি।

৭. ধোঁয়া নির্গমণ:

শেষ জামানায় ধোঁয়া নির্গমণ কিয়ামতের বড় নিদর্শনসমূহের একটি।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى ٱلنَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾ الدخان: ١٠ – ١١

"অতএব, আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"
[সূরা দুখান: ১০-১১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوْ الدُّخَانَ، أَوْ الدَّجَّالَ، أَوْ الدَّابَّةَ ،أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ». أخرجه مسلم.

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৩৭

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"ছয়টি জিনিস আসার পূর্বে সৎআমল জলদি ক'রে কর। পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ধোঁয়া নির্গমন, দাজ্জালের বহি:প্রকাশ, জন্তুর আর্বিভাব, এককভাবে অথবা যৌথভাবে আজাব।"[১]

৮. পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদয়:

পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া কিয়ামতের বড় আলামতের একটি। ইহা হচ্ছে উর্ধ্ব জগতের বিবর্তনকারী সর্ববৃহৎ প্রথম নিদর্শন। এর বহি:প্রকাশের দলিলসমূহ:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ﴿١٥٨﴾ ﴾ الأنعام: ١٥٨

"যেদিন অপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি।" [সূরা আন'আম:১৫৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَئِذٍ: ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾. متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "পশ্চিম গগন থেকে সূর্য না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে তখন সকল মানুষ ঈমান আনবে কিন্তু সেদিন "এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৪৭

না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি।" [সূরা আন'আম: ১৫৮]"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوﷺ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا ».

أخرجه مسلم.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামতের মধ্যে পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া, চাশতের সময় মানুষদের উপর জন্তুর আবির্ভাব। যেটিই তার সাথীর পূর্বে হোক দ্বিতীয়টি তার পরেই জলদি চলে আসবে।"[২]

৯. জন্তুর আবির্ভাব:

শেষ জামানায় জমিনের উপর বিচরণকারী জন্তুর আবির্ভাব কিয়ামত সন্নিকটের আলামত। সে বের হয়ে মানুষদের নাকের উপর ছেঁক দিবে। কাফেরের নাকে দাগ পড়বে আর মু'মিনের চেহারা উজ্জ্বল হবে। জন্তুর আবির্ভাবের দলিল:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ النمل: ٨٢

"যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জন্তু বের করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।" [নামাল: ৮২]

[১]. বুখারী হাঃ ৪৬৩৫ ও মুসলিম হাঃ ১৫৭ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৪১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তিনটি জিনিস যখন বের হবে সেদিন এমন কোন ব্যক্তির ঈমান তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে ঈমান আনেনি কিংবা স্বীয় ঈমান অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। পশ্চিম গগন থেকে সূর্য উদিত হওয়া, দাজ্জালের বহি:প্রকাশ ও জন্তুর আবির্ভাব।"[১]

১০. আগুনের নির্গমন যা মানুষকে জমায়েত করবে:

ইহা বড় ধরনের আগুন যা ইয়ামেনের পূর্ব দিকের এডেন নগরী থেকে বের হবে। ইহা কিয়ামতের বড় আলামতসমূহের সর্বশেষ এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সর্বপ্রথম নিদর্শন। আগুন ইয়ামেন থেকে বের হয়ে জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষকে হাশরের ময়দান শামের (সিরিয়া) দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।

◆ মানুষকে একত্রিত করার আগুনের পদ্ধতি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ ، رَاهِبِينَ ،وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "তিন পন্থায় মানুষকে জমায়েত করা হবে। কিছু স্বেচ্ছায় আর কিছু অনিচ্ছায় এবং বাকিরা (বাহনে করে)। একটি উটে দু'জন করে, তিনজন করে, চারজন করে ও

[১]. মুসলিম হাঃনং ১৮৫

দশজন করে। আর বাকিদেরকে আগুন একত্রিত করবে। তারা যখন দিবানিদ্রা করবে তখন আগুনও তাই করবে। আর যখন তারা রাত্রিযাপন করবে তখন আগুনও তাদের সাথে রাত্রিযাপন করবে। আগুন তাদের সাথেই প্রভাত করবে এবং তাদের সাথেই সন্ধা করবে।"[১]

◆ কিয়ামতের প্রথম বড় আলামত:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ لَمَّا أَسْلَمَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَسَائِلَ، وَمِنْهَا: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ».

أخرجه مسلم.

আনাস [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নবী [ﷺ]কে কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তন্মধ্যে: কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত কি? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রথম আলামত হলো পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে মানুষকে একত্রকারী আগুন।"[২]

◆ পর্যায়ক্রমে নিদর্শনসমূহ ঘটা ও পরিস্থিতির পরিবর্তন:

১. যখন কিয়ামতের বড় আলামতের প্রথমটি প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন একটির পর অপরটি পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হতেই থাকবে। যেমনটি নবী [ﷺ] এরশাদ করেছেন:

« خُرُوْجُ الآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ يَتَتَابَعْنَ كَمَا تَتَابَعَ الْخَرَزُ». أخرجه ابن حبان.

"পুঁতির মালার দানা যেমন খুলে গেলে পর্যায়ক্রমে একটির পর অপরটি আসতেই থাকে, তেমনি নিদর্শনসমূহের প্রকাশ পরস্পর পর্যায়ক্রমে ঘটতেই থাকবে।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫২২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৬১

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৩২৯

[৩]. হাদীসটি সহীহ, ইবনে হিব্বান হাঃ ৬৮৩৩ আলাবানী (রহঃ)-এর সহীহ জামে' হাঃ ৩২২৭ দ্রঃ

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ». أخرجه مسلم.

২. আনাস [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহ, আল্লাহ শব্দ বলা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না।"[১]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ». أخرجه الترمذي.

৩. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সবচেয়ে সুখী মানুষ না হবে।"[২]

[১]. মুসলিম হাঃনং ১৪৮

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ ২২০৯

শিঙ্গায় ফুৎকার

◆ শিঙ্গা হচ্ছে ভেঁপুর ন্যায় শিং। আল্লাহ ইসরাফীল [عليه السلام]কে শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার দেওয়ার জন্য নির্দেশ করবেন। আর সেটি হবে বেহুঁশ করার ফুৎকার, যার ফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যারা থাকবে আল্লাহ ব্যতীত সকলে বেহুঁশ হয়ে পড়বে। অত:পর আল্লাহ দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেওয়ার জন্য নির্দেশ করবেন। আর এটি হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার।

◆ ফুৎকারের সময় সমস্ত সৃষ্টির অবস্থা:

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَّعًا أَبْصَٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾ ﴾

القمر: ٦ - ٨

"অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন অহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে, তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল সদৃশ। তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাফেররা বলবে: এটা কঠিন দিন।"
[সূরা কামার: ৬-৮]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾ ﴾ الزمر: ٦٨

"শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন। অত:পর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।"
[সূরা যুমার: ৬৮]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾ النمل: ٨٧

"যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অত:পর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনিত অবস্থায়।" [সূরা নাম্‌ল: ৮৭]

◆ দুই ফুৎকারের মাঝের সময়ের পরিমাণ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ:أَبَيْـــتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী [ﷺ] বলেন:"দুই ফুৎকারের মাঝের সময়ের পরিমাণ চল্লিশ।" তাঁরা [ﷺ] (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: হে আবু হুরাইরা ইহা কি চল্লিশ দিন? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম। তাঁরা [ﷺ] আবার বললেন: চল্লিশ মাস? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম। তাঁরা [ﷺ] বললেন: চল্লিশ বছর? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম।" [১]

◆ কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ :« إِنَّ طَرَفَ صَاحِبِ الصُّورِ مُنْـــذُ وُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدٌّ يَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ، مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرَفُهُ، كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ».أخرجه الحاكم.

[১]. বুখারী হাঃ ৪৯৩৫ ও মুসলিম হাঃ ২৯৫৫ শব্দ তারই

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয় সিঙ্গার মালিক (ইসরাফীল-ﷺ)-এর দৃষ্টি যেদিন থেকে তাঁকে এ কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে, সেদিন থেকে তিনি অনবরত আরশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এ ভয়ে যে, তাকে নির্দেশ করা হবে তার দৃষ্টি নিক্ষেপের পূর্বেই। আর তাঁর চোখ দু'টি যেন উজ্জ্বল দুটি তারকার মত।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: "সর্বোত্তম দিন যার প্রতি সূর্য উদিত হয়েছে শুক্রবার। সে দিন আদম [ﷺ]কে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেদিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আবার সেদিনই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর শুক্রবারেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।"[২]

[১]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ ৮৬৭৬, সিলসিলা সহীহা হাঃ ১০৭৮ দ্রঃ

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৮৫৪

পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানে সমবেত

◆ যে সকল জগৎ বান্দা অতিক্রম করবে:

জগৎ তিনটি: দুনিয়াবী জগৎ, বারযাখী জগৎ, অত:পর হয় বেহেস্ত বা দোযখের স্থায়ী জীবনের জগৎ। আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জগতের জন্য বিশেষ বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এই মানুষকে শরীর ও রুহ দ্বারা গড়েছেন তিনিই। দুনিয়ার আহকামগুলো শরীরের প্রতি করেছেন আর রুহ-আত্মা করেছেন তার অধীন। আবার বারযাখের আহকামগুলোকে করেছেন রূহের প্রতি আর শরীরকে করে দিয়েছেন তার অধীন। অনুরূপ রোজ কিয়ামতের শাস্তি ও আজাবকে করেছেন শরীর ও রুহ উভয়ের প্রতি।

◆ **পুনরুত্থান:** ইহা হচ্ছে শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় মৃতদের জীবন্তকরণ। তখন মানুষ মহান রব্বুল 'আলামীনের দরবারে খালি পায়ে, বস্ত্রহীন শরীরে ও খাৎনা ছাড়াই দাঁড়াবে। আর প্রতিটি মৃত বান্দাকেই উত্থিত করা হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾﴾

يس: ٥١ - ٥٢

"শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ। কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।"
[সূরা ইয়াসীন: ৫১-৫২]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾﴾

المؤمنون: ١٥ - ١٦

“এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অত:পর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।” [সূরা মুমিনূন: ১৫-১৬]

◆ পুনরুত্থানের বর্ণনা:

আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন তখন মানুষ উদ্ভিদের ন্যায় বের হতে থাকবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾ الأعراف: ٥٧

“তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অত:পর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অত:পর পানি দ্বারা সবরকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে মৃতদেরকে বের করব- যাতে তোমরা স্মরণ কর।”
[সূরা আ'রাফ: ৫৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ: أَبَيْتُ،« ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، قَالَ: وَلَيْسَ مِنْ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “দুই ফুৎকারের মাঝের সময়ের পরিমাণ চল্লিশ। তাঁরা [ﷺ] (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: হে আবু হুরাইরা ইহা কি চল্লিশ দিন? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম। তাঁরা [ﷺ] আবার

বললেন: চল্লিশ মাস? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম। তাঁরা [ﷺ] বললেন: চল্লিশ বছর? তিনি [ﷺ] বলেন: আমি অস্বীকার করলাম। অত:পর আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন তখন মানুষ উদ্ভিদের ন্যায় বের হতে থাকবে। মানুষের পশ্চাদাংশের পুচ্ছের একটি হাড় ছাড়া সমস্ত শরীর ক্ষয় হয়ে যাবে। আর ঐটি থেকেই আবার কিয়ামতের দিন মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।"[১]

◆ সর্বপ্রথম যার কবর বিদির্ণ করা হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ».

أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আমি কিয়ামতের দিন বনি আদমের সরদার-নেতা হব। যাঁর [ﷺ] কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ করা হবে। প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ কবুলে ধন্য আমিই।"[২]

◆ কাকে কিয়ামতের দিন সমবেত করা হবে:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ﴾

الواقعة: ٤٩ - ٥٠

"বলুন! পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট সময়ে।" [সূরা ওয়াক্বিয়া: ৪৯-৫০]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ

---

[১]. বুখারী হাঃ ৪৯৩৫ ও মুসলিম হাঃ ২৯৫৫ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২২৭৮

وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ ﴾ مريم: ٩٣ - ٩٥

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।" [সূরা মারয়াম: ৯৩-৯৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ ﴾ الكهف: ٤٧

"যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অত:পর তাদের কাউকে ছাড়ব না।" [সূরা কাহাফ: ৪৭]

◆ হাশরের ময়দানের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ ﴾ إبراهيم: ٤٨

"যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে প্রকাশিত হবে।" [সূরা ইবরাহীম: ৪৮]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ». متفق عليه.

২. সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"রোজ হাশরে মানুষদেরকে সাদা আটার রুটির মত সাদা

মেটে জমিনের উপর একত্রিত করা হবে। সেই মাটিতে কারো কোন প্রকার চিহ্ন থাকবে না।”[১]

◆ কিয়ামতের দিনে মানুষদেরকে সমবেত করার বর্ণনা:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا » قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:“রোজ কিয়ামতে মানুষদেরকে খালি পায়ে, উলঙ্গ শরীরে ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।” আমি বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! মহিলা পুরুষ সকলে একজন আরেক জনের দিকে দেখবে যে? তিনি [ﷺ] বললেন:“আয়েশা! একজন অপর জনের দিকে দেখার চেয়েও ব্যাপারটা বড় কঠিন হবে।”[২]

১. মুমিনদেরকে সম্মানের সহিত দলে দলে জমায়েত করা হবে:

আল্লাহর বাণী:

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ ﴾ مريم: ٨٥

“সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহেযগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব।” [সূরা মারয়াম: ৮৫]

২. **কাফেরদেরকে তাদের মুখের উপরে অন্ধ, বোবা, বধির, পিপাসার্ত ও নীলচক্ষু করে সমবেত করা হবে। তাদের সকলকে একসাথে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।**

১. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ ৬৫২১ ও মুসলিম হাঃ ২৭৯০ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হাঃ ৬৫২৭ ও মুসলিম হাঃ ২৮৫৯ শব্দ তারই

﴿ وَنَحۡشُرُهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡيٗا وَبُكۡمٗا وَصُمّٗاۖ مَّأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنَٰهُمۡ سَعِيرٗا ٩٧ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا ٩٨ ﴾ الإسراء: ٩٧ - ٩٨

"আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দিব। এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ৯৭-৯৮]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَنَسُوقُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرۡدٗا ٨٦ ﴾ مريم: ٨٦

"আর অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।" [সূরা মারয়াম: ৮৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِۚ وَنَحۡشُرُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ يَوۡمَئِذٖ زُرۡقٗا ١٠٢ ﴾ طه: ١٠٢

"যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীলচক্ষু অবস্থায়।" [সূরা ত্বহা:১০২]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ١٩ ﴾ فصلت: ١٩

"যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে।" [সূরা ফুসসিলাত: ১৯]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٢٢ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡجَحِيمِ ٢٣ ﴾ الصافات: ٢٢ - ٢٣

"একত্রিত কর জালেমদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের এবাদত তারা করত আল্লাহ্ ব্যতীত। অত:পর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।" [সূরা সাফফাত: ২২-২৩]

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ:« أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ ». متفق عليه.

৬ . আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, একজন মানুষ বলল: হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন কাফেরকে কিভাবে তার চেহারার উপর সমবেত করা হবে? নবী [ﷺ] বললেন: "যিনি তাকে দুনিয়াতে তার দু'পায়ের উপর চালিয়েছেন, তিনি কিয়ামতের দিন তার চেহারার উপর চালাতে পারবেন না? [১]

◆ আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সকল পশু-পাখী ও জিবজন্তুকে সমবেত করবেন। অত:পর জীবজন্তুর মাঝে কেসাস (প্রতিশোধ নেয়া) হবে। যে শিংওয়ালা ছাগল দুনিয়াতে শিং ছাড়া ছাগলকে গুঁতা মেরেছিল সে তার বদলা নিবে। জানোয়ারদের মাঝের বদলা নেওয়া শেষ হলে আল্লাহ তাদেরকে বলবেন: তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ ﴾ الأنعام: ٣٨

"আর যত প্রকার প্রাণি পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অত:পর সবাই স্বীয় রবের কাছে সমবেত হবে।" [সূরা আন'আম: ৩৮]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৭৬০ ও ও মুসলিম হাঃ নং২৮০৬ শব্দ তারই

◆ আখেরাতে আল্লাহর সাক্ষাত:

প্রতিটি মানুষ কিয়ামতের দিন তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। চাই সে ভাল আমল করুক বা খারাপ আমল করুক। মুমিন হোক বা কাফের হোক আর নেক হোক বা পাপি হোক।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَٰمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ ﴾ الأحزاب: ٤٤

"যেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে; সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্যে সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।" [সূরা আহজাব:৪৪]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ ﴾ البقرة: ٢٢٣

"আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।" [সূরা বাকারা:২২৩]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ﴿٦﴾ ﴾ الانشقاق: ٦

"হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কশ্‌ট স্বীকার করতে হবে, অত:পর তার সাক্ষাত ঘটবে।" [সূরা ইনশিকাক:৬]

৪. নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ». متفق عليه.

উবাদা ইবনে সামেত [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত পছন্দ

করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।”[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৬৫০৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৬৮৩

কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা

◆ কিয়ামতের দিনের ব্যাপার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদিনের বিভীষিকা-আতঙ্ক বড় কঠিন। এদিবসে বান্দাদের আতঙ্ক ও ভীতি সঞ্চারিত হবে। জালেমদের চক্ষু উচ্চে স্থির হবে। সেদিনকে আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি আছর থেকে যোহরের সময় পরিমাণ করে দিবেন। আর কাফেরদের প্রতি ৫০০ বছরের সমান করে দিবেন। সেদিনের কিছু কঠিন পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ ﴾ الحاقة: ١٣ - ١٦

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে-একটি মাত্র ফুৎকার এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তেলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, সেদিন কিয়ামত-মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে।" [সূরা হা-ক্বক্বাহ: ১৩-১৬]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ ﴾ التكوير: ١ - ٦

"যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা প্রসারিত হবে, যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্রগুলিকে উত্তাল করে তোলা হবে।" [সূরা তাকবীর: ১-৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتۡ ۝١ وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتۡ ۝٢ وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ ۝٣ وَإِذَا ٱلۡقُبُورُ بُعۡثِرَتۡ ۝٤﴾ الانفطار: ١ - ٤

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্ররাজি ঝরে পড়বে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে।"
[সূরা ইনফিতার: ১-৪]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ ۝١ وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ ۝٢ وَإِذَا ٱلۡأَرۡضُ مُدَّتۡ ۝٣ وَأَلۡقَتۡ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتۡ ۝٤ وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ ۝٥﴾ الانشقاق: ١ - ٥

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত।" [সূরা ইনশিকাক:১-৫]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ ۝١ لَيۡسَ لِوَقۡعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ خَافِضَةٞ رَّافِعَةٌ ۝٣ إِذَا رُجَّتِ ٱلۡأَرۡضُ رَجّٗا ۝٤ وَبُسَّتِ ٱلۡجِبَالُ بَسّٗا ۝٥ فَكَانَتۡ هَبَآءٗ مُّنۢبَثّٗا ۝٦﴾
الواقعة: ١ - ٦

"যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই। এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।" [সূরা ওয়াকিয়া:১-৬]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ:﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ وَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾ وَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ . أخرجه أحمد والترمذي.

৬. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে কিয়ামতের দিনকে স্বচক্ষে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকবীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিক্বাক পড়ে।"[১]

◆ কিয়ামতের দিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পরিবর্তন:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ ﴾ إبراهيم: ٤٨

"যেদিন পরিবর্তন করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তন করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।" [সূরা ইবরাহীম: ৪৮]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ ﴾ الأنبياء: ١٠٤

"যেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।" [সূরা আম্বিয়া:১০৪]

◆ যেদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিবর্তন করা হবে সেদিন মানুষর কোথায় থাকবে:

عن ثَوْبَانَ مَوْلَى ﷺرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ...– وفيه– فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ؟ فَقَالَ

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৪৮০৬, তিরমিযী হাঃ নং ৩৩৩৩ শব্দ তারই

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ»، وفي رواية:« عَلَى الصِّرَاطِ». أخرجه مسلم.

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আজাদকৃত দাস ছাওবান [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]- এর নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় একজন ইহুদি পণ্ডিত এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল: যেদিন পরিবর্তন করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তন করা হবে আকাশসমূহকে, সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তখন তারা ব্রীজের সন্নিকটে অন্ধকারে, অন্য বর্ণনায়–পুল সিরাতের উপরে থাকবে।" [১]

◆ হাশরের ময়দানের ভীষণ উত্তাপ ও আতঙ্ক:

আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মখলুককে পুনরুত্থান করবেন। অত:পর ফয়সালার জন্য কিয়ামতের ময়দানে জুতা-স্যান্ডেল ছাড়া, খালি শরীরে, খাৎনাবিহীন অবস্থায় একই প্লাটফর্মে একত্রিত করবেন। সেদিন সূর্য সন্নিকটে হবে এবং সত্তর হাত গভীর ঘামের (সাগর) হবে। মানুষ তাদের আমল অনুসারে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে।

عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا» قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ . أخرجه مسلم.

১. মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের সন্নিকটে আসবে, এমনকি এক মাইল পরিমাণ দূরে হবে। তখন মানুষ তাদের আমল অনুসারে ঘর্মের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। ঘাম কারো গোড়ালি

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩১৫ ও ২৭৯১ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

পর্যন্ত হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত হবে, আবার কারো কোমর পর্যন্ত হবে এবং ঘাম কারো মুখের লাগাম হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর মোবারক হাত দ্বারা মুখের প্রতি ইঙ্গিত করেন। [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা রোজ কিয়ামতে জমিনকে হাতের মুঠে নিবেন এবং আসমানকে তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে নিবেন। অত:পর বলবেন: আমিই একমাত্র বাদশাহ্, কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ্‌রা? [২]

◆ হাশরের ময়দানে যাদেরকে আল্লাহ ছায়া দান করবেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "যে দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কারো ছায়া থাকবে না সে দিন আল্লাহ তা'য়ালা সাত শ্রেণীর মানুষকে ছায়াস্ত করবেন। (এক) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ। (দুই) ঐ যুবক যে তাঁর প্রতিপালকের এবাদতে লালিতপালিত। (তিন) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত। (চার) এমন দু'জন মানুষ যারা আল্লাহর ওয়াস্তে একত্রিত হয় এবং তারই ভিত্তিতে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৬৪

[২]. বুখারী হাঃনং ৭৩৮২ ও মুসলিম হাঃনং ২৭৮৭

(পাঁচ) এমন মানুষ যাকে উচ্চ আসনের সুন্দরী নারী জেনার কাজে আহ্বান করে আর সে বলে: আমি আল্লাহকে ভয় করি। (ছয়) ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান-খয়রাত করে যা তার ডান খরচ করে বাম হাত জানতে পারে না। (সাত) ঐ ব্যক্তি যখন সে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে তখন তার চোখে অশ্রু ঝরে।"[১]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». أخرجه أحمد وابن خزيمة.

২. উকবা ইবনে 'আমের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন। "কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে ফয়সালা করা পর্যন্ত প্রত্যেক দানবীর তার দান-খয়রাতের ছায়ার নিচে অবস্থান করবে।"[২]

◆ ফয়সালার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার আগমন:

আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন ফয়সালার জন্য আসবেন তখন তাঁর নূর দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হবে। আর সমস্ত সৃষ্টকুল তাঁর ভয়, বড়ত্ব ও মহিমায় বেহুঁশ হয়ে পড়বে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ ﴾ الفجر: ٢١ - ٢٢

"এটা নীশ্চিত! যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন।" [সূরা ফাজর: ২১-২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ

[১]. বুখারী হা: নং ৬৬০ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১০৩১

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ১৭৩৩৩ শব্দ তারই, ইবনু খুজাইমা হা: নং ২৪৩১

فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِـــي، أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন: "আমাকে মূসা [ﷺ]-এর উপরে প্রাধান্য দিও না; কারণ কিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে তখন আমিও তাদের সাথে বেহুঁশ হব। আর যারা চেতন হবে আমি তাদের সর্বপ্রথম। তখন দেখব যে, মূসা [ﷺ] আরশের পার্শ্ব শক্ত করে ধরে আছেন। তিনি কি বেহুঁশ হয়েছিলেন, অত:পর আমার আগেই চেতন হয়েছেন। আর না তাদের অর্ন্তভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ বেহুঁশ হওয়া থেকে বাদ রেখেছিলেন।" [১]

[১]. বুখারী হাঃ২৪১১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ২৩৭৩

বিচার ফয়সালা

কিয়ামতের দিন মানুষকে যখন তাদের রবের নিকটে সমবেত করা হবে। সেদিনের আতঙ্ক ও কঠিন অবস্থার ফলে মানুষ প্রচণ্ড কষ্টে থাকবে। তারা চাইবে আল্লাহ তাদের বিচার ফয়সালা করুন। তাই যখন তাদের অবস্থান দীর্ঘ হবে এবং বিপদ কঠিন হবে তখন সকলে নবী-রসূলগণের নিকট আল্লাহর দরবারে সুপারিশের জন্য যাবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ ﴾

المرسلات: ٣٥ - ٣٩

"এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না। সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি। অতএব, তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে।" [সূরা মুরসালাত: ৩৫-৩৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أن رسول الله ﷺ قَالَ:« أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: ائْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟

فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، فَيَأْتُونَ نُوحًا فإبراهيم ، فموسى، فعيسى، فيعتذر كل واحد ، وكلهم يَقُولُونَ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي، ثم يَقُولُ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟

فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي.

فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى ».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আমি রোজ কিয়ামতে মানুষের সরদার-নেতা হব। তোমরা জানো কি তা কেন? কিয়ামতের দিন আল্লাহ আগের-পরের সকল মানুষকে একত্রে একটি উঁচু ভূমিতে সমবেত করবেন। আহ্বানকারী তাদেরকে শুনাবে আর চক্ষু সকলকে এক পলকে অবলোকন করবে। সূর্য নিকটে আসবে। মানুষেরা দুশ্চিন্তা ও বিপদের চরম পর্যায়ে পৌঁছবে। এমন বিপদ যা তাদের শক্তির বাহিরে এবং সহ্য করাও বড় কঠিন হয়ে পড়বে। ওরা একে অপরকে বলবে: তোমরা দেখনা তোমাদের পরিস্থিতি কি? তোমরা দেখনা তোমাদের কি পৌঁছেছে? তোমরা একজনকে তালাশ

করবে না যিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন?

একে অপরকে বলবে: চল আদম [عليه السلام]-এর নিকট। সকলে আদম [عليه السلام]-এর নিকটে গিয়ে বলবে: হে আদম [عليه السلام] আপনি মানুষের পিতা। আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করে আপনার মাঝে তাঁর রুহ ফুঁকেছেন। ফেরেশতাগণকে নির্দেশ করেছেন আর তাঁরা আপনাকে সেজদা করেছেন। আপনার রবরে নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কি অবস্থায় আপনি দেখেন না!? আমরা কি চরম পর্যায় পৌঁছেছি দেখেন না?

বাবা আদম [عليه السلام] বলবেন: নিশ্চয় আমার রব-প্রতিপালক আজ এমন রাগ হয়েছেন যা ইতিপূর্বে কখনো রাগ হননি। আর এর পরেও কখনও এরূপ রাগ হবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন আর আমি তার নাফরমানি করেছিলাম। নাফ্সী নাফ্সী (আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আছি) তোমরা অন্য কারো নিকটে যাও। তারা যথাক্রমে: নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ:)-এর নিকটে যাবে। কিন্তু সকলে ওজর পেশ করবেন। তাঁরা সকলে বলবেন: নিশ্চয় আমার রব আজ এমন রাগ হয়েছেন যা ইতিপূর্বে কখনো রাগ হন নাই এবং এরপরেও কখনো এরূপ রাগ হবেন না। নাফসী নাফসী (আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আছি)।

অত:পর ঈসা [عليه السلام] বলবেন: তোমরা অন্য জনের নিকটে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর নিকটে যাও। তারা সকলে আমার নিকটে আসবে। অত:পর বলবে: হে মুহাম্মাদ [ﷺ] আপনি আল্লাহর রসূল, শেষ নবী, আল্লাহ আপনার আগের-পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আমরা কি অবস্থায় আপনি দেখেন না কি!? আমরা কি চরম পর্যায় পৌঁছেছি দেখেন না? তখন আমি অগ্রসর হয়ে আরশের নীচে যেয়ে আমার রবের জন্যে সেজদায় পড়ে যাব। অত:পর আল্লাহ আমার প্রতি তাঁর প্রশংসা ও শুকরিয়া করার জন্য অন্তর খুলে দিবেন ও এমন ইলহাম (আল্লাহ কর্তৃক অন্তরে প্রদত্ব জ্ঞান) দান করবেন যা

আমার পূর্বে আর কারো জন্য খুলে দেননি। অত:পর বলা হবে: হে মুহাম্মাদ [ﷺ] ! তোমার মাথা উঠাও। চাও দেয়া হবে। সুপারিশ কর গ্রহণ করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং বলব: হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত! আমার উম্মত! বলা হবে: হে মুহাম্মাদ [ﷺ]! তোমার উম্মতের যাদের কোন হিসাব নেই তাদেরকে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তারা মানুষের সঙ্গে অন্য সকল দরজায় অংশিদার। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয় জান্নাতের দরজার দু'পাল্লার মধ্যের দূরত্ব মক্কা ও হাজার[১] বা মক্কা ও বুছরার[২] দূরত্বের সমান।"[৩]

- অত:পর আল্লাহ মানুষের মাঝে ফয়সালা করবেন এবং আমলনামা দিবেন। মীজান (তারাজু) রাখবেন এবং হিসাব-নিকাশ কায়েম করবেন। ডান হাতে আমলনামার লোকেরা জান্নাতে আর বাম হাতে ধারণকারীরা জাহান্নামে যাবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٥﴾ ﴾ الزمر: ٧٥

"আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশে আজিমের চার পাশ ঘিরে তাদের রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" [সূরা যুমার:৭৫]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَـةِ ؟ قَالَ:« هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟ قُلْنَـا: لَـا ،

---

[১]. বাহরাইনের ঘাঁটি গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। বর্তমানে সৌদি আরবের পূবাঞ্চলের আহসা শহর।
[২]. এটি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক হতে তিন মারহালা দূরে হাওরান নামক একটি শহর। মক্কা হতে এর দূরত্ব এক মাসের রাস্তা।
[৩]. বুখারী হাঃ নং৪৭১২ মুসলিম হাঃ নং ১৯৪ শব্দ তারই

قَالَ:« فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا، ثُمَّ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ ،وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ: لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ ،فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ: اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ.

ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ ،فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ.

حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ: لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا ، قَالَ: فَيَأْتِيهِمْ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ.

فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسْرُ ؟

قَالَ: مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ ، وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ

جَهَنَّمَ ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ .

وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ.

فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا ﴿ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا**﴾.

فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنْ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ».

متفق عليه.

২. আবু সা'য়ীদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি রোজ কিয়ামতে আমাদের রবকে দেখতে পাব ? তিনি [ﷺ] বললেন:"মেঘ মুক্ত আকাশে সূর্য ও চন্দ্র দেখতে তোমাদের কোন প্রকার অসুবিধা হয় কি ? আমরা বললাম:

না, তিনি বললেন: সূর্য-চন্দ্র দেখতে যতটুকু তোমাদের কষ্ট হয় ততটুকুও সেদিন তোমাদের রবকে দেখতে কষ্ট হবে না। অত:পর তিনি বললেন: এরপর একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবে: প্রতিটি জাতি যার যার এবাদত করতে তার দিকে যাও। তখন ক্রুশওয়ালারা ক্রুশের সাথে, মূর্তি পূজকরা মূর্তির সাথে এবং প্রত্যেকে যার যার উপাস্যের সাথে যাবে। শুধু বাকি থাকবে যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করত। চাহে সে নেক্‌কার হোক বা বদ্‌কার হোক, আর আহলে কিতাবের ধূলি মিশ্রিতরা হোক।

অত:পর জাহান্নামকে পেশ করা হবে যেন উহা মরীচিকার ন্যায়। আর ইহুদিদেরকে বলা হবে: তোমরা কার এবাদত করতে? তারা বলবে: আমরা 'উযাইর ইবনুল্লাহর এবাদত করতাম। বলা হবে: তোমরা মিথ্যুক। আল্লাহর কোন স্ত্রী ও সন্তান ছিল না। তোমরা কি চাও ? তারা বলবে: আমাদেরকে পানি পান করান, ইহাই আমাদের চাওয়া-পাওয়া। বলা হবে: পান কর, আর তারা জাহান্নামে নিপতিত হতে থাকবে।

এরপর খ্রীষ্টনদেরকে বলা হবে: তোমরা কার এবাদত করতে? তারা বলবে: আমরা ঈসা ইবনুল্লাহর এবাদত করতাম। বলা হবে: তোমরা মিথ্যুক। আল্লাহর কোন স্ত্রী ও সন্তান ছিল না। তোমরা কি চাও ? তারা বলবে: আমাদেরকে পানি পান করান, ইহাই আমাদের চাওয়া-পাওয়া। বলা হবে: পান কর, আর তারা জাহান্নামে নিপতিত হতে থাকবে।

এরপর বাকি থাকবে নেককার হোক বা পাপিষ্ঠ হোক শুধু যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করত। তাদেরকে বলা হবে: সকল মানুষ চলে গেছে আর তোমাদেরকে কোন জিনিস আটকিয়ে রেখেছে? তারা বলবে: আমরা তাদের থেকে আলাদা ছিলাম। আজ ইহা আমাদের আরো বেশী প্রয়োজন। আমরা একজন আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছি: প্রতিটি জাতি যে যার এবাদত করত তার সঙ্গে মিলে যায় তাই আমরা আমাদের রবের প্রতিক্ষায় রয়েছি। নবী [ﷺ] বলেন: এরপর তাদের নিকটে শক্তিধর আল্লাহ যে আকৃতিতে

তারা প্রথমবার দেখেছিল তার বিপরীত আকৃতিতে এসে বলবেন: আমি তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে: আপনি আমাদের রব। নবীগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবেন না। আল্লাহ বলবেন: তোমাদের ও তাঁর (রবের) মাঝে কোন আলামত আছে কি যা দ্বারা তাঁর পরিচয় লাভ করতে পারবে? তারা বলবে: পায়ের নলা। তখন আল্লাহ তাঁর পায়ের নলা খুলে দিবেন আর প্রতিটি মুমিন তাঁকে সেজদা করবে। বাকি থাকবে ঐ ব্যক্তিরা যারা লোক দেখানো ও শুনানো আল্লাহকে সেজদা করত। তারা সেজদা করার চেষ্টা করবে কিন্তু তাদের পিঠ একটি সোজা স্তরে পরিনত হবে। (যার ফলে সেজদা করতে পারবে না)

অত:পর পুল সিরাতকে এনে জাহান্নামের উপরে রাখা হবে। আমরা বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! সেতু (ব্রীজ) কি?

তিনি বললেন: বড় পিচ্ছল হবে, তার উপর আঁকশি ও আঁকড়া থাকবে। আরো থাকবে প্রশস্ত কাঁটালো যার কাঁটাগুলো হবে বাঁকানো। এ ধরণের বৃক্ষ নাজদ এলাকায় হয় যাকে কাঁটাদার বৃক্ষ বলা হয়। মু'মিন তার উপর চোখের পলকে, বিদ্যুতের ন্যায়, বাতাসের মত ও উন্নত মানের দ্রুতগামী ঘোড়ার দৌড়ে পার হয়ে যাবে। কিছু মানুষ নিরাপদে নাজাতপ্রাপ্ত হবে আবার কেউ আঁচড় খেয়ে নাজাত পাবে। আর কেউ খামচি খেয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। সর্বশেষ যারা অতিক্রম করবে তাদেরকে শক্তভাবে টান মারা হবে। তোমরা সত্যের ব্যাপরে আমার নিকট কতই না শক্তভাবে আবেদনকারী, তার চেয়েও কিয়ামতের দিন মুমিনরা তাদের ভাইদের জন্যে আল্লাহর নিকট বেশী শক্তভাবে সুপারিশ করবে।

আর যখন তারা তাদের ভাইদের ব্যতীত নিজেরা নাজাত পেয়ে যাবে, তখন বলবে: হে আমাদের রব! আমাদের ভাইয়েরা, তারাতো আমাদের সাথে সালাত আদায় করত, সিয়াম পালন করত ও আমল করত। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: তোমরা যাও এবং দেখ যাদের অন্তরে দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। আর আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।

তারা তাদের নিকটে যেয়ে দেখবে কেউতো তার পা পর্যন্ত আগুনে ডুবে আছে আবার কেউ আছে পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত। অত:পর তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে বের করবে।

তারপর তারা (মু'মিনরা) ফিরে আসবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: তোমরা যাও এবং দেখ যাদের অন্তরে অর্ধেক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। অত:পর তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে বের করবে।

অত:পর তারা (মুমিনরা) ফিরে আসবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: তোমরা যাও এবং দেখ যাদের অন্তরে যার্‌রা(অণু) পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। অত:পর তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে বের করবে।

আবু সা'য়ীদ [ﷺ] বলেন: যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করো তবে পড় আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا ﴾ النساء: ٤٠

"নিশ্চয়ই আল্লাহ যাররা (অণু) পরিমাণও জুলুম করবেন না এবং একটি নেকি হলেও তা দ্বীগুণ বাড়াবেন।" [সূরা নিসা: ৪০]

এরপর নবীগণ, ফেরেশতাগণ ও মু'মিনগণ সুপারিশ করবেন। আর আল্লাহ বলবেন: আমার সুপারিশ বাকি রয়ে গেছে। আল্লাহ জাহান্নাম থেকে এক মুষ্ঠি নিবেন এবং এমন জাতিকে বের করবেন যারা ইতিমধ্যে আগুনে দগ্ধ হয়েছে। তাদেরকে জান্নাতের সামনে রক্ষিত 'মা-উল হায়াত' তথা নহরে হায়াতে ফেলে দিবেন। আর উদ্ভিদের ন্যায় তারা দু'কিনারায় নতুন জীবন পাবে যেমন: স্রোতের ঢলে নদীর কিনারায় বীজকণা গজায়। তোমরা শস্যদানাকে পাথর ও গাছের পার্শ্বে গজাতে নিশ্চয় দেখেছ! তার যেটুকু সূর্যের দিকে সবুজ হয় আর যেটুকু ছায়ার দিকে সাদা হয়। তারা (নহরে হায়াত) থেকে মণি-মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে বের হবে। তাদের ঘাড়ে মোহর দেয়া হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অত:পর জান্নাতীগণ বলবেন: এরা দয়াময় আল্লাহর আজাদী দল যাদেরকে তিনি বিনা কোন আমলে ও অগ্রিম কোন

কল্যাণকর কাজ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। তাদেরকে বলা হবে: তোমাদের জন্যে যা তোমরা দেখছ ও অনুরূপ আরো।[১]

[১]. বুখারী হাঃনং৭৪৩৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃনং ১৮৩

হিসাব ও মীজান (দাড়িপাল্লা)

◆ **হিসাব:** আল্লাহ বান্দাদেরকে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান করাবেন। তিনি তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত। তাদের আমল মোতাবেক প্রতিদান দিবেন। প্রতিটি নেকি দশগুণ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত বরং বহুগুণে বর্ধিত করা হবে। আর পাপ যা তাই থাকবে।

◆ **আমলনামা গ্রহণের পদ্ধতি:**

হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে আমলনামা প্রদান করা হবে। কাউকে দেয়া হবে ডান হাতে, তারাই হবে সুখী। আবার কাউকে দেয়া হবে পিঠের পিছন দিয়ে বাম হাতে, তারা হবে হতভাগা!

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحٗا فَمُلَٰقِيهِ ٦ فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ٧ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا ٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا ٩ وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ ١٠ فَسَوۡفَ يَدۡعُواْ ثُبُورٗا ١١ وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا ١٢ ﴾ الانشقاق: ٦ - ١٢

"হে মানুষ! তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অত:পর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ দিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [সূরা ইনশিকাক: ৬-১২]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُوتَ كِتَٰبِيَهۡ ٢٥ وَلَمۡ أَدۡرِ مَا حِسَابِيَهۡ ٢٦ يَٰلَيۡتَهَا كَانَتِ ٱلۡقَاضِيَةَ ٢٧ ﴾ الحاقة: ٢٥ - ٢٧

"যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: হায় আমায় যদি আমলনামা না দেয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হতো।" [সূরা আল-হা-ককাহ: ২৫-২৭]

◆ মীজানসমূহের স্থাপন:

মখলুকদের হিসাব-নিকাশের জন্যে কিয়ামতের দিন মীজানসমূহ স্থাপন করা হবে। হিসাবের জন্য একজন একজন করে সামনে বাড়বে আর আল্লাহ তা'য়ালা তাদের হিসাব করবেন। তিনি তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। হিসাব হয়ে গেলে এরপর আমল মাপা হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾ الأنبياء: ٤٧

"আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" [সূরা আম্বিয়া: ৪৭]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌۢ ﴿١١﴾ ﴾ القارعة: ٦ - ١١

"অতএব, যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন-যাপন করবে আর যার নেকির পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা কি ? প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।" [সূরা কারি'আ: ৬-১১]

عَنْ ابن عمر ﷺ قال:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« يُــدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ

هَلْ تَعْرِفُ ؟ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ». متفق عليه.

৩. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন মু'মিনকে তার রবের সন্নিকটে করা হবে। এমনকি আল্লাহ তা'য়ালা তার উপরে হাত রেখে দিবেন। এরপর তার পাপের স্বীকারোক্তি করাবেন। বলবেন: তুমি জান? সে বলবে: হ্যাঁ, হে আমার রব! জানি। আল্লাহ বলবেন: আমি দুনিয়াতে তোমার পাপরাজি ঢেকে রেখেছিলাম আজ তা তোমাকে মাফ করে দিলাম। অত:পর তাকে তার নেকির আমলনামা প্রদান করা হবে। আর কাফের ও মুনাফেকদেরকে সমস্ত সৃষ্টিজীবের সামনে ডেকে বলা হবে: এরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।"[১]

◆ কিয়ামতের দিন মানুষকে যা জিজ্ঞাসা করা হবে:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾ ﴾ الإسراء: ٣٦

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্ত:করণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।"
[সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৬]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾ القصص: ٦٢

"যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক দাবী করতে, তারা কোথায় ?" [সূরা কাসাস: ৬২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৪৪১ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৮ শব্দ তারই

৩. আল্লাহর বাণী::

﴿ وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبۡتُمُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٦٥ ﴾ القصص: ٦٥

"যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে?" [সূরা কাসাস: ৬৫]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسۡـَٔلَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ ٩٢ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٣ ﴾ الحجر: ٩٢ - ٩٣

"অতএব, আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে।" [সূরা হিজর: ৯২-৯৩]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤ ﴾ الإسراء: ٣٤

"এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৪]

৬. আল্লাহর বাণী:

﴿ ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨ ﴾ التكاثر: ٨

"এরপর অবশ্যই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [সূরা তাকাসুর: ৮]

৭. আল্লাহর বাণী:

﴿ فَلَنَسۡـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرۡسِلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَنَسۡـَٔلَنَّ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٦ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيۡهِم بِعِلۡمٖۖ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ٧ ﴾ الأعراف: ٦ - ٧

"অতএব, আমি অবশ্যই তাদরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রসূলগণকে। অত:পর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব বস্তুত: আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না। " [সূরা আ'রাফ: ৬-৭]

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ».

أخرجه الترمذي والدارمي.

৮. আবু বারযা আসলামী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন বান্দার দু'পা ততক্ষণ নড়াতে পারবে না যতক্ষণ তাকে জিজ্ঞেস না করা হবে: তোমার জিন্দিগি কোথায় ব্যয় করেছ। জ্ঞানানুসারে কি আমল করেছ। সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছ আর কিসে খরচ করেছ। এবং তোমার শরীরকে কি কাজে নি:শেষ করেছ।" [১]

◆ হিসাব-নিকাশের পদ্ধতি:

কিয়ামতের দিন যাদের হিসাব-নিকাশ হবে তারা দু'প্রকার:

১. যাদের সহজ হিসাব-নিকাশ তথা শুধু পেশ করা হবে:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন যে কারো হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হবে।" আমি বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ তা'য়ালা কি এরশাদ করেন নাই: "আর যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজ হবে।" [সূরা ইনশিকাক: ৭-৮] রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "এতো শুধু পেশ মাত্র; কারণ

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৪১৭ শব্দ তারই, দারেমী হাঃ নং ৫৪৩, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৯৪৬ দ্রঃ

কিয়ামতের দিন যে কারো হিসাব পর্যবেক্ষণ করা হবে সে নির্ঘাত আজাবে নিপতিত হবে।”[১]

২. যাদের হিসাব-নিকাশ শক্তভাবে করা হবে:

ছোট-বড় প্রত্যেকটি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সত্য বলে তাহলে ভালই। আর যদি মিথ্যা বলার বা গোপন করার চেষ্টা করে, তবে তার মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রতঙ্গকে কথা বলার জন্য বলা হবে।

আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾ يس: ٦٥

“আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।” [সূরা ইয়াসীন:৬৫]

- কিয়ামতের দিনে সকলের হিসাব হবে। কিন্তু নবী [ﷺ] যাদেরকে এর আওতাভূক্ত না বলেছেন, তারা ব্যতীত। যেমন :এ উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ যারা বিনা হিসাব-নিকাশ ও আজাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- কাফেদের হিসাব এবং কর্মসমূহ পেশ করা হবে তাদেরকে তিরস্কার করার জন্য। তাদের আজাব বিভিন্ন ধরনের হবে। সুতরাং, যার পাপ বেশী হবে তার শাস্তি যার পাপ কম হবে তার তুলনায় ভীষণ কঠিন হবে। আর যার পূণ্য থাকবে তার আজাব হালকা করা হবে তবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
- কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মাদীর হিসাব অনুষ্ঠিত হবে। (হক্কুল্লাহ মধ্য হতে) মুসলিমের সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব হবে। যদি সালাত ঠিক হয় তবে বাকি সকল আমল তার ঠিক হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয় তাহলে বাকি সবআমলই তার বিনষ্ট হবে।

---

[১]. বুখারী হাঃনং ৬৫৩৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৭৬

আর (হক্কুল এবাদের মধ্য হতে) মানুষদের মাঝে সর্বপ্রথম বিচার ফয়সালা হবে খুনের।

◆ **আমলনামা মাপের পদ্ধতি:**

কিয়ামতের দিন বান্দার ভাল-মন্দ সকল আমলের পরিমাপ হবে। অতএব, যার পূণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে কৃতকার্য হবে। আর যার পাপের পাল্লা ভারি হবে সে ধ্বংস হবে। আমলকারী এবং তার আমল ও আমলনামা সবই পরিমাপ করা হবে। আল্লাহর ইনসাফ প্রকাশ করার জন্য আমল পরিমাপ করা হবে সকল বান্দাদের মাঝে। বান্দার পাল্লায় রোজ কিয়ামতে সবচেয়ে ভারী আমল হবে সৎ চরিত্র।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾﴾

الأعراف: ٨ - ٩

"আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অত:পর যাদের দাঁড়িপাল্লা ভারি হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।" [সূরা আ'রাফ: ৮-৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، وَقَالَ اقْرَءُوا إن شئتم: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾ .متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন একটি বিরাট মোটা-তাজা মানুষকে নিয়ে আসা হবে, যার ওজন আল্লাহর নিকটে মশার ডানার সমান হবে না। তিনি [ﷺ] বলেন: যদি চাও তবে পড় আল্লাহর বাণী:

﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾﴾ الكهف: ١٠٥

“আমি তাদের জন্যে কিয়ামতের দিন কোন ওজনই স্থির করবো না।”[১]

◆ **আখেরাতে কাফেরদের আমলের হুকুম:**

আমল কবুলের শর্ত ঈমান, যা না থাকার কারণে কাফের ও মুনাফেকদের কোন সৎ আমলই কবুল করা হবে না। তাদের আমলসমূহ ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বাতাসে ছাইয়ের ন্যায়। কিয়ামতের দিনে সমস্ত সৃষ্টির সামনে তাদেরকে আহ্বান করে বলা হবে: এরাই তাদের রবের উপর মিথ্যারোপ করেছিল।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَـٰدُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٨﴾ ﴾

هود: ١٨

“আর তাদের চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের রবের সাক্ষাতের সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষীগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের রবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে।” [সূরা হূদ: ১৮]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَـٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا۟ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَـٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٨﴾ ﴾ إبراهيم: ١٨

“যারা স্বীয় রবের প্রতি অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা।” [সূরা ইবরাহীম: ১৮]

৩. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃনং ৪৭২৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃনং ২৭৮৫

﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾ ﴾ الفرقان: ٢٢ - ٢٣

"যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত। আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অত:পর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব।" [সূরা ফুরকা:: ২২-২৩]

◆ **আমলনামার অবলোকন:**

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহ তাদের প্রতি পেশ করা হবে। আর মানুষ তার ছোট-বড় ও ভাল-মন্দ সকল আমল অবলোকন করবে। এ মর্মে আল্লাহর বাণী:

﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾ ﴾ الزلزلة: ٦ - ٨

"সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। অত:পর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।" [সূরা জিলজাল: ৬-৮]

◆ **দুনিয়া ও আখেরাতে আমলের প্রতিদান:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا ، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ: فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا ،حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا». أخرجه مسلم.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা কোন মুমিনের প্রতি একটি নেকির ব্যাপারেও জুলুম করবেন না। এর বদলা তাকে দুনিয়াতে দেওয়া হবে এবং আখেরাতেও তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আর কাফের যে সকল নেক আমল আল্লাহর

জন্য করেছে তার পরিবর্তে তাকে দুনিয়াতে পানাহার করানো হবে। আর যখন সে আখেরাতে পৌঁছবে তখন তার কোন নেক আমল থাকবে না যার প্রতিদান তাকে দেওয়া হবে।"[১]

◆ কিয়ামতে ছোট বাচ্চাদের বিধান:

মুমিনদের ছেলে-মেয়েরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন বড়রা প্রবেশ করবে তাদের বাবা আদম [عليه السلام]-এর আকৃতিতে। অনুরূপ মুশরেকদের সন্তান-সন্ততিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতে ছোটরাও বিয়ে-শাদি করবে যেমন বড়রা করবে। মহিলা ও পুরুষদের যারা এ দুনিয়াতে বিবাহ না করেই মারা গিয়েছে, তারা জান্নাতে বিবাহ করবে। জান্নাতে কেউ অবিবাহিত থাকবে না।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং২৮০৮

হাউজে কাওছার

◆ আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবীর জন্যে হাউজে কাওছার তৈরী করেছেন। তবে আমাদের নবী [ﷺ]-এর হাউজ সবচেয়ে বড় ও এর পানি সবচেয়ে বেশী মিষ্টি হবে এবং রোজ হাশরে এর পানকারী সবার চেয়ে অধিক হবে।

◆ **নবী [ﷺ]-এর হউজে কাওছারের বর্ণনা:**

عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেন:"আমার হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথের দূরত্ব সমপরিমাণ। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা, সুগন্ধি মেশকে আম্বরের চেয়েও অধিক খোশবুদার। এর পিয়ালা আকাশের নক্ষত্ররাজি তুল্য। যে একবার এর শরবত পান করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।"[১]

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنْ الْيَمَنِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنْ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [রাঃ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয় আমার হাউজের আয়তন ইয়ামেনের আইলা ও সান'আর (শহরের) মধ্যের দূরত্ব সমপরিমাণ। তার পান পাত্রের সংখ্যা আসমানের তারকারাজি সমান হবে।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং৬৫৭৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃনং ২২৯২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৮০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৩০৩

◆ যাদেরকে হাউজে কাওছার থেকে বিতাড়িত করা হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ القِيَامَـــةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجْلَوْنَ عَنِ الحَوْضِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একটি দল আমার নিকটে আসতে চাইবে। কিন্তু তাদেরকে বাধা দেয়া হবে। অত:পর আমি বলব: হে রব! ওরা আমার উম্মত। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: তুমি জান না এরা তোমার অবর্তমানে ধর্মের নামে নতুন নতুন বিদ'আত আবিষ্কার করেছে। নিশ্চয়ই এরা পশ্চাৎমুখী হয়ে মুরতাদ হয়েছিল।" [১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৮৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃনং ২২৯০ ও ২২৯১

পুলসিরাত

◆ **সিরাত:** সিরাত হচ্ছে জাহান্নামের উপর নির্মিত পুল, যার উপর দিয়ে অতিক্রম করে মু'মিনগণ জান্নাতে যাবেন।

◆ **কারা পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে:**

শুধু মু'মিনগণই একমাত্র পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। আর কাফের ও মুশরেকদের প্রত্যেকটি দল দুনিয়ায় যে সকল মূর্তি ও শয়তান ইত্যাদি বাতিল উপাস্যের এবাদত করত, সে সকল উপাস্যের সঙ্গে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

অত:পর বাকি থাকবে যারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর এবাদত করত। চাই তাতে তারা সত্য হোক বা মুনাফেক (কপট) হোক। এদের জন্যে জাহান্নামের উপর পুলসিরাত রাখা হবে। আর মুনাফেকদেরকে সেজদা করা ও মু'মিনদের নূর থেকে বঞ্চিত করে মু'মিনগণ থেকে আলাদা করা হবে। অতএব, মুনাফেকরা পিছনে আগুনের দিকে ফিরে যাবে আর মু'মিনরা সিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে চলে যাবে।

◆ পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম, হিসাব-নিকাশ ও আমল ওজনের পর অনুষ্ঠিত হবে। অত:পর মানুষেরা সিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে বাধ্য হবে। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ ﴾ مريم: ٧١ - ٧٢

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার রবের অনীবার্য ফয়সালা। অত:পর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।" [সূরা মারয়াম: ৭১-৭২]

◆ **সিরাতের বর্ণনা ও তার উপর অতিক্রম:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ في حديث الرؤية وصفة الصراط.. – وفيه– قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ ؟ قَالَ: دَحْضٌ مَزِلَّةٌ، فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ ،

تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ، يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, দিদারে ইলাহী ও সিরাতের বর্ণানার হাদীসে এসেছে ---অত:পর পুলসিরাতকে এনে জাহান্নামের উপরে রাখা হবে। আমরা বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! পুলসিরাত কি? তিনি বললেন: বড় পিচ্ছিল হবে, তার উপর আঁকশি ও আঁকড়া থাকবে। আরো থাকবে প্রশস্ত কাঁটালো যার কাঁটাগুলো হবে বাঁকানো। এ ধরণের বৃক্ষ নাজদ এলাকায় হয় যাকে 'সা'দান' তথা কাঁটাদার বৃক্ষ বলা হয়। মু'মিন তার উপর চোখের পলকে, বিদ্যুতের ন্যায়, বাতাসের মত ও উন্নত মানের দ্রূতগামী ঘোড়ার দৌড়ে পার হয়ে যাবে। কিছু নিরাপদে নাজাতপ্রাপ্ত হবে আবার কেউ আঁচড় খেয়ে নাজাত পাবে। আর কেউ খামচি খেয়ে জান্নামে পতিত হবে।"[১]

◆ সর্বপ্রথম পুলসিরাত কে অতিক্রম করবে:

সর্বপ্রথম পুল সিরাত অতিক্রম করবেন মুহাম্মাদ [ﷺ] ও তাঁর উম্মত। আর মু'মিনগণ ছাড়া অন্যরা পুলসিরাত অতিক্রম করবে না। মু'মিনদেরকে তাদের আমল ও ঈমান পরিমাণ নূর দেয়া হবে। অত:পর তাঁরা সে মোতাবেক পুলসিরাত পার হবেন। আর আমানত ও (রেহেম) আত্মীয়তা সম্পর্ককে পাঠানো হবে তারা দু'জনে পুলসিরাতের দু'পাশের ডানে-বামে দাঁড়াবে। সেদিন রসূলগণের দোয়া হবে: ' আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম' অর্থাৎ– হে আল্লাহ! নিরাপদ! নিরাপদ!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَةِ : «وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ». متفق عليه.

[১]. বুখারী ৭৪৩৯ ও মুসলিম ১৮৩ শব্দ তারই

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] দিদারে ইলাহীর হাদীসে বলেন: "আর জাহান্নামের উপর পুলসিরাত ঝুলানো হবে। তখন আমি ও আমার উম্মাত সর্বপ্রথম অতিক্রম করব। সে দিন রসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলতে পারবে না। সেদিন রসূলগণের দোয়া হবে: 'আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম' অর্থাৎ– হে আল্লাহ! নিরাপদ কামনা করছি! নিরাপদ কামনা করছি!।"[১]

◆ সিরাত অতিক্রম করার পর মু'মিনদের কি হবে ?

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ :« يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّـارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ،حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّـوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِـهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا». أخرجه البخاري.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "মু'মিনগণ আগুন থেকে রেহায় পাবে এবং তাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের উপর রক্ষিত পুলের উপরে আটকিয়ে রাখা হবে। অত:পর তারা দুনিয়াতে যে সকল জুলুম করেছে আপোসে তার বদলা নিবে। অত:পর যখন তারা সবকিছু থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! তারা তাদের দুনিয়ার মঞ্জিলের চেয়েও জান্নাতের মঞ্জিল বেশী অবগত হবে।"[২]

---

১. বুখারী ৮০৬ ও মুসলিম ১৮২ শব্দ তারই

২. বুখারী হাঃ নং ৬৫৩৫

শাফা'য়াত-সুপারিশ

◆ **শাফা'য়াত:** শাফা'য়াত তথা সুপারিশ বলা হয়: অন্যের জন্য সাহায্য চাওয়া।

◆ **শাফা'য়াতের প্রকার:**

কিয়ামতের দিন শাফা'য়াত দু'প্রকার:

১. নবী [ﷺ]-এর বিশেষ শাফা'য়াত:

এ সুপারিশ আবার কয়েক প্রকার যেমন :

(ক) ইহা হচ্ছে 'শাফা'য়াতে কুবরা' তথা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুমহান সুপারিশ। হাশরের ময়দানে অবস্থানরত মানুষদের জন্য নবী [ﷺ]-এর ফয়সালার জন্য সুপারিশ। আল্লাহ তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করবেন এবং তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। আর ইহাই হলো রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য ' মাকামে মাহমূদ'।

(খ) উম্মতের কিছু মানুষের জন্য সুপারিশ। যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সংখ্যা সত্তর হাজার মাত্র। আল্লাহ তা'য়ালা রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলবেন: তোমার উম্মতের মধ্য হতে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই। যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

(গ) যাদের পাপ-পূণ্য সমান সমান তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুপারিশ। তাদের ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(ঘ) এ সুপারিশ হলো জান্নাতে মর্যাদা বাড়ানোর জন্য। তাদের আমলের কারণে জান্নাতের যে স্থান পাবে তার চেয়ে উঁচু স্তরের জন্য নবী [ﷺ]-এর সুপারিশ।

(ঙ) নবী [ﷺ]-এর চাচা আবু তালিবের শাস্তি কম করার জন্য সুপারিশ।

(চ) সকল মু'মিনদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য নবী [ﷺ]-এর সুপারিশ।

২. সাধারণ সুপারিশ:

যা নবী [ﷺ] ও অন্যান্য নবী-রসূলগণ, ফেরেশেতা ও মু'মিনদের শাফা'য়াত। এ সুপারিশ জাহান্নামে প্রবেশ না করানো বা বের করানোর জন্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي ، فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লআহ [ﷺ] বলেন: "প্রত্যেক নবীর কবুল দোয়া রয়েছে। প্রত্যেক নবী তাঁদের দোয়া শেষ করে দিয়েছেন। আর আমি কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার জন্য আমার দোয়াকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার উম্মতের যে সকল মানুষ আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক না করে মারা গেছে তারাই এ সুপারিশ পাবে।" [১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদের ব্যাপারে এরশাদ করেন:

﴿ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ ٢٦ ﴾ النجم: ٢٦

"আকাশে অনেক ফেরশেতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন।" [সূরা নাজম: ২৬]

عن أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ». أخرجه أبو داود.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৩০৪ ও মুসলিম হাঃনং ১৯৯শব্দ তারই

৩. আবু দারদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "একজন শহীদের সুপারিশ তার নিজ পরিবারের সত্তর জনের জন্য গ্রহণ করা হবে।" [১]

◆ **সুপারিশের জন্য দু'টি শর্ত:**

১. সুপারিশের জন্য আল্লাহর অনুমতি। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ ﴿٢٥٥﴾﴾ البقرة: ٢٥٥

"কে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?" [সূরা বাকারা:২৫৫]

২. সুপারিশকারী ও যার জন্য সুপারিশ করা হবে তাদের উভয়ের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴿٢٨﴾﴾ الأنبياء: ٢٨

"শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।" [সূরা আম্বিয়া: ২৮]

◆ কাফেরের জন্য কোন সুপারিশ নেই। সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে, কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি ধরে নেয়া যায় যে, কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করে তা গ্রহণ করা হবে না। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ﴿٤٨﴾﴾ المدثر: ٤٨

"আর সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।" [সূরা মুদ্দাসসির: ৪৮]

◆ **নবী [ﷺ]-এর শাফা'য়াত তলব করা:**

যে ব্যক্তি নবী [ﷺ]-এর শাফা'য়াত কামনা করবে সে যেন আল্লাহ তা'য়ালা-এর নিকট চায়। যেমন : বলবে:"আল্লাহুম্মার যুক্বনী শাফা'য়াতা নাবিয়্যিকা" (হে আল্লাহ্ ! আমাকে তোমার নবীর সুপারিশ দান করুন।)

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২৫২২

এবং এর জন্য উপযুক্ত সৎকর্ম করবে। যেমন : এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা। নবী [ﷺ]-এর প্রতি বেশী বেশী দরুদ পাঠ করা এবং তিনি যেন 'অসিলা' প্রাপ্ত হন সে জন্য দোয়া করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:« أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশে ধন্যব্যক্তি সব চেয়ে সুখী মানুষ। আর সে হলো: যে অন্তর বা নফস থেকে ইখলাস তথা নিখাদ চিত্তে বলে:''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।"[১] অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া নেই কোন সত্য উপাস্য।

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৯

মানুষের জীবনের স্তরসমূহ

মানুষ একটি সোপান থেকে আরেক সোপানে আরোহণ করে। একটি স্থান হতে অপর স্থানে স্থানান্তর করে। আল্লাহ তাদেরকে সর্বপ্রথম মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর মাটি থেকে শুক্রবিন্দুতে পরিবর্তন করেছেন, অত:পর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছেন, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছেন, অত:পর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছেন, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছেন। অত:পর দুনিয়াতে স্থানান্তর করেছেন, এরপর কবরে, তারপর হাশরের ময়দানে, অত:পর স্থায়ী বাসস্থান জান্নাতে অথবা জাহান্নামে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ۝١٤ ﴾
المؤمنون: ١٢ ــ ١٤

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি, অত:পর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অত:পর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অত:পর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।" [সূরা আল-মুমিনূন:১২-১৪]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝١٩﴾ الانشقاق: ١٩

"নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে।" [সূরা ইনশিকাক: ১৯]

◆ স্থায়ী বাসস্থানঃ

দুনিয়া আমলের জগত আর আখেরাত প্রতিদানের জগত। কিন্তু আমল ও প্রশ্ন স্থায়ী বাসস্থানে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। বারজাখী জিন্দেগিতে ও কিয়ামতের মাঠে বিচ্ছিন্ন হবে না। যেমন দুইজন ফেরেশতা মৃতকে তার কবরে প্রশ্ন করবে, সমস্ত মখলুককে সেজদার জন্য আহ্বান করা হবে কিয়ামতের দিনে, পাগলদের এবং দুই জন নবী-রসূল প্রেরণের মাঝে যারা মারা গেছে তাদের পরীক্ষা। অত:পর বান্দার আমল ও ঈমান অনুপাতে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। একদল হবে জান্নাতী আর অপর দল হবে জাহান্নামী।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ﴿٧﴾ ﴾ الشورى: ٧

"এমনিভাবে আমি অপনার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাকে কোন সন্দেন নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [সূরা শূরা:৭]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾ ﴾ الحج: ٥٦ – ٥٧

"রাজত্ব সেদিন আল্লাহরই; তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তারা নিয়ামতপূর্ণ কাননে থাকবে। আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তাদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে।" [হাজ্ব: ৫৬-৫৭]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٖ يَتَفَرَّقُونَ ١٤ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمۡ فِي رَوۡضَةٖ يُحۡبَرُونَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَلِقَآيِٕ ٱلۡأٓخِرَةِ فَأُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡعَذَابِ مُحۡضَرُونَ ١٦ ﴾ الروم: ١٤ – ١٦

“যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে; আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলেছে, তাদেরকেই আজাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে।”
[সূরা রূম:১৪-১৬]

জান্নাতের বর্ণনা

- **জান্নাত:** ইহা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ্য থেকে তাঁর মুমিন-মুমিনা বান্দাদের জন্য আখেরাতে এক শান্তির নীড়।
- এখানে আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব কুরআনের আলোকে জান্নাতের বিবরণ দেয়া হলো, তিনিই হলেন এর সৃষ্টিকর্তা, এর সুখ-শান্তি ও জান্নাতীদের সৃষ্টিকারী আল্লাহ তা'য়ালা। আর মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর সহীহ হাদীসের আলোকে যিনি এই জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁর পা মোবারক তার মাটিকে পদদলিত করেছিল।

- **জান্নাতের প্রসিদ্ধ নামসমূহ:**

১. **জান্নাত:** [১]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣ ﴾ النساء: ١٣

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে, তাতেই চিরস্থায়ী বসবাস করবে, আর ইহাই হচ্ছে বড় সাফল্যতা।"
[সূরা নিসা:১৩]

২. **জান্নাতুল ফিরদাউস:**

আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ١٠٧ ﴾ الكهف: ١٠٧

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে আর সৎআমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসে মেহমানদারী।" [সূরা কাহাফ: ১০৭]

---

[১]. জান্নাত নামটি নির্দিষ্ট কোন নাম নয় বরং ইহা মূল সাধারণ নাম। অনুবাদক

৩. জন্নাতু 'আদন্ঃ

আল্লাহর বাণী:

﴿ هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ ﴾ ص: ٤٩ - ٥٠

"ইহা হলো স্মরণীয় জিনিস এবং মুত্তাকীনদের জন্য সুন্দর আশ্রয়স্থল। 'জান্নাতু আদন' যার দরজাগুলো খোলা থাকবে।" [সূরা স্ব-দ: ৪৯-৫০]

৪. জান্নাতুল খুলদ্ঃ

আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ ﴾ الفرقان: ١٥

"বল! ইহা উত্তম না জান্নাতুল খুলদ যা মুত্তাকীনদের ওয়াদা করা হয়েছে, যা তাদের জন্য প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান।" [সূরা ফুরকান: ১৫]

৫. জান্নাতুন্নাঈমঃ

আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ ﴾ لقمان: ٨

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে তাদের জন্য জান্নাতে নাঈম রয়েছে।" [সূরা লোকমান: ৮]

৬. জান্নাতুল মা'ওয়াঃ

আল্লাহার বাণী:

﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ ﴾ السجدة: ١٩

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল মা'ওয়া, ইহা তাদের কর্মের বিনিময়ে মেহমানদারী।"

[সূরা সাজদাহ:১৯]

৭. **দারুস্‌সালাম:**

আল্লাহর বাণী:

﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ ﴾ الأنعام: ١٢٧

"তাদের জন্যে রয়েছে দারুসসালাম তাদের রবের পক্ষ থেকে, তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের বিনিময়ে।" [সূরা আন'আম: ১২৭]

নোট: [১]

◆ **জান্নাতের স্থান:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾ الذاريات: ٢٢

"আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুতি সবকিছু ।"
[সূরা যারিয়াত: ২২]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ﴿١٥﴾ ﴾
النجم: ١٣ - ١٥

"নিশ্চয় সে তাকে (জিবরীলকে) আরেকবার দেখেছিল, সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া।"
[সূরা নাজম:১৩-১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ ،كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ

[১]. লেখক এখানে ৬টি জান্নাতের নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) বুখারী শরীফের তাঁর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যার কিতাব ফাতহুল বারীতে বলেছেন: জান্নাতের ১০টি বা তার অধিক নাম রয়েছে। উপরের নামগুলো ছাড়াও "দারুল মুকামাহ, আল-মাকামুল আমীন, মাক'আদু সিদক, আল-হুসনা" তিনি উল্লেখ কেরছেন। আর বলেছেন যে, এ নামগুলো কুরআনুল কারীমে উল্লেখ হয়েছে। ফাতহুল বারী: জান্নাত-জাহান্নমের বিবরণের অধ্যায়: ১৮/৩৯৪। প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুজাহিদ (রহ:) বলেছেন: "তূবা" ও একটি জান্নাতের অন্যতম নাম। অনুবাদক

الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ». أخرجه البخاري.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনলো, সালাত কায়েম করলো, রমজানের সিয়াম পালন করলো আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন চাই সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক বা তার জন্মভূমিতে বসে থাকুক।" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! আমরা কি এ খবরটি মানুষদের বলব না? তিনি বললেন: নিশ্চয় জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। দু'টি স্তরের মধ্যে আসমান যমিনের মধ্যের দূরত্ব সমান। যখন তোমরা আল্লাহর নিকটে জান্নাত চাইবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে; কারণ ইহা জান্নাতের মধ্যে ও সর্বোচ্চে এবং তার উপর রহমানের আরশ আর সেখান থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ:« إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ حَضَرَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ جُعِلَتْ فِيْ حَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ فَيُنْطَلَقُ بِهَا إِلَى بَابِ السَّمَاءِ، فَيَقُوْلُوْنَ مَا وَجَدْنَا رِيْحًا أَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ....».

أخرجه الحاكم وابن حبان.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয় মু'মিনের মৃত্যুর সময় তার নিকট রহমতের ফেরেশ্তাগণ উপস্থিত হয়। যখন তার জান কবজ করে নেয়, তখন উহা একটি সাদা

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪২৩

রেশমী কাপড়ে করে আকাশের দরজার দিকে নিয়ে যায়। আর তাঁরা বলেন: এর চেয়ে উত্তম আর কোন সুগন্ধি আমরা পাই নাই।" [১]

◆ জান্নাতের দরজাসমূহের নাম:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ ؟ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দ্বিগুণ খরচ করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে অহ্বান করা হবে। হে অল্লাহর বান্দা! ইহা কল্যাণকর। যে ব্যক্তি পাক্কা মুসল্লী তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে মুজাহিদ তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে রোজাদার তাকে রাইয়ান দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে দানবীর তাকে সদকার দরজা থেকে অহ্বান করা হবে।"

আবু বকর [ﷺ] বললেন: আমার বাবা-মা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক হে আল্লাহর নবী [ﷺ]! প্রত্যেককেই তার দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। কিন্তু এমন কেউ আছে কি যাকে সমস্ত দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন:"হ্যাঁ, আর আমি আশাবাদি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাদীস নং ১৩০৪

[২].বুখারী হাঃ নং ১৮৯৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০২৭

◆ **জান্নাতের দরজাসমূহের প্রশস্ততা:**

عَنْ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ﷺ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنْ الزِّحَامِ». أخرجه مسلم.

১. উত্বা ইবনে গাযওয়ান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার দু'পাল্লার মধ্যের দূরত্ব চল্লিশ বছরের সমান। তার উপর এমন একদিন আসবে যে দিন দরজার মাঝে ভিড়ের কারণে পূর্ণ হয়ে যাবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ ... وفي آخره قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى».متفق عليه.

২. অবূ হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট গোশত নিয়ে আসা হলো-----(হাদীসের শেষে) তিনি [ﷺ] বললেন: "যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজার দু'পাল্লার মধ্যের দূরত্ব মক্কা ও হাজার (মদীনার) মধ্যের দূরত্বের সমান অথবা মক্কা ও বুছরার সমান।"[২]

◆ **জান্নাতের দরজাসমূহের সংখ্যা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ ﴾ الزمر: ٧٣

"যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৯৬৭

[২] . বুখারী হাঃ নং ৪৭১২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৯৪ এ শব্দগুলো তারই

জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অত:পর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।" [সূরা যুমার:৭৩]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ». متفق عليه.

২. সাহাল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। যার মধ্যে একটির নাম হলো রাইয়ান যা দিয়ে শুধুমাত্র রোজাদারগণ প্রবেশ করবে।"[১]

◆ জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে রাখা হবে:

আল্লাহর বাণী:

﴿ هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ﴿٥٠﴾ ﴾ ص: ٤٩ - ٥٠

"ইহা হলো স্মরণীয় জিনিস এবং মুত্তাকীনদের জন্য সুন্দর আশ্রয়স্থল। জান্নাতু আদন যার দরজাগুলো খুলা থাকবে।" [সূরা সদ: ৪৯-৫০]

◆ যে সকল সময়ে দুনিয়াতে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ،أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا». أخرجه مسلم .

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতের দরজাসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার খুলে দেওয়া হয়। আর ঐ সকল বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৫

নাই। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার ভাইয়ের ও তার মাঝে শত্রুতা রাখে। বলা হবে, দেখ এ দু'জনকে যতক্ষণ তারা মীমাংসা না হয়। দেখ এ দু'জনকে যতক্ষণ তারা মীমাংসা না হয়। দেখ এ দু'জনকে যতক্ষণ তাদের মীমাংসা না হয়।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ،وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] বলেছেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যখন রমজান মাস প্রবেশ করে তখন জান্নাতের সকল দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলীত করা হয়।"[২]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ :« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ " إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

أخرجه مسلم .

৩. উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পূর্ণভাবে ওযু করে অত:পর বলে: "আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান অব্দুহু ওয়া রসূলুহ্" তখন তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয় সে যেটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে।"[৩]

◆ সর্বপ্রথম জান্নাতে কে প্রবেশ করবেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« آتِي بَابَ

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৫

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩২৭৭ ও মুসলিম হাঃ নং ১০৭৯ শব্দগুলো তারই

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ২৩৪

الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ». أخرجه مسلم.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "রোজ কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দরজা খুলতে বলবো। তখন খাযেন (জান্নাতের প্রহরী) বলবেন: আপনি কে? আমি বলব: মুহাম্মাদ। তখন সে বলেবেন: আপনার জন্যই আদিষ্টিত হয়েছি। আপনার পূর্বে আর কারো জন্য খুলব না।"[১]

◆ **সর্বপ্রথম কোন উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আমরা সবার শেষ হয়েও কিয়ামতের দিন সবার প্রথম হব। আমরা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব।"[২]

◆ **জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দল:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ ،وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْفِلُونَ ،وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ ،وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ، وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ». متفق عليه.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৯৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৮৭৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫৫ শব্দ তারই

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল আকৃতিতে প্রবেশ করবে। অত:পর প্রবেশ করবে আকাশের সবচেয়ে দীপ্তিমান তারকার সুরতে। সেখানে তারা পেশাব-পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনিগুলো হবে স্বর্ণের, ঘর্ম হবে মিশকে আম্বরের মত, তাদের ধূপ হবে চন্দন কাঠের এবং স্ত্রীগণ হবে হূরুল'ঈন (আয়তলোচন চির কুমারী হুরগণ)। সকলের আকৃতি তাদের বাবা আদম [ﷺ]-এর মত একই রকমের ষাট হাত লম্বা হবে।"[১]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ، مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ». متفق عليه.

২. সাহাল ইবনে সা'দ [ﷺ] বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আমার উম্মতের সত্তর হাজার বা সাত লক্ষ মানুষ একে অপরকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রথমভাগ ততক্ষণ প্রবেশ করবে না যতক্ষণ শেষভাগ প্রবেশ না করবে। তাদের চেহারাগুলো হবে পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদের আলোর মত।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا». أخرجه مسلم.

---

[১].বুখারী হাঃনং ৮৭৬ ও ও মুসলিম হাঃনং ৮৫৫ শব্দগুলো ইমাম মুসলিমের

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৪৩ ও মুসলিম হাঃনং ২১৯ শব্দগুলো তারই

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"কিয়ামতের দিন মুহাজিরদের গরিবরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১]

◆ **জান্নাতীদের বয়স:**

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّــةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ، أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً ».

أخرجه أحمد والترمذي.

মু'য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে বস্ত্রহীন ও দাড়িবিহীন শুরমা পরা অবস্থায়। তারা ত্রিশ বা ত্রেত্রিশ বছরের বয়সের যুবক-যুবতী হবে।"[২]

◆ **জান্নাতীদের চেহারার বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ ﴾ المطففين: ٢٢ - ٢٤

"নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, সোফার উপরে বসে অবলোকন করবে, আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন।" [সূরা তাতফীফ: ২২-২৪]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ القيامة: ٢٢ - ٢٣

"সে দিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [সূরা কিয়ামা: ২২-২৩]

৩. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৯২০

[২]. হাদীসটি হাসান আহমাদ হাঃ নং ৭৯২০

﴿ وُجُوهٌ يَوۡمَئِذٖ نَّاعِمَةٞ ٨ لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٞ ٩ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ ١٠ ﴾ الغاشية: ٨ - ١٠

"অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব। তাদের কর্মের কারণে। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে।" [সূরা গাশিয়া: ৮-১০]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ ٣٨ ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ ٣٩ ﴾ عبس: ٣٨ - ٣٩

"অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল।" [সূরা আবাসা: ৩৮-৩৯]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبۡيَضَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فَفِي رَحۡمَةِ ٱللَّهِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١٠٧ ﴾ آل عمران: ١٠٧

"আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" [সূরা আল-ইমরান: ১০৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَا تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَحَاسُدَ لِكُلٍّ ». متفق عليه.

৬. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল আকৃতিতে প্রবেশ করবে। অত:পর প্রবেশ করবে আকাশের সবচেয়ে দীপ্তিমান তারকার মত উজ্জ্বল আকৃতিতে। তাদের অন্তরগুলো হবে একটি মানুষের ন্যায়। পরস্পর কোন প্রকার শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ করবে না।"[১]

[১]. বুখারী হাঃনং ৩২৫৪ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃনং ২৮৩৪

◆ **জান্নাতীদের অভ্যর্থনার বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ ﴾ الزمر: ٧٣

"যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অত:পর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।" [সূরা যুমার:৭৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٤﴾ ﴾ الرعد: ٢٣ - ٢٤

"ফেরেশ্তাগণ তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে এসে বলবে: তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার।" [সূরা রা'দ: ২৩-২৪]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ ﴾ الأنبياء: ١٠٣

"মহাত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে: আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।" [সূরা আম্বিয়া: ১০৩]

◆ **হিসাব ও আজাব ছাড়াই যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে:**

عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قُلْتُ:

يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قَالَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ، وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، قُلْتُ: وَلِمَ ؟ قَالَ: كَانُوا لَا يَكْتَوُونَ ،وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ». متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: "আমার উপর সকল উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। দেখলাম একজন নবী তাঁর সাথে বড় একটি দল নিয়ে চলছেন। একজন নবী ছোট একটি দল নিয়ে চলছেন। একজন নবী দশজনকে নিয়ে চলছেন। একজন নবী পাঁচজনকে নিয়ে চলছেন। একজন নবী একাই চলছেন তার সাথে কেউ নেই। আবার দেখলাম বিরাট একটি দল, বললাম: জিবরাইল [ﷺ]-এরা আমার উম্মত? তিনি বললেন: বরং উপরের দিকে দেখুন, দেখলাম যে অনেক মানুষ। জিবরাইল [ﷺ] বললেন: এরাই আপনার উম্মত। এদের অগ্রভাগের সত্তর হাজার এমন হবে যারা কোন হিসাব ও আজাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম: এর কারণ কি? তিনি বললেন: এরা শরীরে দাগ দিত না, কারো নিকট থেকে কখনো ঝাড়-ফুঁক ক'রে নেই নাই, কোন কিছুকে কুলক্ষণ বা অশুভ মনে করে নাই এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর একমাত্র ভরসাকারী।"[১]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« وَعَدَنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

২. আবু উমামা বাহেলী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "আমার রব আমার সাথে ওয়াদা

[১]. বুখারী হাঃনং ৬৫৪১ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃনং ২২০

করেছেন যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা-হিসাবে ও আজাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রতি হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার করে প্রবেশ করবে এবং আরো আমার রবের তিন অঞ্জলি পরিমাণ।”[১]

◆ **জান্নাতের মাটি ও ঘরের বর্ণনা:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ:« ... ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَى بِي سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى ، فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ». متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ]কে যখন আসমানে উত্তোলন করা হয় (মেরাজের রাত্রিতে) তিনি বলেন:----- আবার (জিবরাইল) আমাকে নিয়ে চলতে লাগলো এবং সিদরাতুলমুন্তাহায় (কুলবৃক্ষ পর্যন্ত) আমাকে নিয়ে পৌঁছল। আমার অজানা অনেক রং তাকে (কুলবৃক্ষটিকে) আবৃত করে রেখেছে। অত:পর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান হলো। সেখানে আছে মণি-মুক্তার গম্বুজ। আর জান্নাতের মাটিগুলো মিশকে আম্বরের।”[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ...الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ:« لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ ، مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ ، وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ ،وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ ». أخرجه الترمذي والدارمي.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! ---- জান্নাতের প্রাসাদগুলো কেমন? তিনি বললেন: “একটি ইট হবে রৌপ্যের আর অপরটি স্বর্ণের। সিমেন্ট হবে সুগন্ধি মিশকে আম্বরের। কংকর হবে মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের আর মাটি হবে

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃনং ২৪৩৭, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৪২৮৬ শব্দগুলো তারই

[২] . বুখারী হাঃ নং ৩৩৪২ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৩

জাফরানের। যে তাতে প্রবেশ করবে সে সুখী হবে, কখনো দু:খী হবে না। চিরস্থায়ী হবে কখনো মরবে না। তাতে কাপড়গুলো পুরাতন হবে না এবং যৌবন কখনো শেষ হবে না।" [১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ:« دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ». أخرجه مسلم.

৩. আবু সাঈদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, ইবনে ছাইয়াদ নবী [ﷺ]কে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি [ﷺ] বলেন: "সাদা আটা ও খাঁটি মিশকে আম্বরের হবে।"[২]

◆ জান্নাতীদের তাঁবুর বর্ণনা:

১.আল্লাহর বাণী:

﴿ حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ ﴾ الرحمن: ٧٢

"তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হূরগণ।" [সূরা রাহমান:৭২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে মু'মিনদের জন্য একটি শূন্যগর্ভ মুক্তার তাঁবু থাকবে, যার লম্বা হবে ষাট মাইল। তাতে মু'মিনদের জন্য পরিবার থাকবে। সেখানে মু'মিনরা ঘুরবে কিন্তু একজন অপরজনকে দেখবে না।"[৩]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৫২৬ শব্দগুলো তারই, দারেমী হাঃ নং ২৭১৭

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৯২৮

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৪৮৭৯ ও মুসলিম হাঃনং ২৮৩৮ শব্দগুলো তারই

◆ জান্নাতের হাট-বাজার:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا ، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا». أخرجه مسلم.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। সেখানে জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবারে যাবে আর উত্তরের বাতাস বইবে তখন তারা অঞ্জলভরে তাদের মুখমণ্ডলে ও কাপড়ে মাখবে। যার ফলে তাদের সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। তারা তাদের স্ত্রীগণের নিকট ফিরে যাবে তাদের বর্ধিত সৌন্দর্য নিয়ে। তখন তাদেরকে স্ত্রীগণ বলবে: আল্লাহর কসম! আমাদের নিকট থেকে যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য ও রূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন তারাও বলবে: আল্লাহর কসম! আমাদের বাজারে যাওয়ার পর তোমাদেরও সৌন্দর্য ও রূপ বৃদ্ধি পেয়েছে।"[১]

◆ জান্নাতের প্রাসাদ:

আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের অট্টালিকা ও আবাসস্থানের ভিতর এমন সবজিনিস বানিয়েছেন যা মন মাতানো ও চোখজুড়ানো।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾ التوبة: ٧٢

"আল্লাহ মু'মিন ও মু'মিনাদের সাথে ওয়াদা করেছেন এমন জান্নাতের যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। সেখানে তারা চিরস্থায়ী থাকবে এবং

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৩৩

জান্নাতে আদনে আরামদায়ক আবাসস্থান থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্ববৃহৎ ইহাই হচ্ছে মহান বিজয়।" [সূরা তাওবা:৭২]

◆ জান্নাতীদের প্রাসাদের ব্যাপারে একে অপরের উপর প্রাধান্য:

১.আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ ﴾ الإنسان: ٢٠

"আর যখন তুমি দেখবে অত:পর আবার দেখবে নিয়ামত ও বিরাট রাজত্ব।" [সূরা ইনসান: ২০]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ ،كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنْ الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ ، لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ، قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ». متفق عليه.

২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয়ই জান্নাতীরা তাদের উপরের প্রাসাদবাসীদেরকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম গগনে উদিত উজ্জ্বল তারকা দেখ। আর ইহা তাদের মাঝে মর্যাদায় একে অপরের মধ্যে প্রাধান্যের কারণে। তারা (সাহাবাগণ ﷺ) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! এ তো নবীগণের মজলিসসমূহ যে পর্যন্ত অন্য আর কেউ পৌঁছতে পারবে না। (নবী ﷺ) বললেন: হ্যাঁ, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! ঐ সকল মানুষ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রসূলগণকে বিশ্বাস করেছে তারা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃনং ৩২৫৬ ও মুসলিম হাঃনং ২৮৩১ শব্দগুলো তারই

◆ **জান্নাতীদের কক্ষসমূহের বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿٥٨﴾ ﴾ العنكبوت: ٥٨

"আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎআমল করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের।" [সূরা আনকাবূত: ৫৮]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾ ﴾ الزمر: ٢٠

"কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্যে নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি খেলাফ করেন না।"
[সূরা যুমার: ২০]

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُـرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ،وَأَدَامَ الصِّيَامَ ، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ». أخرجه أحمد والترمذي.

৩. আলী [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রাসাদসমূহ রয়েছে। যার ভিতর থেকে উপর দেখা যাবে আর উপর থেকে ভিতর দেখা যাবে। অত:পর একজন গ্রাম্য মানুষ দাঁড়িয়ে বলল: ইহা কাদের জন্য হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]? তিনি [ﷺ] বললেন: "যে ব্যক্তি তার কথাকে সুন্দর করে, মিসকিনদের পানাহার করায়,

সর্বদা রোজা রাখে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহর জন্য রাত্রে সালাত আদায় করে।”[১]

◆ **জান্নাতীদের বিছানার বর্ণনা:**

আল্লাহর বাণী:

﴿ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍۚ ﴿٥٤﴾ ﴾ الرحمن: ٥٤

“তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।” [সূরা রাহমান: ৫৪]

◆ **গদি ও কার্পেটের বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ ﴾ الغاشية: ١٥ - ١٦

“এবং সারি সারি গদি এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট।” [সূরা গাশিয়া:১৫-১৬]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ ﴾ الرحمن: ٧٦

“তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।” [সূরা রাহমান: ৭৬]

◆ **জান্নাতের সোফা বা পালঙ্ক:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾ المطففين: ٢٢ - ٢٣

“নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, পালঙ্কে বসে অবলোকন করবে।” [সূরা তাতফীফ: ২২-২৩]

২. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আমাদ হাঃ নং ১৩৩৮ ও তিরমিযী হাঃ নং ১৯৮৪

﴿ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۖ لَا يَرَوۡنَ فِيهَا شَمۡسٗا وَلَا زَمۡهَرِيرٗا ١٣ ﴾ الإنسان: ١٣

"তারা সেখানে পালঙ্কে-সোফায় হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রোদ্র ও ঠাণ্ডা অনুভব করবে না।" [সূরা দাহার: ১৩-১৪]

৩. আর আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ ٥٥ هُمۡ وَأَزۡوَٰجُهُمۡ فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ٥٦ ﴾ يس: ٥٥ - ٥٦

"এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে।"
[সূরা ইয়াসীন: ৫৫-৫৬]

◆ **জান্নাতীদের আসনসমূহের বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلٍّ إِخۡوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ ٤٧ ﴾ الحجر: ٤٧

"তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে।" [সূরা হিজর: ৪৭]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٖ مَّصۡفُوفَةٖۖ وَزَوَّجۡنَٰهُم بِحُورٍ عِينٖ ٢٠ ﴾ الطور: ٢٠

"তারা শ্রেণীবদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে ডাগরচক্ষু বিশিষ্ট হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব।" [সূরা তূর: ২০]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ عَلَىٰ سُرُرٖ مَّوۡضُونَةٖ ١٥ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيۡهَا مُتَقَٰبِلِينَ ١٦ ﴾ الواقعة: ١٥ - ١٦

"স্বর্ণ খচিত আসনে, তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।" [সূরা ওয়াকিয়া: ১৫-১৬]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝١٣ ﴾ الغاشية: ١٣

"তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন।" [সূরা গাশিয়া: ১৩]

◆ **জান্নাতীদের বাসন-পাত্র:**

১. আল্লাহার বাণী:

﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ ۝١٧ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝١٨ ﴾ الواقعة: ١٧- ١٨

"তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা। পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি শূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে।" [সূরা ওয়াকিয়া: ১৭-১৮]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝٧١ ﴾ الزخرف: ٧١

"তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র । আর তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে।" [সূরা যুখরুফ:৭১]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ۝١٥ قَوَارِيرَا۠ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝١٦ ﴾ الإنسان: ١٥ - ١٦

"তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে-পরিবেশনকারীরা তা পরিমাণ করে পূর্ণ করবে।" [সূরা দাহার: ১৫-১৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ». متفق عليه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "দু'টি জান্নাত যার বাসন-পাত্র ও সবকিছুই হবে রৌপ্যের। আর

আরো দু'টি জান্নাত যার বাসন-পাত্র ও সব কিছুই হবে স্বর্ণের। 'জান্নাতে আদ্নে' মানুষ ও তাদের প্রতিপালককে দেখার মাঝে আল্লাহর চেহারার উপর গৌরবের চাদর ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না।"[১]

◆ **জান্নাতীদের অলংকার ও পোশাক:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدۡخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ٢٣ ﴾ الحج: ٢٣

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎআমল করে, আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী।" [সূরা হাজ্ব: ২৩]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ مَنۡ أَحۡسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَٰرُ يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَيَلۡبَسُونَ ثِيَابًا خُضۡرٗا مِّن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِۚ نِعۡمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتۡ مُرۡتَفَقٗا ٣١ ﴾ الكهف: ٣٠ - ٣١

"যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। তাদেরই জন্যে আছে জান্নাতে আদন। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকণে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সোফাতে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়।" [সূরা কাহাফ: ৩১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮০

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ عَٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٞ وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابٗا طَهُورًا ٢١ ﴾ الإنسان: ٢١

"তাদের আবরণ হবে পাতলা সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন 'শারাবান-ত্বহুরা'।" [সূরা দাহার: ২১]

◆ **জান্নাতে সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে:**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«...وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ». أخرجه البخاري.

ইবনে আব্বাস [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে ইবরাহীম [عليه السلام]কে।"[১]

◆ **জান্নাতীদের খাদেমদের বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٞ مُّخَلَّدُونَ ١٧ بِأَكۡوَابٖ وَأَبَارِيقَ وَكَأۡسٖ مِّن مَّعِينٖ ١٨ ﴾ الواقعة: ١٧ - ١٨

"তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা। পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি শূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে।" [সূরা ওয়াকিয়া: ১৭-১৮]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٞ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ لُؤۡلُؤٗا مَّنثُورٗا ١٩ ﴾ الإنسان: ١٩

"তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা।" [সূরা হাদার: ১৯]

৩. আল্লাহর বাণী:

[১].বুখারী হাঃ নং ৬৫২৬

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ ﴾ الطور: ٢٤

"সুরক্ষি মতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে।" [সূরা তূর: ২৪]

◆ **জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ ﷺ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ:« زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ ». أخرجه البخاري.

১. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম [ﷺ] নবী [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কি হবে? নবী [ﷺ] উত্তরে বললেন:"মাছের অতিরিক্ত কলিজা।"[১]

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ ... – وفيه– فَقَالَ الْيَهُودِيُّ ... فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً ؟ قَالَ: فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَ الْيَهُودِيُّ : فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ: زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ، قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا، قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيْلاً». أخرجه مسلم.

২. ছাওবান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় ইহুদিদের একজন পণ্ডিত লোক এসে নবী [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করল: জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশের অনুমতি কে পাবে? নবী [ﷺ] বললেন: "মুহাজেরদের গরিব তথা যারা একেবারে নি:স্ব। ইহুদি আবার বলল: এদের জান্নাতে প্রবেশের পরে কি দ্বারা মেহমানদারী করানো হবে? তিনি বললেন: অতিরিক্ত মাছের কলিজা দ্বারা। ইহুদি আবার বলল: এর পরে তাদেরকে কি

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৩২৯

দ্বারা দুপুরের আপ্যায়ন করা হবে? তিনি বললেন: জান্নাতে চরে খাওয়া একটি জান্নাতী সাঁড় তাদের জন্য জবাই করা হবে। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল: তাদের পানীয় দ্রব্য কি হবে? তিনি বললেন: জান্নাতের একটি ঝর্ণা যার নাম 'সালসাবীল'এর পানীয় পান করানো হবে।"[১]

◆ **জান্নাতীদের খাদ্যের বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ أَنتُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ تُحۡبَرُونَ ٧٠ يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖۖ وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٧١ ﴾ الزخرف: ٧٠ - ٧١

"জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে। তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে।" [সূরা যুখরুফ:৭০-৭১]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ أُكُلُهَا دَآئِمٞ وَظِلُّهَاۚ ٣٥ ﴾ الرعد: ٣٥

"পরহেজগারদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও।" [সূরা রা'দ: ৩৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَفَٰكِهَةٖ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠ وَلَحۡمِ طَيۡرٖ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ ٢١ ﴾ الواقعة: ٢٠ - ٢١

"আর তাদের পছন্দমত ফল-মুল নিয়ে এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে।" [সূরা ওয়াকেয়া: ২০-২১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩১৫

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ ﴾ الحاقة: ٢٤

"বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে।" [সূরা হাক্বক্বাহ: ২৪]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً ، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ.. فَقَالَ:« اَلاَّ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ ! قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ ، قَالُوا وَمَا هَذَا ؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا». متفق عليه.

৫. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন পৃথিবী একটি রুটির ন্যায় হবে যাকে জাব্বার (আল্লাহ) তাঁর হাতে নিবেন যেমন তোমাদের কেউ সফরে তার রুটিকে হাতে নেয়। ইহা দ্বারা জান্নাতীদের মেহমানদারী করানো হবে।-- হাদীসে উল্লেখ হয়েছে-এরপর একজন ইহুদি এসে বলল: আমি আপনাকে জান্নাতীদের তরকারী বিষয়ে খবর দিব না? সে আরও বলল: তাদের তরকারী হবে বালা-ম ও নূনের। তারা বললেন: এ আবার কি? সে ব্যক্তি বলল: গরু ও মাছের অতিরিক্ত কলিজা যা সত্তর হাজার জান্নাতীগণ ভক্ষণ করবে।"[১]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ ، وَلَا يَتْفُلُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ ،وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ،وَلَا يَمْتَخِطُونَ، قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ ».أخرجه مسلم.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫২০ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৯২

৬. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:“জান্নাতীরা জান্নাতে পানাহার করবে, থুথু ফেলবে না, পেশাব-পায়খানা করবে না এবং নাকের ময়লাও হবে না। তারা ﷺ বললেন: তাহলে যা খাবে তার কি হবে? তিনি [ﷺ] বললেন: “ঢেকুর ও ঘর্ম হবে। ঘাম হবে মিশকের মত। তাদেরকে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আলহামদুল্লািহ) এর এলহাম করা হবে যেরূপ নি:শ্বাসের এলহাম করা হয়।”[১]

عَنْ عُتْبَةَ بن عبدِ السلمي ﷺ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَــعَ رَسُــول الله ﷺ فَجَــاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رسولَ الله أَسَمَعُكَ تَذْكُرُ شَجَرَةً فِي الجَنَّةِ لاَ أَعْلَمُ فِــي الــدُّنْيَا شَجَرَةً أَكْثَرَ شَوْكًا مِنْهَا يَعْنِي الطَلْحَ فَقَالَ رسولُ الله ﷺ:« فَإِنَّ اللهَ يَجْعَلُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ مِثْلَ خِصْيَةِ التَّيْسِ الْمَلْبُوْدِ- يعني المخصي- فِيْهَا سَبْعُوْنَ لَوْنًــا مِــنَ الطَّعَامِ، لاَ يَشْبَهُ لَوْنُهُ لَوْنَ الآخَرِ».أخرجه الطبراني الكبير وفي مسند الشاميين.

৭. উতবা ইবনে আব্দ্ আস্সুলামী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় একজন গ্রাম্য মানুষ এসে বলল: ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি না কি জান্নাতের এমন একটি গাছের কথা উল্লেখ করেন যার মত বেশী কাঁদিদার বৃক্ষ এ দুনিয়াতে আর আমি জানি না। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: “আল্লাহ তা‘য়ালা প্রতিটি কাঁদির স্থানে খাসি করা ছাগের অণ্ডকোষের ন্যায় করবেন। তাতে সত্তর রকমের খাদ্য থাকবে। যার একটি অন্যটির মত হবে না।”[২]

◆ **জান্নাতীদের পানীয়বস্তুর বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥ ﴾ الإنسان: ٥

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং২৮৩৫

[২]. হাদীসটি সহী , ত্ববারানী কাবীরে ৭/১৩০ ও মোসনাদে শামীতে ১/২৮২, সিলসিলা সহীহাহ দেখুন হাঃনং ২৭৩৪

“নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলগণ পান করবে কাফূর মিশ্রিত পানপাত্র।” [সূরা দাহার: ৫]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ ﴾ الإنسان: ١٧

“তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে, ‘যানজাবীল’ (আদ্রক) মিশ্রিত পানপাত্র।” [সূরা দাহার: ১৭]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾ المطففين: ٢٥ - ٢٨

“তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি। এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।” [সূরা তাতফীফ: ২৫-২৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ، وَأَبْيَضُ مِنْ الثَّلْجِ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “হাউজে কাওছার জান্নাতের একটি নহর, যার দু'কিনারা স্বর্ণের এবং স্রোতধারা মুক্তা ও ইয়াকুতের। তার মাটি মিশকে আম্বরের চেয়েও সুগন্ধি। তার পানি হবে মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি এবং বরফের চেয়েও বেশী সাদা।”[১]

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৩৩৬১ এ শব্দগুলো তারই

◆ জান্নাতের বৃক্ষরাজি ও ফল-ফলারীর বর্ণনা

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾﴾ الإنسان: ١٤

"তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।" [সূরা দাহার: ১৪]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾﴾ المرسلات: ٤١ - ٤٢

"নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রসবণসমূহে এবং তাদের বাঞ্ছিত ফল-ফুলের মধ্যে। " [সূরা মুরসালাত: ৪১-৪২]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾﴾ ص: ٥١

"সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়।" [সূরা ছোয়াদ: ৫১]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ﴿١٥﴾﴾ محمد: ١٥

"তাদের জন্যে রয়েছে সেখানে সবধরনের ফল-মূল।"
[সূরা মুহাম্মাদ: ১৫]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ﴿٣٢﴾﴾ النبأ: ٣١ - ٣٢

"পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য, উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী ।" [সূরা নাবা: ৩১-৩২]

৬. আল্লাহর বাণী:

﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾﴾ الرحمن: ٥٢

"উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে।" [সূরা রাহমান:৫২]

৭. আল্লাহর বাণী:

﴿ فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ ﴾ الرحمن: ٦٨

"তথায় আছে ফল-মূল, খেজুর ও ডালিম।" [সূরা রাহমান: ৬৮]

৮. আল্লাহার বাণী:

﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾ الدخان: ٥٥

"তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে।" [সূরা দুখান: ৫৫]

৯. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ ﴾ الواقعة: ٢٧ - ٣٣

"আর যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কতই না ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহিত পানিতে, প্রচুর ফল-মূলে যা শেষ হবার নয়।" [সূরা ওয়াকিয়া: ২৭-৩৩]

১০. আল্লাহর বাণী:

﴿ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ ﴾ الحاقة: ٢٢ - ٢٤

"সুউচ্চ জান্নাতে, তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগতদিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে।" [সূরা হাক্কাহ: ২২-২৪]

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قصة المعراج–وفيه–: أن النبي ﷺ قال:« وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ

آذَانُ الْفُيُول، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ». متفق عليه.

১১. মেরাজের ঘটনায় মালেক ইবনে সা'সা' [ﷺ] হতে বর্ণিত, তাতে বর্ণিত হয়েছে, নবী [ﷺ] বলেছেন: "আমাকে সিদরাতুলমুন্তাহা পর্যন্ত উঠানো হলো, তখন দেখলাম তার বরইগুলো হাজারের (মদীনার) মটকের সমান। আর পাতাগুলো হাতির কানের সমান। আর তার মূলে চারটি নহর রয়েছে: দু'টি গোপন নহর আর দু'টি প্রকাশ্য নহর। আমি জিবরাইল [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: গোপনীয় দু'টি জান্নাতে আর প্রকাশ্য দু'টি নীল ও ফোরাত।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا». متفق عليه.

১২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার দূরত্ব দ্রুতগামী অশ্বের উপর আরোহী একবছরেও অতিক্রম করতে পারবে না।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ ». أخرجه الترمذي.

১৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাতের প্রতি বৃক্ষের কাণ্ডগুলো হবে স্বর্ণের।"[৩]

◆ **জান্নাতের নদীসমূহের বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২০৭ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬২

[২] . বুখারী হাঃ নং ৬৫৫৩ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃনং ২৮২৮

[৩]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৫২৫, সহীহুল জামে' হাঃ নং ৫৬৪৭ দ্রষ্টব্য

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿١١﴾ ﴾ البروج: ١١

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য।"
[সূরা বুরূজ: ১১]

২. আল্লাহার বাণী:

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴿١٥﴾ ﴾ محمد: ١٥

"পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তাতে আছে দুর্গন্ধমুক্ত স্বচ্ছ পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা।" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍۭ ﴿٥٥﴾ ﴾
القمر: ٥٤ - ٥٥

"আল্লাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে। যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।" [সূরা কামার: ৫৪-৫৫]

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ». أخرجه البخاري.

৪. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমি জান্নাতে চলার সময় একটি নহর দেখলাম যার পাড় দু'টি গর্ভশুন্য মুক্তার গম্বুজ। জিবরীল [عليه السلام]কে বললাম এটা কি? তিনি বললেন: ইহা হচ্ছে 'হাউজে কাওছার' যা আপনাকে আপনার প্রতিপালক দান করেছেন। যার মাটি বা খোশবু সুগন্ধ কস্তুরির।" [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: « سَــيْحَانُ، وَجَيْحَانُ ،وَالْفُرَاتُ، وَالنِّيلُ، كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ». أخرجه مسلم.

৫. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "সাইহান, জাইহান, ফোরাত ও নীল সবগুলো জান্নাতের নহর।"[২]

◆ **জান্নাতের ঝরনাসমূহের বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ﴾ الحجر: ٤٥

"নিশ্চয় আল্লাহভীরুরা উদ্যানে ও ঝরনাসমূহে থাকবে।" [সূরা হিজর: ৪৫]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ ﴾ الإنسان: ٥ - ٦

"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফূর মিশ্রিত পানপাত্র। এটা একটা ঝরনা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে-তারা একে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।" [সূরা দাহার: ৫-৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৮১

[২]. মুসলিম হাঃনং ২৮৩৯

﴿ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسۡنِيمٍ ٢٧ عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا ٱلۡمُقَرَّبُونَ ٢٨ ﴾ المطففين: ٢٧ - ٢٨

"তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি। এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।" [সূরা তাতফীফ: ২৭-২৮]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ فِيهِمَا عَيۡنَانِ تَجۡرِيَانِ ٥٠ ﴾ الرحمن: ٥٠

"উভয় উদ্যানে আছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।" [সূরা রাহমান: ৫০]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿ فِيهِمَا عَيۡنَانِ نَضَّاخَتَانِ ٦٦ ﴾ الرحمن: ٦٦

"তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ।" [সূরা রাহমান: ৬৬]

৬. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيُسۡقَوۡنَ فِيهَا كَأۡسٗا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧ عَيۡنٗا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلۡسَبِيلٗا ١٨ ﴾
الإنسان: ١٧ - ١٨

"তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে, 'যানজাবীল' (আদা) মিশ্রিত পানপাত্র। এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরনা।"
[সূরা দাহার: ১৭-১৮]

◆ **জান্নাতী নারীদের বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ١٥ ﴾ آل عمران: ١٥

"যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশ্‌ত, যার তলদেশে প্রসবণ প্রবাহিত-তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।" [সূরা আল-ইমরান:১৫]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءٗ ٣٥ فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَتۡرَابٗا ٣٧ لِّأَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ ٣٨ ثُلَّةٞ مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٩ وَثُلَّةٞ مِّنَ ٱلۡأٓخِرِينَ ٤٠ ﴾ الواقعة: ٣٥ - ٤٠

"আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অত:পর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা, ডান দিকের লোকদের জন্যে। তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে।" [সূরা ওয়াকিয়া: ৩৫-৪০]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَعِندَهُمۡ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ عِينٞ ٤٨ كَأَنَّهُنَّ بَيۡضٞ مَّكۡنُونٞ ٤٩ ﴾ الصافات: ٤٨ - ٤٩

"তাদের কাছে থাকবে নত আয়তলোচনা তরুণীগণ; যেন তারা সুরক্ষিত ডিম।" [সূরা সাফফাত: ৪৮-৪৯]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَحُورٌ عِينٞ ٢٢ كَأَمۡثَٰلِ ٱللُّؤۡلُوِٕ ٱلۡمَكۡنُونِ ٢٣ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٢٤ ﴾ الواقعة: ٢٢ - ٢٤

"তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, তারা যাকিছু করত, তার পুরস্কার স্বরূপ।" [সূরা ওয়াকিয়া: ২২-২৪]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿ فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنسٞ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنّٞ ٥٦ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٧ كَأَنَّهُنَّ ٱلۡيَاقُوتُ وَٱلۡمَرۡجَانُ ٥٨ ﴾ الرحمن: ٥٦ - ٥٨

"তথায় থাকবে আনতনয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ।" [সূরা রাহমান: ৫৬-৫৮]

৬. আল্লাহর বাণী:

﴿ فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ ۝٧٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٧١ حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ۝٧٢ ﴾ الرحمن: ٧٠ - ٧٢

"সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ।" [সূরা রাহমান: ৭০-৭২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». متفق عليه.

৭. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আল্লাহর রাস্তায় সকাল বেলা বা বিকাল বেলা একবার পদচারনা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও উত্তম। আর তোমাদের কারো জান্নাতের এক ধনুক বা এক ছড়ি বরাবর জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও উত্তম। আর যদি একজন জান্নাতী রমণী জমিনবাসীর প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করত তাহলে আসমান জমিনের মধ্যে উজ্জ্বল করে দিত ও সুগন্ধিতে মুখরিত করে দিত। আর তার মাথার উড়নাটি দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও উত্তম।" [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺعَنْ رَّسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৯৬ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃনং ১৮৮০

فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، يُرَى مُـخُّ سُـوقِهِمَا مِـنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ ». متفق عليه.

৮. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি হবে পূর্ণিমা চাঁদের ন্যায়। তার পরেরটি হবে আকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায়। প্রতিটি মানুষের দু'টি করে স্ত্রী হবে যাদের পায়ের নলার অভ্যন্তরের মজ্জা দেখা যাবে গোশতের ভিতর থেকে।" [১]

◆ **জান্নাতের আতর ও সুগন্ধিসমূহ:**

ইহা ব্যক্তি বিশেষে ও তাদের মর্যাদা ও মঞ্জিল হিসাবে বিভিন্ন ধরনের হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَـى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ، لَا يَبُولُونَ ،وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ،وَلَا يَتْفِلُونَ ،وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ ،وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوَّةُ الْـأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيبِ ، وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা চাঁদের মত উজ্জ্বল আকৃতিতে প্রবেশ করবে। অত:পর প্রবেশ করবে আকাশের সবচেয়ে দিপ্তমান তারকার মত উজ্জ্বল হয়ে। সেখানে পেশাব-পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনিগুলো হবে স্বর্ণের, ঘর্ম হবে মিশকে আম্বরের মত, তাদের ধূপ হবে চন্দন কাঠের এবং স্ত্রীগণ হবে হূরুল 'ঈন (ডাগরচক্ষু বিশিষ্ট হুরগণ)। সকলের আকৃতি

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৪৬ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৩৪ শব্দগুল তারই।

তাদের বাবা আদম [ﷺ]-এর মত ষাট হাত লম্বা একই রকমের হবে।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ،وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ **عَامًا**». أخرجه البخاري.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি কোন সন্ধিকৃত অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। আর নিশ্চয়ই জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছরের রাস্তার দূর থেকে পাওয়া যাবে।"[২]

وفي لفظ: « وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ».

৩. অন্য এক শব্দে এসেছে:"আর নিশ্চয়ই জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।"[৩]

◆ জান্নাতী স্ত্রীগণের গান:

عَنْ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم:« إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الجَنَّةِ لَيُغَنِّيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطُّ، إِنَّ مِمَّا يُغَنِّيْنَ : نَحْنُ الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ، أَزْوَاجُ قَوْمٍ كِرَامٍ، يَنْظُرْنَ بِقُرَّةِ أَعْيَانٍ. وَإِنَّ مِمَّا يُغَنِّيْنَ بِهِ : نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ يَمُتْنَهْ ، نَحْنُ الآمِنَاتُ فَلاَ يَخْفَنَّهْ ، نَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلاَ **يَظْعَنَّهْ**». أخرجه الطبراني في الأوسط.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতী স্ত্রীগণ এমন মিষ্টি কণ্ঠে গান গাইবে যা কেউ কখনো শুনেনি। তাদের গানের মধ্য হতে: আমরা অতি সুন্দরী, সম্মানী জাতির স্ত্রী, চক্ষুশীতল দৃষ্টিতে চাহণী। জান্নাতে তাদের গানের মধ্যে আরো হলো: আমরা চিরস্থায়ী

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৩২৭ শব্দগুল তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৩৪
[২]. বুখারী হাঃ নং ৩১৬৬
[৩]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ ১৪০৩, ইবনে মাজাহ হাঃ ২৬৮৭

কখনো মরবো না, আমরা শান্তিনী ভয়ের কিছু নেই, আমরা বসবাসকারিণী ভ্রমণকারিণী নই।" [১]

◆ **জান্নাতীদের সহবাস:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ ٥٥ هُمۡ وَأَزۡوَٰجُهُمۡ فِي ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ٥٦﴾ يس: ٥٥ - ٥٦

"এদিন জান্নাতীরা মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে।"
[সূরা ইয়াসীন: ৫৫-৫৬]

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:« إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةُ مِائَةِ رُجُلٍ فِيْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالجِمَاعِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُوْدِ: فَإِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُوْنُ لَهُ الحَاجَةُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :« حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيْضُ مِنْ جِلْدِهِ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمِرَ». أخرجه الطبراني والدارمي.

২. যায়েদ ইবনে আরকাম [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"জান্নাতীদের একজনকে পানাহার, কামনা ও সহবাবাসের ব্যাপারে একশ জনের শক্তি দেওয়া হবে।" একজন ইহুদি লোক বলল: যে পানাহার করবে তারতো প্রাকৃতিক প্রয়োজন হবে, (তার উত্তরে) রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"তাদের হাজাত পূরণ হবে চামড়া হতে ঘর্ম দ্বারা আর তার পেট তখন সঙ্কুচিত হয়ে যাবে।"[২]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, তবরানী আওসাতে হাঃ নং ৪৯১৭ সহীহুল জামে' হাঃ নং ১৫৬১ দ্রঃ
[২]. হাদীসটি সহীহ, তবারানী মু'জামুল কাবীরে ৫/১৭৮ ইহা তারই শব্দ, দারমেী হাঃ নং ২৭২১ সহীহুল জামে' ১৬২৭ হাঃ দ্রঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله ﷺ: هَلْ نَصِلُ إلى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّـــةِ ؟ فَقَالَ:« إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِيْ الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ». أخرجه الطبراني في الأوسط وأبـو نعيم في صفة الجنة.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীগণের সাথে সহবাস করব? তিনি বললেন: একজন মানুষ একদিনে একশত জন কুমারীর সাথে সহবাস করবে।”[১]

◆ **জান্নাতে সন্তান লাভ:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ: « الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَـــاعَةٍ كَمَـــا يَشْتَهِي ». أخرجه أحمد والترمذي.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “কোন মু’মিন যখন জান্নাতে সন্তান চাইবে তখন তার গর্ভধারণ, প্রসব ও বয়স এক মুহূর্তের মধ্যে সব হয়ে যাবে, যেমন সে চাইবে।”[২]

◆ **জান্নাতীদের শান্তির স্থায়িত্ব:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿٣٥﴾ ﴾ الرعد: ٣٥

“পরহেযগারদের জন্যে প্রতিশ্রুতি জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা

[১]. হাদীসটি সহীহ, তবারানী আওসাতে হাঃ নং ৫২৬৩, আবূ নাঈম সিফাতুল জান্নাতে হাঃ নং ৩৭৩ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৩৬৭ দ্রঃ

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১১০৭৯, তিরমিযী হাঃ নং ২৫৬৩

তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফেরদের প্রতিফল অগ্নি।" [সূরা রা'দ: ৩৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا ،وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ .

أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাতীদেরকে ডেকে একজন আহ্বানকারী বলবে: তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে কখনোই আর অসুস্থ হবে না। চিরজীবন থাকবে কখনো মরবে না। চিরকুমার থাকবে আর কখনো বুড়া হবে না। আর চিরসুখী থাকবে কখনো অসুখী হবে না। ইহাই হলো আল্লাহর বাণী: "আহ্বান করে বলা হবে আর ইহাই তোমাদের জান্নাত যা তোমাদের কৃতকর্মের বদলায় উত্তরাধিকারী হয়েছ।"[১]

عَنْ جَابِرٍﷺ قَالَ: قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ:« لاَ، النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتُ». أخرجه البزار.

৩. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতীরা কি ঘুমাবে? তিনি বললেন: "না, ঘুম মৃত্যুর ভাই।"[২]

◆ **জান্নাতের স্তরসমূহ:**

১. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. মুসলিম হাঃনং ২৮৩৭

[২]. হাদীসটি সহীহ, বায্যার হাঃনং ৩৫১৭, কাশফুল আসতার, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১০৮৭ দ্রঃ

﴿ ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ وَلَلۡأٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰتٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلٗا ٢١ ﴾ الإسراء: ٢١

“দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যদায় শ্রেষ্ঠ এবং ফজিলতে শ্রেষ্ঠতম।” [সূরা ইসরাঈল: ২১]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَن يَأۡتِهِۦ مُؤۡمِنٗا قَدۡ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلۡعُلَىٰ ٧٥ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ٧٦ ﴾ طه: ٧٥ - ٧٦

“আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। জান্নাতে আদন (বসবাসের) এমন পুস্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।” [সূরা ত্বোয়া-হা: ৭৫-৭৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ١٠ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡمُقَرَّبُونَ ١١ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ١٢ ثُلَّةٞ مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٣ وَقَلِيلٞ مِّنَ ٱلۡأٓخِرِينَ ١٤ ﴾ الواقعة: ١٠ - ١٤

“অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল, অবদানের উদ্যানসমূহে, তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে।” [সূরা ওয়াকিয়া: ১০-১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ ،كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ:« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَــأَلْتُمُ اللَّــهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الــرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ». أخرجه البخاري.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনলো, সালাত কায়েম করলো ও রমজানের সিয়াম পালন করলো আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন চাহে সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক বা তার জন্মস্থভূমিতে বসে থাকুক। তাঁরা [ﷺ] বললেন: হে আল্লাহর রসূল! মানুষদের কি এর সুসংবাদ দিবো না ? তিনি [ﷺ] বললেন:"জান্নাতে ১০০টি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাহে জেহাদকারীদের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন। প্রতি দু'টি স্তরের মাঝের দূরত্ব আসমান জমিনের দূরত্বের সমান। অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাত চাইবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে, উহা জান্নাতের মধ্যস্থান এবং সর্বোচ্চ। আমি তার উপরে রাহমানের আরশ দেখছি। সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হবে।" [১]

◆ **মু'মিনদের সন্তানগণকে তাদের মর্যাদা দান করা হবে যদিও তারা আমলে নিম্নস্তরের:**

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍۚ كُلُّ ٱمْرِيٍٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ ﴾ الطور: ٢١

"যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের

১. বুখারী হাঃ নং ২৭৯০

আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী।” [সূরা তূর: ২১]

◆ জান্নাতের ছায়ার বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾ ﴾ النساء: ٥٧

“আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করাব ঘন ছায়ানীড়ে।” [সূরা নিসা: ৫৭]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ ﴾ الواقعة: ٢٧ - ٣٠

“যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কতই না ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায়।” [সূরা ওয়াকিয়া:২৭-৩০]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾ ﴾ الإنسان: ١٣ - ١٤

“তারা সেখানে পালঙ্কে-সোফায় হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না।” [সূরা দাহার: ১৩-১৪]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٥﴾ الرعد: ٣٥

"পরহেযগারদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও।" [সূরা রা'দ: ৩৫]

◆ **জান্নাতের উচ্চতা ও প্রশস্ততা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ٨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ٩ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١٠ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةً ١١﴾ الغاشية: ٨ - ١١

"অনেক মুখমণ্ডল হবে সজীব, তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা।" [সূরা গাশিয়া: ৮-১১]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣﴾ آل عمران: ١٣٣

"তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন বরাবর। যা তৈরী করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।" [সূরা আল-ইমরান: ১৩৩]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢١﴾ الحديد: ٢١

"তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে

আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্যে। এটা আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী।" [সূরা হাদীদ: ২১]

◆ জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন যে:"যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আজান শুনবে তখন তার মত হুবহু বলবে। অত:পর আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে; কারণ যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। এরপর আমার জন্য অসিলা চাইবে; কারণ উহা জান্নাতের এমন একটি মর্যাদা যা আল্লাহর বান্দাদের এক জনের জন্যই উপযোগী। আমি আশাবাদি ঐ ব্যক্তি আমিই হব। অতএব, যে ব্যক্তি আমার জন্য অসিলা চাইবে তার জন্য আমার সুপারিশ বৈধ হয়ে যাবে।"[১]

◆ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্থানের জান্নাতীগণ:

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ أن رسول الله قال:« سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ؟

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৩৮৪

فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ ، فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ، رَضِيتُ رَبِّ ، فَيَقُولُ : هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ .

قَالَ: رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:﴿ **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ** ﴾ .أخرجه مسلم. وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ : « فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا». متفق عليه.

মুগীরা ইবনে শু'বা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "মূসা [ﷺ] তাঁর রবকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোনিম্ন মর্যাদার জান্নাতী ব্যক্তি কে হবেন? আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: সে হলো এমন একজন ব্যক্তি যাকে সকল জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর নিয়ে আসা হবে এবং তাকে বলা হবে: জান্নাতে প্রবেশ কর, তখন সে বলবে: হে রব ইহা কি ভাবে সম্ভব! সকল মানুষ তো তাদের স্বস্বস্থানে অবতরণ করেছে এবং যার যা তা গ্রহণ করেছে?

তখন তাকে বলা হবে: দুনিয়ার কোন বাদশাহর বাদশাহী পরিমাণ তোমার রাজত্ব হলে খুশি হবে? তখন সে বলবে: সন্তুষ্ট হবো হে রব! তখন আল্লাহ বলবেন: তোমার জন্য উহা ও অনুরূপ আরো চারগুণ। তখন সে পঞ্চমবারে বলবে: সন্তুষ্ট হয়েছি হে রব! আল্লাহ বলবেন: ইহা তোমার জন্যে এবং অনুরূপ আরো দশগুণ বেশী ও তোমার মনে যা চায় ও যা দ্বারা চোখ জুড়ায়। সে বলবে: সন্তুষ্ট হয়েছি হে রব!

মূসা(ﷺ) বলেন: হে রব! তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী কে? আল্লাহ বলেন: ওদেরকেই তো চেয়েছি, তাদের সম্মানকে আমার হাত দ্বারা রোপন করেছি এবং তার উপর মোহরঙ্কন মেরেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি আর কোন কর্ণ শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরেও জাগে

নি। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: "কোন মানুষ জানে না যা তাদের জন্য গোপন করে রাখা হয়েছে চক্ষুশীতলকারী জিনিসের মধ্য হতে।"[১]

বুখারী ও মুসলিমের অন্য শব্দে সর্বোনিম্ন জান্নাতী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে: "তোমার জন্যে দুনিয়া পরিমাণ ও ওর সমান দশগুণ আরো বেশী।"[২]

◆ জান্নাতীদের সর্বোত্তম নিয়ামত: (আল্লাহ্কে দর্শন)

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ القيامة: ٢٢ - ٢٣

"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [সূরা ক্বিয়ামা: ২২-২৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ،قَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, কিছু মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করল। আমরা কি আমাদের পালনকর্তাকে দেখতে পাব? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল: না, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: তোমাদের কি মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল: না, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন: তোমরা অনুরূপ আল্লাহকে দেখবে।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৭১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৬

[৩].বুখারী হাঃ নং ৮০৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২ শব্দগুলো তারই

عَنْ صُهَيْبٍ ﷺعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُــونَ: أَلَــمْ تُبَــيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ ؟قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ ،فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ». أخرجه مسلم.

৩. সুহাইব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: তোমাদের জন্যে এর চেয়ে আর কিছু বাড়িয়ে দেব? জান্নাতীরা বলবে: আপনি কি আমাদের চেহারাগুলো উজ্জ্বল করে দেননি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং আগুন থেকে পরিত্রান দেননি? নবী [ﷺ] বলেন: আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পর্দা খুলে দিবেন। অতএব, তাদেরকে ইতিপূর্বে এমন কিছু দেওয়া হয় নাই যা তাদের প্রতিপালকের প্রতি দৃষ্টিপাতের চেয়েও অধিক প্রিয়।"[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮১

জান্নাতের নিয়ামতসমূহের বর্ণনা

নিম্নে জান্নাতের কিছু চিত্র ও তার মধ্যের স্থায়ী নিয়ামতসমূহের বর্ণনা। আল্লাহ আমাদের, আপনাদের ও সকল মুসলমানদের জান্নাতের অধিবাসী করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতি দানশীল ও মহৎ।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ مُسۡلِمِينَ ٦٩ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ أَنتُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ تُحۡبَرُونَ ٧٠ يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖۖ وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٧١ وَتِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثۡتُمُوهَا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٧٢ لَكُمۡ فِيهَا فَٰكِهَةٞ كَثِيرَةٞ مِّنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٧٣ ﴾ الزخرف: ٦٩ - ٧٣

"তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ স্বানন্দে। তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল। তথায় রয়েছে তোমাদের জন্যে প্রচুর ফল-মূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।" [সূরা যুখরুফ: ৬৯-৭৩]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٖ ٥١ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ ٥٢ يَلۡبَسُونَ مِن سُندُسٖ وَإِسۡتَبۡرَقٖ مُّتَقَٰبِلِينَ ٥٣ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجۡنَٰهُم بِحُورٍ عِينٖ ٥٤ يَدۡعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ٥٥ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلۡمَوۡتَ إِلَّا ٱلۡمَوۡتَةَ ٱلۡأُولَىٰۖ وَوَقَىٰهُمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ٥٦ ﴾ الدخان: ٥١ - ٥٦

"নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে- উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে এবং অমি তাদেরকে আয়তলোচনা

স্ত্রী দেব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার রব তাদরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবেন।"
[সূরা দুখান: ৫১-৫৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٢ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ١٥ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٦ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ١٨ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ١٩ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٢٠ عَٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٢١ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢ ﴾
الإنسان: ١٢ - ٢٢

"এবং তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা সেখানে সোফায় হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে-পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'জানজাবীল' (আদা) মিশ্রিত পানপাত্র। এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরনা। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদের আবরণ হবে পাতলা সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কণ এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন 'শারাবান-ত্বহুরা' এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে।"

[সূরা দাহার: ১২-২২]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ١٠ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡمُقَرَّبُونَ ١١ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ١٢ ثُلَّةٞ مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٣ وَقَلِيلٞ مِّنَ ٱلۡأٓخِرِينَ ١٤ عَلَىٰ سُرُرٖ مَّوۡضُونَةٖ ١٥ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيۡهَا مُتَقَٰبِلِينَ ١٦ يَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَٰنٞ مُّخَلَّدُونَ ١٧ بِأَكۡوَابٖ وَأَبَارِيقَ وَكَأۡسٖ مِّن مَّعِينٖ ١٨ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنۡهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١٩ وَفَٰكِهَةٖ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠ وَلَحۡمِ طَيۡرٖ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ ٢١ وَحُورٌ عِينٞ ٢٢ كَأَمۡثَٰلِ ٱللُّؤۡلُوِٕ ٱلۡمَكۡنُونِ ٢٣ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٢٤ لَا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وَلَا تَأۡثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلٗا سَلَٰمٗا سَلَٰمٗا ٢٦ ﴾

الواقعة: ١٠ - ٢٦

“অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল, অবদানের উদ্যানসমূহে। তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে। স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে। তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মখোমুখি হয়ে। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি শূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, যা পান করলে তাদের শির:পীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে। এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। তথায় থাকবে আয়তনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মতির ন্যায়, তারা যা কিছু করত, তার পুরস্কার স্বরূপ। তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না। কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম।”

[সূরা ওয়াকিয়া: ১০-২৬]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ مَآ أَصۡحَٰبُ ٱلۡيَمِينِ ٢٧ فِي سِدۡرٖ مَّخۡضُودٖ ٢٨ وَطَلۡحٖ مَّنضُودٖ ٢٩ وَظِلّٖ مَّمۡدُودٖ ٣٠ وَمَآءٖ مَّسۡكُوبٖ ٣١ وَفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ ٣٢ لَّا مَقۡطُوعَةٖ وَلَا مَمۡنُوعَةٖ ٣٣ وَفُرُشٖ مَّرۡفُوعَةٍ ٣٤ إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءٗ ٣٥ فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَتۡرَابٗا ٣٧ لِّأَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ ٣٨ ثُلَّةٞ مِّنَ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٩ وَثُلَّةٞ مِّنَ ٱلۡأٓخِرِينَ ٤٠ ﴾ الواقعة: ٢٧ - ٤٠

“যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায়, এবং প্রবাহিত পানিতে, ও প্রচুর ফল-মূলে, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ নয়, আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অত:পর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা ডান দিকের লোকদের জন্যে।” [সূরা ওয়াকিয়া:২৭-৪০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« قَالَ اللَّهُ عَــزَّ وَجَــلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ،وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ،وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ . متفق عليه.

৬. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: “আমার নেক বান্দাদের জন্যে আমি এমন(জান্নাত) বানিয়ে রেখেছি যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরেও জাগেনি। এর প্রমাণ আল্লাহর কিতাবে:“কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।”[১]

◆ **জান্নাতীদের জিক্র-আজকার ও কথাবার্তা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿٧٤﴾ ﴾ الزمر: ٧٤

“তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন।

[১]. বুখারী হাঃনং৩২৪৪ ও মুসলিম হাঃনং ২৮২৪ শব্দগুলো তারই

আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার।" [সূরা যুমার:৭৪]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ يونس: ١٠

"সেখানে তাদের প্রার্থনা হল, 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ্'। আর শুভেচ্ছা হল সালাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য' বলে। [সূরা ইউনুস: ১০]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَٰمًا سَلَٰمًا ﴿٢٦﴾ ﴾ الواقعة: ٢٥ - ٢٦

"তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না। কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম।" [সূরা ওয়াকিয়া:২৫-২৬]

◆ **জান্নাতীদের প্রতি প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَٰمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ ﴾ الأحزاب: ٤٤

"যেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে; সেদিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তিনি তাদের জন্যে সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।" [সূরা আহযাব: ৪৪]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾ ﴾ يس: ٥٨

"করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'।" [সূরা ইয়াসীন: ৫৮]

◆ **সন্তুষ্টির সাক্ষাৎ:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ! فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতীদের বলবেন: "হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে: উপস্থিত হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার কল্যাণ চাই এবং কল্যাণ একমাত্র অপনার হাতেই। আল্লাহ তা'য়ালা আবার বলবেন: তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে: কেনইবা সন্তুষ্ট হবো না, হে আমাদের রব! যেখানে আপনি আমাদের এমন সবজিনিস প্রদান করেছেন যা আপনার অন্য বান্দাদের দান করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা আবার বলবেন: এর চেয়েও কি উত্তম জিনিস তোমাদেরকে দিব না? তারা বলবে: হে আমাদের রব! এর চেয়েও আর কি উত্তম জিনিস আছে? আল্লাহ বলবেন: তোমাদের জন্য আমার সন্তুষ্টি অবধারিত হয়েছে আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।" [১]

◆ হে আল্লাহ! আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন ও সকল মসুলিমদের প্রতি রাজি হও এবং তোমার দয়া দ্বারা আমাদেরকে জান্নাতে নাঈমে প্রবেশ করাও।

◆ **জান্নাতীদের লাইনসমূহ:**

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ

---

১. বুখারী হাঃনং ৬৫৪৯ ও মসুলিম হাঃনং ২৮২৯ শব্দগুলো তারই

وَمِائَةُ صَفٍّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ ».

أخرجه الترمذي وابن ماجه.

বুরাইদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জান্নাতীগণ ১২০ সারি হবে। তার মধ্য থেকে এ উম্মতের ৮০ সারি। আর ৪০ সারি বাকি সকল উম্মতের থেকে।"[১]

◆ **উম্মতে মুহাম্মাদীর জান্নাতীর সংখ্যা:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ:« أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী [ﷺ]-এর সঙ্গে একটি তাঁবুর ভিতরে ছিলাম এমন সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "তোমরা জান্নাতের এক চতুর্থাংশ হলে খুশী হবে? আমরা বললাম: হাঁ। তিনি [ﷺ] আবার বললেন: জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ হলে তোমরা খুশী হবে? আমরা বললাম: হাঁ। তিনি [ﷺ] আবার বললেন: জান্নাতের অর্ধেক হলে খুশী হবে? আমরা বললাম: হাঁ। তিনি [ﷺ] বললেন: আমি আশাবাদি যে, তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে। আরো স্মরণ রাখ যে, মুসলিম ছাড়া জান্নাতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা মুশরিকদের মুকাবেলায় একটি কালো গরুর গায়ে একটি সাদা চুলের ন্যায় মাত্র। অথবা একটি লাল গরুর গায়ে একটি কালো চুলের সমান মাত্র।" [২]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৫৪৯ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ ৪২৮৯

[২].বুখারী হাঃ নং ৬৫২৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২২১

◆ **জান্নাতী কারা হবে:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ البقرة: ٨٢

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।" [সূরা বাকারা: ৮২]

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« ...وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ....». أخرجه مسلم.

২. 'ইয়ায ইবনে হেমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতী: ইনসাফকারী, দানবীর ও সফল বাদশাহ। নরম অন্তরের মানুষ যে প্রতিটি আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিমের প্রতি দয়াশীল। সৎচরিত্রবান এবং সংযমশীল অধিক সন্তানের পিতা।" [১]

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ...». متفق عليه.

৩. হারেছা ইবনে ওয়াহ্ব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে শুনেছেন, তিনি [ﷺ] বলেন: "তোমাদেরকে জান্নাতীদের খবর দিব না? তাঁরা [ﷺ] (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন হাঁ। নবী [ﷺ] বললেন: "প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি যাকে মানুষ হেয় মনে করে। কিন্তু যদি সে আল্লাহ উপর কসম করে তাহলে আল্লাহ তার কসমকে পূরণ করেন-----।" [২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৬৫

[২]. বুখারী হাঃ ৪৯১৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৫৩ শব্দগুলো তারই

◆ সর্বাধিক জান্নাতী কারা হবে:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ».

متفق عليه

ইমরান ইবনে হুসাইন [ﷺ] হতে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাতে উঁকি মেরে দেখলাম সর্বাধিক জান্নাতী হচ্ছে গরিব-মিসকিনরা। আর জাহান্নামে দেখলাম সবচেয়ে বেশী জাহান্নামী মহিলারা।"[১]

◆ সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْ النَّارِ، رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْوًا فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ : ادْخُلْ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ: رَبِّ الْجَنَّةُ مَلْأَى، فَيَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلْأَى، فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ ».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী ও জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলো: যে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে তখন তার রব তাকে বলবেন: যাও জান্নাতে প্রবেশ কর; সে বলবে: হে রব! জান্নাত ভরে গেছে। এভাবে আল্লাহ্ তাকে তিনবার বলবেন। প্রতিবারই সে বলবে: জান্নাত ভরে গেছে। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলবেন: তোমার জন্যে দুনিয়ার সমান দশগুণ রয়েছে।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৪১ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৩৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৫১১ শব্দগুলো তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৬

জাহান্নামের বর্ণনা

◆ **জাহান্নাম:** জাহান্নাম হলো আজাব তথা শাস্তির নিবাস। ইহা আল্লাহ তা'য়ালা কাফের ও পাপিষ্ঠদের জন্য আখেরাতের প্রতিদান হিসাবে তৈরী করে রেখেছেন।

◆ এখানে ধ্বংসকারী জাহান্নাম ও তার বিভিন্ন ধরণের আজাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো; যাতে করে জাহান্নাম থেকে ভয় ও দূরে থাকার কারণ হতে পারে। নি:সন্দেহে সফলকাম একমাত্র জান্নাত হাসিলে ও জাহান্নাম থেকে নাজাতে। আর ইহা সম্ভব ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা এবং শিরক ও পাপ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। হে আল্লাহ ! আমাদের জান্নাত লাভে বিজয়ী করিও আর জাহান্নাম থেকে নাজাত দিও। জাহান্নাম বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নিম্নে বর্ণনা দেয়া হলো।

◆ **জাহান্নামের প্রসিদ্ধ নামসমূহ:**

১. "নার" অর্থাৎ আগুন:

আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾﴾ النساء: ١٤

"যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। " [সূরা নিসা: ১৪]

২. "জাহান্নাম" অর্থাৎ দোজখ।

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾﴾ النساء: ١٤٠

"আল্লাহ জাহান্নামে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।" [সূরা নিসা: ১৪০]

৩. "জাহীম" অর্থাৎ প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুন:

আল্লাহর বাণী:

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ۝١٠﴾ المائدة: ١٠

"যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলী মিথ্যা বলে, তারা জাহীমবাসী।" [সূরা মায়েদা: ১০]

৪. "সা'ঈর" অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত শিখা:

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ۝٦٤﴾ الأحزاب: ٦٤

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে সা'ঈর তথা প্রজ্জ্বলিত শিখা তৈরী করে রেখেছেন।"
[সূরা আহযাব: ৬৪]

৫. "সাকার" অর্থাৎ ঝলসানো আগুন:

আল্লাহর বাণী:

﴿يَوۡمَ يُسۡحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۝٤٨﴾ القمر: ٤٨

"যেদিন তাদের মুখ হেঁচড়ে টেনে নেয়া হবে সাকারে (ঝলসানীয় আগুনে), বলা হবে: অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।" [সূরা কামার: ৪৮]

৬. "হুত্বামাহ্" অর্থাৎ পিষ্টকারী:

আল্লাহর বাণী:

﴿كَلَّاۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ۝٦﴾ الهمزة: ٤ - ٦

"কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।"
[সূরা হুমাযাহ:৪-৬]

৭. “লাযা” অর্থাৎ লেলিহান অগ্নি:

আল্লাহর বাণী:

﴿ كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ ١٥ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ١٦ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١٧ ﴾ المعارج: ١٥ - ١٧

“কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে। সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল।” [সূরা মা‘আরিজ: ১৫-১৭]

৮. “দারুল বাওয়া-র” অর্থাৎ ধ্বংসের ঘর:

আল্লাহর বাণী:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٢٨ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَاۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٢٩ ﴾ إبراهيم: ٢٨ - ٢٩

“তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরিতে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে-দোযখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না মন্দ আবাস।”
[সূরা ইবরাহীম: ২৮-২৯]

◆ জাহান্নামের স্থান:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ٧ ﴾ المطففين: ٧

“এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে।” [সূরা তাতফীফ: ৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:«... وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ وَذُهِبَ بِهَا إِلَى بَابِ الأَرْضِ، يَقُوْلُ خَزَنَةُ الأَرْضِ: مَا وَجَدْنَا رِيْحًا أَنْتَنَ مِنْ هَذِهِ، فَتَبْلُغُ بِهَا إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى». أخرجه الحاكم وابن حبان.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: ------- "আর কাফেরের যখন জান কবজ করা হবে এবং তা নিয়ে যমিনের দরজা পর্যন্ত যখন পৌঁছানো হবে তখন জমিনের পাহারাদার বলবেন: এর চাইতে পচা দুর্গন্ধ আর কখনো আমরা পাইনি। অত:পর উহা নিম্নতর জমিনে পৌঁছে দেয়া হবে।"[১]

◆ জাহান্নামীদের চিরস্থায়ীত্ব:

কাফের, মুশরেক ও আকিদায় কপট মুনাফেকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আর তাওহীদপন্থী পাপীরা আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। তিনি চাইলে তাদেরকে মাফ করে দিবেন অথবা তাদের পাপতুল্য শাস্তি দেয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾ ﴾ التوبة: ٦٨

"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুনাফেক নারী-পুরুষ এবং কাফেরদের জন্যে দোযখের আগুনের; তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব।" [সূরা তাওবা: ৬৮]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ﴿٤٨﴾ ﴾ النساء: ٤٨

"নি:সন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে আল্লাহর সাথে শরিক করে। তিনি ক্ষমা করবেন এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।" [সূরা নিসা: ৪৮]

◆ জাহান্নামীদের চেহারার বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ নং ১৩০৪ ইবনে হিব্বান হাঃ নং ৩০১৩, আরনাঊত বলেনঃ এর সনদ সহীহ

﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾ الزمر: ٦٠

"যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থান জাহান্নামে নয় কি?" [সূরা যুমার: ৬০]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾ ﴾ عبس: ٤٠ - ٤٢

"আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।" [সূরা 'আবাসা: ৪০-৪২]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ ﴾ القيامة: ٢٤ - ٢٥

"আর সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উদাস হয়ে পড়বে। তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা কঠিন আচরণ করা হবে।" [সূরা কিয়ামাহ: ২৪-২৫]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ ﴾ الغاشية: ٢ - ٤

"অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে।" [সূরা গাশিয়া: ২-৪]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾ المؤمنون: ١٠٤

"আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।" [সূরা মুমিনূন : ১০৪]

◆ জাহান্নামের দরজাসমূহের সংখ্যা:

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ ﴾ الحجر: ٤٣ - ٤٤

"তাদের সবার জন্যে নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে এক-একটি পৃথক দল আছে।"
[সূরা হিজর: ৪৩-৪৪]

◆ জাহান্নামের দরজাসমূহ তার অধিবাসীর উপর বন্ধ থাকবে:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾ ﴾ الهمزة: ٨ - ٩

"এতে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে, লম্বা লম্বা খুঁটিতে।"
[সূরা হুমাযাহ: ৮-৯]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾ ﴾ البلد: ٢٠

"তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।" [সূরা বালাদ: ২০]

◆ জাহান্নামকে কিয়ামতের ময়দানে হাজির করা হবে:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ ﴾ الشعراء: ٩١

"আর বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।"
[সূরা শু'য়ারা: ৯১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ ﴾ الفجر: ٢١ - ٢٣

“এটা নীশ্চিত! যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারীবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে ?” [সূরা ফাজর: ২১-২৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَــا». أخرجه مسلم

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “রোজ কিয়ামতে জাহান্নামকে ৭০ হাজার লাগাম পরিয়ে আনা হবে। প্রতিটি লাগাম ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা ধরে তাকে টানতে থাকবে।”[১]

◆ জাহান্নামে নিক্ষেপণ ও কে প্রথম পুলসিরাত অতিক্রম করবে:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ ﴾ مريم: ٧١ - ٧٢

“তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার রবের অনীবার্য ফয়সালা। অত:পর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।” [সূরা মারয়াম:৭১-৭২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَــوْمَ الْقِيَامَـــةِ؟ ...–وفيه– «وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِــي أَوَّلَ مَــنْ يُجِيزُ..». متفق عليه.

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৪২

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, কিছু মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করল: ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? ---- এ হাদীসে রয়েছে-------"জাহান্নামের উপর পুলসিরাত রাখা হবে। আর আমি এবং আমার উম্মতকে সর্বপ্রথম তা পার হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।" [১]

◆ **জাহান্নামের গভীরতা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تَدْرُونَ مَا هَذَا ؟! قَالَ: قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:« هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا،فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা একদিন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে বসে ছিলাম হঠাৎ করে আমরা একটি বিকট শব্দ শুনতে পেলাম তখন তিনি [ﷺ] বললেন:"তোমরা জান এটা কিসের শব্দ?" আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রসূলুল্লাহ [ﷺ] ভাল জানেন। তিনি [ﷺ] বললেন:" ইহা একটি পাথরের শব্দ যা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যা আজ তার তলদেশে পৌঁছল।"[২]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ». أخرجه مسلم.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮০৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৪

২. সামুরা ইবনে জুন্দুব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন:"আগুন জাহান্নামীদের কাউকে তার গোড়ালী পর্যন্ত, কাউকে কোমর পর্যন্ত ও কাউকে ঘাড় পর্যন্ত গ্রাস করবে।"[১]

◆ জাহান্নামীদের শারীরিক গঠন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কাফেরের মাঢ়ীর দন্ত বা কর্তনদন্ত উহুদ পাহাড় সমান হবে। আর চামড়ার পুরুত্ব হবে তিন দিনের রাস্তার পথ।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "জাহান্নামে কাফেরের দু'কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে দ্রূতগামী বাহনে চলন্ত পথিকের তিন দিনের পথের সমান।"[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا ، وَعَضُدُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرِقَانَ ، وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ مِثْلُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ».

أخرجه أحمد والحاكم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কাফেরের মাঢ়ীর দন্ত উহুদ পাহাড় সমান হবে। আর চামড়ার পুরুত্ব হবে সত্তর হাত। বাহু হবে "বাইযা" পাহাড়ের মত। উরু হবে

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৫
[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৫
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৫১ ও মুসলিম হাঃ নং ৫২ শব্দ তারই

ওয়ার্‌কান পাহাড়ের ন্যায়। আর তার আসন হবে আমার (মদীনা) ও 'রাবজা' পাহাড়ের মধ্যের দূরত্বের সমান।" [১]

◆ **জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ﴿٩٨﴾﴾ الإسراء: ٩٧ - ٩٨

"আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের অবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরোও বৃদ্ধি করে দিব। এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করছে।"
[সূরা বনি ইসরাঈল:৯৭-৯৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ ، قَالُوا :وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا ».

متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:]:"তোমাদের এ আগুন যা দ্বারা আদম সন্তান জ্বালানি কাজ করে তা জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের একভাগ।" তাঁরা [ﷺ] (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: ইয়া রসূলাল্লাহ! এই তো যথেষ্ট। উত্তরে তিনি [ﷺ] বললেন: "এর উপরে আরো ঊন সত্তর গুণ আগুন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যার প্রতিটি ভাগ দুনিয়ার আগুনের সমান উত্তাপ।" [২]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৮৩২৭ হাকেম হাঃ নং ৮৭৫৯ শব্দ তারই, সিলসিলা হাঃ নং ১১০৫ দ্রঃ

[২]. বুখারী হাঃ নং ৩২৬৫ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৩ শব্দ তারই

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ :رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলে: হে আমার রব ! আমার একাংশ অপরাংশকে ভক্ষণ করে নিচ্ছে। তখন আল্লাহ তাকে দু'টি নি:শ্বাসের অনুমতি দান করেন। একটি শীতকালে আর অপরটি গ্রীষ্মকালে। যার কারণে তোমরা প্রচণ্ড গরম ও ঠাণ্ডা অনুভব করে থাক।" [১]

◆ **জাহান্নামের জ্বালানী-ইন্ধন:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ ﴾ التحريم: ٦

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশ্তাগণ। তারা আল্লাহ তা'য়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।" [সূরা তাহরীম: ৬]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُۖ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ٢٤ ﴾ البقرة: ٢٤

"তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। জাহান্নাম কাফেরদের জন্যে তৈরী করা হয়েছে।" [বাকারা:২৪]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৬০ ও মুসলিম হাঃ নং ৬১৭ শব্দ তারই

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٨﴾ ﴾ الأنبياء: ٩٨

“নিশ্চয় তোমরা ও আল্লাহ ছাড়া তোমরা যার এবাদত করতে জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আর তোমরা তাতে নিপতিত হবে।”
[সূরা আম্বিয়া: ৯৮]

◆ **জাহান্নামের দারাকাত (স্তরসমূহ):**

জাহান্নামের একটির নীচে অপরটি দারকাত (স্তরসমূহ) হবে। মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন দারাকে (স্তরে) থাকবে; কারণ, তাদের কুফরি বড় জঘন্য ও এর দ্বারা তারা মু'মিনদেরকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ ﴾ النساء: ١٤٥

“নিশ্চয়ই মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন দারকে (স্তরে) থাকবে এবং আপনি তাদের জন্য কখনো কোন সাহায্যকারী পাবেন না।”
[সূরা নিসা: ১৪৫]

◆ **জাহান্নামের ছায়ার বর্ণনা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ ﴾ الواقعة: ٤١ - ٤٢

“বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা। তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে এবং ধূম্রকূঞ্জের ছায়ায়।” [সূরা ওয়াকিয়া: ৪১-৪৪]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ يَٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ﴿١٦﴾ ﴾ الزمر: ١٦

“তাদের জন্যে উপর দিক থেকে এবং নীচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর।” [সূরা যুমার: ১৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلّٖ ذِي ثَلَٰثِ شُعَبٖ ٣٠ لَّا ظَلِيلٖ وَلَا يُغۡنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١ ﴾ المرسلات: ٣٠ - ٣١

“চল তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না।” [সূরা মুরসালাত: ৩১-৩২]

◆ জাহান্নামের প্রহরীগণ:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ ٢٦ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سَقَرُ ٢٧ لَا تُبۡقِي وَلَا تَذَرُ ٢٨ لَوَّاحَةٞ لِّلۡبَشَرِ ٢٩ عَلَيۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ ٣٠ وَمَا جَعَلۡنَآ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةٗۙ وَمَا جَعَلۡنَا عِدَّتَهُمۡ إِلَّا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٣١ ﴾ المدثر: ٢٦ - ٣١

“আমি তাকে প্রবেশ করাব অগ্নিতে। আপনি কি জানেন অগ্নি কি? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। মানুষকে দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত থাকবে উনিশ জন ফেরেশতা। আমি জাহান্নামের তত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি।” [সূরা মুদ্দাসসির: ২৬-৩১]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَنَادَوۡاْ يَٰمَٰلِكُ لِيَقۡضِ عَلَيۡنَا رَبُّكَۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ٧٧ ﴾ الزخرف: ٧٧

“তারা ডেকে বলবে, হে মালিক, পালনকর্তা আমাদের কিস্সাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয়ই তোমরা চিরকাল থাকবে।” [যুখরাফ:৭৭]

◆ **জাহান্নামের প্রতিনিধিদল:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾ الحج: ٢ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ :وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ ؟ قَالَ: أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: হে আদম! তিনি [ﷺ] বলবেন: উপস্থিত-হাজির! সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতেই। আল্লাহ বলবেন: জাহান্নামের প্রতিনিধিদের বের কর। আদম [ﷺ] বলবেন: প্রতিনিধি কারা? আল্লাহ বলবেন: প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। সে সময় ছোটরা বুড়া হয়ে যাবে। (আল্লাহর বাণী:) "আর প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুত: আল্লাহর আজাব সুকঠিন।"
[সূরা হাজ্ব:২]
তাঁরা বললেন: ঐ একজনে আমরা কোথায় থাকব? তিনি [ﷺ] বললেন: "তোমরা আনন্দিত হও; কারণ তোমাদের থেকে একজন আর ইয়াজূজ-মাজূজ থেকে হবে এক হাজার।" [১]

◆ **জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশের পদ্ধতি:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِ رَبِّكُمۡ وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৩৪৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২২২

هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ ﴾ الزمر: ٧١ - ٧٢

"কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গাম্বর আসেননি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।" [সূরা যুমার: ৭১-৭২]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ ﴾ الفرقان: ١١ - ١٤

"আর যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি। অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না- অনেক মৃত্যুকে ডাক।" [সূরা ফুরকান: ১১-১৪]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾ ﴾ الطور: ١٣ - ١٤

"যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। আর বলা হবে: এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।" [সূরা তূর: ১৩-১৪]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿٥٠﴾ ﴾ إبراهيم: ٤٩ - ٥٠

"তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।" [সূরা ইবরাহীম: ৪৯-৫০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ ،وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ ، يَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِينَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

৫. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি ঘাড় বের হবে: যার দু'টি চোখ হবে যা দ্বারা দেখবে, দু'টি কান হবে যা দ্বারা শুনবে এবং একটি জিহ্বা হবে যা দ্বারা সে বলবে: আমাকে তিন শ্রেণী মানুষের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অবাধ্য প্রতাপশালী, আল্লাহর সাথে শির্ককারী এবং চিত্রকরদের জন্য।"[১]

◆ যাদের দ্বারা জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ:

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৮৪১১ সিলসিলা সহীহা হাঃ ৫১২, তিরমিযী হাঃ নং ২৫৭৪ শব্দ

فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের ফয়সালা করা হবে তাদের মধ্যে: একজন শহীদ, যাকে উপস্থিত করে তার প্রতি নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করা হবে এবং সে স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন: তুমি তার কৃতজ্ঞার্থে কি করেছ? সে বলবে: তোমার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন: মিথ্যা বলছ। বরং তুমি যুদ্ধ করেছ যাতে করে মানুষ তোমাকে বীর-বাহাদুর বলে। আর তা বলা হয়েছে। অত:পর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে তার চেহারার উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অন্য একজন যে জ্ঞানার্জন করেছিল এবং তা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিল ও কুরআন পড়েছিল। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করা হবে এবং সে স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন: তুমি এর কৃতজ্ঞার্থে কি করেছ? সে বলবে: আমি জ্ঞানার্জন করেছিলাম ও তা অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিলাম এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়েছিলাম। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি জ্ঞানার্জন করেছিলে যাতে করে বলা হয়, আলেম এবং কুরআন

পড়েছিলে যাতে করে বলা হয় কারী সাহেব, আর তা বলা হয়েছে। অত:পর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে তার চেহারার উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আর একজন যাকে আল্লাহ সর্বপ্রকার সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করা হবে এবং সে স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন: তুমি তার জন্য কি করেছ? সে বলবে: আমি তোমার পছন্দীয় প্রত্যেকটি রাস্তায় খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি করেছিলে যাতে বলা হয় তুমি দানবীর, আর তা বলা হয়েছে। অত:পর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে তার চেহারার উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" [১]

◆ জাহান্নামী কারা হবে:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٣٩ ﴾
البقرة: ٣٩

"আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামী। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"
[সূরা বাকারা: ৩৯]

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:(.. وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا ، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ». أخرجه مسلم.

[১].মুসলিম হাঃ নং ১৯০৫

২. 'ইয়ায ইবনে হেমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেনে: --- আর জাহান্নামীরা পাঁচ প্রকার:"বিবেকহীন দুর্বলরা, যারা তোমাদের মধ্যে নি:স্ব শুধু অন্যের অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ করে। আর এমন প্রচণ্ড খেয়ানতকারী যাকে পরীক্ষা করেও তার লোভ প্রকাশ পায় না। আর এমন একজন মানুষ যে সকাল-সন্ধা তোমার পরিবার ও সম্পদে প্রতারণা করে। আরো উল্লেখ করেন কৃপণতা বা মিথ্যা এবং অসৎচরিত্র নির্লজ্জ ব্যক্তি।" [১]

◆ **অধিকাংশ জাহান্নামী কারা:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেন: --- "আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে, যার অধিকাংশ অধিবাসীরা কুফরিকারী মহিলা। বলা হলো: তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরি করে? তিনি [ﷺ] বললেন: তারা স্বামীদের ও এহসানের তথা বদাণ্যতার কুফরি করে। যদি তাদের কারো সাথে সারাজীবন অনুগ্রহ করো। অত:পর তোমার থেকে একটু গড়মিল দেখে তবে বলবে: তোমার থেকে কখনো কোন প্রকার কল্যাণ দেখলাম না।" [২]

◆ **সবচেয়ে কঠিন আজাবের জাহান্নামী:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ ﴾ ق: ٢٤ - ٢٦

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৮৬৫
[২]. বুখারী হাঃ নং ২৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৯০৭

“তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধচারী, যে বাধা দিতো মঙ্গলজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।” [সূরা ক্বাফ: ২৪-২৬]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرۡعَوۡنَ سُوٓءُ ٱلۡعَذَابِ ۝٤٥ ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۖ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ۝٤٦﴾ غافر: ٤٥ - ٤٦

“আর ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আজাব গ্রাস করল। সকালে ও সন্ধায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আজাবে প্রবেশ ক’র।” [সূরা মু’মিন: ৪৫-৪৬]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدۡنَٰهُمۡ عَذَابٗا فَوۡقَ ٱلۡعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفۡسِدُونَ ۝٨٨﴾ النحل: ٨٨

“যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আজাবের পর আজাব বাড়িয়ে দেব। কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।” [সূরা নাহ্ল: ৮৮]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا ۝١٤٥﴾ النساء: ١٤٥

“নি:সন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না।” [সূরা নিসা: ১৪৫]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ وَٱلشَّيَٰطِينَ ثُمَّ لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِثِيّٗا ۝٦٨ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمۡ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحۡمَٰنِ عِتِيّٗا ۝٦٩ ثُمَّ لَنَحۡنُ أَعۡلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمۡ أَوۡلَىٰ بِهَا صِلِيّٗا ۝٧٠﴾ مريم: ٦٨ - ٧٠

“সুতরাং আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানকে একত্রে সমবেত করব, অত:পর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। অত:পর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। অত:পর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি।”
[সূরা মারয়াম: ৬৮-৭০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ ، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ ،وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ : بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ،وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَبِالْمُصَوِّرِينَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

৬. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:“কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি ঘাড় বের হবে, যার দু’টি চোখ হবে যা দ্বারা দেখবে, দু’টি কান হবে যা দ্বারা শুনবে, আর জবান হবে যা দ্বারা সে বলবে: আমাকে তিন শ্রেণী মানুষের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে: প্রত্যেক অবাধ্য প্রতাপশালি, আল্লাহর সাথে শরিককরী ও চিত্রকরদের জন্য।”[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ». متفق عليه.

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে চিত্রকরদের।” [২]

---

[১].হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৮৪১১ সিলসিলা সহীহা হাঃ ৫১২, তিরমিযী হাঃ নং ২৫৭৪
[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৫০ ও মুসলিম হাঃ নং ২১০৯ শব্দ তারই

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا ، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ ، وَمُمَثِّلٌ مِنْ الْمُمَثِّلِينَ». أخرجه أحمد والطبراني.

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে, যাকে কোন নবী হত্যা করেছেন বা সে কোন নবীকে হত্যা করেছে। আর ভ্রষ্ট ইমাম তথা নেতা ও চিত্রনায়ক-নায়িকাদের।" [১]

◆ **সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামী ব্যক্তি:**

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ». متفق عليه.

১. নু'মান ইবনে বাশীর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামীর আজাব হলো, তার দু'পায়ে দু'টি জ্বলন্ত অঙ্গার পরানো হবে, যার ফলে চুলার উপর যেমন কড়াই (এর পানি বা তৈল) টগবগ ক'রে, তেমন তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটবে।"[২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ». أخرجه مسلم.

২. ইবনে অব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামী হবেন আবু তালিব। তিনি

---

[১].হাদীসটির সনদ উত্তম, আহমাদ হাঃ ৩৮৬৮ শব্দ তারই ও তবারানী কাবীরে ১০/২৬০ ও সিলসিলা সহীহা হাঃ ২৮১ দ্রঃ

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৬২ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৩ শব্দ তারই

দু'পায়ে দু'টি জুতা পরিহিত হবেন, যার ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটবে।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول –وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ:« لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ». متفق عليه.

৩. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন: (তাঁর নিকটে চাচা আবু তালিবের কথা উল্লেখ করা হলে) তিনি বলেন:"রোজ কিয়ামতে সম্ভবত: আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। তার গোড়ালি পর্যন্ত আগুন দেয়া হবে। যার ফলে তার মাথার মগজ টগবটগ করে ফুটতে থাকবে।" [২]

◆ **সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামীকে কি বলা হবে:**

১.আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُواْ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ ﴾ المائدة: ٣٦

"যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আর তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলোর বিনিময় দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছে থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [মায়েদা: ৩৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي». متفق عليه.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২১২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৬৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২১০

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: “আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামীকে বলবেন: যদি তোমার নিকটে পৃথিবীর কিছু থাকত তাহলে তার বিনিময় দিয়ে পরিত্রাণ পেতে চাইতে? সে বলবে: হ্যাঁ, আল্লাহ বলবেন: আমি তোমার নিকট থেকে এর চেয়েও সহজ জিনিস চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদম [ﷺ]-এর পৃষ্ঠে ছিলে। আর তা হলো: আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করে আমার সাথে শির্‌ক করেছ।” [১]

◆ **জাহান্নামের জিঞ্জির ও বেড়ি:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَاْ وَأَغۡلَٰلٗا وَسَعِيرًا ۝٤﴾ الإنسان: ٤

“আমি কাফেরদের জন্য জিঞ্জির, বেড়ি ও প্রজ্বলিত আগুন তৈরী করেছি।” [সূরা দাহার: ৪]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلۡكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرۡسَلۡنَا بِهِۦ رُسُلَنَاۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ۝٧٠ إِذِ ٱلۡأَغۡلَٰلُ فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسۡحَبُونَ ۝٧١ فِي ٱلۡحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسۡجَرُونَ ۝٧٢﴾ غافر: ٧٠ - ٧٢

“যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব, সত্বরই তারা জানতে পরবে, যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পরাবে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।” [সূরা মু'মিন: ৭০-৭২]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ لَدَيۡنَآ أَنكَالٗا وَجَحِيمٗا ۝١٢ وَطَعَامٗا ذَا غُصَّةٖ وَعَذَابًا أَلِيمٗا ۝١٣﴾ المزمل: ١٢ - ١٣

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮০৫

“নিশ্চয়ই আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” [সূরা মুযযাম্মিল: ১২-১৩]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ ﴾ الحاقة: ٣٠ - ٣٤

“(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অত:পর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। অত:পর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না।” [সূরা হাক্বক্বাহ: ৩০-৩৪]

◆ জাহান্নামীদের খাদ্যের বর্ণনা:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ ﴾ الدخان: ٤٣ - ٤٦

“নিশ্চয় জাক্কূম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে; গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে। যেমন গরম পানি ফুটে।” [সুরা দুখান: ৩৪-৩৬]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ ﴾ الصافات: ٦٢ - ٦٨

“এই কি উত্তম আপ্যায়ন, না জাক্কূম বৃক্ষ? আমি জালেমদের জন্য একে বিপদ করেছি। এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে। এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর

দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। তদুপরি তাদেরকে দেয়া হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, অত:পর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে।"
[সূরা সফফাত: ৬২-৬৮]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۝ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۝﴾ الغاشية: ٦ - ٧

"কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না।" [সূরা গাশিয়া: ৬-৭]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝﴾ الحاقة: ٣٥ - ٣٧

"অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই এবং কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নি:সৃত পুঁজ ব্যতীত। গোনাহ্‌গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।" [সূরা হাক্বক্বাহ: ৩৫-৩৭]

◆ জাহান্নামীদের পানীয়:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝﴾ إبراهيم: ١٥ - ١٧

"রসূলগণ ফয়সালা চাইতে লাগবেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ কাম হবে। তার পিছনে দোযখ রয়েছে, তাতে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করাতে পারবে না।" [সূরা ইবরাহীম: ১৬-১৭]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝﴾ محمد: ١٥

“এবং যাদের পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অত:পর তা তাদের নাড়িভূড়িঁ ছিন্ন বিছিন্ন করে দেবে ?” [সূরা মুহাম্মাদ: ১৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ٢٩﴾ الكهف: ٢٩

“আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে ফুটন্ত তেলের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।” [সূরা কাহাফ: ২৯]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿هَٰذَاۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٖ ٥٥ جَهَنَّمَ يَصۡلَوۡنَهَا فَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ ٥٦ هَٰذَا فَلۡيَذُوقُوهُ حَمِيمٞ وَغَسَّاقٞ ٥٧ وَءَاخَرُ مِن شَكۡلِهِۦٓ أَزۡوَٰجٌ ٥٨﴾ ص: ٥٥ - ٥٨

“এটা তো শুনলে, এখন দুষ্টদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব, কত নিকৃষ্ট সেই অবাসস্থল। এটা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। এ ধরনের আর কিছু শাস্তি আছে।” [সূরা ছোয়াদ: ৫৫-৫৮]

◆ জাহান্নামীদের পোশাক:

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ يُصَبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِيمُ ١٩﴾ الحج: ١٩

“অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে।”
[সূরা হাজ্ব: ১৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো এরশাদ করেন:

﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿٥٠﴾ ﴾ إبراهيم: ٤٩ - ٥٠

"তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।" [সূরা ইবরাহীম: ৪৯-৫০]

◆ **জাহান্নামীদের বিছানা-পত্র:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾ ﴾ الأعراف: ٤١

"তাদের জন্যে নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে রয়েছে আগুনের চাদর এবং এ ভাবেই জালেমদেরকে আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি।" [সূরা আ'রাফ: ৪১]

◆ **জাহান্নামীদের আফসোস:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾ ﴾ البقرة: ١٦٧

"এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।" [সূরা বাকারা: ১৭৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً». أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে তার জাহান্নামের স্থান

দেখানো হবে যদি পাপ করত; যাতে করে তার কৃতজ্ঞতা আরো বেড়ে যায়। আর যে কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাকে তার জান্নাতের স্থান দেখানো হবে যদি ভাল করত; যাতে করে তার আফসোস হয়।" [১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:« إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ».

متفق عليه.

৩. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ আজাবের জাহান্নামীকে বলবেন: যদি তোমার নিকট পৃথিবীর কিছু থাকত তার বিনিময় দিয়ে পরিত্রাণ পেতে চাইতে? সে বলবে: হ্যাঁ, আল্লাহ বলবেন: আমি তোমার কাছ থেকে এর চেয়েও সহজ জিনিস চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদম [ﷺ]-এর পৃষ্ঠে ছিলে। আর তা হলো: আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করে আমার সাথে শির্ক করেছ।" [২]

◆ **জাহান্নামীদের কথাবার্তা:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ قَالَ ٱدْخُلُوا۟ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِى ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُوا۟ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾ ﴾ الأعراف: ٣٨ - ٣٩

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৬৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮০৫

“আল্লাহ বলবেন: তোমাদের পূর্বে জ্বিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে; তখন অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ বলবেন: প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; কিন্তু তোমরা জান না। পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে: তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে। ” [সূরা আ'রাফ: ৩৮-৩৯]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّـٰصِرِينَ ۝٢٥﴾ العنكبوت: ٢٥

“এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরেকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।” [সূরা আনকাবূত: ২৫]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا ۝١٤﴾ الفرقان: ١٤

“আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেক না বরং অনেক মৃত্যুকে ডাক।” [সূরা ফুরকান: ১৪]

জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কিছু চিত্র

১. কাফের ও মুনাফেক:

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ هِيَ حَسْبُهُمْۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝٦٨ ﴾ التوبة: ٦٨

"আল্লাহ মুনাফেক নারী-পুরুষ ও কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুন তৈরী করে রেখেছেন। তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে থাকবে। আর জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশাপ করেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আজাব।" [সূরা তাওবা: ৬৮]

২. নিরপারাধী ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যাকারী:

(ক) আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ۝٩٣ ﴾ النساء: ٩٣

"যে কোন মু'মিনকে ইচ্ছা করে হত্যা করে তার প্রতিদান জাহান্নাম। সেখানে সে অনন্তকাল ধরে থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন এবং তাকে অভিসম্পাত করেন। আর তার জন্যে কঠিন আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।" [সূরা নিসা: ৯৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أخرجه البخاري.

(খ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি কোন সন্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছরের দূর থেকে পাওয়া যাবে।"[১]

৩. ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ:« هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟» –وفيه– أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ:« إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي ، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ... فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ ، فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا ، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ؟..–وفيه– «فَقَالَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ...».

أخرجه البخاري.

সামুরা ইবনে জুন্দুব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর সাহাবাগণকে বেশী বেশী জিজ্ঞাসা করতেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? ---- তিনি একদিন সকালে বললেন: "আজ রাত্রে আমার নিকট দু'জন (ফেরেশতা) এসেছিলেন, তাদেরকে আমার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। আর তারা দু'জনে আমাকে বলেন: চলুন----- আমরা সকলে চললাম। অত:পর একটি চুলার মত জিনিসের নিকটে পৌঁছলাম। সেখানে চেঁচামেচি ও বিকট শব্দ হচ্ছে। তিনি [ﷺ] বলেন: আমরা সেখানে উঁকি দিয়ে দেখলাম: সেখানে উলঙ্গ নারী-পুরুষ। আর তাদের নীচ থেকে আগুনের শিখা এসে তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখন আগুনের শিখা তাদের নিকটে আসছে তখন তারা হৈচৈ করছে। তিনি [ﷺ] বলেন: আমি তাঁদের দু'জনকে জিজ্ঞেস করলাম এরা করা? -----

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩১৬৬

তাঁরা দু'জনে বললেন: উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা চুলার মধ্যে তারা ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীরা।---গ্ধ" [১]

৪. সুদখোররা:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ فِــي الْحَــدِيثِ السَّــابِقِ قَــالَ النَّبِــيُّ ﷺ:«فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ ، وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ ، فَــإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْــرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟...قَالَ: وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِــيْ النَّهَرِ آكِلُو الرِّبَا». أخرجه البخاري.

সামুরা ইবনে জুন্দুব [রাঃ] থেকে বর্ণিত, পূর্বের হাদীসে নবী [ﷺ] বলেন: "অত:পর আমরা চললাম এবং এক পর্যায়ে একটি রক্তের নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তাতে একজন মানুষ নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর অন্য একজন মানুষ নদীর কিনারায় যার সামনে একটি পাথর। নদীর মাঝের মানুষটি যখন আসছে এবং বের হওয়ার চেষ্টা করছে, তখন ঐ মানুষটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে। আর সে আবার যেখানে ছিল সেখানে চলে যাচ্ছে। সে যখনই এসে বের হতে চাচ্ছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখে পাথর মারছে, যার ফলে সে আবার যেমন ছিল তেমন হয়ে যাচ্ছে। অত:পর আমি জিজ্ঞেস করলাম: এ ব্যক্তি কে? ----- তাঁরা (ফেরেশতা) বললেন: যে ব্যক্তিকে নদীতে দেখেছিলেন সে হলো সুদখোর।" [২]

৫. চিত্রকররা:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭০৪৭
[২]. বুখারী হাঃ নং ১৩৮৬

يَقُولُ:« كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ ». أخرجه مسلم.

(ক) ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"প্রত্যেক চিত্রকররা জাহান্নামে যাবে। সে যত চিত্র এঁকেছিল সবগুলোর মধ্যে তার জীবন দেয়া হবে ও তাকে জাহান্নামে আজাব দেয়া হবে।" [১]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ ، وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ يَا عَائِشَةُ :« أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ . متفق عليه.

(খ) আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমার নিকট প্রবেশ করলেন। আর আমি আমার দেয়ালের তাকটি একটি চিত্রাঙ্কিত পর্দা দ্বারা ঢেকে রেখেছিলাম। অত:পর তিনি তা দেখে ছিঁড়ে ফেললেন ও তাঁর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর বললেন: "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিকটে সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে তাদের, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সদৃশ তৈরী করে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে।" আয়েশা (রা:) বলেন: পর্দাটিকে ফেড়ে একটি অথবা দু'টি বালিশ বানিয়েছিলাম।[২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ » .متفق عليه.

(গ) ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ছবি অঙ্কন করবে তাকে

---

[১]. মুসলিম হাঃনং ২১১০

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৫৪ ও মুসলিম হাঃ নং ২১০৭ শব্দ তারই

কিয়ামতের দিন তাতে রুহ ফুঁকার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে রুহ ফুঁকতে পারবে না।"[১]

৬. এতিমের মাল ভক্ষণকারী:

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠﴾ النساء: ١٠

"নিশ্চয়ই যারা এতিমের মাল জুলুম করে ভক্ষণ করে, নি:সন্দেহে তারা তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে। আর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" [সূরা নিসা: ১০]

৭. মিথ্যুক, গীবতকারী ও চোগলখোর:

(ক) আল্লাহর বাণী:

﴿وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ٩٢ فَنُزُلٞ مِّنۡ حَمِيمٖ ٩٣ وَتَصۡلِيَةُ جَحِيمٍ ٩٤﴾ الواقعة: ٩٢ - ٩٤

"আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে।" [সূরা ওয়াকিয়া: ৯২-৯৪]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ– وفيه– فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ:« ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

(খ) মু'য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ] -এর সাথে সফরে ছিলাম। এতে রয়েছে ---- আমি বললাম: হে আল্লাহর নবী [ﷺ]! আমরা যা বলি তার জন্য কি গ্রেফতার হব? তিনি

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭০৪২ ও মুসলিম হাঃ নং ২১১০ শব্দ তারই

বললেন: "হে মু'য়ায! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক; মানুষ কি তাদের চেহারা বা নাকের উপর উপুড় হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের জিভের অর্জিত কার্যাদি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ?! " [১]

৮. আল্লাহর নাজেলকৃত কিতাব গোপনকারীরা:

আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ ﴾ البقرة: ١٧٤

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নাজেলকৃত কিতাব গোপন করে এবং তার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন আর না তাদের পবিত্র করবেন। বস্তুত: তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।" [সূরা বাকারা: ১৭৪]

◆ জাহান্নামীদের আপোসে ঝগড়া:

যখন কাফেররা তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তৈরীকৃত আজাব দেখবে এবং প্রচণ্ড আতঙ্কে ভুগবে তখন নিজেদের ও দুনিয়ার বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করবে। আর তাদের মধ্যের মহব্বত দুশমনে পরিনত হবে। সে সময় জাহান্নামীরা আপোসে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে এবং তাদের প্রত্যেক স্তররের লোকেরা একে অপরের সাথে ভীষণভাবে মন:ক্ষুণ্ন হবে।

১. উপাস্যদের সাথে ঝগড়া:

আল্লাহর বাণী:

﴿ قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ ২৬১৬ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ ৩৯৭৩

بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾ الشعراء: ٩٦ - ٩٩

"তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে: আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। আমাদেরকে দুষ্টকর্মীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল।" [সূরা শো'য়ারা: ৯৬-৯৯]

২. দুর্বলদের অহংকারী নেতাদের সাথে ঝগড়া:

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ ﴾ غافر: ٤٧ - ٤٨

"যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অত:পর দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত্ত করবে কি? অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন।" [সূরা মু'মিন: ৭-৪৮]

৩. ভ্রষ্ট নেতাদের সাথে তাদের ভক্তদের ঝগড়া:

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا۟ بَل لَّمْ تَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍۭ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآئِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غَٰوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾ الصافات: ٢٧ - ٣٣

"তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না এবং তোমাদের উপর

আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কারণ, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরিক হবে।"
[সূরা সাফফাত: ২৭-৩৩]

৪. কাফের ও তার শয়তান বন্ধুর মাঝে ঝগড়া:

আল্লাহর বাণী:

﴿ قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَٰكِن كَانَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا۟ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ ﴾ ق: ٢٧ – ٢٩

"তার সঙ্গী শয়তান বলবে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুত: সে নিজেই ছিল সুদূর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। আল্লাহ বলবেন: আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আজাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই।"
[সূরা ক্বাফ: ২৭-২৯]

৫. যখন মানুষের সাথে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ ঝগড়া করবে তখন ব্যাপরটা আরো বিকট ধারণ করবে:

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ ﴾ فصلت: ١٩ - ٢١

"যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে

পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।"
[সূরা হা-মীম সেজদাহ্: ১৯-২১]

◆ **জাহান্নামীরা তাদের রবের নিকট তাদের ভ্রষ্টকারীদের দেখতে চাইবে এবং তাদের প্রতি দ্বিগুণ আজাবের আরজ করবে:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾ فصلت: ٢٩

"কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।"
[সূরা হা-মীম সেজদাহ্: ২৯]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ﴿٦٦﴾ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ ﴾ الأحزاب: ٦٦ - ٦٨

"যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অত:পর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহাঅভিসম্পাত করুন।" [সূরা আহজাব: ৬৬-৬৮]

◆ জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যে ইবলিস শয়তানের খুৎবা প্রদান:

আল্লাহ তা'য়ালা যখন বান্দাদের মাঝে বিচার ফয়সালা শেষ করবেন তখন
ইবলিস শয়তান জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যে তাদের কষ্ট, লজ্জা ও আফসোস বাড়ানোর জন্য ভাষণ প্রদান করবে।
আল্লাহর বাণী:

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

إبراهيم: ٢٢

"যখন সবকাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অত:পর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অত:পর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব, তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরিক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা ইবরাহীম: ২২]

◆ জাহান্নামের অধিক তলব:

১.আল্লাহর বাণী:

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ ﴾ ق: ٣٠

“যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে: আরও আছে কি ?” [সূরা ক্বাফ: ৩০]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ ، وَلاَ تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ». متفق عليه.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: “জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেই থাকা হবে, আর সে বলবে: আরও আছে কি? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা তাতে তাঁর পা রেখে দিবেন, তখন জাহান্নামের এক অংশ আরেক অংশের সাথে মিলে যাবে। আর বলবে: আল্লাহ তোমার ইজ্জত ও সম্মানের কসম! যথেষ্ট হয়েছে। আর জান্নাতে অবশিষ্ট জায়গা থেকেই যাবে তখন আল্লাহ তার জন্যে নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন এবং জান্নাতের অবশিষ্ট স্থানে তাদেরকে অধিবাসী বানাবেন।”[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং৪৮৪৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৮ শব্দ তারই

জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা

◆ আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ ﴾ النساء: ٥٦

“নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।” [সূরা নিসা: ৫৬]

◆ আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَـٰهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾ ﴾ الزخرف: ٧٤ - ٧٦

“নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আজাবে চিরকাল থাকবে। তাদের থেকে আজাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল জালেম।”
[সূরা যুখরুফ: ৭৪-৭৬]

◆ আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ﴿٦٦﴾ ﴾ الأحزاب: ٦٤ - ٦٦

“নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসূরেল আনুগত্য করতাম।” [আহজাব: ৬৪-৬৬]

◆ আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ ﴾ فاطر: ٣٦

“যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।” [সূরা ফাতির: ৩৬]

◆ আল্লাহর বাণী:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ ﴾ هود: ١٠٦ - ١٠٧

“অতএব, যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার রব অন্যকিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার রব যা ইচ্ছা করতে পারেন।”
[সূরা হূদ: ১০৬-১০৭]

◆ আল্লাহর বাণী:

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ ﴾ مريم: ٦٨ - ٧٠

“সুতরাং আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অত:পর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। অত:পর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। অত:পর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি।”
[সূরা মারয়াম:৬৮-৭০]

◆ আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾﴾

النبأ: ٢١ - ٢٦

"নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতিক্ষায় থাকবে, সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আস্বাদন করবে না; কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসাবে।" [সূরা নাবা: ২১-২৬]

◆ আল্লাহর বাণী:

﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَآ أُلْقُوا۟ فِيهَا سَمِعُوا۟ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾﴾

الملك: ٦ - ٩

"যারা তাদের রবকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি ? তারা বলবে: হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অত:পর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ।" [সূরা মুলক: ৬-৯]

◆ আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَـٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾﴾ القمر: ٤٧ - ٤٨

“নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে মুখ হিঁচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে: অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।” [সূরা কামার: ৪৭-৪৮]

◆ আল্লাহর বাণী:

﴿ كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۝٦ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍۭ ۝٩ ﴾ الهمزة: ٤ - ٩

“কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বালিত অগ্নি, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, লম্বা লম্বা খুঁটিতে।” [সূরা হুমাযা: ৪-৯]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ:« يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ». متفق عليه.

উসামা ইবনে যায়েদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: “একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে অত:পর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সে তার নাড়িভূড়ী নিয়ে জাহান্নামে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা জাঁতা নিয়ে ঘুরে। তখন জাহান্নামীরা তার নিকটে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে: হে অমুক আপনার কি হয়েছে!? আপনিতো আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতেন। সে বলবে: তা ঠিক কিন্তু আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ

করতাম কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম না। আর খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম।”[১]

◆ **জাহান্নামীদের ক্রন্দন ও চিৎকার:**

১.আল্লাহর বাণী:

﴿وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلۡحَرِّۗ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّٗاۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ ٨١ فَلۡيَضۡحَكُواْ قَلِيلٗا وَلۡيَبۡكُواْ كَثِيرٗا جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٨٢﴾ التوبة: ٨١ - ٨٢

“আর তারা বলেছে, এই গরমের মধ্যে যুদ্ধে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত। অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের জন্যে অনেক বেশী কাঁদবে।” [সূরা তাওবা: ৮১-৮২]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿وَهُمۡ يَصۡطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلۡ صَٰلِحًا غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ أَوَلَمۡ نُعَمِّرۡكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ٣٧﴾ فاطر: ٣٧

“সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব, বের করুন আমাদেরকে, আমরা প্রত্যাবর্তন করব, পূর্বে যা করতাম, তা আর করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেয়নি যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্ত তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। আস্বাদন কর; জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।” [সূরা ফাতির: ৩৭]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿لَهُمۡ فِيهَا زَفِيرٞ وَهُمۡ فِيهَا لَا يَسۡمَعُونَ ١٠٠﴾ الأنبياء: ١٠٠

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩২৬৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৮৯

“তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।” [সূরা আম্বিয়া: ১০০]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِذَآ أُلۡقُواْ مِنۡهَا مَكَانٗا ضَيِّقٗا مُّقَرَّنِينَ دَعَوۡاْ هُنَالِكَ ثُبُورٗا ١٣ لَّا تَدۡعُواْ ٱلۡيَوۡمَ ثُبُورٗا وَٰحِدٗا وَٱدۡعُواْ ثُبُورٗا كَثِيرٗا ١٤ ﴾ الفرقان: ١٣ - ١٤

“যখন এক শিকলে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। তখন তাদেরকে বলা হবে: তোমরা এক মৃত্যুকে ডেক না বরং অনেক মৃত্যুকে ডাক।”
[সূরা ফুরকান: ১৩-১৪]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ٢٧ ﴾
الفرقان: ٢٧

“জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম।”
[সূরা ফুরকান: ২৭]

৬. আল্লাহর বাণী:

﴿ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡ حَسَرَٰتٍ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧ ﴾
البقرة: ١٦٧

“এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।” [সূরা বাকারা: ১৬৭]

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَبْكُونَ حَتَّى لَوْ أُجْرِيَتْ السُّفُنُ فِيْ دُمُوعِهِمْ لَجَرَتْ، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ – يعني– مَكَانَ الدُّمْعِ ». أخرجه ابن ماجه والحاكم.

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয় জাহান্নামীরা ক্রন্দন করবে। এমন কি যদি তাদের অশ্রুতে নৌকা চালানো হয় তবে চলবে। আর তাদের চোখের অশ্রু হবে রক্তের।" [১]

◆ জাহান্নামীদের আহ্বান:

যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তাদের কঠিন আজাব স্পর্শ করবে তখন তারা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আহ্বান করতে থাকবে। হয়তো কেউ সাহায্যকারী ও তাদের ডাকে সাড়া দেবে। জান্নাতীদের ডাকবে, জাহান্নামের প্রহরীদের ডাকবে, জাহান্নামের খাযেন ফেরেশতা মালেককে ডাকবে এবং তাদের প্রতিপালককে ডাকবে। কিন্তু কেউ ডাকে সাড়া দিবেন না যার ফলে তাদের আফসোস আরো বেড়ে যাবে। আর তারা সর্বপ্রকার আশা-ভরসা হারিয়ে ফেলবে এবং জাহান্নামে আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَنۡ أَفِيضُواْ عَلَيۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ أَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٥٠ ﴾ الأعراف: ٥٠

"জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে: আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুজি দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে: আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।" [সূরা আ'রাফ: ৫০]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ يُخَفِّفۡ عَنَّا يَوۡمًا مِّنَ ٱلۡعَذَابِ

[১]. হাদীসটি হাসান, ইবনে মাজাহ হাঃ ৪৩২৪ হাকেম হাঃ নং ৮৭৯১ শব্দ তারই, সিলসিলা সাহীহা হাঃ ১৬৭৯ দ্রঃ

﴿٤٩﴾ قَالُوٓاْ أَوَلَمۡ تَكُ تَأۡتِيكُمۡ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ قَالُواْ بَلَىٰۚ قَالُواْ فَٱدۡعُواْۗ وَمَا دُعَٰٓؤُاْ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ ﴿٥٠﴾ ﴾ غافر: ٤٩ - ٥٠

"যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে: তোমরা তোমাদের রবকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আজাব লাঘব করে দেন। রক্ষীরা বলবে: তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রামাণাদিসহ তোমাদের রসূল আসেন নি? তারা বলবে হ্যাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তুত: কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হয়।" [সূরা মু'মিন: ৪৯-৫০]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَنَادَوۡاْ يَٰمَٰلِكُ لِيَقۡضِ عَلَيۡنَا رَبُّكَۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدۡ جِئۡنَٰكُم بِٱلۡحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَكُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧٨﴾ ﴾ الزخرف: ٧٧ - ٧٨

"তারা ডেকে বলবে: হে মালেক, পালনকর্তা আমাদের কিসসাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে। আমি তোমাদের কাছে সত্য দ্বীন পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য দ্বীনে নিস্পৃহ।" [সূরা যুখরুফ: ৭৭-৭৮]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتۡ عَلَيۡنَا شِقۡوَتُنَا وَكُنَّا قَوۡمٗا ضَآلِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡهَا فَإِنۡ عُدۡنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ ٱخۡسَـُٔواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ ﴾
المؤمنون: ١٠٦ - ١٠٨

"হে আমাদের রব! আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের রব! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা অত্যাচারি হব। তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।" [সূরা আল-মু'মিনূন: ১০৬-১০৮]

৫. যখন জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে নিরাশা হয়ে যাবে এবং কোন কল্যাণ আশা করতে পারবে না। আর আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে।

আল্লাহর বাণী:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ ﴾

هود: ١٠٦ - ١٠٧

"অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার রব অন্যকিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার রব যা ইচ্ছা করতে পারেন।"
[সূরা হূদ: ১০৬-১০৭]

আল্লাহর গজব, অসন্তুষ্টি ও আজাব থেকে পানাহ্ চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে জান্নাত দান করুন এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিন। নিশ্চয়ই তুমি আমাদের মাওলা। আর আল্লাহ তা'য়ালা কতই না সুন্দর মাওলা ও সাহায্যকারী।

◆ জাহান্নামীদের মঞ্জিলগুলো জান্নাতীদের উত্তরাধিকারী হওয়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ ،وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: أخرجه ابن ماجه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমাদের প্রত্যেকের দু'টি করে মঞ্জিল রয়েছে। একটি জান্নাতের মঞ্জিল আর অপরটি জাহান্নামের মঞ্জিল। অতএব, জাহান্নামী মারা গেলে দোযখে প্রবেশ করবে। আর তার জান্নাতের মঞ্জিলটি জান্নাতীরা উত্তরাধিকারী হবে। এ মর্মে আল্লাহর বাণী: "তারাই উত্তরাধিকার লাভ

করবে, তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" [সূরা মু'মিনূন: ১০-১১][১]

◆ **তাওহীদপন্থী পাপীরা জাহান্নাম থেকে বের হবে:**

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا، ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ». أخرجه الترمذي.

১. জাবের [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তাওহীদবাদীদের কিছু মানুষকে জাহান্নামে আজাব দেয়া হবে। এমনকি সেখানে তারা কয়লার মত হয়ে যাবে। অত:পর রহমত তাদেরকে স্পর্শ করবে। আর জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতের দরজার উপর নিক্ষেপ করা হবে। তিনি [ﷺ] বলেন: অত:পর জান্নাতীরা তাদের উপর পানি ছিটাবে তখন নদীর প্রবাহে বয়ে যাওয়া আবর্জনা যেমন গজায় অনুরূপ নতুন জীবন পেয়ে তারা গজিয়ে উঠবে। অত:পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً ». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [রাঃ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলেছে এবং তার অন্তরে যবের দানা

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, ইবনে মাজাহ হাঃ ৪৩৪১

[২]. হাদীসটি সহীস, আহমাদ হাঃ ১৫৬৮, সিলসিলা হসীহা হাঃ ২৪৫১ দ্রঃ, তিরমিযী হাঃ২৫৯৭ শব্দ তারই

পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অত:পর যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলেছে এবং তার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। এরপর যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলেছে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।" [১]

◆ জাহান্নামীদের সবচেয়ে কঠিন আজাব:

১. জান্নাতে সর্বোত্তম নিয়ামত হলো মু'মিনদের 'দিদারে ইলাহী' তথা আল্লাহকে দর্শন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে তাদের আনন্দ ও খুশী। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ القيامة: ٢٢ – ٢٣

"সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বলময় হবে। তারা তাদের রবের দিকে দেখবে।" [সূরা কিয়ামাহ: ২২-২৩]

২. জাহান্নামীদের সবচেয়ে কঠিন আজাব হলো তাদেরকে দিদারে ইলাহী তথা আল্লাহর দর্শন থেকে বঞ্চিত করা। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ﴾ المطففين: ١٥ - ١٦

"কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তা থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অত:পর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"
[সূরা তাতফীফ: ১৫-১৬]

◆ জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অনন্তকাল ধরে স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান:

যখন জাহান্নমীরা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে নিরাশা হয়ে যাবে এবং কোন কল্যাণ আশা করতে পারবে না। আর আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ১৯৩ শব্দ তারই

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ ﴾ هود: ١٠٦ - ١٠٨

"অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার রব অন্যকিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার রব যা ইচ্ছা করতে পারেন। আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে। সেখানেই চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্যকিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।" [সূরা হূদ: ১০৬-১০৮]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا۟ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَـٰرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ ﴾ المائدة: ٣٦ - ٣٧

"যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আর তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলো বিনিময় দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছে থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। তারা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু কস্মিনকালেও সেখান থেকে বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আজাব।"

[সূরা মায়েদা: ৩৬-৩৭]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ ،حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ » . متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"জান্নাতীরা যখন জান্নাতে হবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে তখন মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে নিয়ে এসে জবাই করে দেয়া হবে। অত:পর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে: হে জান্নাতীগণ! তোমাদের আর কোন মৃত্যু হবে না। হে জাহান্নামীরা তোমাদের আর কোন মৃত্যু হবে না। অত:পর জান্নাতীদের আনন্দের সীমা বেড়ে যাবে। আর জাহান্নামীদের দু:খ-কষ্টের সীমাও বেড়ে যাবে।" [১]

◆ **জান্নাত ও জাহান্নামের পর্দা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». متفق عليه.

"আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জাহান্নামকে শাহওয়াত তথা কামনা-বাসনা দ্বারা আর জান্নাতকে অপছন্দনীয় ও কষ্টের জিনিস দ্বারা আবৃত করা হয়েছে।"[২]

◆ **জান্নাত ও জাহান্নাম অতি সন্নিকটে:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعودرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ،وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ». أخرجه البخاري.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৪৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৫০

[২] .বুখারী হাঃ নং ৬৪৮৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮২৩

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেন:"জান্নাত তোমাদের কারো সেন্ডেলের ফিতার চেয়েও সন্নিকটে এবং জাহান্নামও অনুরূপ।"[১]

◆ **জান্নাত ও জাহান্নামের আপোসে ঝগড়া ও তাদের মধ্যে আল্লাহর ফয়সালা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ ،وَقَالَتْ الْجَنَّةُ :مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ،قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ :إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ،وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا ..». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "জান্নাত ও জাহান্নাম বদানুবাদ করে। জাহান্নাম বলে: আমি অহংকারী ও প্রতাপশালীদের দ্বারা অগ্রাধিকার লাভ করেছি। আর জান্নাত বলে: আমি অগ্রাধিকার লাভ করেছি দুর্বল, অপারগ ও ছিন্নমূলদের দ্বারা। অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতকে বলেন: তুমি আমার দয়া। তোমার দ্বারা আমার যে সকল বান্দাদের প্রতি দয়া করতে চাই করব। আর জাহান্নামকে বলেন: তুমি আমার শাস্তি, আমার বান্দাদের যাদের চাইবো তাদেরকে তোমার দ্বারা শাস্তি দিব। আর তোমাদের প্রত্যেকেই ভরপুর হবে---।" [২]

◆ **জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া ও জান্নাত তলব করা:**

১.আল্লাহর বাণী:

﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ ﴾ آل عمران: ١٣١ - ١٣٢

---

[১]. বুখারী হাঃ ৬৪৮৮

[২]. বুখারী হাঃ নং ৪৮৫০ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৪৬ শব্দ তারই

“তোমরা সেই জাহান্নাম থেকে ভয় কর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আর আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর, সম্ভবত তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।” [সূরা আল-ইমরান: ১৩১-১৩২]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ:« اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». متفق عليه.

২. ‘আদী ইবনে হাতেম [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] জাহান্নামের কথা উল্লেখ করলে তাঁর চেহারায় অপছন্দ ভরে উঠে এবং তা থেকে আশ্রয় চান। অত:পর আবার জাহান্নামের কথা উল্লেখ করলে তাঁর চেহারায় অপছন্দ ভরে উঠে এবং তা থেকে পানাহ্ চান। অত:পর বলেন: তোমরা অর্ধেক খেজুর দ্বারা হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। আর যে ব্যক্তি ইহাও পারবে না সে যেন একটি ভাল কথা দ্বারাও বাঁচার চেষ্টা করে।” [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” তাঁরা (সাহাবায়ে কেরামﷺ) বললেন: কে অস্বীকার করে হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]। তিনি [ﷺ] বললেন: “যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানি করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” [২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫৬৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০১৬
[২]. বুখারী হাঃ নং ৭২৮০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩৫

اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَاقَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَـا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ.

- হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট জান্নাত এবং যে সকল কথা ও কর্ম জান্নাতের নিকট করে দেয় তার প্রার্থনা করছি। আর জাহান্নাম ও যে সকল কথা ও কর্ম জান্নাহামের নিকট করে দেয় তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহুম্মা আমীন।

(৬) ভাগ্যের প্রতি ঈমান

◆ **ক্বদ্‌র তথা তকদির হলো:**

প্রতিটি বিষয়াদি এবং আল্লাহ যা উদ্ভাবন করতে চান, সৃষ্টিকুল, জগৎসমূহ ও প্রবাহমান ঘটনাবলীর সংঘটন সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান এবং ঐ গুলোর নির্ধারণ ও লাওহে মাহফুজে লিখন।

আল্লাহর সৃষ্টিতে তকদির তাঁর একান্ত রহস্য-ভেদ যা কোন সম্মানিত ফেরেশতা আর না কোন প্রেরিত রসূল জানেন।

◆ **ভাগ্যের প্রতি ঈমান:**

ভাগ্যের প্রতি ঈমান হলো: এমন দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, ভাল-মন্দ ও যাকিছু ঘটছে সবই আল্লাহর ফয়সালা ও নির্ধারণকৃত। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴾ القمر: ٤٩

" নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি জিনিস নির্ধারণ করেছি।" [সূরা কামার:৪৯]

◆ **ভাগ্যের প্রতি ঈমান চারটি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে:**

প্রথমত: এ ঈমান রাখা যে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জিনিসের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সার্বক্ষণিক জ্ঞান রাখেন। চাহে ইহা তাঁর নিজের কার্যাদি হোক। যেমন: সৃষ্টি, পরিচালনা, জীবন-মরণ দান করা ইত্যাদি। অথবা সৃষ্টিরাজির কাজ-কর্ম হোক। যেমন: মানুষের কথা, কাজ-কর্ম ও অবস্থাসমূহ। অনুরূপ জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًۢا ﴾ الطلاق: ١٢

“আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত। [সূরা তালাক: ১২]

দ্বিতীয়ত: এ ঈমান রাখা যে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জিনিসের তকদির যেমন: সৃষ্টিকুল, অবস্থাদি ও রিজিক লওহে মাহফূজে লিখে রেখেছেন। সবকিছুর পরিমাণ, ধরণ, সময় ও স্থান লিখে দিয়েছেন। এসবের কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও কম-বেশী আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কিছুই ঘটবে না।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ ﴾ الحج: ٧٠

“তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ আসমান-জমিনের যা কিছু রয়েছে তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে, অবশ্যই এটা আল্লাহর নিকট সহজ।” [সূরা হাজ্ব:৭০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ». أخرجه مسلم.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে 'আ-স [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, “আল্লাহ সৃষ্টিরাজির তকদির আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখেছেন। তিনি [ﷺ] আরো বলেন, তখন আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল।”[১]

[১]. মুসলিম হাঃ ২৬৫৩

তৃতীয়তঃ এ ঈমান রাখা যে, সকল সৃষ্টিজগতের সকল আবর্তন-বিবর্তন আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়া ছাড়া কিছুই হয় না। প্রতিটি জিনিস তাঁর ইচ্ছায় ঘটে থাকে। তিনি যা চান তা হয় আর যা তিনি চান না তা হয় না। চাহে ইহা আল্লাহর কাজের সাথে সম্পর্ক হোক যেমন : সৃষ্টি করা, পরিচালনা করা, জীবন-মরণ দান করা ইত্যাদি। কিংবা সৃষ্টিরাজির কাজের সাথে সম্পর্ক হোক যেমন- তাদের কাজ-কর্ম, কথা-বর্তা ও অবস্থাসমূহ।

১. আল্লাহ বাণী:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ ﴿٦٨﴾﴾ القصص: ٦٨

"তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচন করেন।" [সূরা কাসাস: ৬৮]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾﴾ إبراهيم: ٢٧

"আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।" [সূরা ইবরাহীম: ২৭]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ ﴿١١٢﴾﴾ الأنعام: ١١٢

"আর যদি তোমাদের প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো, তাহলে তারা এমন কাজ করতে পারতো না।" [সূরা আন'আম: ১১২]

৪. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ التكوير: ٢٨ - ٢٩

"তোমাদের মধ্যে তার জন্যে, যে সোজা চলতে চায়। তোমরা আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।" [সূরা তাকবীর: ২৮-২৯]

চতুর্থতঃ এ ঈমান রাখা যে, আল্লাহ একমাত্র সকল জিনিসের সৃষ্টিকার্তা, তিনিই সৃষ্টিজগতের সত্ত্বাসমূহ, গুণসমূহ ও নড়া-চড়া সবই সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি ব্যতীত নেই কোন সৃষ্টিকারী ও প্রতিপালক।

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ٦٢ ﴾ الزمر: ٦٢

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক।" [সূরা যুমার: ৬২]

২. আরো আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ ٤٩ ﴾ القمر: ٤٩

"নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি জিনিস নির্ধারণ করেছি।" [সূরা কামার: ৪৯]

৩. আরো আল্লাহ বাণী:

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ٩٦ ﴾ الصافات: ٩٦

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তাও।" [সূরা সাফ্ফাত: ৯৬]

◆ ভাগ্যের রহস্য:

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির জন্য যা কিছু ফয়সালা ও নির্দিষ্ট করেন তার মধ্যে রয়েছে উপকার ও গুরুত্বপূর্ণ হিকমত। অতএব, আল্লাহর ভাল ও এহসান করা তাঁর দয়ার প্রমাণ, পাকড়াও এবং প্রতিশোধ গ্রহণ তাঁর রাগের প্রমাণ, অনুগ্রহ ও সম্মান করা তাঁর ভালবাসার প্রমাণ, অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করা তাঁর ঘৃণা ও অকজ্ঞা করার প্রমাণ, কমতির পরে পূর্ণতা দান পুনরুত্থানের প্রমাণ।

◆ ভাগ্যের সূক্ষ্মবুঝ:

আল্লাহ তা'য়ালার ভাগ্যনির্ধারণ দুই প্রকার:

প্রথম: আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পৃথিবীতে যাকিছু জারি করে থাকেন। যেমন: সৃষ্টি, রিজিক, জীবন-মরণ ও আবর্তন-বিবর্তন এবং পরিচালনা

ইত্যাদি। এসব কাওনী তথা মহাজগতের সৃষ্টিরাজি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী। এগুলো বিশাল ভাগ্য নির্ধারণ যা আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সামনে জারি করে থাকেন যাতে করে তাঁর মহিমা জানতে পারি। এ ছাড়া তাঁর রাজত্ব ও শক্তির মহত্ব এবং প্রতিটি জিনিসের তাঁর জ্ঞানের পরিধী অবগত হতে পারি। তাই যখন আমরা ইহা জানতে পারি তখন তাঁর প্রতি ঈমান আনি এবং তাঁর আনুগত্য ও এবাদত করি। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴿١٢﴾ ﴾ الطلاق: ١٢

"আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীতভূত।" [সূরা তালাক:১২]

দ্বিতীয়: ভাল-মন্দ যাকিছু অল্লাহ মানুষের জন্য জারি করেন। ইহা আল্লাহর জ্ঞানানুসুরে হয়ে থাকে। অতএব, যে ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে আল্লাহ তাকে দুনিয়তে সুখী করবেন। এরপর পর্যায়ক্রমে মৃত্যুর সময় ও কবরে তাকে সুখী করবেন এবং সর্বশেষ জান্নাতে পরিপূর্ণ সুখ দান করবেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾ النحل: ٩٧

"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তা করত।"
[সূরা নাহ্ল: ৯৭]

আর যে কুফরি এবং আল্লাহর নাফরমানি করবে সে দুনিয়াতে দুর্ভাগ্যবান হবে। এরপর মৃত্যুর সময় তার দুর্ভাগ্যতা বেড়ে যাবে এবং এরপর আরো বেড়ে যাবে কবরে। আর পরিশেষে জাহান্নামে পূর্ণ হবে তার শাস্তি।

আল্লাহর বাণী:

﴿مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدۡ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ١٢٣﴾ النساء: ١٢٣

"যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না।" [সূরা নিসা:১২৩]

এতএব, মানুষ যে রূপ ভাল-মন্দ কাজ বা আনুগত্য বা পাপ করবে সেরূপ আল্লাহর তার ভাগ্যে জারি করবেন। আর বেশিরভাগ মানুষ এসব ভাগ্যলিপির রহস্য অবগত নয়, সে জন্যেই পাপিষ্ঠদের উপর মসিবতের স্তুপ হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা সেসবের সমাধানের জন্য ছুটে যায় মানুষের নিকট যার ফলে মসিবত দূর না হয়ে আরো বেশি হতে থাকে।

আর হকিকত হলো: এসবের সমাধান তো তাদের হাতেই; কারণ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে তারা নিজেরাই। সুতরাং, যদি তারা কুফরির স্থানে ঈমান, পাপের জায়গায় আনুগত্য, মন্দের বদলে ভাল করত, তাহলে দ্রুত আল্লাহ তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে দিতেন। আর যদি কল্যাণের স্থানে অনীষ্ট দ্বারা পরিবর্ত করে তাহলে তাদেরকে আজাব দিবেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرٗا نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلَىٰ قَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٥٣﴾ الأنفال: ٥٣

"তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না সে সবনেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুত: আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" [সূরা আনফাল: ৫৩]

ভাগ্য দ্বারা প্রতিবাদ ও যুক্তিপেশ

◆ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের তকদির তথা ভাগ্য নির্ধারণ ও ফয়সালা দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সবকাজ ও অবস্থার ফয়সালা ও নির্ধারণ যা মানুষের ইচ্ছার বাইরে: চাহে তা মানুষের শরীরের সাথে সম্পর্ক হোক। যেমন : লম্বা ও বেঁটে অথবা সুন্দর-অসুন্দর কিংবা তার জীবন-মরণ। আথবা তার পছন্দ ছাড়াই যা ঘটে। যেমন : মুসিবত, রোগ-শোক, জানমালে ক্ষতি ও ফলাদি এবং ফসলে বিনষ্ট ছাড়া আরো মুসিবত। যা কখনো বান্দার প্রতি শাস্তি হিসাবে আবার কখনো তার পরীক্ষা হিসাবে এবং কখনো তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্যও ঘটে থাকে। এ সবকাজ যা মানুষের জীবনে প্রবাহমান বা তার ইচ্ছার বাইরে ঘটে থাকে সে ব্যাপারে মানুষ প্রশ্নের সম্মুক্ষীন হবে না। সে বিষয়ে হিসাব-নিকাশ হবে না। এ ব্যপারে তার ঈমান আনা ওয়াজিব যে, এ সকল আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা ও নির্ধারণ। ধৈর্যধারণ করবে, সন্তুষ্টি চিত্তে গ্রহণ করে নিবে এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে। এ জগতে যা কিছু ঘটে তার মধ্যে রয়েছে মহাবিজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহর হিকমত।

১.আল্লাহর বাণী:

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٢٢ ﴾ الحديد: ٢٢

"পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।" [সূরা হাদীদ: ২২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ

اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ ،وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ». أخرجه أحمد والترمذي.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদিন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর পিছনে বসে ছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "হে বৎস! তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব। আল্লাহর (আদেশ-নিষেধসমূহ) হেফাজত কর আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহর (আদেশ-নিষেধসমূহ) হেফাজত কর তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাইবে। আর যখন সাহায্য - সহযোগিতা চাইবে তখন একতমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাইবে। জেনে রাখ! সমস্ত উম্মত মিলে যদি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে তারা তোমার উপকার করতে পারবে না। কিন্তু অতটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু তোমার জন্য আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। আর যদি তারা সকলে মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রখেছেন। ভাগ্য লিপির কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ছহিফা শুকিয়ে গিয়েছে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: বনি আদম যুগকে গালি দিয়ে

[১] . হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৬৬৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৫১৬ শব্দ তারই

আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ আমিই তো যুগ। আমার হাতেই নির্দেশ। আমিই দিন-রাত্রির পরিবর্তন করি।”[১]

দ্বিতীয় প্রকার: এমন সবকাজ যা আল্লাহ ফয়সালা ও নির্ধারণ করেছেন, যেগুলো করতে মানুষ সক্ষম এবং আল্লাহর দান বিবেক, শক্তি এবং বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দ্বারা করতে পারে। যেমন : ঈমান ও কুফরি---- আনুগত্য ও নাফরমানি--- ভাল-মন্দ ব্যবহার ইত্যাদি।

এগুলো ও এর মতো যে সকল কাজ সেগুলোর হিসাব-নিকাশ করা হবে। এর উপর নির্ভর করবে সওয়াব ও শাস্তি; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, আসমানী কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন, ঈমান ও আনুগত্যের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন, কুফরি ও নাফরমানি থেকে সাবধান করে দিয়েছেন, মানুষকে বিবেক দান করেছেন, তাকে ভাল-মন্দ বাছাই করার স্বাধীনতা দান করেছেন যার ফলে তার ইচ্ছামত চলতে পারে। আর দু'টি পথের যে কোনটি সে পছন্দ করবে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির আওতাভুক্ত। কারণ আল্লাহর রাজ্যে এমন কিছু ঘটবে না যা আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ ﴿٢٩﴾ ﴾ الكهف: ٢٩

“বল! সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে চায় ঈমান আনবে আর যে চায় কুফরি করবে।” [সূরা কাহাফ: ২৯]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ ﴾ فصلت: ٤٦

“যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না।” [সূরা ফুসসিলাত: ৪৬]

[১]. বুখারী হাঃ ৪৮২৬ ও মুসলিম হাঃ ২২৪৬

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ الروم: ٤٤

"যে কুফরি করে, তার কুফরির জন্যে সে-ই দায়ী এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে।" [সূরা রূম: ৪৪]

৪. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾ التكوير: ٢٧ - ٢٩

"এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্যে উপদেশ। তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।" [তাকবীর: ২৭-২৯]

◆ **কখন তকদির দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে:**

১. প্রথম প্রকারে উল্লেখিত মুসিবতসমূহে মানুষের জন্য তকদির দ্বারা দলিল পেশ করা জায়েজ আছে। সুতরাং মানুষ অসুস্থ হলে অথবা মারা গেলে কিংবা তার ইচ্ছা ছাড়াই কোন মুসিবতে পতিত হলে সে আল্লাহর তকদির দ্বারা দলিল পেশ করতে পারে। যেমন সে বলবে: আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন এবং যা ইচ্ছা তাই করেছেন। আর সে ধৈর্যধারণ করবে এবং সম্ভবপর সন্তুষ্ট থাকবে যাতে করে সওয়াব অর্জন করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾ البقرة: ١٥٦ - ١٥٧

"আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।" [সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭]

২. পাপের কাজে তকদির দ্বারা দলিল পেশ করা মানুষের জন্য জায়েজ নয়। কোন ওয়াজিব ত্যাগ করে বা হারাম কাজ করে বলবে ইহা আমার তকদিরে ছিল। এ ধরণের দলিল পেশ চলবে না। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা এবাদত করার জন্য নির্দেশ করেছেন এবং পাপকাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আর কাজ করার জন্য আদেশ করেছেন এবং তকদিরের উপর ভরসা করে বসে থাকার জন্য নিষেধ করেছেন। যদি ভাগ্য কারো জন্য দলিল হতো, তাহলে যারা রসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতেন না। যেমন: নূহ [عليه السلام]-এর জাতি, আদ, সামূদ ইত্যাদি। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের উপর শরীয়তের শাস্তির জন্য নির্দেশ করতেন না। যারা তকদিরকে পাপিষ্ঠদের জন্য দলিল মনে করে এবং তাদের থেকে নিন্দা ও শাস্তিকে উঠিয়ে দিতে চায়; তাদের উচিত যদি কেউ তার উপর জুলুম করে তাকে মন্দ না বলা এবং শাস্তিও না দেওয়া। আর যে ব্যক্তি তার সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং যে খারাপ ব্যবহার করে দু'জনের মধ্যে পার্থক্য না করা। এ ধরনের কাজ অজ্ঞতা ও বাতিল ছাড়া বৈ কি?

◆ উপায় ধরণের বিধান:

আল্লাহ যা কিছু তাঁর বান্দার জন্য তকদিরে নির্দিষ্ট করেছেন চাহে ভাল হোক বা মন্দ হোক তা কারণের সঙ্গে জড়িত। অতএব, কল্যাণকর জিনিসের কারণ যেমন: ঈমান ও এবাদতসমূহ। আর মন্দ কাজের কারণ যেমন: কুফরি ও নাফরমানি। মানুষ শুধুমাত্র ঐ ইচ্ছা ও নির্বাচন শক্তি দ্বারাই কাজ করে যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার জন্যে কল্যাণ-অকল্যাণ যাকিছু নির্দিষ্ট করেছেন সে পর্যন্ত সে কারণের মাধ্যম ছাড়া পৌঁছতে পারে না। যে সকল কারণ তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে তা সে নিজের পছন্দ মত করে থাকে। জান্নাতে প্রবেশের জন্য কিছু কারণ রয়েছে আবার জাহান্নামে প্রবেশের জন্যেও কিছু কারণ রয়েছে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَاۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ ﴾ الأنعام: ١٤٨

"এখন মুশরিকরা বলবে: যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমন কি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন: তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে পারবে? তোমরা শুধুমাত্র ধারণার অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল।"
[সূরা আন'আম:১৪৮]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ ﴾ آل عمران: ١٣٢

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ কর। সম্ভবত: তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে। " [সূরা আলে ইমরার: ১৩২]

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ نَعْمَلُ أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ: لَا اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ: **﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾** .متفق عليه.

২. আলী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "প্রতিটি মানুষকে তার জান্নাত ও জাহান্নামের স্থান জানানো হয়েছে। তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা কেন আমল করব? আমরা কি ভরসা করে বসে থাকব না? তিনি বললেন: না, তোমরা আমল কর; কারণ যার জন্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তা সবই তার জন্যে সহজ। অত:পর তেলাওয়াত

করলেন:"অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।" [সূরা লাইল: ৫-১০] [১]

◆ নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে তকদির দ্বারা তকদিরকে দূর করা জায়েজ:

১. যখন কোন তকদিরের কারণ সংঘটিত হয় তখন অন্য কারণ দ্বারা সেটির মোকাবেলা করা জায়েজ। যেমন : দুশমনের মোকাবেলা তার সাথে যুদ্ধকরা এবং ঠাণ্ডাকে গরম দ্বারা দূর করা ইত্যাদি।

২. যে তকদির সংঘটিত হয়েছে এবং স্থীর হয়েছে তাকে অন্য তকদির দ্বারা দূর করা ও সরানো। যেমন : রোগ তকদিরকে চিকিৎসা তকদির দ্বারা দূর করা। পাপ তকদিরকে তওবা তকদির দ্বারা মিটানো। দুর্ব্যবহার তকদিরকে সদ্ব্যবহার তকদির দ্বারা দূর করা। এরূপ আরো অনেক রয়েছে।

◆ বান্দার পক্ষ থেকে ভাল-মন্দ কাজ সংঘটিত হয়। এগুলোর সৃষ্টি করা ও অস্তিত্বে আনা আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা কোন দোষণীয় নয়। কারণ আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। এর মধ্যে মানুষ ও তার কার্যাদিও। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা তাঁর সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়। যেমন: কুফরি, পাপকাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তা পছন্দ করেন না এবং তাতে সন্তুষ্টও হন না। এ গুলোর আদেশ করেন না বরং এগুলোতে নারাজ হন এবং এসব থেকে নিষেধ করেন। অতএব, কোন জিনিস আল্লাহর নিকট অসন্তুষ্টকর ও অপছন্দনীয় হওয়াটা তাঁর ইচ্ছা ও সৃষ্টির বাইরে হয় না। সুতরাং, প্রতিটি জিনিস আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টি ও পৃথিবী পরিচালনার ভিত্তির যে উদ্দেশ্য সে হিকমত তার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৯৪৫ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৪৭ শব্দ তাইর।

◆ সর্বোত্তম মানুষঃ

পরিপূর্ণ ও উত্তম মানুষ তারাই যারা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] যা পছন্দ করেন তাই তারা পছন্দ করে। আর আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] যা অপছন্দ করেন তারা তাই অপছন্দ করে। এ ছাড়া তাদের নিকটে আর কোন ভালোবাসা ও ঘৃণার কিছু নেই। তাই তারা আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূলুল্লাহ [ﷺ] যার আদেশ করেছেন তারা তারই আদেশ করে। এর বাইরে কোন জিনিসের তারা আদেশ করে না। আর প্রতিটি বান্দার যে কোন মুহূর্তে আল্লাহর আদেশসমূহের কোন নির্দেশের প্রয়োজন হয় তা বাস্তবায়ন করে। আর যা নিষিদ্ধ তা থেকে বিরত থাকে এবং তকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

অতএব, মুসলিম ব্যক্তি দুনিয়াতে পাঁচটি বিষয়ের মাঝে আবর্তন-বিবর্তন করে। আল্লাহর কোন নির্দেশ যা সে পালন করবে, কোন নেষেধ যা থেকে সে বিরত থাকবে, কোন ফয়সালা যাতে সে সন্তুষ্ট থাকবে, কোন নিয়ামত যার সে শোকর করবে এবং পাপ যা হতে সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে।

◆ তকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা তিন প্রকার:

১. আনুগত্যের উপর সন্তুষ্টি যা নির্দেশিত।
২. মুসিবতের প্রতি সন্তুষ্ট যা নির্দেশিত। উহা চাহে ওয়াজিব হোক বা মুস্তাহাব হোক।
৩. কুফরি, ফাসেকি ও নাফরমানি যার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া নির্দেশিত নয়। বরং তা ঘৃণা ও অপছন্দ করার জন্য নির্দেশ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা ইহা পছন্দ করেন না এবং সন্তুষ্টও হন না। আল্লাহ তা'য়ালা যদিও উহা সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তা তিনি পছন্দ করেন না। ইহা এ কথার প্রমাণ করে যে, এমন জিনিসও সৃষ্টি করেছেন যা তিনি পছন্দ করেন না। যেমন : শয়তানকে সৃষ্টি করা। আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট থাকব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জঘন্য কাজ ও তার কর্তাকে সন্তুষ্টির চোখে দেখবো না এবং পছন্দও করব না।

একটি বিষয় এক দৃষ্টিকোন থেকে পছন্দনীয় হলেও অন্য দৃষ্টিকোন থেকে ঘৃণীত। যেমন : ঔষধ অপ্রীয় স্বাদহীন কিন্তু তা প্রীয় জিনিসের (সুস্থতার) দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহকে খুশী করার রাস্তা অবলম্বন করব। তিনি যা ভালবাসেন এবং যাতে সন্তুষ্ট হন তাই করব। আর এ কথা নয় যে, প্রতিটি বিষয় যা ঘটে বা হয় সবকিছুর উপর সন্তুষ্ট থাকব। আমরা আদিষ্ট নই যে, আল্লাহর সবফয়সালা ও নির্ধারণকৃত তকদিরের প্রতি খুশী হব। বরং আমরা আদিষ্ট আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ] যে সকল আদেশ করেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

◆ **আল্লাহর ফয়সালা ভাল-মন্দ যাই হোক তার দু'টি দিক রয়েছে:**

১. **প্রথমটি:** যা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত ও একমাত্র তাঁরই সঙ্গে সম্পর্ক। তাই বান্দা এর প্রতি রাজি-খুশী থাকবে; কারণ আল্লাহর সকল ফয়সালা কল্যাণময় এবং ইনসাফপূর্ণ ও হিকমত সম্মত।

২. **দ্বিতীয়টি:** যা বান্দার সাথে সম্বন্ধ ও তারই সঙ্গে সম্পর্ক। এর মধ্যে কিছু রয়েছে যা সন্তোষজনক যেমন: ঈমান ও আনুগত্য। আর কিছু রয়েছে যা অসন্তোষজনক যেমন: কুফরি ও নাফরমানি, যাতে আল্লাহ তা'য়ালা অসন্তুষ্ট হন ও পছন্দ করেন না এবং তার নির্দেশও করেন না।

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ ﴾ القصص: ٦٨

"আপনার পালনকর্তা যা ইছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন, তাদের কোন অধিকার নেই। আল্লাহর পবিত্রতা এবং তারা যাকে শরিক করে, তা থেকে আল্লাহ বহু ঊর্ধ্বে।" [সূরা কাসাস: ৬৮]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ ۝٧ ﴾ الزمر: ٧

"যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপরোয়া। তিনি তাঁর বান্দাদের কাফের হয়ে হওয়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্যে তা পছন্দ করেন।" [সূরা যুমার: ৭]

৩. আরো আল্লাহ বাণী:

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ۝٩٦ ﴾ الصافات: ٩٦

"আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা সফফাত: ৯৬]

◆ **বান্দার সকল কাজ-কর্ম সৃষ্ট:**

আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার কার্যাদিও সৃষ্টি করেছেন। আর সবকিছুই জানেন ও ঘটার পূর্বেই তা লিখে রেখেছেন। সুতরাং, মানুষ যখন কোন ভাল বা মন্দ কাজ করে তখন আল্লাহর জ্ঞান, সৃষ্টি ও লিখন আমাদের জন্য প্রকাশ হয়ে যায়। বান্দার কাজ সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান ব্যাপক। প্রতিটি জিনিসে আল্লাহর জ্ঞান ব্যাপৃত। আসমান ও জমিনে আল্লাহর জ্ঞান থেকে অণু পরিমাণ জিনিসও দূরে থাকতে পারে না।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ۝٩٦ ﴾ الصافات: ٩٦

"আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা সফফাত: ৯৬]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ

﴿٥٩﴾ الأنعام: ٥٩

“তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আদ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।” [সূরা আন'আম: ৫৯]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ ﴾ يونس: ٦١

“বস্তুত: যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর, অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার প্রতিপালক থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও জমিনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।” [সূরা ইউনুস: ৬১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺقَالَ :حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ:« إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». متفق عليه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সত্যবাদী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যায়িত রসূল [ﷺ] আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন:"তোমাদেরকে মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন নুতফা তথা শুক্রকিট হিসাবে রাখা হয়। অত:পর আরো চল্লিশ দিনে একটি রক্তের টুকরা বানানো হয়। আবার চল্লিশ দিনে এক মাংসের পিণ্ড বানানো হয়। এরপর ফেরেশতা পাঠানো হয় যিনি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দেন। আর চারটি জিনিস লিখার জন্য তাঁকে নির্দেশ করা হয়: তার রিজিক, বয়স, কার্যাদি ও সুখী না অসুখী। সেই আল্লাহর কসম যিনি ব্যতিরেকে নেই কোন ইলাহ। তোমাদের কেউ জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে। এমন কি তার ও জান্নাতের মাঝে এক হাত বাকি থাকে। এমতাবস্থায় তার ভাগ্যলিপি তার সামনে বেড়ে যায়। আর সে জাহান্নামের কাজ করে বসে, যার ফলে জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ জাহান্নামের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে যখন এক হাত বাকি থাকে তখন তার ভাগ্যলিপি আগে বেড়ে যায়, যার ফলে সে জান্নাতীদের কাজ করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।"[১]

◆ **ইনসাফ ও এহসান:**

আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি কাজ ইনসাফ ও এহসান ছাড়া খালি নয়। তিনি কখনো কারো প্রতি জুলুম করেন না। তিনি বান্দার সাথে ইনসাফ অথবা অনুগ্রহ করে থাকেন। পাপিষ্ঠদের সঙ্গেও ইনসাফ করে থাকেন। যেমন : আল্লাহর বাণী:

﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ ﴿٤٠﴾ ﴾ الشورى: ٤٠

"মন্দ কাজের প্রতিদান অনুরূপ মন্দ।" [সূরা শূরা: ৪০]

আর নেককারদের সাথে অনুকম্পা ও অনুগ্রহের আচরণ করে থাকেন। যেমন : আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ ﴿١٦٠﴾ ﴾ الأنعام: ١٦٠

---

[১]. বুখারী হাঃ ৩২০৮ ও মুসলিম হাঃ ২৬৪৩ শব্দ তারই

“যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম করবে সে দশগুণ নেকি পাবে।”
[সূরা আন‘আম: ১৬০]

◆ **শার‘য়ী ও সৃষ্টিগত আদেশসমূহ:**

আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশসমূহ দু'প্রকা: সৃষ্টিগত আদেশ ও শার‘য়ী আদেশ। সৃষ্টিগত আদেশসমূহ আবার তিন প্রকার:

১. সৃষ্টি ও স্থিতির ব্যাপারে:

ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল সৃষ্টির জন্য। যেমন : আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ ﴾ الزمر: ٦٢

“আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর দায়িত্বশীল।” [সূরা যুমার: ৬২]

২. স্থিতি থাকার নির্দেশ:

ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল সৃষ্টির স্থিতির জন্য নির্দেশ।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَاۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ ﴾ فاطر: ٤١

“নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল। ” [সূরা ফাতির: ৪১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾ الروم: ٢٥

"আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে হলো তাঁরই নির্দেশে আসমান ও জমিন প্রতিষ্ঠিত আছে।" [সূরা রূম:: ২৫]

৩. উপকার-অপকার, নড়াচড়া- স্থির ও জীবন-মরণ--- এ সবের নির্দেশ। ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল সৃষ্টির জন্য।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨﴾ الأعراف: ١٨٨

"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।" [সূরা আ'রাফ: ১৮৮]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمۡ فِي ٱلۡفُلۡكِ وَجَرَيۡنَ بِهِم بِرِيحٖ طَيِّبَةٖ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتۡهَا رِيحٌ عَاصِفٞ وَجَآءَهُمُ ٱلۡمَوۡجُ مِن كُلِّ مَكَانٖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ أُحِيطَ بِهِمۡ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنۡ أَنجَيۡتَنَا مِنۡ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ٢٢﴾ يونس: ٢٢

"তিনিই তোমাদের ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, এমতাবস্থায় নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর এবাদতে নি:স্বার্থ হয়ে 'যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নি:সন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।" [সূরা ইউনুস: ২২]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٦٨ ﴾ غافر: ٦٨

"তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন। সুতরাং যখন তিনি কোন জিনিসের ফয়সালা করেন তখন শুধুমাত্র বলেন: 'হও' তখন হয়ে যায়।" [সূরা গাফের: ৬৮]

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে শার'য়ী নির্দেশসমূহ যা শুধু জ্বিন ইনসানের জন্য খাস-নির্দিষ্ট। আর উহা হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। যা ঈমান, সকল এবাদত, লেন-দেন, মেলামেশা ও চরিত্র সবকিছুতেই শামিল। আল্লাহর সৃষ্টিগত নির্দেশসমূহের প্রতি মজবুত দৃঢ়তার পরিমাণ মোতাবেক বান্দা আল্লাহর শার'য়ী নির্দেশসমূহ পালনে আগ্রহ ও স্বাদ অনুভব করতে পারবে। ইহা দ্বারা সবার চেয়ে কল্যাণময় মানুষ তারাই হবে যাদের রব সম্পর্কে জ্ঞান বেশী গভীর। আর তাঁরাই হচ্ছেন নবী-রসূলগণ। এর পরে যারা তাঁদের হেদায়েত মোতাবেক চলেছে তারা। আল্লাহর শার'য়ী নির্দেশসমূহ পালন করলে তিনি তা'য়ালা আমাদের জন্য দুনিয়াতে আসমান-জমিনের সকল বরকত খুলে দিবেন। আর আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

◆ **আল্লাহর নির্দেশসমূহ দু'প্রকার:**

১. শার'য়ী নির্দেশসমূহ: ইহা কখনো ঘটে আবার কখনো আল্লাহর ইঙ্গিতে মানুষ তার বিপরীত করে থাকে। এর মধ্যে আল্লাহর বাণী:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ ٢٣ ﴾ الإسراء: ٢٣

"আপনার প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই এবাদত করাকে ফরজ করেছেন। আর বাবা-মার সাথে সদ্ব্যবহার।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ২৩]

২. সৃষ্টিগত নির্দেশসমূহ: যা অবশ্যই সংঘটিত হয়। তার বিপরীত করা মানুষের জন্য সম্ভপর নয়। ইহা দু'প্রকার:

১. সরাসরি আল্লাহর নির্দেশসমূহ: যা বাস্তবায়ন অবধারিত। যেমন : আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢ ﴾ يس: ٨٢

“তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘হও’ তখনই তা হয়ে যায়।” [সূরা ইয়াসীন: ৮২]

২. সৃষ্টিগত আল্লাহর নির্দেশসমূহ: আর তা হলো নিখিল সৃষ্টির রীতিসমূহ যা কারণের সাথে জড়িত এবং এগুলোর ফলাফল পরস্পরে প্রভাবিত। আর প্রতিটি সৃষ্টিগত কারণের পরিণাম রয়েছে। নিখিল সৃষ্টির রীতিসমূহের মধ্যে যেমন :

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرٗا نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلَىٰ قَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ۝٥٣ ﴾ الأنفال: ٥٣

“তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না সেসব নিয়ামত যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুত: আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।” [সূরা আনফাল: ৫৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَٰهَا تَدۡمِيرٗا ۝١٦ ﴾ الإسراء: ١٦

“যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অত:পর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই।” [সূরা বনি ইসরাঈল: ১৬]

এ সমস্ত সৃষ্টির রীতিসমূহে ইবলিস ও তার সহচরদের জন্য সম্ভব যে, চেষ্টা করে কিছু মানুষের ধ্বংসের কারণ হিসাবে নির্ধারন করতে পারে। কিন্তু তার থেকে নাজাতের জন্য আল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা করেছেন। দোয়া দ্বারাই এক মাত্র আল্লাহর ফয়সালা পরিবর্তন হতে পারে। দোয়া হচ্ছে সেই আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চাওয়া যিনি সমস্ত সৃষ্টির রীতিসমূহের সৃষ্টিকারী। তিনিই সবকিছুর কার্যক্ষমতাকে বাতিল করতে অথবা তার ফলাফলকে পরিবর্তন করেত সক্ষম। যে কোন

সময় চাইবেন এবং যেমন ভাবে চাইবেন। যেমন ভাবে ইবরাহীম [ﷺ]-এর উপর আগুনের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহর বাণী:

﴿ قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ۝٦٩ ﴾ الأنبياء: ٦٩

"আমি বললাম: হে আগুন তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" [সূরা আম্বিয়া: ৬৯]

◆ নেকি ও পাপের প্রকার:

নেকি দু'প্রকার:

১. এমন নেকি যার কারণ হলো ঈমান ও সৎআমল। আর ইহা হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]-এর আনুগত্য করা।

২. এমন নেকি যার কারণ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ব নিয়ামতসমূহ। যেমন: সম্পদ, সুস্থতা, সাহায্য, ইজ্জত-সম্মান ইত্যাদি।

◆ পাপ দু'প্রকার:

১. এমন পাপ যার কারণ হলো শিরক ও নাফরমানি, যেগুলো মানুষ থেকে ঘটে থাকে।

২. এমন পাপ যার কারণ হচ্ছে বালা-মুসিবত বা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি যেমন: শারীরিক অসুস্থতা, সম্পদের ধ্বংস এবং পরাজয় ইত্যাদি।

◆ যে সকল নেকির অর্থ আনুগত্য সেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে সম্বোধন করা যাবে না। তিনিই ইহা তাঁর বান্দার জন্য নিযুক্ত করেছেন, জানিয়ে দিয়েছেন, করার জন্য নির্দেশ করেছেন এবং করার জন্য সহযোগিতা করেছেন।

◆ পাপ যার অর্থ আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল [ﷺ]-এর নাফরমানি। যদি ইহা বান্দা তার ইচ্ছা ও পছন্দমত করে যা আনুগত্যের উপর পড়ে, তাহলে ইহা পাপিষ্ঠ বান্দার দিকে সম্বোধন করতে হবে। ইহা আল্লাহর দিকে সম্বোধন করা যাবে না। কারণ ইহা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর শরীয়ত সম্মত করেন নাই, করার নির্দেশও করেন নাই। বরং

উহা হারাম করে দিয়েছেন ও সে ব্যাপারে সতর্কতা প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন:

﴿ مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَۚ وَأَرۡسَلۡنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗاۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا ٧٩ ﴾ النساء: ٧٩

"আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ সববিষয়েই যথেষ্ট-সববিষয়েই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।" [সূরা নিসা:৭৯]

◆ আর যে নেকি অর্থ নিয়ামত। যেমন সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সুস্থতা, সাহায্য এবং সম্মান। আর যে পাপ অর্থ শাস্তি ও পরীক্ষা যেমন : সম্পদে ঘাটতি, মৃত্যু, ফসলাদিতে ধ্বংস, পরাজয় ইত্যাদি। এ দু'টি নেকি ও পাপ এ অর্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করেন ও শাস্তি দেন এবং সম্মান ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। যেমন : আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِن تُصِبۡهُمۡ حَسَنَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِكَۚ قُلۡ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا ٧٨ ﴾ النساء: ٧٨

"আর যদি তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হয় তাহলে বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ সাধিত হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না।" [সূরা নিসা: ৭৮]

◆ **পাপের শাস্তি দূরীকরণ:**

যদি কোন মু'মিন পাপ করে তাহলে তার শাস্তি নিম্ন বর্ণিত কারণে দূর হতে পারে: সে তওবা করবে যার ফলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে মাফ করে দিবেন। অথবা সে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা চাইবে আর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিংবা ভাল আমল করবে যার দ্বারা

তার পাপাগুলো মুছে যাবে। অথবা তার মু'মিন ভাইয়েরা তার জন্যে দোয়া করবে ও ক্ষমা চাইবে কিংবা তাদের যে সকল আমলের সওয়াব দান করা জায়েজ তা তাকে দান করবে যা আল্লাহর কাছে তার জন্য উপকারী হবে। অথবা দুনিয়াতে আল্লাহ তাকে মুসিবতে নিপতিত করবেন যা তার পাপকে মিটিয়ে দিবে। অথবা বারযাখী জিন্দেগীর শাস্তি দ্বারা পাপকে মিটিয়ে দেয়া হবে। অথবা হাশরের মাঠে বিপদগ্রস্ত করে ক্ষমা করা হবে। অথবা নবী মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর সুপারিশে কিংবা দয়াময় রহমান দয়া করে মাফ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

◆ **আনুগত্য ও নাফরমানিঃ**

এবাদতের মাধ্যমে সওয়াব হাসিল হয় এবং সুন্দর চরিত্র তৈরী হয়। আর পাপ দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয় এবং নোংরা অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। সূর্য, চন্দ্র, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, স্থল ও জল সকলে তাদের রবের আনুগত্য করেছে যার ফলে তাদের থেকে বহুবিধ ফায়েদার উদ্ভব হয়েছে, যার হিসাব আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা অসম্ভব। আর আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ:) যখন আল্লাহর আনুগত্য করেছেন তখন তাঁদের থেকে এমন উপকারের উৎপত্তি হয়েছে, যার হিসাব আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

ইবলিস শয়তান যখন তার রবের নাফরমানি করে অস্বীকার করেছে ও অহংকার প্রদর্শন করেছে তখন তার ফলে পৃথিবীতে অনীষ্ট ও বিপর্যয় দ্বারা ভরে গেছে। এর গগণা করা আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব না।

অনুরূপ মানুষ যখন তার রবের আনুগত্য করে তখন তা দ্বারা নিজের ও অন্যের কল্যাণ ও উপকার হয় যার হিসাব আল্লাহই একমাত্র জানেন। আর যখন তার রবের নাফরমানি করে তখন সে কারণে নিজের ও অন্যের জন্য বহু ধরণের অনীষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, যার হিসাব আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা বড় কঠিন।

◆ ভাল-মন্দ কাজের প্রভাব:

আল্লাহ তা'য়ালা এবাদত ও ভাল কাজের পছন্দনীয় সুন্দর স্বাদের প্রভাব নির্দিষ্ট করেছেন। এর স্বাদ পাপের স্বাদের চেয়ে শতগুণ বেশী। আর আল্লাহ তা'য়ালা পাপ ও নোংরা কাজের এমন কু-প্রভাব ও ঘৃণীত দু:খ বেদনা করে দিয়েছেন যা আফসোস ও লজ্জার জন্ম দেয় এবং এর পরিণাম শতগুণে খারাপের দিকেই বাড়তে থাকে। মানুষের পাপের জন্যই অপছন্দনীয় ব্যাপার ঘটে থাকে। আর আল্লাহ তো বেশীর ভাগ মাফ করেই থাকেন।

পাপরাজি আত্মার জন্য ঐ রূপ ক্ষতিকর যেমন বিষ শরীরের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তার সুন্দর উত্তম স্বভাবজাত গুণাবলী দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো যখন পাপ-পঙ্কিলতায় ভরে যায় তখন তার থেকে ঐ সকল সুন্দর ও উত্তম বিষয়াদি ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর যখন তওবা করে আল্লাহর দরবারে ফিরে আসে তখন আবার তার সৌন্দর্য ও উত্তমতা ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তার কামালিয়াত তথা ঈমানী পূর্ণতা তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

◆ হেদায়েত ও ভ্রষ্টতা:

সৃষ্টি ও নির্দেশ একমাত্র আল্লাহর হাতে তিনি যা চান তাই করেন এবং যা ইচ্ছা তাই ফয়সালা করেন। যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই। তিনি তাঁর কার্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না কিন্তু সৃষ্টিরা জিজ্ঞাসিত হবে। তাঁর অনুকম্পা অশেষ, যার কৃপায় তিনি নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আসমানী কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন। সকল রাস্তাকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সকল সমস্যাকে দূর করে দিয়েছেন। আর হেদায়েত ও আনুগত্যের সকল কারণসমূহকে যেমন: কান, চোখ ও বিবেক দ্বারা অনুধাবন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এরপরে:

১. যে ব্যক্তি হেদায়েতকে অগ্রাধিকার দেয়, এর জন্য আগ্রহী হয়, তালাশ করে এবং তার কারণ মোতাবেক আমল করে ও তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-তদবীর করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে হেদায়েত দান

করেন। আর তা হাসিল ও পূর্ণ করার জন্য তাকে সহযোগিতা করেন। ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার উপর দয়া ও অনুকম্পা স্বরূপ। আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩ ﴾ العنكبوت: ٦٩

"যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।" [সূরা আনকাবূত: ৬৯]

২. আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতাকে অগ্রাধিকার দিল, এর জন্য আগ্রহী হল, তালাশ করল এবং তার কারণ মোতাবেক আমল করল তার জন্য তাই পুরা হবে। সে তাকে ঐ দিকেই ফেরাবে যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তা থেকে ভাগার কোন উপায় থাকবে না। আর ইহা হচ্ছে আল্লাহর ইনসাফ।

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ ﴾ النساء: ١١٥

"যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সকল মুসলিমের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিকে সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" [নিসা:১১৫]

◆ ভাগ্যের প্রতি ঈমানের উপকারিতা:

ভাগ্য ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি ঈমান প্রত্যেক মুসলিমের আরাম, প্রশান্তি ও কল্যাণের উৎপত্তিস্থল। সে জানে যে প্রতিটি ব্যাপার আল্লাহর নির্ধারণ করা। যার ফলে উদ্দেশ্য সফল হলে আশ্চর্য হয় না, অনুরূপ কোন পছন্দনীয় জিনিসের বিয়োগে বা অনিষ্ট ঘটলে পেরেশানও হয় না। কারণ সে জানে এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালাকৃত, যা অবশ্যই হবে।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ۝٢٢ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ ۝٢٣ ﴾ الحديد: ٢٢ - ٢٣

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দু:খিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লাসিত না হও। আল্লাহ্ কোন ঔদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"
[সূরা হাদীদ: ২২-২৩]

عَنْ صُهَيْبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». أخرجه مسلم.

২. সুহাইব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "মুমিনের বিষয় আশ্চর্যজনক তার সকল বিষয় কল্যাণকর। আর ইহা মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য নয়। সে সুখে থাকলে শুকরিয়া করে যা তার জন্য কল্যাণকর। আর বিপদে পড়লে ধৈর্যধারণ করে যা তার জন্য কল্যাণকর।"[১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرَ فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ». أخرجه أحمد وعبد الرزاق.

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ২৯৯৯

৩. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমি মু'মিনের ব্যাপারে আশ্চর্য হই যে, সে সুখে থাকলে আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া করে। আর বিপদে পড়লে আল্লাহর প্রশংসা করে ও ধৈর্যধারণ করে। সুতরাং মু'মিনের প্রতিটি কাজে সওয়াব মিলে। এমনকি সে যে লোকমাটি তার স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দেয় সেটিরও সওয়াব পায়।"[১]

◆ এখানে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে ঈমানের ৬টি রোকনের আলোচনা শেষ হলো। আর তা হলো: আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, শেষ দিবসের প্রতি ঈমান ও ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান। প্রতিটি রোকনের প্রতি ঈমানের লাভ জনক উপকার রয়েছে।

◆ ঈমানের রোকনের উপকারসমূহ:

১. **আল্লাহর প্রতি ঈমান:** আল্লাহর প্রতি মহব্বত জন্মায়, তাঁর বড়ত্ব, শুকরিয়া, এবাদত, আনুগত্য, ভয় ও নির্দেশসমূহের বাস্তবায়ন হয়।

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান: তাদের প্রতি মহব্বতের জন্ম দেয়, তাঁদেরকে লজ্জা করা ও এবাদত করার ব্যাপারে তাঁদের ইত্তেবা তথা অনুসরণ করার শিক্ষা দেয়।

৩. **কিতাব ও রসূলগণের প্রতি ঈমান:** এর ফলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের শক্তি ও মহব্বত জন্মে। ফলে আল্লাহর শরীয়ত জানা যায় ও যা তিনি মহব্বত করেন এবং যা অপছন্দ করেন সবকিছুই জানা যায়। শেষ দিনের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। আর রসূলগণের মহব্বত ও তাঁদের আনুগত্য হাসিল হয়।

৪. **শেষ দিবসের প্রতি ঈমান:** এবাদত ও কল্যাণের কাজে উৎসাহ জন্মে। আর পাপ ও নোংরা কাজের প্রতি ঘৃণার জন্ম দেয়।

৫. **ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান:** মনের প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ। আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি। আর যদি এ অবস্থা মু'মিনের

---

[১]. হাসীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ১৪৯২ শব্দ তারই, আরনাউত বলেনঃ সনদ হাসান, আব্দুর রাজ্জাক হাঃ ২০৩১০

জীবনে হাসিল হয়ে যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হয়ে যাবে, যা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]-এর আনুগত্য ছাড়া পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣ ﴾ النساء: ١٣

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। যে জান্নাতের নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে। আর ইহাই হচ্ছে মহৎ সাফল্য।" [সূরা নিসা: ১৩]

◆ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার জন্য যাকিছু করেন এবং ফয়সালা ও নির্ধারণ করেন তার মধ্যে রয়েছে উপকার ও হিকমত। আল্লাহ তা'য়ালা যেসব ভাল ও এহসান করেন তা তাঁর দয়ার প্রমাণ করে। আর যেসব পাকড়াও ও শাস্তি দিয়ে থাকেন তা তাঁর ক্রোধের বহি:প্রকাশ। আর যেসব তিনি কোমলতা করেন ও সম্মান দান করেন তা তাঁর মহব্বতের প্রমাণ। আর যা অপমান ও বিপদে ফেলেন তা তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণার প্রমাণ। আর যা তিনি সৃষ্টির অবনতীর পর আবার পূর্ণতা দান করেন তা তাঁর ওয়াদার প্রতিফলনের প্রমাণ ক'রে।

১১. এহসান

◆ **এহসান:** ইহা হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি এমন না হয় তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ﴿١٢٨﴾ ﴾ النحل: ١٢٨

"মুত্তাকী ও নেককারদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন।" [সূরা নাহাল: ১২৮]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ ﴾ الشعراء: ٢١٧ - ٢٢٠

"আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাজে দণ্ডায়মান হন এবং নামাজিদের সাথে উঠাবসা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"
[সূরা শু'য়ারা: ২১৭-২২০]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأۡنٍ وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٍ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إِذۡ تُفِيضُونَ فِيهِۚ وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصۡغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ ﴾ يونس: ٦١

"বস্তুত: যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার রবের থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও জমিনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।" [সূরা ইউনুস: ৬১]

◆ দ্বীন ইসলামের স্তরসমূহ:

দ্বীন ইসলামের তিনটি স্তর রয়েছে, যার একটি অপরটির উর্ধ্বে। সেগুলো হলো: ইসলাম, ঈমান ও এহসান। আর এহসান হচ্ছে সবার উর্ধ্বে এবং প্রতিটি স্তরের রয়েছে রোকনসমূহ।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ». قَالَ: صَدَقْتَ ، قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ؟

قَالَ:« أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ». قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ ؟ قَالَ:« أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ».

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ ؟ قَالَ:« مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ» قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا ؟ قَالَ:« أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ،؟ قَالَ:« فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ». أخرجه مسلم.

উমার ইবনে খাত্তাব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট ছিলাম; এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও

মাথার চুল কালো মিশমিশে এক ব্যক্তি আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর মাঝে ভ্রমণের কোন আলামত দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের সবার নিকট অপরিচিত ব্যক্তি। অত:পর লোকটি নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে বসলেন এবং তাঁর দু'জানু রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দু'জানুর সাথে মিলালেন এবং দু'হাত তাঁর দু'উরুর উপর রেখে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে খবর দেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] উত্তরে বললেন: " ইসলাম হচ্ছে: তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারে কোন মা'বূদ নেই। আর মুহাম্মাদ [ﷺ] আল্লাহর রসূল। সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, রমজানের সিয়াম পালন করবে এবং সমর্থবান হলে আল্লাহর ঘরের হজ্ব করবে।" লোকটি বললেন, সত্য বলেছেন। (উমার ﵁) বলেন, লোকটির ব্যাপারে আমরা আশ্চর্যবোধ করলাম জিজ্ঞাসা করছেন আবার সত্যায়নও করছেন।

লোকটি বললেন, আমাকে ঈমান বিষয়ে অবহিত করান। নবী [ﷺ] বললেন: "তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, রসূলগণের প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনবে। আর ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতিও ঈমান আনবে।"

(লোকটি) বললেন, সঠিক বলেছেন। (লোকটি আবার) বললেন, আমাকে এহসান সম্বন্ধে জানান। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"তুমি এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে না দেখ তাহলে তিনি নিশ্চয় তোমাকে দেখছেন।" (লোকটি) বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে খবর দিন।

তিনি [ﷺ] বললেন: "জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানেন না।" (লোকটি) বললেন, আমাকে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে অবহিত করান, তিনি বললেন: (কিয়ামতের আলামত হচ্ছে) "বাঁদী তার মনিবকে জন্ম দেবে। আর দেখবে খালি পা, নাঙ্গা শরীর, গরীব ও ছাগলের রাখালরা দালানকোঠা নিয়ে গৌরব করবে।" (উমার ﵁) বলেন, এরপর লোকটি চলে গেলেন। অত:পর আমি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলাম। এরপর নবী [ﷺ] আমাকে বললেন: "উমার জানো প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিলেন?" আমি বললাম, আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]

বেশী জানেন। তিনি [ﷺ] বললেন:“তিনি হচ্ছেন জিবরীল [عليه السلام]। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন।”[১]

◆ এহসানের স্তরসমূহ:

এহসানের দু'টি স্তর:

১. **প্রথম স্তর:** মানুষ তার রবের এবাদত এমনভাবে করবে যেন সে তাঁকে দেখছে। আগ্রহ, আশা-আকাংখা ও ভালোবাসা সহকারে এবাদত করবে। সে যা ভালবাসে তা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট চাইবে। যে যাকে মন থেকে চায় সে তাঁকে দেখছে এমন ভেবে একমাত্র তাঁরই এবাদত করে। আর ইহাই হচ্ছে দু'টির মধ্যে উঁচু স্তর “তুমি এমনভাবে আল্লাহর এবাদত কর যেন তাঁকে দেখছ।”

২. **দ্বিতীয় স্তর:** আল্লাহকে দেখছ ও তাঁর নিকট চাচ্ছ এমনভাবে যদি এবাদত করতে না পার, তবে তাঁর এবাদত কর এমনভাবে যেন তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহর আজাব ও শাস্তির ভয়-ভীতি ও তাঁর সামনে নিজেকে বিলিন করে এবাদত কর। [যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে তিনি (আল্লাহ) অবশ্যই তোমাকে দেখছেন]

◆ বন্দেগির পূর্ণতা:

আল্লাহর এবাদতের ভিত্তি দু'টি জিনিসের উপর: একটি হলো পরম ভালোবাসা আর অপরটি হলো পরম শ্রদ্ধা ও তাঁর জন্য নিজেকে বিলিন করা। ভালোবাসা আগ্রহ ও যাঞ্চা সৃষ্টি করে আর শ্রদ্ধা নিজেকে বিলিন করা ও ভয়-ভীতির জন্ম দেয়। আর একেই বলে আল্লাহর এবাদতে এহসান। আল্লাহ তা'য়ালা এহসানকারীদেরকে ভালবাসেন।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًاۗ ﴿١٢٥﴾ ﴾ النساء: ١٢٥

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৮

"যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহিমের ধর্ম অনুসরণ করে তার চেয়ে দ্বীনের ব্যাপারে আর কে উত্তম ? " [সূরা নিসা: ১২৫]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ ﴾ لقمان: ٢٢

"যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।" [সূরা লোকমান: ২২]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ ﴾ البقرة: ١١٢

"হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তবে তার জন্য তার রবের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা বাকারা: ১১২]

◆ লাভজনক ব্যবসা:

কুরআনুল কারীমে দু'প্রকার ব্যবসার কথা উল্লেখ হয়েছে: মু'মিনদের ব্যবসা আর মুনাফেকদের ব্যবসা:

১. মুমিনদের ব্যবসা লাভজনক যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ সাধিত হয় আর উহা হচ্ছে দ্বীন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَـٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ ﴾ الصف: ١٠ - ١١

"মু'মিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বুঝ।" [সূরা ছফ: ১০-১১]

২. মুনাফেকদের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা যা দুনিয়া ও আখেরাতে বদনসিবের কারণ ঘটে। যেমন আল্লহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَـٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ ﴾ البقرة: ١٤ - ١٦

"আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি-আমরা তো (মুসলিমদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে।" [সূরা বাকারা: ১৪-১৬]

১২- জ্ঞানার্জনের অধ্যায়

◆ **জ্ঞানার্জনের ফজিলত ও গুরুত্ব:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾﴾ المجادلة: ١١

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চে করে দিবেন। আল্লাহ্ খবর রাখেন যাকিছু তোমরা কর।" [সূরা মুজাদালা: ১১]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ ». أخرجه الترمذي.

২. আবু উমামা আল-বাহেলী [রাযিয়াল্লাহু আনহু] বলেন: রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর নিকট দু'জন মানুষের কথা উল্লেখ করা হল। একজন 'আবেদ (এবাদতকারী) অপরজন আলেম। তখন রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: "একজন 'আবেদের উপর আলেমের ফজিলত যেমন আমার ফজিলত তোমাদের সাধারণের উপর। অত:পর রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ এবং আসমান ও জমিনবাসীগণ এমন কি গর্তের পিঁপড়া ও মাছ যিনি মানুষদেরকে কল্যাণ শিক্ষা দেন তাঁর জন্য দোয়া করেন।"[১]

◆ **জ্ঞানার্জনের ফজিলত এবং তা কথা ও কাজের পূর্বে:**

১. আল্লাহর বাণী:

[১]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৬৮৫

﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ﴿١٩﴾ ﴾ محمد: ١٩

"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ক্রটির জন্যে এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

২. আরো আল্লাহর বাণী::

﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾ ﴾ طه: ١١٤

"আর বলুন! হে আমার রব আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" [সূরা ত্ব-হা: ১১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:---"আর যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য বের হলো আল্লাহ সে জন্য তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন।" [১]

◆ **হেদায়েতের দা'ওয়াতকারীর ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে হেদায়েতের প্রতি দা'ওয়াত করে তার সওয়াব ততটুকু হবে যতটুকু তার অনুসারীদের হবে। কারো কোন সওয়াব কমানো হবে না। আর যে ভ্রষ্টতার দিকে

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯৯

আহবান করে তার ততটুকু পাপ হবে যতটুকু তার অনুসারীদের পাপ হবে। কারো কোন পাপ কমানো হবে না।" [১]

◆ শার'য়ী জ্ঞান প্রচার করা ওয়াজিব:

১. আল্লাহার বাণী:

﴿ هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾ ﴾ إبراهيم: ٥٢

"এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এর দ্বারা ভীতি হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই-একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।" [সূরা ইবরাহীম: ৫২]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ مِنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ – وَفِيهِ– قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «.. لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ». متفق عليه.

২. আবু বাকরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, -বিদায় হজ্ব সম্পর্কে- তাতে বর্ণিত আছে "রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: --- "উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়; কারণ হয়তোবা উপস্থিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে যা সে তার চেয়েও বেশী আয়ত্তকারী।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ..». أخرجه البخاري.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমার থেকে প্রচার কর যদিও তা একটি আয়াত হয় না কেন ----।" [৩]

◆ শার'য়ী জ্ঞান গোপনকারীর শাস্তি:

১. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৯

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৩৪৬১

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠ ﴾ البقرة: ١٥٩ - ١٦٠

"নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাজিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিশাপ এবং অন্যান্য অভিশাপকারীদেরও তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়াময়।" [সূরা বাকারা: ১৫৯-১৬০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তিকে শার'য়ী জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো আর সে তা গোপন করলো, আল্লাহ তা'য়ালা রোজ কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুণের লাগাম পরাবেন।"[১]

◆ **আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে শার'য়ী জ্ঞানার্জন করার শাস্তি:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا». أخرجه أبوداود والترمذي.

[১]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ ৩৬৫৮ শব্দ তারই

৫. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: " যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দ্বীনি জ্ঞান দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য অর্জন করল। সে রোজ কিয়ামতে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।" [১]

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৬. কা'ব ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি উলামাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করা অথবা মূর্খদের মধ্যে সংশয় ছড়িয়ে দেয়া কিংবা মানুষের মধ্যে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" [২]

◆ **আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি মিথ্যারোপের শাস্তি:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٤﴾ ﴾ الأنعام: ١٤٤

"অতএব, সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী আর কে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ মিথ্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।" [সূরা আন'আম: ১৪৪]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ ৩৬৬৪ শব্দ তারই ও ইবনে মাজাহ হাঃ ২৫২

[২]. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ ২৬৫৪ শব্দ তারই ও ইবনে মাজাহ হাঃ ২৫৩

﴿ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ ﴾ النحل: ١١٦

"তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত: যেসব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না।" [সূরা নাহ্ল: ১১৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে জাল হাদীস বানালো, সে নিজে তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।"[১]

◆ **যে ব্যক্তি শার'য়ী জ্ঞানার্জন করল এবং অন্যকে শিখালো তার ফজিলত:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾ آل عمران: ٧٩

"বরং তারা বলবে: তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন : তোমরা কিতাব শিখতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।"
[সূরা আল-ইমরান: ৭৯]

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ، أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১০ ও মুসলিম হাঃ নং ৩ শব্দ তারই

النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ». متفق عليه.

২. আবু মূসা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান দ্বারা প্রেরণ করছেন তার উদাহরণ হচ্ছে প্রচুর বৃষ্টির পানির মত যা জমিনে বর্ষণ হয়। অত:পর কিছু উর্বর জমি রয়েছে যা পানিকে গ্রহণ করে এবং অনেক তৃণ ও ঘাস জন্মায়। আর এক প্রকার অনুর্বর জমি বা জলাশয় রয়েছে যা পানি ধরে রাখে যার দ্বারা আল্লাহ মানুষকে উপকৃত করিয়ে থাকেন। তা থেকে তারা পান করে, সেচ করে চাষাবাদ করে। আর এক প্রকার পাথুরে জমি রয়েছে যা পানিকে ধারণ করতে পারে না এবং কোন প্রকার উদ্ভিদও গজায় না। ইহা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীনের ফকীহ্ হয়। আল্লাহ যে হেদায়েত ও জ্ঞান দ্বারা আমাকে প্রেরণ করেছেন তা দ্বারা তাকে উপকৃত করেন। যার ফলে সে শিখে এবং অন্যকে শিখায়। আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে এ ব্যাপারে গরুত্ব দেয় না তথা জ্ঞানার্জন করে না এবং যে হেদায়েত দ্বারা আমি প্রেরিত তা কবুলও করে না।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেছেন:"দু'জনের ব্যাপারে গিবতা তথা অন্যের ন্যায় কামনা করা জায়েজ: ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদ দান করেছেন যা

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২২৮২

সে কল্যাণের কাজে খরচ করে। আর ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন যা দ্বারা সে ফয়সালা করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়।”[১]

◆ শার'য়ী জ্ঞানের বিলুপ্তি ও তা উঠিয়ে নেয়ার পদ্ধতি:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْهُ:« إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَفْشُوَ الزِّنَا ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ ،وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ ». متفق عليه.

১. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাবো না যা আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে শুনেছি। তাঁর থেকে শুনেছেন এমন কেউ আর তোমাদেরকে আমার পরে সে হাদীস শুনাবে না। “কিয়ামতের আলামতের মধ্য হতে: দ্বিনী জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, মদ পান করা হবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এমনকি ৫০জন মহিলার পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ।”[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে 'আস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: “নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের থেকে জ্ঞানকে ছিনিয়ে নিবেন না। বরং রব্বানী উলামাগণের মৃত্যুর মাধ্যমে জ্ঞানকে উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম থাকবে না তখন

[১]. বুখারী হাঃ ৭৩ শব্দ তারই ও মসুলিম হাঃ ৮১৬
[২]. বুখারী হাঃ ৮১ ও মুসলিম হাঃ ২৬৭১ শব্দ তারই

মানুষ অজ্ঞদেরকে প্রধান বানিয়ে নিবে। আর তারা জিজ্ঞাসিত হলে জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দান করবে যার ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" [১]

◆ দ্বীনের ফকীহ্ হওয়ার ফজিলত:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ ، وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ». متفق عليه.

১. হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি মু'আবিয়া [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের ফকীহ্ বানান। আল্লাহই একমাত্র দাতা আর আমি বণ্টনকারী। এ উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিপরীতকারীদের উপর সর্বদা বিজয়ী থাকবে।"[২]

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ». أخرجه البخاري.

২. উছমান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআনের জ্ঞানার্জন করে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।"[৩]

◆ জিক্‌রের মজলিসের ফজিলত:

দুনিয়াতে জান্নাতের দু'টি উদ্যান রয়েছে: একটি স্থির আর অপরটি সময় ও স্থানের সাথে নতুনত্ব লাভ করে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০০ শব্দ তারই ও মসুলিম হাঃ নং ২৬৭৩
[২]. বুখারী হাঃ নং ৩১১৬ শব্দ তারই ও মসুলিম হাঃ নং ১০৩৭
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৫০২৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ،وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন:"আমার ঘর ও মেম্বারের মধ্যবর্তি স্থান জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান। আর আমার মেম্বারটি হলো আমার হাউজে কাওছারের উপর।"[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا ، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ». أخرجه أحمد والترمذي.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তোমরা জান্নাতের উদ্যানের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম কর তখন তাতে চরে নিও (তা থেকে উপকৃত হও) (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন, জান্নাতের উদ্যান কি? তিনি বললেন: জিক্‌রের (কুরআন ও হাদীসের) মজলিসসমূহ।" [২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ ،وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তাঁরা দু'জনে নবী [ﷺ]-এর নিকটে উপস্থিত ছিলেন, তিনি [ﷺ] বলেন: "যখন কোন জাতি বসে আল্লাহর জিকির করে তখন ফেরেশতাগণ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১৯৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৯১

[২]. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ১২৫৫ সিলসিলা সহীহা দ্রষ্টব্য হাঃ নং ২৫৬২, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫১০

তাদেরকে ঘিরে ধরেন এবং তাদেরকে দয়ার ডানা দ্বারা ঢেকে নেন। আর তাদের উপর প্রশান্তি নাজিল হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কথা যাঁরা তাঁর নিকটে আছেন (ফেরেশতাগণ) তাদের কাছে উল্লেখ করেন।" [১]

◆ জ্ঞানার্জনের আদব:

জ্ঞানার্জন করা একটি এবাদত। আর এবাদত কবুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দু'টি শর্ত আছে। একটি এখলাস ও অপরটি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুন্নতের একচ্ছত্র আনুগত্য ও অনুসরণ। উলামাগণ আম্বিয়াগণের উত্তরসূরী। জ্ঞানের অনেক প্রকার ও বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান হচ্ছে যা নবী-রসূলগণ (আ:) নিয়ে এসেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ, উন্নত সুমহান গুণাবলি-বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহর কার্যাদি এবং তাঁর দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কীয় জ্ঞান। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىٰكُمۡ ١٩ ﴾ محمد: ١٩

"জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।" [সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

জ্ঞানার্জনের কিছু আদব ও শিষ্টাচার রয়েছে তন্মধ্যে: কিছু শিক্ষকের জন্য আর কিছু রয়েছে ছাত্র-ছাত্রিদের জন্য। এখানে আপনাদের খিদমতে কিছু উল্লেখ করা হলো:

◆ শিক্ষকের সাথে আদব:

- **বিনয়ী ও নম্র-ভদ্র হওয়া:**

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে বলেন:

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৭০০

﴿ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢١٥ ﴾ الشعراء: ٢١٥

"এবং আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি সদয় হোন।" [শো'য়ারা:২১৫]

- **উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ٤ ﴾ القلم: ٤

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" [সূরা কালাম: ৪]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩ ﴾ الأعراف: ١٩٩

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক।" [সূরা আ'রাফ: ১৯৯]

- **শিক্ষক ওয়াজ-নসিহতের সময় শিক্ষার্থীদের প্রতি খেয়াল রাখবেন, যাতে করে তারা বিরক্ত হয়ে ভেগে না যায়:**

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا».متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] ওয়াজ-নসিহতে সময়ের ব্যাপারে আমাদের খেয়াল রাখতেন; কারণ যাতে করে আমাদেরকে বিরক্তি স্পর্শ না করে।" [১]

- **শিক্ষা দানের সময় শব্দ উঁচু করা এবং প্রয়োজনে বুঝানোর জন্য দু'বার বা তিনবার করে বলা:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوﷺ قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮২১

أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: « وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ». مَرَّتَيْنِ أَوْثَلاَثًا. متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কোন এক সফরে নবী [ﷺ] আমাদের থেকে পিছনে পড়ে যান। অত:পর তিনি আমাদের সঙ্গে হলেন। এ দিকে সালাতের সময় হওয়াতে আমরা ওযু করতে ছিলাম। আমরা আমাদের পায়ের উপর (পানি দ্বারা না ধুয়ে) মাসেহ করতে ছিলাম। তখন তিনি [ﷺ] উঁচু শব্দে ডেকে বললেন: "গোড়ালি (না ভিজার) জন্য জাহান্নামের আজাব হবে।" এভাবে তিনি দু'বার বা তিনবার বললেন।"[১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا ». أخرجه البخاري.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনবার করে বলতেন; যাতে করে বুঝতে পারা যায়। আর যখন কোন জাতির নিকট যেতেন তখন তাদেরকে তিনবার করে সালাম দিতেন।" [২]

- **ওয়াজ বা শিক্ষাদানের সময় অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে রাগান্বিত হওয়া:**

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّﷺ قَالَ: قال رَجُلٌ يا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ لاَ أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مِمَّا يُطولُ بنَا فُلاَنٌ ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا من يَوْمَئِذٍ فَقَالَ:« يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ». متفق عليه.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং২৪১

[২]. বুখারী হাঃ নং ৯৫

আবু মাসউদ আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মানুষ বলল হে আল্লাহর রসূল [ﷺ] ! অমুক ব্যক্তি সালাত এমন লম্বা করে যার ফলে আমি জামাতে সালাত আদায় করি না। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ [ﷺ] সেদিন ওয়াজে এমন রাগ হলেন যেমন রাগ হতে আর কোন দিন তাঁকে দেখিনি। অত:পর তিনি [ﷺ] বললেন: "হে মানুষ সমাজ! তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা মানুষদেরকে ভাগিয়ে দিচ্ছে। অতএব, যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করবে সে যেন হালকা করে সালাত আদায় করে; কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে রোগী, দুর্বল এবং বিভিন্ন প্রয়োজনের মানুষ।"[১]

- **প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চেয়েও মাঝে-মধ্যে বেশী উত্তর দেওয়া:**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ،وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ،وَلَا الْوَرْسُ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, একজন মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ] কে জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরনের কাপড় পরিধান করতে পারবে? উত্তরে তিনি [ﷺ] বললেন: "তোমরা পাঞ্জাবি-সার্ট, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কেউ সেন্ডেল না পেলে চামড়ার মোজার গিঁঠ থেকে নিম্নাংশ কেটে ফেলে পরবে। আর জাফরান ও ওয়ারস রঙ দ্বারা (এক প্রকার ঘাসের রঙ) রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না।"[২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৪৬৬
[২]. বুখারী হাঃ নং ১৫৪২ ও মুসলিম হাঃ নং ১১৭৭ শব্দ তারই

- **শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের প্রশ্ন উত্থাপন করা:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا ،وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ فَقَالَ: « هِيَ النَّخْلَةُ ».
متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। এর উদাহরণ মুসলিম ব্যক্তির ন্যায়। গাছটির নাম কি তোমরা বল? তখন সাহাবায়ে কেরাম জঙ্গলের বিভিন্ন বৃক্ষের নাম তালাশ করতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার অন্তরে সেটি খেজুর গাছ বলতে ছিল। কিন্তু লজ্জা করে বলি নাই। অত:পর সকলে বললেন, ঐ বৃক্ষের নাম কি আপনি বলুন ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হলো খেজুর গাছ।" [১]

- **সাধারণের সামনে রূপক বিষয় উল্লেখ না করা এবং তাদের না বুঝার ভয়ে বিশেষ ব্যক্তিদেরকে বিশেষ জ্ঞান শিখানো:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ: يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ:« مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ؟ فَيَسْتَبْشِرُوا، قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُوا ، فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮১১

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত। মু'য়ায [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাহনের পিছনে ছিলেন। এমন অবস্থায় নবী [ﷺ] বললেন:" হে মু'য়ায! তিনি বললেন, আমি হাজির, আমি আপনার আনুগত্যে ধন্য! এ ভাবে তিনি [ﷺ] তিনবার বললেন। তিনি [ﷺ] বললেন: "কেউ তার অন্তর থেকে 'আশহাদু আল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' সঠিক ভাবে পড়লে আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন। মু'য়ায [ﷺ] উত্তরে বললেন, এ খবরটা কি আমি মানুষদেরকে জানিয়ে দিবো না, যার ফলে তারা খুশি হবে! তিনি [ﷺ] বললেন: তাহলে তারা কাজ-কর্ম ছেড়ে ভরসা করে বসে থাকবে। (জ্ঞান লুকানোর) পাপের ভয়ে মু'য়ায [ﷺ] তাঁর মৃত্যুর সময় এ খবরটা জানিয়ে দেন।" [১]

- **কোন বেশী জটিল বিষয়ে পতিত হয়ার ভয়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা:**

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجاهلية، لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيْهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابًا شَرْقِيًّا ، وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيْمَ». متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁকে বলেন: " হে আয়েশা! যদি তোমার জাতির সম্পর্ক জাহেলিয়াতের সাথে নতুন (নৌও মুসলিম) না হতো, তাহলে কা'বা ঘর ভাঙ্গার নির্দেশ করতাম। আর এর বাকি অংশ প্রবেশ করাতাম (পূর্ণ কা'বা ঘর নির্মাণ করতাম) এবং মাটির সাথে মিলিয়ে দু'টি দরজা বানাতাম। একটি পূর্বের দরজা আর অপরটি পশ্চিমের দরজা। এর ফলে ইবরাহিমী ভিত্তীতে পৌঁছে দিতাম।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১২৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৩২

[২]. বুখারী হাঃ নং ১৫৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৩৩

- **পুরুষদের জ্ঞানদান এবং ভিন্ন ব্যবস্থা থাকলে মহিলাদেরকেও:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَـــالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَيَلْقِيَهُنَّ فِيْهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُنَّ:« مَا مِنْكُنَّ مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ» فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَيْنِ ». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: মহিলারা নবী [ﷺ]কে বললো: আপনার নিকট আমাদের উপর (শিক্ষার ব্যাপারে) পুরুষরা প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং আমাদের (শিক্ষার) জন্য একদিন নির্দিষ্ট করুন। তখন তিনি [ﷺ] তাদের জন্য এক দিনের ওয়াদা করলেন, যে দিন তিনি [ﷺ] তাদের সাথে মিলতেন। তিনি [ﷺ] তাদেরকে ওয়াজ ও নির্দেশ করেন। তাদেরকে যা বলেন তার মধ্যে ছিল: "তোমাদের মধ্যের কোন মহিলা তিন জন সন্তান পেশ করলে (মারা গেলে) ইহা তার জন্যে জাহান্নামের জন্য পর্দা হয়ে যাবে।" একজন মহিলা বললো, যদি দু'জন(সন্তান) হয়? তিনি [ﷺ] বললেন: "দু'জন হলেও।" [১]

- **মাটি অথবা বাহনের উপরে দিনে বা রাত্রে মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দেয়া:**

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِﷺ ذَاتَ لَيْلَـــةٍ فَقَـــالَ:« سُبْحَانَ الله ! مَا ذَا أَنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَا ذَا فُتِحَ مِـــنَ الخَـــزَائِنِ، أَيْقِظُـــوْا صَوَاحِبَ الحِجْرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ». أخرجه البخاري.

১. উম্মে সালামা (রা:) বলেন, এক রাত্রে নবী [ﷺ] ঘুম থেকে জেগে বললেন:" সুবহানাল্লাহ! এ রাত্রে কি ফিৎনা নাজিল হয়েছে। কিসের

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৩৩

ভাণ্ডারসমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে। কামরাবাসীদের ঘুম থেকে জাগ্রত কর। দুনিয়াতে কিছু বস্ত্র পরিহিতা নারী আখেরাতে উলঙ্গ থাকবে।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺقَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ:« أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ ».متفق عليه.

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] তাঁর শেষ জীবনে আমাদের নিয়ে এশার সালাত আদায় করেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে বললেন: "এ রাত্রি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করাব। যারা আজকের দিনে জমিনের উপরে বেঁচে আছে এক শত বছরের মধ্যে তাদের কেউ আর বেঁচে থাকবে না।"[২]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍﷺ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ، قَالَ فَقَالَ:« يَا مُعَاذُ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ:« فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا». متفق عليه.

৩. মু'য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 'উফাইর নামক গাধার উপরে নবী [ﷺ] -এর পিছনে বসে ছিলাম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "হে মু'য়ায! তুমি কি জান আল্লাহর হক্ব বান্দার উপর কি এবং বান্দার হক্ব আল্লাহর উপর কি? তিনি [ﷺ] বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জনেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "নিশ্চয় বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব হচ্ছে, সে যেন একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করে

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১৫
[২]. বুখারী হাঃ নং ১১৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৩৭

এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করে। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক্ব হলো, তাঁর সাথে যে কাউকে শরিক করে না তাকে যেন শাস্তি না দেন। মু'য়ায [ﷺ] বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! মানুষদেরকে এ সুসংবাদটি দেব না? তিনি [ﷺ] বললেন: তাদেরকে সুসংবাদ দিও না; কারণ তারা কাজ-কর্ম ছেড়ে ভরসা করে বসে থাকবে।" [১]

- **মজলিস শেষে কি দোয়া ও জিকির বলবে:**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ:« اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ،وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ». أخرجه الترمذي.

১. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] মজলিস থেকে উঠে তাঁর সাহাবাগণের জন্য প্রায় এ দোয়াগুলো দ্বারা দোয়া করতেন। (দোয়ার শব্দগুলোর অর্থ হলো)"হে আল্লাহ! তোমার ভয়ের এমন এক ভাগ আমাদের জন্য বণ্টন করো যা আমাদের ও তোমার নাফরমানির মধ্যে আড় হয়ে যায়। আর দান কর তোমার আনুগত্য যা আমাদেরকে তোমার জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে এবং একিন যা দুনিয়ার বালা-মুসিবতকে আমাদের উপরে আসান করে দেয়। আর সারা জীবন আমাদের কান, চোখ ও শক্তি দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং এর উত্তম উত্তোরাধীকারী আমাদের থেকেই বানাও। যারা আমাদের উপর জুলুম করে তাদের উপর আমাদের জন্য প্রতিশোধ নিন। যারা আমাদের সঙ্গে দুশমনি করে তাদের উপর

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৫৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৩০ শব্দ তারই

আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমাদের মুসিবতসমূহকে আমাদের দ্বীনের জন্য ফিৎনা করে দিও না। দুনিয়াকে আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য এবং আমাদের জ্ঞানের বিনিময় করে দিও না। যারা আমাদের প্রতি দয়া করে না তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাশীল বানিয়ে দিও না।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কোন মজলিসে বসে কারো বেশী অনর্থক কথা হলে সে মজলিস থেকে উঠার পূর্বে যদি সে বলে: [হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন ইলাহ্ নেই। তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি।] তাহলে তার সে মজলিসে যা ভুল-ত্রুটি হয়েছে সব ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[২]

◆ ছাত্রদের জন্য আদব:

● জ্ঞানার্জনের জন্য বসার পদ্ধতি:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ...». متفق عليه.

---

[১]. হাদীসটি হাসান, তিরিমিযী হাঃ নং ৩৫০২ সহীহুল জামে' দ্রঃ হাঃ নং ১২৬৮

[২] .হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১০৪২০, তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৩৩ শব্দ তারই

১. উমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা একদিন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে ছিলাম; এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও মাথার চুল মিশমিশে কালো এক ব্যক্তি আমাদের নিকট আসল। তাঁর মাঝে ভ্রমণের কোন আলামত দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের কেউ তাঁকে চিনেও না। অত:পর লোকটি নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে বসলেন এবং তাঁর দু'জানু রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দু'জানুর সাথে মিলালেন এবং দু'হাত তাঁর দু'উরুর উপর রাখলেন------।"[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:« أَبُوكَ حُذَافَةُ» فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يَقُولَ:« سَلُونِي» بَرَكَ عُمَرُ ﷺ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ». أخرجه البخاري.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বের হলে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা [ﷺ] জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার বাবা কে? উত্তরে নবী [ﷺ] বললেন: তোমার বাবা হুযাফা। অত:পর তিনি [ﷺ] বারবার বলতে লাগলেন: আমাকে জিজ্ঞাসা কর। তখন উমার [ﷺ] তাঁর দু'হাটুর উপর বসে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন: 'রাযীনা-বিল্লাহি রব্বা-, ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনা-, ওয়া বিমুহাম্মাদিন [ﷺ] নাবিয়্যা' এরপর তিনি [ﷺ] চুপ করলেন।" [২]

◆ **মসজিদে জ্ঞানচর্চা ও জিকিরের মজলিসে উপস্থিতীর গুরুত্ব দেওয়া এবং ভরা মজলিসে প্রবেশ করলে কোথায় বসবে:**

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫০ ও মুসলিম হাঃ নং ৮ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হাঃ নং ৯৩

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ،وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ».

متفق عليه.

আবু ওয়াকেদ লাইছী [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] মসজিদে মানুষদের সাথে বসে ছিলেন। এমন সময় তিনজন মানুষ উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে দু'জন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে এলো আর অপরজন চলে গেল। বর্ণনাকারী বলেন: যে দু'জন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে দাঁড়ালো, তাদের একজন মজলিসে জায়গা পেয়ে সেখানে বসে পড়ল। আর অপরজন তাদের পিছনে বসল। আর তৃতীয় জন পশ্চাদ ফিরিয়ে চলে গেল। নবী [ﷺ] মজলিস শেষে বললেন: "তোমাদের ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করাবো না? একজন তো আল্লাহর নিকট আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় জন লজ্জা করেছে আল্লাহও তার ব্যাপারে লজ্জা করেছেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।"[১]

◆ **জিকির ও জ্ঞানার্জনের মজলিসে গোল হয়ে বসা:**

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ».

أخرجه أحمد والترمذي.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তোমরা জান্নাতের উদ্যানের পাশ দিয়ে অতিক্রম কর তখন তাতে চরে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২১৭৬

নিও (উপকৃত হওয়ার চেষ্টা কর) (সাহাবায়ে কেরাম ﷺ) বললেন: জান্নাতের উদ্যান কি? তিনি [ﷺ] বললেন:" গোল হয়ে বসে জিকিরের (কুরআনা-হাদীসের জ্ঞানচর্চার) মজলিসসমূহ।"[১]

◆ **উলামাগণ ও বড়দেরকে সম্মান করা:**

১.আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ۝٢ ﴾ الحجرات: ٢

"হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে যা তোমরা টেরও পাবে না।" [সূরা হুজুরাত: ২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا ». أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বৃদ্ধ মানুষ এসে নবী [ﷺ]-এর নিকট পৌঁছতে চাইলেন। কিন্তু সাহাবাগণ তার জন্যে জায়গা প্রশস্ত করতে দেরী করলেন। তখন নবী [ﷺ] বললেন: " সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না।" [২]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:« لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا ». أخرجه الحاكم.

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ১২৫৫ সিলসিলা সহীহা দ্রষ্টব্য হাঃ নং ২৫৬২, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫১০

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৯১৯ শব্দ তারই বুখারী আদাবুল মুফরাদে হাঃ নং ৩৩৬, সহীহ আদাবুল মুফরাদ হাঃ নং ২৭২, সিলসিলা সাহীহা দ্রঃ হাঃ নং ২১৯৬

৩. 'উবাদা ইবনে স-মেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত না, যে আমাদের বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমদের মর্যাদা করতে জানে না।" [১]

◆ **উলামাগণের জন্য মানুষদেরকে নিরব করানো:**

عَنْ جَرِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَـهُ فِـي حَجَّـةِ الْـوَدَاعِ: « اسْتَنْصِتْ النَّاسَ ، فَقَالَ:« لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ،يَضْرِبُ بَعْضُـكُمْ رِقَـابَ بَعْضٍ ». متفق عليه.

জারীর [ﷺ] থেকে বর্ণিত, বিদায় হজ্বে নবী [ﷺ] তাকে বলেন: "মানুষদেরকে চুপ করাও। অত:পর তিনি [ﷺ] বলেন: আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কাফের হয়ে যেও না।" [২]

◆ **যদি কোন বিষয় শুনার পরে বুঝে না আসে তবে আলামের নিকট থেকে তা বুঝে নেওয়া:**

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ» قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُـولُ اللَّـهُ تَعَالَى ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَتْ فَقَالَ:« إِنَّمَـا ذَلِـكِ الْعَرْضُ ،وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ». متفق عليه.

ইবনে আবু মুলাইকা (রাহ:) থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী আয়েশা (রা:) কোন বিষয় শুনে না বুঝলে বুঝিয়ে নিতেন। আর নবী [ﷺ] বলেছেন: "যার হিসাব নেয়া হবে সে আজাবে পতিত হবে। আয়েশা (রা:) বলেন তখন বললাম, আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেননি:"অত:পর তাদের সহজ হিসাব করা হবে।" [সূরা ইনশিকাক: ৮]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ নং ৪২১, সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীব দ্রঃ হাঃ নং ৯৫

[২]. বুখারী হাঃ নং ১২১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৬৫

আয়েশা (রা:) বলেন, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "এর অর্থ হচ্ছে শুধু হিসাব উপস্থাপন করা। কিন্তু যে ব্যক্তির হিসাব-নিকাশ করা হবে সে ধ্বংস হবে।"[১]

◆ **কুরআন ও অন্যান্য হেফজকৃত অংশ নিয়মিত পুনরাবৃত্তি করা:**

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». متفق عليه.

১. আবু মূসা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা কুরআনের হেফজকৃত অংশ নিয়মিত পুনরাবৃত্তি কর; কারণ যার হাতে আমার জীবন তাঁর সত্ত্বার কসম! অবশ্যই উহা (কুরআনের হেফজকৃত অংশ) উট তার বেড়ী থেকে ভেগে যাওয়ার চাইতেও দ্রুত ভেগে যায়।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ». أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে দু'টি জ্ঞান ভাণ্ডার আয়ত্ব করেছি। তার মধ্যের একটি প্রকাশ করেছি। আর অপরটি যদি প্রকাশ করি তাহলে এই হুলকুম তথা কণ্ঠনালী কেটে দেয়া হবে।"[৩]

◆ **অন্তরের উপস্থিতি ও আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করা:**

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ ﴾ ق: ٣٧

"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।" [সূরা ক্বাফ: ৩৭]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১০৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৭৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫০৩৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৭৯১

[৩]. বুখারী হাঃ নং ১২০

◆ **জ্ঞানার্জনের জন্য বাড়ী থেকে বের হওয়া ও কষ্ট সহ্য করা এবং বেশী বেশী জ্ঞানার্জন করা ও সর্বাস্থায় বিনয়ী হওয়া:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى لَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى، بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ ،فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً.

وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ؟ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، قَالَ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ».

متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: “একদিন মূসা [ﷺ] বনি ইসরাঈলের একটি জনসভায় ছিলেন, এমন অবস্থায় একজন মানুষ তাঁর কাছে এসে বলল, আপনার জানা মতে আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞানী আর কেউ আছে কি? মূসা [ﷺ] বললে, না। তখন আল্লাহ তা'য়ালা মূসা [ﷺ]-এর নিকট অহি করলেন: বরং আমার বান্দা খাজির আছে। তখন মূসা [ﷺ] খাজির [ﷺ]-এর নিকট যাওয়ার পথ জানতে চাইলেন। আল্লাহ তা'য়ালা মূসা [ﷺ]-এর জন্য একটি মাছকে নিদর্শন করে দিলেন।

তাঁকে (মূসাকে ﷺ)বলে দেয়া হলো: যখন আপনি মাছটিকে হারাবেন তখন ফেরৎ আসবেন। আর তখনই খাজির [ﷺ]-এর সাক্ষাত পাবেন। তিনি সাগরে মাছের নিদর্শন তালাশ করতে থাকলেন। তাঁকে যুবকটি বলল, আমরা যখন পাথরের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন আমি মাছটি ভুলে গেছি। আর স্মরণ করিয়ে দিতে আমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছে। মূসা [ﷺ] বললেন, আমরা তো ঐ স্থানটিই খুঁজতেছিলাম। এরপর তাঁরা দু'জনে নিজেদের চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন

এবং খাজির [ﷺ]কে পেয়ে গেলেন। তাঁদের দু’জনের ঘটনা আল্লাহ তা‘য়ালা কুরআনে [সূরা কাহাফে] বর্ণনা করেছেন।”[১]

◆ জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হওয়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْـــرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ،خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল [ﷺ]! রোজ কিয়ামতে আপনার সুপারিশে সবচেয়ে ধন্যব্যক্তি কে হবে? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:“আমি অবশ্যই এ কথা ভেবে ছিলাম যে, এ হাদীসের ব্যাপারে তোমার পূর্বে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ হাদীস তলাশে তোমার প্রচণ্ড আগ্রহ দেখেছি। রোজ কিয়ামতে আমার সুপারিশে ধন্য হবে, যে নিখাঁদ চিত্তে তার অন্তর বা নফস থেকে বলে: ‘ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ’।”[২]

◆ জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে রাখা:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ فَمَـــا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ». أخرجه البخاري

১. আবু জুহাইফা (রহ:) বলেন, আমি আলী ইবনে আবী তালেব [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার নিকটে কোন কিতাব আছে কি? তিনি

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৩৮০
[২]. বুখারী হাঃ নং ৯৯

বললেন: না, কিন্তু আল্লাহর কিতাব ও একজন মুসলিম ব্যক্তিকে দেয়া সূক্ষ্মবুঝ ব্যতীত আর অন্য কিছু নেই। অথবা যা এই সহিফাতে আছে। বর্ণনাকারী বলেন আমি বললাম, এই সহিফাতে কি আছে? আলী [ﷺ] বললেন, দিয়াত (হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ তথা রক্তমূল্য), যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তকরণ এবং কোন কাফেরের পরিবর্তে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না এ সংক্রান্ত বিষয়।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ ». أخرجه البخاري.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর সাহাবাগণের মধ্যে তাঁর [ﷺ] থেকে বেশী হাদীস বর্ণনাকারী আমার চেয়ে আর কেউ নেই। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত; কারণ তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না।" [২]

- **নিজে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করলে অন্য কাউকে প্রশ্ন করার জন্যে বলা:**

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ،وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:« يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ». متفق عليه.

আলী [ﷺ] বলেন, আমি অধিক মযী তথা কাম-রস নির্গত হওয়া ব্যক্তি ছিলাম। নবী [ﷺ]-এর মেয়ে আমার নিকট থাকার কারণে তাঁকে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করি। তাই মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ [ﷺ]কে

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১১
[২]. বুখারী হাঃ নং ১১৩

জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি তাঁকে [ﷺ] প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "সে তার পুরুষাঙ্গ ধৌত করে ওযু করবে।" [১]

◆ **ওয়াজ-নসিহতের সময় ইমামের সন্নিকটে হওয়া:**

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنْ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا». أخرجه أبوداود.

সামুরা ইবনে জুন্দুব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "তোমরা জিকিরের মজলিসে হাজির হও এবং ইমামের সন্নিকটে হও; কারণ যে ব্যক্তি সর্বদা দূরেই থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও পরেই থাকবে।"[২]

◆ **মজলিসের শরিয়তের আদবসমূহের খিয়াল রাখা:** তন্মধ্যে যেমন :

১.আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿١١﴾ ﴾ المجادلة: ١١

"হে মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়: মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয়: উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ্ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।" [সূরা মুজাদালা: ১১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا ». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৬৯ ও মুসলিম হাঃ নং ৩০৩ শব্দ তারই

[২]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ১১০৮

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "কোন মানুষ যেন অপর মানুষকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে না বসে। বরং তোমরা মজলিস প্রশস্ত কর।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার মজলিস থেকে উঠে চলে গেল। অত:পর আবার ফিরে আসল সে ব্যক্তি ঐ স্থানের বেশী হক্বদার।"[২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي». أخرجه أبوداود والترمذي.

৪. জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে আসতাম তখন যে যেখানে পৌঁছত সেখানেই বসে যেত।"[৩]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لاَ يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا». أخرجه أبوداود.

৫. আমর ইবনে শু'য়াইব থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবা থেকে এবং বাবা (শু'য়াইব) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী [ﷺ] বলেন: "দু'জন মানুষের মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া বসা যাবে না।"[৪]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬২৭০ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৭৭ শব্দ তারই
[২]. মুসলিম হাঃ নং ২১৭৯
[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৮২৫, তিরমিযী হাঃ নং ২৭২৫
[৪]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৮৪৪

عَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ ﷺقَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا ، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي ، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ:« أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ». أخرجه أحمد وأبوداود.

৬. শারীদ ইবনে সুওয়াইদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এভাবে বসে ছিলাম, এমন অবস্থায় নবী [ﷺ] আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। আমি আমার বাম হাত পিঠের উপর রেখে ডান হাতের উপরে ভর করে বসে ছিলাম। তিনি [ﷺ] বললেন: "গজবপ্রাপ্ত মানুষদের ন্যায় বসে আছ!" ১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». متفق عليه.

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যদি তোমরা তিনজন হও তাহলে দু'জনে তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে গোপনে কথা বলবে না; কারণ ইহা তাকে (তৃতীয় জনকে) চিন্তিত করবে।"২

◆ দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়াদির ব্যাপারে আলেমদের সাথে পরামর্শ করা:

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ:« أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ ،قَالَ:« فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মানুষ নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য অনুমতি চাইলে

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৯৬৮৩

২. বুখারী হাঃ নং ৬২৯০ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৮৪ শব্দ তারই

বলেন:"তোমার বাবা-মা জীবত আছে? লোকটি বলল: হ্যাঁ, তিনি [ﷺ] বললেন:"যাও তাদের দু'জনের (খিদমত করে) জিহাদ কর।"[১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উমার [ﷺ] খয়বারের কিছু জমি পান। তিনি (উমার) নবী [ﷺ]-এর নিকট গিয়ে বলেন: আমি খয়বারের কিছু জমির পেয়েছি যার চেয়ে উত্তম সম্পদ আর কখনো পাইনি। তাই সে জমি ব্যাপারে আপনি আমাকে কি দির্দেশ করেন? নবী [ﷺ] বললেন:"যদি চাও তাহলে জমির মূল নিজের নিকট রেখে তার উৎপাদন দান-খয়রাত করতে পার। এরপর উমার [ﷺ] শর্ত করে দান করেন। শর্তগুলো হলো: এ জমির মূল বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, কেউ ওয়ারিস হবে না। ইহা ফকির, আত্মীয় স্বজন, গোলাম আজাদ, আল্লাহর রাহে, মেহমান এবং পথিকদের জন্য দান। আর যে এর দায়িত্ব গ্রহণ করবে সে উত্তম পন্থায় এ থেকে কিছু খেলে বা কোন বন্ধুকে মালদার না বানানোর উদ্দেশ্যে খাওয়ালে তাতে তার কোন পাপ হবে না।"[২]

[১]. বুখারী হা: নং ৩০০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৫৪৯
[২]. বুখারী হা: ২৭৭২ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৩২

দ্বিতীয় পর্ব

কুরআন ও সুন্নাহর ফিকাহ্

এতে রয়েছেঃ

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝٩ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٠ ﴾ الإسراء: ٩ - ١٠

আল্লাহর বাণী:

“এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহাপুরস্কার রয়েছে। আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।”

[সূরা বনি ইসরাঈল: ১০-১১]

১-ফাজায়েল অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

১. তাওহীদের ফজিলত	(ছ) জেহাদের ফজিলত
২. ঈমানের ফজিলত	(জ) জিকিরের ফজিলত
৩. এবাদতের ফজিলত	(ঝ) দোয়ার ফজিলত
(ক) ওযুর ফজিলত	৩. ভাল আচরণ ও লেনদেনের ফজিলত
(খ) আজানের ফজিলত	৪. মেলামেশা ও সম্পর্কের ফজিলত
(গ) সালাতের ফজিলত	৫. আখলাক-চরিত্রের ফজিলত
(ঘ) জাকাতের ফজিলত	৬. কুরআনুল কারীমের ফজিলত
(ঙ) সিয়ামের ফজিলত	৭. নবী [ﷺ]-এর ফজিলত
(চ) হজ্ব-উমরার ফজিলত	৮. নবী [ﷺ]-এর সাহাবাগণের ফজিলত

قال الله تعالى:

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾

[التوبة/٧٢]

আল্লাহর বাণীঃ

“আল্লাহ ঈমানদার নারী-পরুষদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানুন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানুন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত: এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হলো মহান কৃতকার্যতা।” [সূরা তাওবা:৭২]

ফাজায়েলের অধ্যায়

◆ এ অধ্যায়ে যে সকল আমল দ্বারা অল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব সেগুলোর ফজিলতের ব্যাপারে কিছু কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছি। এগুলো বেশী বেশী আমল করার ব্যাপারে উৎসাহিত করবে। এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে ও এবাদতে মজা ও স্বাদও পাবে। প্রতিটি আমলের সঙ্গে ফজিলত উল্লেখ করলে আমলটি করার উৎসাহ ও উদ্দীপনা জন্মে। আর শরীর ও মনে উদ্যম আসে এবং অলসতা ও অপারগতা দূর করে ও অঙ্গে-প্রতঙ্গে আনুগত্য ও এবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি করে।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٖ رِّزْقٗا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهٗاۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥﴾ البقرة: ٢٥

"আর [হে নবী] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎআমল করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসূমহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসাবে কোন ফলপ্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত: তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" [সূরা বাকারা: ২৫]

◆ **এখলাস ও সৎ নিয়তের ফজিলত:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ٥﴾ البينة: ٥

“তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।” [সূরা বাইয়িনা: ৫]

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ،وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». متفق عليه.

২. উমার ইবনে খাত্তাব [রাঃ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষ যা নিয়ত করে তাই পায়। অতএব, যে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]-এর জন্য হিজরত করে তার হিজরত আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]-এর জন্য হয়। আর যে দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে বা কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করে, তার হিজরত সে যে জন্য করেছে তাই হবে।” [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে দেখবেন না। বরং তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে দেখবেন।”[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ ৫৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৯০৭

[২]. মুসলিম হাঃ ২৫৬৪

◆ যে ব্যক্তি সৎকর্মের ইচ্ছা করে তার ফজিলত:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَــنْ رَبِّــهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَــمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ،وَإِنْ هَــمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] তাঁর প্রতিপালক তাবারক ওয়াতা'য়ালা থেকে বর্ণনা করত: বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা নেকি ও পাপ লিখেছেন। অত:পর তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করার পর না করে, আল্লাহ তাঁর নিকটে পূর্ণ একটি নেকি লিখেন। আর যদি ইচ্ছা করে অত:পর তা বাস্তবায়িত করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তার নিকট দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত ও আরো বহুগুণ লিখেন। আর যদি কোন পাপ করার ইচ্ছা করে অত:পর না ক'রে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লিখেন। আর যদি কোন পাপ কাজ করার মনস্থ করে এবং তা বাস্তবায়ন করে তাহলে আল্লাহ তার জন্য মাত্র একটি পাপ লিখেন।"[১]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৪৯১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৩১ শব্দ তারই

১. তাওহীদের ফজিলত

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَيُّوبَ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ فَكَشَفۡنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرّٖۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ أَهۡلَهُۥ وَمِثۡلَهُم مَّعَهُمۡ رَحۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَا وَذِكۡرَىٰ لِلۡعَٰبِدِينَ ٨٤ ﴾ الأنبياء: ٨٣ – ٨٤

"আর স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দু:খকষ্টে পতিত হয়েছি আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অত:পর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার দু:খকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত:; আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।" [সূরা আম্বিয়া: ৮৩-৮৪]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبٗا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٨٨ ﴾ الأنبياء: ٨٧ – ٨٨

"আর মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অত:পর মনে করেছিলেন যে, আমি তার প্রতি কোন ক্ষমতা রাখি না। অত:পর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন: তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি দির্দোষ আমি গোনাহগার। অত:পর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।" [সূরা আম্বিয়া:৮৭-৮৮]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ۝٣٠ نَحۡنُ أَوۡلِيَآؤُكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَشۡتَهِيٓ أَنفُسُكُمۡ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝٣١ نُزُلٗا مِّنۡ غَفُورٖ رَّحِيمٖ ۝٣٢﴾ فصلت: ٣٠ – ٣٢

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অত:পর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।" [সূরা হা-মীম সেজদাহ: ৩০-৩২]

عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ». متفق عليه.

৪. উবাদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে সাক্ষ দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরিক নেই, নিশ্চয় মুহাম্মদ [ﷺ] তাঁর বান্দা ও রসূল, নিশ্চয় ঈসা [ﷺ] আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মরয়মের ভিতরে নিক্ষেপ করেন ও তাঁরই রুহ, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য, তাহলে সে যে কোন আমল করুক না কেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৩৪৩৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ». أخرجه البخاري.

৫. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিনে আপনার শাফা'য়াতে সবচেয়ে বেশি ধন্য কে হবে? তিনি [ﷺ] বললেন:"আমার ধারণা ছিল হে আবু হুরাইরা, এ ব্যাপারে তোমার পূর্বে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না; কারণ তোমার মাঝে আমি হাদীস শুনার আগ্রহ দেখেছি। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'য়াতে সবচেয়ে বেশি ধন্য ব্যক্তি হবে, যে অন্তর থেকে নিখাদ চিত্ত্বে বলবে: আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৬৫৭০

২. ঈমানের ফজিলত

১. আল্লাহর বাণী:

﴿سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ٢١﴾ الحديد: ٢١

"তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও জমিন বরাবর প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমানদারদের জন্যে। এটা আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহান কৃপার অধিকারী।" [সূরা হাদীদ: ২১]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ وَرِضۡوَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٧٢﴾ [التوبة/٧٢].

"আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত: এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্ট। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।" [সূরা তাওবা:৭২]

৩. আল্লাহর বাণী:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الأنعام/٨٢].

"যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকির সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।" [সূরা আন'য়াম: ৮২]

৪. আল্লাহর বাণী:

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴿١١﴾ ﴾ [التغابن/١١].

"আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" [সূরা তাগাবুন:১১]

৫. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ ﴾ الكهف: ١٠٧

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যার্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস।" [সূরা কাহাফ: ১০৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: « إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّــهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ» .متفق عليه.

৬. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] সর্বোত্তম আমল কোনটি জিজ্ঞাসিত হলে বললেন: "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলো এরপর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবার বলা হলো এর পর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: হজ্ব মাবরুর তথা কবুল হজ্ব।" [১]

عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ مَــاتَ وَهُــوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ». أخرجه مسلم.

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৩

৭. উছমান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই জেনে মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৬

৩. এবাদতের ফজিলত

(ক) ওযুর ফজিলতসমূহ

◆ ওযুর ফজিলত:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ». أخرجه مسلم.

উসমান ইবনে 'আফ্ফান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওযু করল, তার শরীর থেকে পাপরাজি বের হয়ে গেল। এমনকি তার নখসমূহের নিচ দিয়ে পাপ বের হয়ে যায়।"[১]

◆ ওযু ও অন্যান্য কাজে ডান থেকে শুরু করার ফজিলত:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ ،وَطُهُورِهِ ،وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] যে কোন কাজ ডান থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। জুতা-সেন্ডেল পরাতে, মাথার চুল সিঁথি করাতে, পবিত্রতা তথা ওযু-গোসলে ও তাঁর প্রতিটি বিষয়ে।"[২]

◆ তাহিয়্যাতুল ওযুর ফজিলত:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» . أخرجه مسلم.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৪৫

[২]. বুখারী হাঃ নং ১৬৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৮

‘উকবা ইবনে ‘আমের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন: “যে কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তম রূপে ওযু করল। অত:পর অন্তর দ্বারা সর্বাআত্মকভাবে ও গুরুত্ব সহকারে দাঁড়িয়ে দু’রাকাত সালাত আদায় করল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল।”[১]

◆ ওযুর পরের জিকিরের ফজিলত:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ (أَوْ فَيُسْبِغُ) الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ« أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مَحمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ».

أخرجه مسلم

উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযু করার পর বলবে:আশহাদু আললাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান্ আব্দুল্লাহি ওয়া রসূলুহু্ধ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে যেটি দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে।”[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৩৪

[২]. মুসলিমহা: নং ২৩৪

(খ) আজানের ফজিলত

◆ **আজানের ফজিলত:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ:« إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه البخاري.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] তাকে বলেন: আমি তোমার মাঝে ছাগল ও গ্রাম্য এলাকার ভালোবাসা দেখছি। অতএব, যখন তুমি ছাগলের সঙ্গে বা গ্রাম্য এলাকায় থাকবে তখন সালাতের জন্য আজান দিবে এবং আজানের শব্দগুলো উঁচু শব্দে বলবে; কারণ মুয়াজ্জিনের আওয়াজ জ্বিন, ইনসান ও অন্যান্য যারাই শুনবে তারা সকলেই রোজ কিয়ামতে তার জন্যে সাক্ষ্য দিবে।" আবু সাঈদ [ﷺ] বলেন, ইহা আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে শুনেছি। [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ...». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যদি মানুষ জানতো আজান ও সালাতের প্রথম কাতারে কি আছে, তাহলে তারা লটারী করে হলেও তা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করত।" [২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬১৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৪৩৭

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». أخرجه مسلم.

৩. মু'য়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"রোজ কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণের ঘাড় সবার চেয়ে লম্বা হবে।"[১]

◆ মুয়াজ্জিনের আজানের উত্তর দেওয়ার ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ». أخرجه مسلم .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি: "যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আজান শুনো তখন তার অনুরূপ বল। অত:পর আমার প্রতি দরুদ পাঠ কর; কারণ যে আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তার বদলে তার প্রতি দশবার রহমত নাজিল করবেন। এরপর আল্লাহর নিকট আমার জন্য অসিলা চাও; কারণ অসিলা হচ্ছে জান্নাতের একটি স্থান যা আল্লাহর একজন বান্দা ছাড়া আর কারো জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। আশা করি আমিই সেই ব্যক্তি। আর যে আমার জন্য অসিলা চায় তার জন্য শাফা'য়াত হালাল হয়ে যায়।"[২]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৮৭

[২]. মুসলিম হা: নং ৩৮৪

(গ) সালাতের ফজিলত

◆ **সালাতের জন্য চলা ও জামাতে সালাত আদায়ের ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "বাড়ী বা বাজারে একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে জামাতে সালাত আদায় করলে ২৫গুণ বেশী সওয়াব। কারণ, তোমাদের কেউ যখন ভাল করে ওযু করে এবং শুধুমাত্র সালাতের জন্য মসজিদে যায়, তখন মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদে পদে আল্লাহ তার একটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটি করে গুনাহ্ মিটিয়ে দেন। আর যখন সালাতের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে অপেক্ষা করতে থাকে তখন সে সময়টুকু সালাত হিসাবে পরিগণিত হয়। আর যতক্ষণ ওযু অবস্থায় যে স্থানে সালাত আদায় করেছে সেখানেই অবস্থান করে, ততক্ষণ তার জন্য ফেরেশ্তাগণ রহমতের দোয়া করতে থাকেন। তাঁরা বলেন: হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি দয়া করুন।" [১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৭৭শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৬৪৯

২. ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "জামাতের সাথে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে ২৭গুণ বেশী সওয়াব।" [১]

◆ সকাল-সন্ধা মসজিদে যাওয়ার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধা মসজিদে যাবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতিবারের জন্য জান্নাতের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবেন।"[২]

◆ ধীরস্থির ও শান্তভাবে সালাতের জন্য যাওয়ার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ ،فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যখন সালাতের একামত দেয়া হয়, তখন তোমরা সালাতের জন্য দৌড়ে যেও না। বরং ধীরস্থির ও শান্তভাবে যাও। অত:পর সালাতের যতটুকু পাবে তা আদায় করবে আর যে টুকু ছুটে যাবে সেটুকু পূরণ করবে। নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন সালাতের জন্য ইচ্ছা করে চলতে থাকে তখন সে সালাত অবস্থাতেই আছে বলে ধরা হয়।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৪৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৬৫০
২. বুখারী হাঃ নং ৬৬২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৬৬৯
৩. বুখারী হাঃ নং ৬৩৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৬০২ শব্দ তারই

◆ **আমীন বলার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ:« إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْـأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যখন তোমাদের কেউ সালাতে (সূরা ফাতিহা পড়া শেষে স্বশব্দে) আমীন বলে এবং আসমানে ফেরেশতামণ্ডলীও আমীন বলেন। একটি আমীন বলা অন্যটির সাথে মিলে গেলে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।" [১]

◆ **সময়মত সালাত আদায়ের ফজিলত:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعودﷺ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَـلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ:« الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: بِـرُّ الْوَالِـدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي بِهِـنَّ وَلَـوْ اسْـتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কি? তিনি [ﷺ] বলেন: "সালাত তার নির্দিষ্ট সময়ে কায়েম করা। সাহাবী [ﷺ] বলেন: এরপর কি? তিনি বলেন: "পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। সাহাবী [ﷺ] বলেন: এরপর কি? তিনি [ﷺ] বলেন:"আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। সাহাবী [ﷺ] বলেন: এ সকল জিনিস রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমার জন্যে বর্ণনা করেন। যদি আরো বেশী চাইতাম, তবে তিনি [ﷺ] আরো বেশী বলতেন।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৮১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৪১০

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫২৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫

◆ **বারদাইন তথা ফজর ও আছরের সালাতের ফজিলত:**

عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَــنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ».متفق عليه.

আবু মূসা আশ'য়ারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি 'বারদাইন' তথা ফজর ও আছরের সালাত আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [১]

عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ﷺ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ:« إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَــى مَــنْ كَــانَ قَــبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ..». أخرجه مسلم.

আবু বাছরা আল-গেফারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদেরকে 'মুখাম্মাছ' নামক স্থানে আছরের সালাত পড়ালেন। অত:পর বললেন: তোমাদের পূর্বর্তীদের উপর এই সালাত উপস্থাপন করা হয়েছিল। তারা এর হেফাজত না করে একে বরবাদ করে দিয়েছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সালাতের হেফাজত করবে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব---।" [২]

◆ **এশা ও ফজরের সালাত জামাতে আদায়ের ফজিলত:**

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُــولُ: « مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ،وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِــي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ». أخرجه مسلم.

উসমান ইবনে 'আফ্ফান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি এশার সালাত জামাতের সাথে আদায় করল সে যেন অর্ধেক রাত্রি কিয়াম করল। আর যে

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৭৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৬৩৫

২. মুসলিম হাঃ নং ৮৩০

ফজরের সালাত জামাতের সহিত আদায় করল (অর্থাৎ এশা ও ফজর দু'ওয়াক্তই জামাতে আদায় করল) সে যেন পূর্ণ রাত্রির কিয়াম করল।"[১]

◆ **এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর অপর সালাতের জন্য অপেক্ষা করার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ،قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আমি কি তোমাদেরকে যার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা পাপরাজি মিটিয়ে ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন তার খবর বলে দিব না? সাহাবায়ে কেরাম [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] বললেন: "কষ্টের সময় পূর্ণভাবে ওযু করা, বেশী বেশী মসজিদের পানে পদচারনা করা ও এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর অপর ওয়াক্ত সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর ইহাই হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে সীমান্তে পাহারা দেওয়া।"[২]

◆ **ফজরের সালাত আদায়ান্তে মুসল্লায় বসে থাকার ফজিলত:**

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ ». أخرجه مسلم.

সেমাক ইবনে হারব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ]কে বললাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে উঠা-বসা করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, হাঁ, অনেক বসেছি। রসূলুল্লাহ [ﷺ]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬৫৬
[২]. মুসলিম হাঃ নং ২৫১

ফজরের সালাত আদায় করে সেই মুসল্লায় সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে থাকতেন। অত:পর যখন সূর্য উদিত হত তখন দাঁড়াতেন।"[১]

◆ জুমার দিনের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ،وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ،وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "কল্যাণময় দিন যার উপরে সূর্য উদিত হয়েছে জুমার দিন। সে দিনে আদম [ﷺ]কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেদিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ ও বের করা হয়েছে এবং জুমার দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।" [২]

◆ যে ব্যক্তি গোসল করল এবং জুমার খুৎবা শুনলো ও সালাত আদায় করল তার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি গোসল করে জুমার জন্য আসল। অত:পর তার জন্যে যত রাকাত সালাত ভাগ্যে ছিল তা আদায় করল। (যত রাকাত সম্ভব পড়ল) এরপর ইমাম সাহেবের খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ করে থাকল এবং তাঁর (ইমামের) সাথে জুমার সালাত আদায় করল, তার জন্যে দু'জুমার মাঝের ও অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ্সমূহ মাফ করে দেয়া হবে।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬৭০
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৮৫৪
[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৮৫৭

◆ **জুমার দিনের বিশেষ সময় যা আছরের পরে তার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ« فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ». زاد قتيبة في روايته: «وأشار بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আবুল কাসেম [ﷺ] বলেন: "জুমার দিনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত রয়েছে, সে সময় কোন মুসলিম বান্দা সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট যা কল্যাণ চাইবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তাই দিবেন।" কুতাইবা (রহ:) তার বর্ণনাতে এ শব্দগুলো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন: "নবী [ﷺ] তাঁর হাত দ্বারা সময়টা অতি সল্পের প্রতি ইঙ্গিত করেন।" [১]

◆ **সুন্নতে রাতেবা-মুওয়াক্কাদার ফজিলত:**

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ . أخرجه مسلم.

নবী [ﷺ] -এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা:) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে কোন মুসলিম বান্দা প্রতিদিন ফরজ সালাত ছাড়া আল্লাহর ওয়াস্তে ১২রাকাত সুন্নত সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানানো হবে। উম্মে হাবীবা (রা:) বলেন: এরপর থেকে আমি সর্বদা উহা আদায় করতাম।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৩৫ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫২ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৭২৮

◆ **তাহাজ্জুদ-কিয়ামুল লাইলের ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের গুণ বর্ণনা করে বলেন:

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ السجدة: ١٦ - ١٧

"তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার কৃতকর্মের জন্যে কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।" [সূরা সেজদাহ: ১৬-১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "রমজানের পর সর্বোত্তম সিয়াম (রোজা) হলো আল্লাহর মাস মুহররমের সিয়াম। আর ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত রাত্রের সালাত।" [১]

◆ **শেষ রাত্রে বেতরের সালাত আদায়ের ফজিলত:**

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ ». أخرجه مسلم.

জাবের [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে উঠতে ভয় করে সে যেন প্রথম রাতে বিতর পড়ে নেয়।

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১১৬৩

আর যে শেষ রাত্রে জাগার প্রতাশ্যা রাখে সে যেন শেষ রাতে পড়ে; কারণ শেষ রাতের সালাত উপস্থিত করা হয় এবং ইহাই সর্বোত্তম।" [১]

◆ **রাত্রের দোয়া, সালাত ও জিকিরের ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা প্রতি রাত্রে রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন: যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। যে আমার নিকট চাইবে আমি তাকে দিব। যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।" [২]

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ». أخرجه مسلم.

১. জাবের [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "রাত্রে এমন একটি মুহূর্ত আছে সে সময়ে কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ চাইলে, আল্লাহ তা তাকে দান করেন। আর ইহা প্রতি রাতেই হয়ে থাকে।"[৩]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭৫৫
[২]. বুখারী হাঃ নং ১১৪৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৭৫৮
[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৭৫৭

◆ চাশতের সালাতের ফজিলত ও তার উত্তম সময়:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ،وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ،وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ،وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ،وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ،وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى». أخرجه مسلم.

১. আবু যার [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকের প্রভাতকালে শরীরের এক একটি জোড়ের উপর একটি করে সদকা করা উচিৎ। আর প্রত্যেকটি 'সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', 'আল্লাহু আকবার', সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ এক একটি সদকা। আর এসকলের পরিবর্তে চাশতের দু'রাকাত সালাতই যথেষ্ট।" [১]

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». أخرجه مسلم.

২. জায়েদ ইবনে আরকাম [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: " আওয়াবীন তথা চাশতের সালাতের সময় হলো যখন উটের ছোট বাচ্চা তার পায়ে উত্তপ্ত বালির গরম উনুভব করে।" [২]

◆ বেশী বেশী সেজদা ও তাতে দোয়ার ফজিলত:

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي:« سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». أخرجه مسلم.

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭২০

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৭৪৮

১. রাবী'য়া ইবনে কা'ব আসলামী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম। এক দিন তাঁর জন্যে ওযু ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসলাম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে বললেন: "চাও, আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে চাই। তিনি বললেন: অন্য কিছু চাও, আমি বললাম: সেটিই চাই। তিনি বললেন:"তাহলে বেশী বেশী সেজদা দ্বারা আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগীতা করা।"[১] (অর্থাৎ বেশী বেশী নফল সালাত আদায় কর।)

عن ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ،وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ». أخرجه مسلم.

২. ছাওবান [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহর জন্যে বেশী বেশী সেজদা করা তোমার প্রতি জুরুরী। কারণ তোমার প্রত্যেকটি সেজদার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা একটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং একটি করে পাপ মিটিয়ে দিবেন।"[২]

◆ বাড়ীতে নফল সালাত আদায়ের ফজিলত:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:« فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ». متفق عليه.

যায়েদ ইবনে ছাবেত [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "----তোমরা তোমাদের বাড়ীতে সালাত কায়েম কর; কারণ পুরুষদের জন্য ফরজ সালাত ব্যতীত নফল সালাত বাড়ীতেই আদায় করা উত্তম।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৯
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৮
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৭৩১ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৮১ শব্দ তারই

◆ **ফরজ ও নফল সালাত আদায়ের ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّــهَ قَــالَ: « مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ،وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ،وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَـا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّــهُ ،وَمَـا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْــرَهُ مَسَاءَتَهُ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: “যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সাথে দুষমনি করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। বান্দার প্রতি আমি যা ফরজ করেছি তা দ্বারাই আমার নৈকট্য হাসিল করা আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আর আমার বান্দা নফল সালাতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করতে থাকে, যার ফলে আমি তাকে ভালবাসি। অত:পর আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে এবং পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। আর যদি আমার নিকট চায় তাহলে অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। যদি আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। আমি কোন কাজ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করি না যেমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব করি মুমিনের জীবন নিতে; কারণ সে মৃত্যুকে ঘৃণা করে আর আমি তাকে কষ্ট দেয়া অপছন্দ করি। ”[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৫০২

◆ ফরজ সলাতে সালামের পর জিকির-আযকারের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ سَبَّحَ اللَّــهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّــرَ اللَّــهَ ثَلَاثًــا وَثَلَاثِينَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ،وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ،وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি প্রতি সালাতের পরে ৩৩বার 'সুবহা-নাল্লাহ্', ৩৩বার 'আল-হামদুলিল্লাহ' ও ৩৩বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। এ হল ৯৯বার এবং একশত পূরণ করতে বলবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুলহামদ্, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হোক না কেন।" [১] আবূ

◆ জানাজার জন্য হাজির হওয়া, জানাজা পড়া ও দাফন কাজে শরিক হওয়ার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ،وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ،كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ،وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোন মুসলিমের জানাজায় হাজির হলো ও সালাতে জানাজা পড়া পর্যন্ত সাথে থাকল এবং

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯৭

দাফন কাজ সম্পাদন করল, সে দু'কীরাত নেকি নিয়ে ফিরল। প্রতি কীরাত উহুদ পাহাড় সমান। আর যে দাফনের পূর্বে জানাজা পড়েই ফিরে আসবে সে এক কীরাত নেকি নিয়ে ফিরবে।" [১]

◆ **মুসলিমগণ যার সালাতে জানাজা পড়ে তার ফজিলত:**

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ ». أخرجه مسلم.

১. আয়েশা (রা:) নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে মৃত ব্যক্তির সালাতে জানাজা মুসলিম জনগণ পড়বে যার সংখ্যা হবে একশত জন এবং তারা সবাই তার জন্য সুপারিশ করবে, তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।" [২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ ». أخرجه مسلم.

২. ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা যায় এবং তার জানাজায় এমন ৪০জন মানুষ হাজির হয়, যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরিক করে নাই, তাহলে আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।"[৩]

◆ **যার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারা গেল এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করল তার ফজিলত:**

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৪৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৯৪৫

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৯৪৭

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৯৪৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: "আমার মু'মিন বান্দার যখন দুনিয়ার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জান কবজ করি, অত:পর সে আমার নিকট সওয়াবের প্রত্যাশা করে, তার জন্যে প্রতিদান হলো জান্নাত।"[১]

◆ **মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে সালাতের ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমার এ মসজিদে যে কোন সালাত অন্য সাধারণ মসজিদের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশী সওয়াব। কিন্তু মসজিদে হারাম ব্যতীত।" [২]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

২. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আমার এ মসজিদে যে কোন সালাত অন্য সাধারণ মসজিদের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশী সওয়াব। কিন্তু মসজিদে হারাম ব্যতীত। মসজিদে হারামে অন্য সাধারণ মসজিদের চেয়ে যে কোন সালাত এক লক্ষগুণ বেশী সওয়াব।" [৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৪২৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ১১৯০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৯৪

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৪৭৫০, ইরওয়াউল গালীল হাঃ নং ১১২৯ দ্রঃ , ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪০৬ শব্দ তারই

◆ বায়তুল মাকদিস মসজিদে সালাত আদায়ের ফজিলত:

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ﷺ قَالَ: تَذَاكَرْنَا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللهِ أَمْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:« صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيْهِ ، وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى...». أخرجه الحاكم.

আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে আপোসে বলাবলি করতেছিলাম: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মসজিদ ও বায়তুল মাকদিস মসজিদের মধ্যে কোনটি উত্তম। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আমার এ মসজিদে যে কোন সালাত বায়তুল মাকদিস মসজিদে চারবার সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। (বায়তুল মাকদিসে সালাত ২৫০গুণ বেশী সওয়াব) আর কতই না উত্তম মুসাল্লা বায়তুল মাকদিস।"[১]

◆ কুবা মসজিদে সালাতের ফজিলত:

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ».

أخرجه النسائي وابن ماجه.

সাহল ইবনে হানীফ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার বাড়ীতে ওযু করল। অত:পর মসজিদে কুবায় গিয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করল, তার জন্য একটি উমরার সওয়াব হলো।"[২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ ৮৫৫৩, সিলসিলা সহীহা হাঃ ২৯০২ দেখুন
২. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ ৬৯৯ , ইবনে মাজাহ হাঃ ১৪১২ শব্দ তারই

(ঘ) জাকাতের ফজিলত

◆ জাকাত আদায়ের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧﴾ البقرة: ٢٧٧

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, সালাত কায়েম করেছে এবং জাকাত প্রদান করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর নেই তাদের কোন প্রকার ভয়-ভীতি আর না তারা চিন্তিত হবে।" [সূরা বাকারা: ২৭৭]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩﴾ الروم: ٣٩

"আর যা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জাকাত প্রদান করে থাক। অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে থাকে।" [সূরা রূম: ৩৯]

৩. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٤﴾ البقرة: ٢٧٤

"যারা দিনে-রাত্রে ও গোপনে-প্রকাশ্যে তাদের সম্পদ খরচ করে তাদের জন্যে রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর নেই তাদের কোন ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা।" [সূরা বাকারা: ২৭৪]

৪. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣﴾ التوبة: ١٠٣

"তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র এবং বরকতময় করতে পার। আর তুমি তাদের জন্য

দোয়া কর, নি:সন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত: আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন।" [সূরা তাওবা: ১০৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ:« تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ،وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ،وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ،وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ». متفق عليه.

৫. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, একজন বেদুঈন নবী [ﷺ]-এর নিকটে এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবী [ﷺ] বলেন: "তুমি এক আল্লাহর এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না, ফরজ সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে, রমজানের সিয়াম পালন করবে। লোকটি তখন বলল, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! এর চেয়ে একটুও বেশী করব না। লোকটি যখন ফিরে চলে গেল, তখন নবী [ﷺ] বললেন: "যে ব্যক্তি জান্নাতী মানুষ দেখে আনন্দ পেতে চায় সে যেন এ লোকটির দিকে দেখে নেয়।"[১]

◆ **পবিত্র উপার্জন থেকে দান-খয়রাত করার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ،وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ».

متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে একটি খেজুর পরিমাণ পবিত্র উপার্জন থেকে দান করে। আর

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৩৯৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৪

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ডান হাতে তা কবুল করেন। অত:পর উহা তার মালিকের জন্য বাড়াতে থাকেন। যেমন : তোমাদের কেউ তার উটের বাচ্চা লালন-পালন করে বাড়ায়। সেটি বেড়ে এমনকি পাহাড়ের মত হয়ে যাবে।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪১০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০১৪

(ঙ) সিয়াম-রোজার ফজিলত

◆ রমজানের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْسَمَاءِ ،وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ،وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ». وفي لفظ:« فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যখন রমজান প্রবেশ করে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলবদ্ধ করা হয়। অন্য শব্দে আছে: জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।”[১]

◆ সিয়ামের ফজিলত:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: “বনি আদমের প্রতিটি আমল তার জন্য। কিন্তু সিয়াম ব্যতীত; কারণ ইহা আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দিব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যখন সিয়াম পালন করে সে যেন,

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৮৯৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০৭৯

নোংরা কাজ এবং শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি সায়েম তথা রোজাদার। মুহাম্মদের জীবন যার হাতে তাঁর সত্ত্বার কসম! সায়েমের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকে আম্বরের চেয়েও বেশী সুবাস। সায়েমের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে: একটি যখন সে ইফতারী করে তখন খুশী হয় আর অপরটি যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার সিয়ামের দ্বারা খুশী হবে।" [১]

◆ **রোজাদারদের ফজিলত:**

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ». متفق عليه.

সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে তন্মধ্যে একটির নাম হলো 'রাইয়ান' এটি দ্বারা রোজাদার ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করবে না।"[২]

◆ **ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে রমজানের রোজা রাখার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে রাখবে, তার পূর্বের পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৯০৪ শব্দ তারই ওমুসলিম হাঃ নং ১১৫১
[২]. বুখারী হাঃ নং ৩২৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৫২
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৩৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৭৬০

◆ **ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে রমজানের কিয়ামকারীর ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি রমজানের রাত্রের কিয়াম ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে করবে, তার পূর্বের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১]

◆ **ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে লাইলাতুল কদরের কিয়ামকারীর ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরের কিয়াম ঈমানের সাথে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে করে, তার পূর্বের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[২]

◆ **রমজানের সিয়ামের পর যে শাওয়াল মাসের ৬টি সিয়াম রাখে তার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُولُ:« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ،كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ». أخرجه مسلم.

আবু আইয়ূব [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি রমজান মাসের সিয়াম পালন ক'রে, অত:পর

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৭শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৭৫৯
[২]. বুখারী হাঃ নং ১৯০১শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৭৬০

শাওয়াল মাসের ৬টি সিয়াম রাখল, ইহা যেন তার সারা জীবনের রোজা হল।"[১]

◆ প্রতি মাসের তিনটি সিয়ামের ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا –وفيه– أن النبي ﷺقَالَ له:(...وَصُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ».
متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, এতে রয়েছে, নবী [ﷺ] তাকে বলেছেন: " --- আর প্রতি মাসে তিন দিনের সিয়াম রাখ। নিশ্চয়ই প্রতিটি নেকি দশগুণ। আর ইহা হচ্ছে যুগের রোজা সদৃশ।"[২]

---

[১]. মুসলিম হাঃ ১১৬৪

[২]. বুখারী হাঃ ১৯৭৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১১৫৯

(চ) হজ্ব ও উমরার ফজিলত

◆ যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলত:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ ،قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ».أخرجه البخاري.

وفي لفظ:«مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ..». أخرجه الترمذي.

ইবনে আব্বাস [ﷺ] নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমলের চেয়ে উত্তম আমল আর নেই। তারা [ﷺ] বললেন, জিহাদও না? তিনি [ﷺ] বললেন: " জিহাদও না। তবে ঐ ব্যক্তি যে তার জীবনের ঝুঁকি ও সম্পদ নিয়ে বের হলো আর কিছুই নিয়ে ফিরলো না।"[১]

অন্য শব্দে আছে: "এই দশ দিনে কৃত সৎকর্মের চেয়ে আল্লাহর নিকটে আর কোন প্রিয় আমল নেই।"[২]

◆ কবুল হজ্বের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব পালন করে এবং কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজ তথা স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি করে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯৬৯

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হা: নং ২৪৩৮ ও তিরমিযী হাঃ নং ৭৫৭ শব্দ তারই

না, সে হজ্ব থেকে নিষ্পাপ হয়ে ফিরে ঐ দিনের ন্যায় যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ:« إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করা হলো সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলো, এরপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা। বলা হলো: এরপর কি? তিনি [ﷺ] বললেন: মাকবুল হজ্ব।"[২]

◆ **মহিলাদের উত্তম জিহাদ:**

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ ؟ قَالَ:« لَا ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ».

أخرجه البخاري.

মুমিনদের জননী আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মনে হয় জিহাদ সর্বোত্তম আমল। উত্তরে নবী [ﷺ] বললেন: "বরং (মহিলাদের জন্য) উত্তম জিহাদ হচ্ছে হজ্ব মাবরূর তথা মাকবুল হজ্ব।"[৩]

◆ **উমরার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:« الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ،وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৫২১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৫০
[২]. বুখারী হাঃ নং ১৫১৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৩
[৩]. বুখারী হাঃ নং ১৫২০

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“একটি উমরা অপর উমরা পর্যন্ত গুনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ। আর কবুল হজ্বের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।”[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৭৭৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৯

(ছ) জিহাদের ফজিলত

◆ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফজিলত:

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١١١﴾ التوبة: ١١١

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অত:পর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।" [সূরা তাওবা: ১১১]

◆ আল্লাহর রাস্তায় সকাল-সন্ধা পদচারণার ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) সকাল বা সন্ধায় পদচারণা অবশ্যই দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও উত্তম।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৭৯২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৮০

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاري ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ». أخرجه مسلم.

২. আবু আইয়ূব আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের উদ্দেশ্যে) সকালে বা সন্ধায় একটু পদচারণা করা, যে সকল জিনিসের উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার চেয়েও উত্তম।"[১]

◆ **যে ব্যক্তি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহতে বের হয়ে মারা গেল বা শহীদ হলো তার ফজিলত:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾ ﴾ النساء: ١٠٠

"যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করল। অত:পর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে ফেলল, তার সওয়াব আল্লাহর নিকট সুসাব্যস্ত হয়ে গেল। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।" [সূরা নিসা: ১০০]

২. আল্লাহর আরো বাণী:

﴿ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ ﴾ آل عمران: ١٥٧ - ١٥٨

"যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাও অথবা মরে যাও। তবে মনে রাখ আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া অবশ্যই তোমরা যা একত্র কর তার চেয়ে উত্তম। আর তোমরা যদি মরে যাও বা হত্যা হও তবে আল্লাহর নিকটে উপস্থিত হতেই হবে।" [সূরা আল-ইমরান: ১৫৭-১৫৮]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৮৩

◆ **জিহাদের ইচ্ছা করার পর যাকে রোগ বা কোন ওজর আটকে ফেলল তার ফজিলত:**

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَــزَاةٍ فَقَــالَ: « إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ ». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] এক যুদ্ধে ছিলেন সে সময় বলেন: "কিছু মানুষ যারা আমাদের পিছনে মদীনায় অবস্থান করছে। কিন্তু তারা আমাদের চলন্ত প্রতিটি গিরিপথ ও উপত্যকায় আমাদের সাথে রয়েছে। তাদেরকে ওজর আটকিয়ে রেখেছে।"[১]

◆ **আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য গাজি প্রস্তুত করার ফজিলত:**

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْــرٍ فَقَــدْ غَزَا».متفق عليه.

জায়েদ ইবনে খালেদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য মুজাহিদ প্রস্তুত করে পাঠালো সে জিহাদই করল। আর যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য উত্তম উত্তরাধিকারী গাজি ছেড়ে গেল সেও জিহাদ করল।"[২]

◆ **আল্লাহর রাস্তায় জানমাল খরচকারীর ফজিলত:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৮৩৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ২৮৪৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৯৫

ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَـٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾ التوبة: ١٢٠ - ١٢١

"মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এ জন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়- তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নি:সন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। আর তারা অল্প-বিস্তার যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়। যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।" [সূরা তাওবা: ১২০-১২১]

عَنْ أَبِي عَبْسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». أخرجه البخاري.

১. আবু আব্স [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি তার যুগলদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধূসরিত করল, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।" [১]

◆ **আল্লাহর রাস্তায় খরচের ফজিলত:**

১. আল্লাহর বাণী:

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯০৭

﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ ﴾ البقرة: ٢٦١

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অধিক দান করেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।" [সূরা বাকারা: ২৬১]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هَــذِهِ فِــي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَــةِ سَــبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ ». أخرجه مسلم.

২. আবু মাসউদ আনসারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মানুষ একটি লাগাম পরানো উট নিয়ে এসে বলল, ইহা আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। তখন নবী [ﷺ] বললেন: "রোজ কিয়ামতে তোমার জন্য এর পরিবর্তে সাতশত উট হবে যার প্রতিটি লাগাম পরানো।"[১]

◆ আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ ﴾ آل عمران: ١٦٩ - ١٧١

"আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের রবের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৯২

আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ্ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।"
[সূরা আল-ইমরান: ১৬৯-১৭১]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« نَعَمْ ،وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ ». أخرجه مسلم.

২. আবু কাতাদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে এসে বলল: আমি যদি আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"হ্যাঁ, তবে তুমি যদি ধৈর্যশীল ও সওয়াবের আশাবাদী হও এবং সামনে অগ্রগামী ও পশ্চাদে পালায়নকারী না হও। কিন্তু ঋণ ব্যতীত; কারণ জিবরীল [ﷺ] আমাকে ইহা বলেছেন।"[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১৮৮৫

(জ) জিকিরের ফজিলত

◆ **জিকিরের ফজিলত:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ ﴾ الرعد: ٢٨

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।"
[সূরা রা'দ: ২৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ،وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা করবে তেমনি আমাকে পাবে। আমাকে যখন সে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোন জনগোষ্ঠির নিকট স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম জনগোষ্ঠির নিকটে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। আর যদি সে এক হাত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে হস্তদ্বয় প্রসারিত

পরিমাণ এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দ্রুত হেঁটে আসি।" [১]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ». أخرجه البخاري.

৩. আবু মূসা আশ'য়ারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি তাঁর রবকে স্মরণ করে আর যে স্মরণ করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির সদৃশ।" [২]

◆ সর্বদা আখেরাতের বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার ফজিলত এবং মাঝে-মধ্যে তা ছেড়ে দেয়াও জায়েজ:

عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ ﷺ -وفيه-....فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِلَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

أخرجه مسلم.

হানযালা আল-উসায়্যেদী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, -এতে রয়েছে--- তিনি বলেন: আমি ও আবু বকর [ﷺ] চললাম এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে প্রবেশ করে আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! হানযালাতো মুনাফেক হয়েগেছে। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "এর ব্যাপারটা কি? আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি, আর

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪০৫ শব্দ তাঁরই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৫
[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৪০৭

আপনি জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা দেন তখন যেন স্বচক্ষে অবলোকন করি। আর যখন আপনার নিকট থেকে চলে গিয়ে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই।
রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! যদি তোমরা আমার নিকটে অবস্থানকালের অবস্থায় ও জিকিরের প্রতি স্থায়ী থাকতে পারতে, তাহলে তোমাদের বিছানায় ও রাস্তা-ঘাটে ফেরেশতাগণ তোমাদের সাথে মোসাফাহা তথা করমর্দন করতেন। কিন্তু হে হানযালা এক ঘন্টা আখেরাত আর অপর এক ঘন্টা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে।" এ কথাগুলো তিন [ﷺ] তিনবার বলেন।[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৭৫০

(ঝ) দোয়ার ফজিলত

◆ দোয়ার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ ﴾ البقرة: ١٨٦

"আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে- বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" [সূরা বাকারা: ১৮৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي».متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করবে তেমনি আমাকে পাবে। যখন সে আমাকে ডাকে তখন আমি তার সাথে থাকি।"[১]

◆ পাপ ক্ষমা চাওয়া ও দুশমনদের উপর সাহায্য এবং দৃঢ় থাকার ফজিলত:

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْءَاخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾ ﴾ آل عمران: ١٤٧ - ١٤٨

[১]. বুখারী হাঃ ৭৪০৫ ও মুসলিম হাঃ ২৬৭৫ শব্দ তারই

“তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের রব! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদের দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর। অত:পর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ায় সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।” [সূরা আল-ইমরান: ১৪৭-১৪৮]

৪- ভাল আচরণ ও লেনদেনের ফজিলত

◆ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ ﴾ فصلت: ٣٣

"যে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম), তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার ?" [সূরা হা-মীম সেজদা: ৩৩]

عَنْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ:«انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ».متفق عليه.

২. সাহল ইবনে সা'দ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] আলী ইবনে আবু তালেব [ﷺ]কে খয়বারের যুদ্ধের দিন বলেন: "ধীর-স্থীর ভাবে তাদের যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে অবতরণ কর। অত:পর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর। আর তাদের উপর আল্লাহর হকের ব্যাপারে যা যা ফরজ তা জানিয়ে দেও। জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! যদি তোমার দ্বারা একটি মানুষও হেদায়েত লাভ করে তবে তা তোমার জন্যে লাল উষ্ট্রির চেয়েও উত্তম।"[১]

◆ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ

[১]. বুখারী হাঃ ২৯৪২ ও মুসলিম হাঃ ২৪০৬ শব্দ তারই

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ آل عمران: ١٠٤

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।"
[সূরা আল-ইমরান: ১০৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴿١١٠﴾ آل عمران: ١١٠

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"
[সূরা আল-ইমরান: ১১০]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ». أخرجه مسلم.

৩. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "তোমাদের যে কেউ যে কোন অন্যায় দেখবে, সে যেন তা তার হাত দ্বারা পরিবর্তন করে। আর তা যদি না পারে তাহলে যেন তার জবান দ্বারা পরিবর্তন করে। যদি তাও না পারে তবে তার অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে। আর ইহাই হচ্ছে দুর্বল ঈমান।"[১]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৪৯

◆ অন্যের জন্য কল্যাণ কামনাকারীর ফজিলত:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ». أخرجه مسلم.

তামীম আদ্‌দারী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "দ্বীন হলো অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করা। আমরা বললাম: কার জন্য? তিনি [ﷺ] বললেন: "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলমানদের শাসকদের জন্য ও সাধারণ মানুষের জন্য।"[১]

◆ আপোসে সত্যের নসিহত করার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣﴾ العصر: ١ - ٣

"কসম যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে ধৈর্যের।" [সূরা আসর:১-৩]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ التوبة: ٧١

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ করে আর মন্দ কাজের নিষেধ করে। সালাত প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্ দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।" [সূরা তাওবা: ৭১]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৫

◆ ইসলামে সুন্দর রীতি প্রবর্তনকারীর ফজিলত:

عَنْ جَرِيرِبْنِ عَبْدِ الله ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«...مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ،وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا». أخرجه مسلم.

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: " --- যে ব্যক্তি ইসলামে (শরিয়ত সম্মত) সুন্দর রীতি প্রবর্তন করে তার জন্যে তার সওয়াব রয়েছে এবং এরপরে যারাই ঐ আমল করবে তাদের সমপরিমাণ সেও সওয়াব পাবে। এতে কারো কোন প্রকার সওয়াব কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নিকৃষ্ট কাজের রীতি প্রবর্তন করবে সে তার পাপ ও যারাই এর পরবর্তিতে ঐ আমল করবে তাদের সকলের সমপরিমাণ পাপ সেও বহন করবে। এতে কারো কোন পাপ কম করা হবে না।"[১]

◆ মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসাকারীর ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ ﴾
النساء: ١١٤

"তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে শলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎ কাজ করতে অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।" [সূরা নিসা: ১১৪]

[১]. মুসলিম হাঃ নং ১০১৭

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَلَا أُخْبِـرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّـهِ قَـالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আবুদ দারদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে সিয়াম, সালাত ও দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম জিনিসের খবর দিব না? তাঁরা [ﷺ] বললেন, হাঁ, তিনি [ﷺ] বললেন: তা হলো মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করা। মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা বড় সর্বনাশা কাজ।"[১]

◆ মুমিনদের সাহায্য-সহযোগিতার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٢﴾ المائدة: ٢

"সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা মায়েদা: ২]

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْمُـؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». وَشَبَّكَ ﷺ أَصَابِعَه . متفق عليه.

২. আবু মূসা [ﷺ] রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয় একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য এমন একটি ইঁটের গাঁথা দেয়ালের ন্যায়, যার একটি ইঁট অপরটিকে শক্তিশালী করে।" নবী [ﷺ] তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলোকে একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখান।[২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৯১৯ শব্দ তারই ও তিরমিযী হাঃ নং ২৫০৯

২. বুখারী হাঃ নং ৪৮১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৮৫

◆ মুমিনদের পরস্পরে সমবেদনার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ...» .أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি একজন মুমিনের দুনিয়ার কোন দু:খ-কষ্ট দূর করে আল্লাহ্ রোজ কিয়ামতের দিনে তার দু:খ-কষ্ট দূর করবেন। আর যে অভাবগ্রস্তের প্রতি সহজ করে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতের তার প্রতি সহজ করবেন। আর যে কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ দুনিয়া-আখেরাতে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রাখবেন। আর বান্দা তার ভাইয়ের প্রতি যতক্ষণ সাহায্য-সহযোগিতা করে ততক্ষণ আল্লাহও তার প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা করেন --।"[১]

◆ রোগীদর্শনের ফজিলত:

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ جَنَاهَا ». أخرجه مسلم.

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আজাদকৃত দাস ছাওবান [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোন রোগীদর্শন করল সে যেন পুরো সময়টা জান্নাতের খুরফাতে রইল। বলা

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯৯

হলো, জান্নাতের খুরফা অর্থ কি? তিনি [ﷺ] বললেন: খুরফা অর্থ হলো জান্নাতের ফল পাড়া।" [১]

◆ দান-খয়রাতের ফজিলত:

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ ﴾ الحديد: ١٨

"নিশ্চয়ই দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।" [সূরা হাদীদ:১৮]

◆ কেনা-বেচা ও ঋণ গ্রহণে বদান্যতার ফজিলত:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى».

أخرجه البخاري

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন, যে কেনা-বেচা ও ঋণ গ্রহণের সময় উদারতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করে।"[২]

◆ আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় জিহাদ, হিজরত ও সাহায্য করার ফজিলত:

১. আল্লাহার বাণী:

﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৮
[২]. বুখারী হাঃ নং ২০৭৬

ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾

﴾ النساء: ٩٥-٩٦

"গৃহে উপবিষ্ট মুসলিম-যাদের সঙ্গত ওজর নেই এবং ঐ মুসলিম যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে- সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা নিসা: ৯৫-৯৬]

২. আরো আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّاۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ ﴾ الأنفال: ٧٤

"আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে ও যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই সত্যিকারে মুসলিম। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি।" [সূরা আনফাল: ৭৪]

◆ আল্লাহর ওয়াস্তে জিয়ারতের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, একজন মানুষ অন্য এক গ্রামে তার ভাইয়ের জিয়ারত করে। এ

দিকে আল্লাহ তার চলার পথে একজন ফেরেশ্‌তাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিয়োগ করেন। যখন সে ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করে, ফেরেশ্‌তা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় যাবে? সে বলে, এ গ্রামে আমার একজন ভাইয়ের নিকট যাব। ফেরেশ্‌তা বলেন, তোমার কি তার নিকট কোন সম্পদ আছে যার দেখা-শুনার জন্য যাচ্ছ? লোকটি বলে, না, বরং আমি তাকে আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াস্তে ভালবাসি। ফেরেশ্‌তা বলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার নিকট প্রেরিত দূত। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে ভালবাসেন যেমন তুমি ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবেসেছ।" [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন রোগীদর্শনে যায় অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে কোন ভাইয়ের জিয়ারতে যায়। তাকে একজন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলেন, তুমি সুখী হও, তোমার পদচারণা সুন্দর হোক। আর তুমি জান্নাতে একটি স্থান বানিয়েছ।"[২]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ». أخرجه مالك وأحمد.

৩. মু'য়ায ইবনে জাবাল [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন: আমার ওয়াস্তে দু'জন মহব্বতকারী, আমার ওয়াস্তে একত্রে দু'জন ওঠাবসাকারী, আমার

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৭

[২]. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ২০০৮ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৪৩

ওয়াস্তে দু'জন আপোসে একে অপরের জিয়ারতকারী এবং আমার ওয়াস্তে দু'জনে পরস্পরের জন্য খরচকারীদের জন্য আমার মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যায়।"[১]

[১]. হাদীসটি সহীহ, মালেক মুয়াত্তায় হাঃ নং ১৭৭৯, সহীহুল জামে' হাঃ ৪৩৩১ দ্রষ্টব্য, আহমাদ হাঃ নং ২২৩৮০

৫- উত্তম মেলামেশা ও সম্পর্কের ফজিলত

◆ পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْۚ إِن تَكُونُواْ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾ ﴾ الإسراء: ٢٣ - ٢٥

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁর ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে ' উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমকও দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে নিজের বাহুকে নত করে দাও এবং বল: হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ২৩-২৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:« الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞেস করেছিলাম: আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি [ﷺ] উত্তরে বলেন: "সালাতকে যথাসময়ে কায়েম করা। সাহাবী [ﷺ] বলেন: এরপর কি? তিনি [ﷺ] বলেন: "পিতা-মাতার

সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। সাহাবী [ﷺ] বলেন: এরপর কি? তিনি [ﷺ] বলেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" [১]

◆ বাবা-মার সাথে সুন্দর সম্পর্কের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ:« أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন মানুষ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রসূল! আমার থেকে উত্তম ব্যবহারের সবচেয়ে বেশী হকদার কে? তিনি [ﷺ] বললেন: তোমার মা। আবার জিজ্ঞাসা করল: অত:পর কে? তিনি [ﷺ] উত্তরে বললেন: এরপর তোমার মা। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করল: এরপর কে? তিনি [ﷺ] বললেন: এরপরও তোমার মা। লোকটি আবার বলল: এরপর কে? তিনি [ﷺ] বললেন: এরপর তোমার বাবা।" [২]

◆ আত্মীয়তা বন্ধনের ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে তার রুজিতে প্রাচুর্যতা ও বয়সে বৃদ্ধি হোক পছন্দ করে, সে যেন তার আত্মীয়তা সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখে।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫২৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৭১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৪৮

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৫৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ الـرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "আত্মীয়তা বন্ধন 'আর-রহমা-ন' তথা দয়াময় আল্লাহর একটি মজবুত শাখা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখি। আর যে তোমার সাথে বন্ধন ছিন্ন করে আমিও তার সাথে বন্ধন ছিন্ন করি।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَيْسَ الْوَاصِـلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». أخرجه البخاري.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"বিনিময়ী আত্মীয়তা সম্পর্ক বন্ধনকারী নয় বরং আত্মীয়তা সম্পর্ক বন্ধনকারী ঐ ব্যক্তি যার আত্মীয় তার সাথে যখন বন্ধন ছিন্ন করে তখন সে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে।"[২]

◆ সন্তানদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও তাদের তরবিয়তের ফজিলত:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي فَلَـمْ تَجِـدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَـتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ بَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ».متفق عليه.

১. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা সাথে দু'জন মেয়েকে নিয়ে এসে আমার নিকট চাইল। সে আমার কাছে মাত্র একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেল না। আমি তাকে খেজুরটি দান

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৮৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৫৪

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৯১

করি। মহিলাটি খেজুরটি দু'ভাগ করে তার মেয়ে দু'টির মাঝে বণ্টন করে দিল। অত:পর মহিলাটি চলে গেল। ইতি মধ্যে নবী [ﷺ] বাড়ীতে প্রবেশ করলে আমি তাঁকে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি এই মেয়েদের ব্যাপারে পরীক্ষায় নিপতিত হলো। অত:পর তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করল, তারা তার জন্যে জাহান্নামের আগুনের পর্দা হয়ে গেল।"[১]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ:« اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا ». أخرجه البخاري.

২. উসামা ইবনে জায়েদ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে ধরে নিয়ে তাঁর এক উরুর উপর বসিয়ে নিতেন। আর হাসানকে তাঁর অপর ঊরুর উপর বসাতেন। অত:পর দু'জনকে জড়িয়ে নিতেন এবং বলতেন: "হে আল্লাহ এদের দু'জনের উপর দয়া কর; কারণ আমি এদের দু'জনকে মায়া করি।" [২]

◆ এতিম প্রতিপালনের ফজিলত:

عَنْ سَهْلٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ». وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. متفق عليه.

সাহল [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমি এবং এতিমের জামিনদার জান্নাতে এরূপ থাকব।" তিনি [ﷺ] তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মাঝে একটু ফাঁক করে ইঙ্গিত করে দেখান।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৯৯৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬২৯
২. বুখারী হাঃ নং ৬০০৩
৩. বুখারী হাঃ নং ৫৩০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৮৩

◆ পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে সম্পর্ক রাখার ফজিলত:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّي ». أخرجه مسلم.

ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো ঐ ব্যক্তির সম্পর্ক, যে তার বাবার মৃত্যুর পরে বাবার বন্ধুদের সাথে বন্ধন অটুট রাখে।"[১]

◆ বিধবা ও মিসকিনদের ব্যাপারে প্রয়াস চালানোর ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "বিধবা ও মিসকিনদের ব্যাপারে প্রচেষ্টাকারী, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা রাত্রে কিয়ামকারী ও দিনে সিয়াম পালনকারীর ন্যায়।"[২]

◆ মেয়েদের লালন-পালনের ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ». أخرجه مسلم.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি দু'জন মেয়েকে সাবালক (বয়স প্রাপ্তা) হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সাঙ্গে এরূপ থাকবে।" তিনি [ﷺ] তাঁর আঙ্গুলগুলো একত্রে মিলান।[৩]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২৫৫২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৩৫৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৮২

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ২৬৩১

◆ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

﴿ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ ﴿٣٦﴾ ﴾ النساء: ٣٦

"আর এবাদত কর এক আল্লাহর, শরিক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকিন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীদের প্রতিও।" [সূরা নিসা: ৩৬]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:« مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ». متفق عليه.

২. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন:"জিবরীল [عليه السلام] সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করেন। এমনকি আমি ধারণা করতে ছিলাম যে, তিনি অবশ্যই প্রতিবেশীকে উত্তরাধীকারী বানিয়ে দিবেন।"[১]

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:« الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ». أخرجه البخاري.

৩. আবু শুরাইহ [রা:] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়। বলা হলো: কে সে ঐ ব্যক্তি ইয়া রসূলাল্লাহ? তিনি [ﷺ] বললেন:"ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।"[২]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০১৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬২৪
[২]. বুখারী হাঃ নং ৬০১৬

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه.

৪. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাই অথবা তিনি [ﷺ] বলেন: প্রতিবেশীর জন্য ঐ জিনিস পছন্দ না করে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।" [১]

◆ **মানুষের প্রতি দয়া করার ফজিলত:**

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ». متفق عليه.

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।"[২]

◆ **মুসলিমদের কষ্ট দেয় না এমন মুশরিক আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ফজিলত:**

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ لَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ ﴾ الممتحنة: ٨

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমারকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা মুমতহিনা: ৮]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৩ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৫ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৩৭৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৩১৯

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ:إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ:« نَعَمْ صِلِي أُمَّــكِ». متفق عليه.

১. আসমা বিনতে আবু বকর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর যুগে মুশরিকা অবস্থায় আমার মা আমার নিকটে আসেন। আমি তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে এ ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে বললাম, আমার মা মুশরিকা তিনি আমার কাছে আশা নিয়ে এসেছেন। আমি কি তার সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক রাখব? তিনি [ﷺ] বললেন, হাঁ, তোমার মার সাথে সম্পর্ক অবিছিন্ন রাখ।”[১]

◆ **মুমিনদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির ফজিলত:**

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ:« تَــرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْــتَكَى عُضْــوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى». متفق عليه.

নুমান ইবনে বাশীর [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “তুমি মুমিনদের আপোসের মধ্যে দেখবে মায়া মমতা, ভালোবাসা ও সহানুভূতিতে একটি শরীরের ন্যায়। যদি একটি অঙ্গে সমস্যা হয়, তবে সমস্ত শরীর রাত্রি জেগে ও জ্বরে জর্জরিত হয়ে যায়।”[২]

◆ **সদ্ব্যবহার এবং স্ত্রী ও খাদেমদের সাথে সুন্দর মেলামেশার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ،وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّــلَعِ

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৬২০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০০৩

২. বুখারী হাঃ নং ৬০১১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৮৬

أَعْلَاهُ ،فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ،وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা সদুপদেশ গ্রহণ কর; কারণ নারীরা পাঁজড়ের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি। আর পাঁজড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা হলো উপরের হাড়। অতএব, যদি তাদেরকে সোজা করতে চাও তবে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে আরো বাঁকা হয়ে যাবে। সুতরাং, স্ত্রীদের ব্যাপারে সদুপদেশ গ্রহণ কর।" [১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:« خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ». متفق عليه.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ]-এর দশ বছর খিদমত করেছি কিন্তু কখনো তিনি আমাকে বলেননি 'উহ্' (অসন্তোষ প্রকাশের শব্দ) আর না কেন করেছ ? আর না কেন করো নাই।"[২]

◆ উত্তম শাসন ও সুন্দর মেলামেশার ফজিলত:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "তোমরা সকলে দায়িত্বশীল। আর সবাই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্র প্রধান একজন শাসক,

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৩৩১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৪৬৮

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬০৩৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৩০৯

তিনি তাঁর শাসন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। বাড়ীর কর্মকতা তার পরিবারের রাখাল। তাকে তার রাখায়িলাত বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। একজন নারী তার স্বামীর বাড়ীর গৃহকত্রী তাকে তার দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। একজন খাদেম সে তার মালিকের সম্পদের দেখা-শুনা করার দায়িত্ববান। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুক্ষীণ হবে।"[১]

عَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُــولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». متفق عليه.

২. মা'কেল ইবনে ইয়াসার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:" আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোন বান্দাকে যখন দায়িত্বশীল বানায়। আর সে তার জনগণের সাথে প্রতারণা করত: মারা যায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন।"[২]

◆ মুসলমানদের সাথে সুন্দর মেলামেশা, তাদের প্রয়োজন মিটানো, বিপদ দূরীকরণ ও ভুল-ত্রুটি গোপন রাখার ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَالَ:« الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ،وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "একজন মুসলিম অপর মুলিমের ভাই। তার প্রতি জুলুম করবে না, অপদস্ত ও অসহযোগিতা করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৯৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৮২৯

[২] . বুখারী হাঃ নং ৭১৫০ মুসলিম হাঃ নং ২৫৮০ শব্দ তারই

প্রয়োজনে এগিয়ে আসে আল্লাহ্ তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন। আর যে কোন মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করে, আল্লাহ তার কিয়ামতের বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে কোন মুসলিমের দোষ-ক্রটি গোপন রাখবে, আল্লাহ রোজ কিয়ামতে তার দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখবেন।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ». قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ.

أخرجه مسلم.

২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী [ﷺ] -এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ করে একজন মানুষ তার বাহনে আরোহণ করে আসল। সাহাবী [ﷺ] বলেন, লোকটি তার চক্ষু বারবার ডানে-বামে ফিরাচ্ছিল। এমন সময় রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "যার বাহনের পিঠে অতিরিক্ত জায়গা আছে সে যেন তা নিয়ে তার বাহনহীন ভাইয়ের দিকে অগ্রসর হয়। আর যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সে যেন তার পাথেয়হীন ভাইয়ের জন্য এগিয়ে যায়।" সাহাবী বলেন, নবী [ﷺ] বিভিন্ন ধরণের সম্পদের কথা উল্লেখ করেন। এমনকি আমাদের মনে হলো যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসে আমাদের কোন প্রকার হক নেই।"[২]

[১]. বুখারী হাঃ ২৪৪২ ও মুসলিম হাঃ ২৫৮০ শব্দ তারই

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১৭২৮

৬ -চারিত্রিক আদর্শ ও গুণাবলী

◆ **উত্তম চরিত্রের ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূল [ﷺ]-এর প্রশংসা করে বলেন:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾ القلم: ٤

"নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" [সূরা কালাম: ৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ:« إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] অশ্লীলভাষী ছিলেন না। এমনকি অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দিতেন না; বরং তিনি বলতেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।"[১]

◆ **জ্ঞানের ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ ﴾ المجادلة: ١١

"আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে ঐ লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে মর্যাদা উঁচু করে দেন।"

[সূরা মোজাদালাহ:১১]

১.বুখারী: হাঃ নং ৩৫৫৯ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৩২১

عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ ، وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ». متفق عليه.

২. মু'য়াবিয়া [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তা'য়ালা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। নিশ্চয় আমি বণ্টনকারী আর আল্লাহ তা'য়ালা প্রদান করেন। এই উম্মত আল্লাহর বিধানের উপর অবশ্যই সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাদের যারা বিরোধিতা করবে তারা কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।"[১]

◆ **ধৈর্যের ফজিলত:**

তিন ক্ষেত্রে ইসলাম ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে: (১) আল্লাহর আনুগত্যে শেষ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা। (২) আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত না হয়ে ধৈর্যধারণ করা ও (৩) আল্লাহ কর্তিক নিরূপণকৃত দূর্ভাগ্যে ধৈর্যধারণ করা।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾ البقرة: ١٥٥ - ١٥٧

"আর আমি অবশ্যই কিছু দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। শত্রুদের ভীতি, ক্ষুধা-পিপাসা দ্বারা, ধন-সম্পদ, প্রাণ ও ফলাদীর ক্ষতি সাধণ করে, আর এই ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন। যারা তাদের প্রতি যখন কোন বিপদাচ্ছন্ন হয়, তখন বলে: আমরা তো আল্লাহর আধিপত্যে আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের প্রতি তাদের

১.বুখারী: হাঃ নং ৭১ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১০৩৭

প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও রহমতসমূহ বিদ্যমান। আর এরাই হলো হেদায়েতপ্রাপ্ত।" [সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –وفيه– أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« ......وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ». متفق عليه.

২. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] হতে বর্ণিত, (এতে আছে): রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্য প্রদান করেন। আর আল্লাহ কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত কোন কিছু প্রদান করেননি।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "কাউকে ধরাশায়ী করতে পারা প্রকৃত বাহাদুরী নয়। প্রকৃত বাহাদুর হলো: যে রাগের সময় নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারে।"[২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ». أخرجه البخاري.

৪. আনাস ইবনে মালিক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: যদি আমি আমার কোন বান্দাকে তার দুটি প্রিয়বস্তু (দুইচক্ষু) দ্বারা পরীক্ষা করি, আর সে ধৈর্যধারণ করে তবে তাকে তার বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করবো।"[৩]

১. বুখারী: হাঃ নং ১৪৬৯ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১০৫৩
২. বুখারী: হাঃ নং ৬১১৪, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৬০৯
৩. বুখারী: হাঃ নং ৫৬৫৩

◆ সততার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ ﴾ المائدة: ١١٩

"আল্লাহ বলবেন: এ তো ঐ দিন, যারা সত্যবাদী ছিল তাদের সততা তাদের উপকারে আসবে। তারা এমন জান্নাত পাবে যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে, যাতে তারা সদা সর্বদায় অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে, এতো মহাসফলতা।"

[সূরা মায়িদাহ: ১১৯]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عَلَيْكُمْ بالصِّدْق فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ». أخرجه مسلم.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা সততা অবলম্বন কর, কেননা সততা নিশ্চয়ই পুণ্যের নির্দেশনা দেয় এবং পুণ্য নির্দেশনা দেয় জান্নাতের দিকে। মানুষ সত্য বলতে থাকে ও সত্য অন্বেষণ করে পরিশেষে সে আল্লাহর নিকট মহাসত্যবাদী (সিদ্দীক) অভিহিত হয়। পক্ষান্তরে তোমরা মিথ্যা থেকে বাঁচ, কেননা নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপের নির্দেশনা দেয়। আর পাপ নির্দেশনা দেয় জাহান্নামের। মানুষ মিথ্যা বলতেই থাকে ও মিথ্যার চর্চা করে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মহামিথ্যাবাদী অভিহিত হয়।"[১]

১. মুসলিম: হাঃ নং ২৬০৭

◆ ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَيَٰقَوۡمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا وَيَزِدۡكُمۡ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمۡ وَلَا تَتَوَلَّوۡاْ مُجۡرِمِينَ ٥٢ ﴾ هود: ٥٢

"হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার কাছে তওবা কর। তিনি যেন বর্ষণকারী মেঘমালা তোমাদের উপর পাঠিয়ে দেন ও তোমাদের শক্তির উপর আরো শক্তি বৃদ্ধি করেন। আর তোমরা পাপকরত: বিমূখ হয়ো না।"

[সূরা হূদ: ৫২]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ ». متفق عليه.

২. আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তার বান্দার তওবা করার কারণে তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি আনন্দিত হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার তার নিকটে ফিরে আসে।"[১]

◆ তাকওয়ার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا وَيُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ٢٩ ﴾ الأنفال: ٢٩

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পার্থক্য নিরূপণকারী একটি জিনিস দিবেন, আর

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৬৩০৯ শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৭৪৭।

তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহকে দূর করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা প্রদান করবেন, আল্লাহ তা'য়ালা তো মহামর্যাদাবান।"

[সূরা আনফাল: ২৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣ ﴾ الحجرات: ١٣

"হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ (আদম) ও এক মহিলা (হাওয়্যা) থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গত্র বানিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে সম্মানী ঐ ব্যক্তি যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞাত, সর্বজ্ঞ।" [সূরা হুজরাত: ১৩]

◆ আল্লাহর প্রতি একিন (দৃঢ় বিশ্বাস) ও ভরসার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ ١٧٣ فَٱنقَلَبُواْ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ لَّمۡ يَمۡسَسۡهُمۡ سُوٓءٞ وَٱتَّبَعُواْ رِضۡوَٰنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضۡلٍ عَظِيمٍ ١٧٤ ﴾ آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤

"যাদেরকে মানুষেরা বলল, নিশ্চয়ই মানুষরা (কাফেররা) তোমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য মোতায়েন করেছে। অতএব, তাদেরকে তোমরা ভয় কর। কিন্তু এতে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়, আর বলতে থাকে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। যার ফলে তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ প্রত্যাবর্তন করে। তাদেরকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে না, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে। আল্লাহ অতি মর্যাদাবান।" [সূরা আল ইমরান: ১৭৩-১৭৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ۝٣ ﴾ الطلاق: ٢ - ٣

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন। আর তাকে এমন স্থান থেকে রুজি দান করেন, যা তার ধারণাতীত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বীয় কর্ম পূর্ণ করবেন। আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন।" [সূরা ত্বালাক: ২-৩]

◆ আল্লাহর পথে সাধনা ও প্রচেষ্টার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝٦٩ ﴾ العنكبوت: ٦٩

"আর যারা আমার পথে কষ্ট স্বীকার করে, আমি তাদেরকে স্বীয় পথ অবশ্য প্রদর্শন করবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎলোকদের সাথে থাকেন।"

[সূরা আনকাবূত: ৬৯]

عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ:« أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا». متفق عليه.

২. জিয়াদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মুগীরা [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "নবী [ﷺ] এতো বেশি কিয়ামুল লাইল তথা বেশি বেশি রাত্রির সালাত আদায় করতেন। এমন কি তাঁর উভয় পা বা নলা ফুলে যেত। তাঁকে যদি একথাবলা হতো তিনি বলতেন: "আমি কি একজন কৃতজ্ঞবান্দা হবো না।"[১]

১. বুখারী হাঃ নং ১১৩০, শব্দাবলী বুখারীর, মুসলিম হাঃ নং ২৮১৯

◆ আল্লাহ্ ভীতির ফজিলত:

১. আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ ﴾ آل عمران: ١٧٥

"এ সংবাদদাতা একমাত্র শয়তানই, যে স্বীয় বন্ধুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। অতএব, তোমরা কাফেরদেরকে ভয় করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও আমাকেই ভয় কর।" [সূরা আল-ইমরান: ১৭৫]

১. আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾ ﴾ الرحمن: ٤٦

"আর ঐ ব্যক্তির জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত যে, তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে।" [সূরা রহমান: ৪৬]

◆ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশার ফজিলত:

১. আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন:

﴿ قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ ﴾ الزمر: ٥٣

"(হে নবী আপনি) বলুন: (আল্লাহ্ বলেন) হে আমার বান্দাগণ! যারা স্বীয় নফসের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়েও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা যুমার: ৫৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "শপথ ঐ সত্ত্বার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমরা পাপ না করতে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে বিদায় করে দিতেন। আর এমন জাতিকে নিয়ে আসতেন যারা পাপ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।"[১]

◆ **দয়া-অনুগ্রহ করার ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًاۖ ﴿٢٩﴾ ﴾ الفتح: ٢٩

"আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ ও যারা তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর এবং পরস্পর অতি দয়ালু। তুমি তাদেরকে দেখবে যে, রুকু ও সেজদারত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় লিপ্ত।" [সূরা ফাত্হ: ২৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "যে অনুগ্রহ করবে না তার প্রতিও অনুগ্রহ করা হবে না।"[২]

◆ **রহমতের প্রশস্ততার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"আল্লাহ তা'য়ালা যখন সকল মখলুককে সৃষ্টি করেন তখন তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ

১. মুসলিম: হাঃ নং ২৭৪৯

২. বুখারী: হাঃ নং ৫৯৯৭, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৩১৮

করেন যা তাঁর নিকটে আরশের উপরে। নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার রাগের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ لِلَّهِ مِائَــةَ رَحْمَــةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “আল্লাহ তা'য়ালার একশতটি রহমত, তার মধ্যে তিনি মাত্র একটি মানুষ, জ্বিন, চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। এরই ভিত্তিতে সকল প্রাণী পরস্পর সহানুভূতিশীল ও পরস্পরের প্রতি দয়াশীল। এরই ভিত্তিতে হিংস্র প্রাণী তার বাচ্চার প্রতি মায়া করে। আর আল্লাহ তা'য়ালা ৯৯টি রহমত অবশিষ্ট রেখেছেন যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি কিয়ামতের দিন দয়া করবেন।”[২]

◆ ক্ষমা ও সহনশীলতার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ٢٢ ﴾ النور: ٢٢

“আর তারা যেন ক্ষমা করে ও তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের অপরাধসমূহকে ক্ষমা করুক? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা নূর: ২২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩ ﴾ الأعراف: ١٩٩

১. বুখারী: হাঃ নং ৩১৯৪, উক্ত শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৭৫১

২. বুখারী: হাঃ নং ৬০০০, মুসলিম: হাঃ নং ২৭৫২, উক্ত শব্দগুলি মুসলিমের

“আপনি ক্ষমা করার গুণ এখতিয়ার করুন ও সৎকর্মের নির্দেশ করুন। আর অজ্ঞদের থেকে বিমুখ হন।” [সূরা আ'রাফ: ১৯৯]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَءَاتِيَةٌ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۝٨٥﴾ الحجر: ٨٥

“আর নিশ্চয়ই কিয়ামত অবশ্যই সমাগত হবে। সুতরাং তুমি উত্তম ও চমৎকারভাবে ক্ষমা করুন।” [সূরা হিজর: ৮৫]

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝١٤﴾ التغابن: ١٤

“আর যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।” [সূরা তাগাবুন: ১৪]

◆ **কোমলতার ফজিলত:**

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: “হে আয়েশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। আর তিনি কোমলতার উপর যা প্রদান করেন তা কঠোরতা বা অন্য কিছুর উপর প্রদান করেন না।”[১]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ». أخرجه مسلم.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৯২৭, মুসলিম হাঃ নং ২৫৯৩, উক্ত শব্দগুলি মুসলিমের।

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "কোমলতা যার মধ্যে হয় তার তা শুধু সৌন্দর্যই বাড়ায়। আর যার মধ্যে থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তার কিছুই থাকে না।"[১]

◆ **লজ্জা-শরমের ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ:« الْإِيمَـانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "ঈমান ষাটের অধিক শাখা বিশিষ্ট। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"[২]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِـنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ».أخرجه البخاري.

২. আবু মাসউদ [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "মানুষের পাওয়া নবুয়াতের একটি বাণী হলো: যদি তুমি লজ্জা না করো তবে যা ইচ্ছা তাই কর।"[৩]

◆ **নীরবতা অবলম্বন ও অকল্যাণ ছাড়া জিভকে হেফাজত রাখার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« ....وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "...... যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন, উত্তম কথা বলে নতুবা নীরব থাকে।"[৪]

---

১. মুসলিম: হাঃ নং ২৫৯৪
২. বুখারী: হাঃ নং ৯ উক্ত শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৩৫
৩. বুখারী: হাঃ নং ৩৪৮৪
৪. বুখারী: হাঃ নং ৬৪৭৫, উক্ত শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৪৭

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:« مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». متفق عليه.

২- আবু মূসা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ইসলামের কোন কাজটি সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বলেন: যার হাত ও জিহ্বা হতে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।"[১]

◆ **আল্লাহর বিধানের উপর অটল থাকার ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝٣٠ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأٓخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝٣١ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝٣٢﴾ فصلت: ٣٠ - ٣٢

"নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। অত:পর তার প্রতি অটল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতরণ করে (একথা বলে) যে, তোমরা কোন ভয় করো না এবং চিন্তাও করো না। (বরং) ঐ জান্নাতের সুসংবাদ নেও যার তোমরা অঙ্গীকারপ্রাপ্ত। আমরা তোমাদের ইহকালেও বন্ধু ছিলাম এবং পরকালেও থাকব। সেখানে তোমরা যা কিছু কামনা করবে আর যা কিছু চাইবে সবই তোমাদের জন্য (জান্নাতে) মওজুদ রয়েছে। ক্ষমাশীল ও দয়ালুর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে এ সকল মেহমানদারী স্বরূপ।" [সূরা হা-মীম সিজদাহ: ৩০-৩২]

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ:« قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ». أخرجه مسلم.

১. বুখারী: হাঃ নং ১১ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৪২

৩. সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আসসাকাফী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলুন যা আপনার পরে আর কাউকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব না। তিনি বললেন: বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। অত:পর তার প্রতি অটল থাক।"[১]

◆ **পরহেজগারীতার ফজিলত:**

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

متفق عليه.

নু'মান ইবনে বাশীর [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে যা অনেকে জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করে, সে নিজের দ্বীনকে পবিত্র করে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয় সে হারামে পতিত হয়। তার অবস্থা সেই রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণভূমির চার পাশে (পশু) চরায়। আর তাতে যে কোন সময় (কোন পশু) প্রবেশর সম্ভাবনা থাকে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত সীমা হলো তাঁর হারামকৃত বিষয়াদি। সাবধান! শরীরের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি মাংসপিণ্ড আছে; যখন তা ঠিক থাকে, তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে।

১. মুসলিম: হাঃ নং ৩৮

আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। সেটি হলো অন্তর।"[১]

◆ এহসানের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ۝٤١ وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝٤٢ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٤٣ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۝٤٤ ﴾ المرسلات: ٤١ - ٤٤

"নিশ্চয়ই পরহেজগারগণ ছায়ায় ও প্রবাহিত ঝর্নায় অবস্থান করবেন। আর ঐ ফলমূলে যার তারা আকাঙ্ক্ষা করবে (হে জান্নাতীগণ) তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তি ও মজার সাথে পানাহার কর। এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।"

[সূরা মুরসালাত: ৪১-৪৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝١١٢ ﴾ البقرة: ١١٢

"হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছে, তার জন্য তার রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন আশংকা ও চিন্তা নেই।" [সূরা বাকারা: ১১২]

◆ আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসার ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا،

১. বুখারী: হাঃ নং ৫২, মুসলিম: হাঃ নং ১৫৯৯, উক্ত শব্দগুলি মুসলিমের

وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْـــرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». متفق عليه.

১. আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতে সক্ষম, যার মধ্যে এ তিনটি চরিত্র বিদ্যমান: (১) যার নিকট সমুদয় বস্তু হতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক প্রিয়। (২) যাকে ভালবাসে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসে ও (৩) ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় কুফুরির দিকে ফিরে যাওয়া এমনভাবে অপছন্দ করে, যেমন সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপছন্দ করে।"[১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ اللَّهَ يَقُـــولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّـــي». أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন: আমার ওয়াস্তে পরস্পর মুহব্বতকারীরা কোথায়? আজ আমার ছায়া তলে তাদেরকে ছায়া প্রদান করব। এ দিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেয়।"[৩]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ১৬ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৪৩
২. বুখারী: হাঃ নং ১৩, উক্ত শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৪৫
৩. মুসলিম: হাঃ নং ২৫৬৬

◆ আল্লাহর ভয়ে কান্নার ফজিলত:

১- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾﴾ المائدة: ٨٣ - ٨٥

"আর যখন তারা রসূলের প্রতি নাজিলকৃত বাণী শ্রবণ করে তখন আপনি তাদের চোখে অশ্রু ঝরতে দেখতে পান। এজন্য যে তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা বলে: হে আমার রব! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকেও ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করুন, যারা সত্যায়ন করে। আর আমাদের নিকট কি এমন ওজর আছে যে, আমরা ঈমান আনবো না। আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে? অথচ আমরা এ আশা রাখবো যে, আমাদের রব সৎকর্মশীলদের সাথে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবেন।"

[সূরা মায়িদা: ৮৩-৮৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ،فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ،وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». قَالَ: فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ غَطَّوْا رُءوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ . متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট সাহাবাদের পক্ষ থেকে কিছু পৌঁছার ফলে তিনি খুৎবা প্রদান করত: বলেন: "আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম উপস্থাপন করা হয়; কিন্তু আজকের ন্যায় ভাল ও মন্দ কোন দিন প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি যা

জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই অল্প হাসতে এবং বেশি কান্না করতে। (বর্ণনাকারী) বলেন: রসূলুল্লাহর [ﷺ] সাহাবীদের প্রতি এর মত কঠিন দিন আর আগমন ঘটেনি। তিনি আরো বলেন: তারা তাদের মাথাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন এবং ফুঁপাতে থাকেন।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». أخرجه الترمذي.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "দুইটি চক্ষু যাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। প্রথমটি ঐ চক্ষু যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। আর দ্বিতীয়টি ঐ চক্ষু যে, আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারায় রাত্রি যাপন করে।"[২]

◆ **হাসিমুখে সাক্ষাত ও মিষ্টি কথার ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ ﴿١٥٩﴾ ﴾ آل عمران: ١٥٩

"অতএব, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত, পক্ষান্তরে তুমি যদি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয় হতে। তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে সরে যেত।" [আল ইমরান: ১৫৯]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». أخرجه مسلم.

২. আবু যার [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে বলেছেন: "সামান্য হলেও কখনো কোন সৎকর্মকে তুমি তুচ্ছ মনে করবে

১. বুখারী: হাঃ নং ৪৬২১, মুসলিম: হাঃ নং ২৩৫৯ শব্দগুলি মুসলিমের
২. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী: হাঃ নং ১৬৩৯

না। যদিও তুমি তোমার এক ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করেও তা হয়।"[১]

◆ দুনিয়া বিরাগীর ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾﴾ العنكبوت: ٦٤

"এই পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই পরকালীন জীবনই তো প্রকৃত সুখী জীবন। যদি তারা জানতো।" [সূরা আনকাবূত: ৬৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদের বংশের জন্য যে পরিমাণ রুজি যথেষ্ট তাই প্রদান কর।"[২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. متفق عليه.

২. আয়েশা [রা:]:থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মুহাম্মদ [ﷺ]-এর বংশধর মদীনাতে হিজরত করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গমের খাদ্য দ্বারা পরস্পর তিন রাত্রি পরিতৃপ্ত হননি।"[৩]

---

১. মুসলিম: হাঃ নং ২৬২৬।
২. বুখারী: হাঃ নং ৬৪৬০, মুসলিম: হাঃ নং ১০৫৫ শব্দগুলি মুসলিমের
৩. বুখারী: হাঃ নং ৫৪১৬ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৯৭০

◆ **সৎপথে খরচ করার ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ ﴾ البقرة: ٢٦٢

"যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে, তারপর যা খরচ করে সে জন্যে কৃপা প্রকাশ করে না ও কষ্ট দেয় না। তাদের জন্য প্রভুর নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা দুর্ভাবনা গ্রস্তও হবে না।" [সূরা বাকারা: ২৬২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ يَــوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷻ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "বান্দা প্রতি দিন প্রভাতে উপনীত হলেই দুইজন ফিরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন: হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও। আর দ্বিতীয়জন বলেন: হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস করে দাও।"[১]

◆ **বালা-মুসীবতে ধৈর্যের ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ».

أخرجه الترمذي.

আবু হুরাইরা [ﷻ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "মুমিন নর-নারীর নিজের সন্তান ও সম্পদের মধ্যে বালা-মুসিবত লেগেই

১. বুখারী: হাঃ নং ১৪৪২, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১০১০

থাকে, যার ফলে আল্লাহর সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, তার প্রতি কোন পাপেই থাকবে না।"[১]

◆ বেশি বেশি সৎআমলের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "আজ রোজা অবস্থায় কে প্রভাত করেছে? আবু বকর [ﷺ] বলেন: আমি, তিনি বলেন: "আজ তোমাদের মধ্যে জানাজায় কে শরিক হয়েছে? আবু বকর [ﷺ] বলেন: আমি। তিনি বলেন:"আজ তোমাদের মধ্যে কে মিসকিনকে পানাহার করিয়েছ?" আবু বকর [ﷺ] বলেন: আমি। তিনি বলেন: "তোমাদের মধ্যে আজ কে অসুস্থ ব্যক্তির জিয়ারত করেছে? আবু বকর [ﷺ] বলেন: আমি। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তির মধ্যে এ সমস্ত গুণ একত্রিত হবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২]

عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ».متفق عليه.

---

১. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ২৩৯৯, সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ২২৮০
২. মুসলিমঃ হাঃ নং ১০২৮

২. উসমান ইবনে আফফান [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ নির্মাণ করবেন।"[১]

◆ বিনয়ী হওয়ার ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾ القصص: ٨٣

"এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্যে শুভ পরিমাণ।" [সূরা কাসাস:৮৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"দান-সদকা সম্পদ কম করে দেয় না। আর বান্দা যত মাফ করে আল্লাহ তত তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হলে আল্লাহ তার মর্যাদা উঁচু করে দেন।"[২]

◆ ইনসাফ ও এহসানের ফজিলত:

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ

---

১. বুখারী :হাঃ নং ৪৫০, মুসলিম: হাঃ নং ৫৩৩, শব্দগুলি মুসলিমের

২. মুসলিম: হা: নং ২৫৮৮

وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ النحل: ٩٠

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে বারণ করনে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন-যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" [সূরা নাহ্ল: ৯০]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ ﴾ البقرة: ١١٢

"হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা বাকারা: ১১২]

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». أخرجه مسلم.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় যারা ন্যায়পরায়ণ তারা আল্লাহর ডান হাতের নিকটে আলোর মিনারাতে স্থান পাবে। আর আল্লাহর দুই হাতই ডান। তারা তাদের বিচারে, পরিবারে ও যেসব দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাতে ইনসাফ করে।"[১]

[১]. মুসলিম: হা: নং ১৮২৭

৭ -কুরআন কারীমের ফজিলত

◆ কুরআন মাজীদের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٍ ٢٣﴾ الزمر: ٢٣

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম হাদীস সম্বলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বারবার আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের গা কেঁপে উঠে। অত:পর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটি আল্লাহর হেদায়েত, তিনি যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা হেদায়েত দিয়ে থাকেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হেদায়েতকারী নেই।" [সূরা যুমার: ২৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَبِيرٗا ٩ ﴾ الإسراء: ٩

"নিশ্চয়ই এ কুরআন এমন পথের হেদায়েত প্রদান করে যা অতি সরল। আর সৎকর্ম পরায়ণ ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ৯]

◆ আমলকারী কুরআন পাঠকের ফজিলত:

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ

الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُــرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبِيثٌ وَرِيحُهَا مُرٌّ». متفق عليه.

আবু মূসা [রাঃ] নবী করীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যে মুমিন কুরআন পাঠ করে এবং তা দ্বারা আমল করে তার উদাহরণ কমলা লেবুর মত। তার স্বাদ চমৎকার ও সুগন্ধি মনোরম। আর যে মুমিন কুরআন পাঠ করে না সে খেজুরের মত। তার স্বাদ মিঠা কিন্তু তার সুগন্ধি নেয়। আর যে মুনাফেক কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে তুলসীর পাতার মত। তার খোশবু মনোরম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফেক কুরআন পাঠ করে না সে মাকাল ফলের মত তার স্বাদ তিক্ত বা জঘন্য ও খোশবুও তিক্ত।"[১]

◆ কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা প্রদানের ফজিলত:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ». أخرجه البخاري.

উসমান [রাঃ] নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়।"[২]

◆ সুদক্ষ কুরআন পাঠকের ফজিলত:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُــوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ». متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "কুরআন পাঠে সুদক্ষ ব্যক্তি মহাসম্মানী পূত-পবিত্র লেখকদের (ফেরেশতাদের) সঙ্গী হবেন। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে (কিন্তু

১. বুখারী: হাঃ নং ৫০৫৯, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৭৯৭
২. বুখারী: হাঃ নং ৫০২৭

অদক্ষতার কারণে) ওঁ ওঁ করে পড়ে এবং তার পড়তে কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দুটি নেকি।"[১]

◆ কুরআন পাঠের জন্য একত্রিত হওয়ার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ –وفيـــه–:« .....وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّـــهِ وَيَتَدَارَسُـــونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ،وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন কতিপয় জনগোষ্ঠি আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তা আলাচনা করে, তখন তাদের উপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় ও রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে রমতের ডানা দ্বারা ঘিরে ধরে। আর আল্লাহ তাদের কথা তাঁর নিকট যারা আছে, তাদের কাছে আলোচনা করেন। এ ছাড়া যার আমল স্বল্প বংশ মর্যাদা তার কোন কাজে আসবে না।"[২]

◆ কুরআনের হেফজকৃত অংশের রক্ষণাবেক্ষণের ফজিলত:

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« تَعَاهَـــدُوا الْقُـــرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». متفق عليه.

আবু মূসা [ﷺ] নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "কুরআনের হেফজের রক্ষণাবেক্ষণ কর, সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই কুরআন উট তার বেড়ি থেকে দ্রুত ভেগে যাওয়ার চাইতেও অনেক বেশি দ্রুত সে স্মৃতি থেকে মুছে যায়।"[৩]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৪৯৩৭, মুসলিম হাঃ নং ৭৯৮ শব্দগুলি মুসলিমের
২. মুসলিম: হাঃ নং ২৬৯৯
৩. বুখারী: হাঃ নং ৫০৩৩ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৭৯১

◆ আল্লাহর আয়াত নিয়ে চিন্তা-ফিকিরের প্রভাব:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اقْـرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَـى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ قَالَ: حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] বলেন: নবী [ﷺ] আমাকে নির্দেশ করেন: “আমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে কুরআন পাঠ করে শুনাবো। অথচ কুরআন আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, অত:পর আমি সূরা নিসা পাঠ করলাম। পাঠ করত: যখন এ আয়াতটিতে আসলাম

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ ﴾
النساء: ٤١

“অতএব, তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন করে সাক্ষী হাজির করব এবং এসব সম্পর্কে তোমাকেও এ উম্মতের সাক্ষী হিসেবে পেশ করব।” [সূরা নিসা: ৪১]

তখন তিনি বললেন: যথেষ্ট হয়েছে। আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখি তাঁর চোখ দু’টি থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে।”[১]

◆ নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত:

عَنْ عبد الله بن عمر ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا حَسَدَ إِلَّا فِـي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». متفق عليه.

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৫০৫০ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৮০০

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর [ﷺ] নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "দুইজন ব্যতীত আর কারো প্রতি গিবতা করা জায়েজ নেই: (১) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিবা রাত্রি তা তেলাওয়াত করে। (২) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে দিন ও রাতে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।"[১]

◆ **মধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠের ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি হাদীসটি নবী [ﷺ] পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। নবী [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা নবীকে যে মধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠের অনুমতি দিয়েছেন তা আর কোন বিষয়ে অনুমতি দেননি।"[২]

◆ **সূরা ফাতেহার ফজিলত:**

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى ﷺ ......قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّـهِ إِنَّـكَ قُلْـتَ: « لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ » قَالَ:« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ».أخرجه البخاري.

আবু সাঈদ ইবনে মু'য়াল্লা [ﷺ] হতে বর্ণিত: "--------- (বর্ণনাকারী বলেন:) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলেছিলেন: "আমি তোমাকে কুরআনের মহাত্তোম সূরাটি শিক্ষা দিব।" তিনি বললেন: (সূরাটি হলো:) "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আালামীন" এটিই হলো সাত আয়াত বিশিষ্ট পুন: পুন: পঠিত সূরা। আর এটিই হলো মহাকুরআন যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।"[৩]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৫০২৫, মুসলিম: হাঃ নং ৮১৫ শব্দগুলি মুসলিমের
২. বুখারী: হাঃ নং ৫০২৪ ও মুসলিম: হাঃ নং ৭৯২ শব্দগুলি মুসলিমের
৩. বুখারী: হাঃ নং ৫০০৬

◆ সূরা এখলাসের ফজিলত:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ». أخرجه البخاري.

আবূ সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে বারবার সূরা এখলাস পড়তে শুনে। এরপর সকলে নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে উল্লেখ করে এবং ইহা খুবই অল্প মনে করে। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "সেই আল্লাহর সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চিয় ইহা (সূরা এখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।"[১]

◆ সূরা ফালাক ও সূরা নাসের ফজিলত:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ». أخرجه مسلم.

উকবা ইবনে 'আমের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আজকের রাত্রে এমন কিছু অবতীর্ণ হয়েছে যার অনুরূপ আর কখনো তুমি দেখ নাই। তা হলো: কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আ'উযু বিরব্বিন ন্যাস।"[২]

◆ সূরা বাকারার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ». أخرجه مسلم.

---

[১]. বুখারী: হা: নং ৫০১৩
[২]. মুসলিম: হা: নং ৮১৪

আবূ হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমরা তোমাদের বাড়ীগুলোকে কবরস্থান বানাবে না; নিশ্চয় যে বাড়ীতে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় সেখান থেকে শয়তান ভেগে যায়।"[১]

◆ কুরআনের অসিয়তের ফজিলত:

عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: لَا ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوْصِ ؟ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. متفق عليه.

তালহা [রহ:] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আউফা [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নবী [ﷺ] কি অসিয়ত করেছেন? তিনি বলেন: না,। অত:পর আমি বললাম: কেমন কথা লোকদের জন্য অসিয়ত লিখা হয়েছে ও তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথচ তিনি অসিয়ত করেননি? অত:পর তিনি বলেন: তিনি আল্লাহর কিতাবের অসিয়ত করেন।[২]

◆ কুরআন তেলাওয়াতের ফজিলত:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ». أخرجه مسلم.

১. আবু উমামা আল বাহেলী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "তোমরা কুরআন পাঠ কর; কেননা তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত

[১]. মুসলিম: হা: নং ৭৮০

২. বুখারী: হাঃ নং ৫০২২ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১৬৩৪

হবে। তোমরা দুই জ্যোতির্ময় সূরা বাকারা ও আল-ইমরান পাঠ কর; কারণ উভয়েই মেঘ অথবা উড়ন্ত পাখির ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়ে তাদের পাঠকারীদের পক্ষে সুপারিশ করবে। তোমরা সূরা বাকারা পাঠ কর; কারণ তা গ্রহণ করা হলো বরকত আর পরিত্যাগ করা হলো পরিতাপ। বাতিল পন্থীরা এর মোকাবেলা করতে পারে না।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে যে, সে যখন তার ঘরে ফিরে যাবে তখন বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট তিনটি গর্ভবতী উট পাবে? আমরা বললাম: হ্যাঁ, তিনি বললেন: সালাতের মধ্যে তোমাদের কারো তিনটি আয়াত পাঠকরা তিনটি বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট গর্ভবতী উটের অপেক্ষা উত্তম।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا ». أخرجه أبوداود والترمذي.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"কুরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে: পড়তে থাক ও মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করতে থাকো, যেমন

---

১. মুসলিম: হাঃ নং ৮০৪
২. মুসলিম: হাঃ নং ৮০২

পৃথিবীতে আবৃত্তি করতে, নিশ্চয়ই তোমার স্থান হবে, সর্বশেষ আয়াতের নিকট যা তুমি পাঠ করবে।"[১]

১. হাদীসটি হাসান-সহীহ, আবু দাউদঃ হাঃ নং ১৪৬৪, শব্দগুল তারই ও তিরমিযীঃ হাঃ নং ২৯১৪।

৮ -নবী [ﷺ]-এর ফজিলত

◆ নবী [ﷺ]-এর বংশধারার ফজিলত:

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ». أخرجه مسلم.

ওয়াসেলা ইবনে আসকা' [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্যে চয়ন করেছেন কেনানাহকে। আর কুরাইশকে চয়ন করেছেন কেনানাহ থেকে। আর বনি হাশেমকে চয়ন করেছেন কুরাইশ থেকে। আর আমাকে চয়ন করেছেন বনি হাশেম থেকে।"[১]

◆ নবী [ﷺ]-এর নামসমূহ:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ ». وَفِي لَفْظٍ: « وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ». متفق عليه.

জুবাইর ইবনে মুত'এম [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: আমার কতিপয় নাম রয়েছে: আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, মাহী যার দ্বারা আল্লাহ কুফুরকে নিশ্চিহ্ন করেন। আমি হাশির যার দ্বারা লোকদেরকে আমার পায়ের নিকট একত্রিত করা হবে। আমি আকিব যার পর আর কোন (নবী) নেয়।" অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "এবং তাওবার নবী ও রহমতের নবী।"[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২২৭৬

২. বুখারী হাঃ নং ৪৮৯৬, মুসলিম হাঃ নং ২৩৫৪ ও ২৩৫৫

◆ **অন্যান্য নবীদের উপর নবী [ﷺ]-এর ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদের উপর ফজিলত দেয়া হয়েছে: আমাকে ব্যাপক ভাব সম্পন্ন বাক শক্তি প্রদান করা হয়েছে। শত্রুর পক্ষে আমি আতঙ্কে পরিণত হয়ে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। গনিমতের সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। আমার জন্য সমস্ত জমিনকে পবিত্র ও মসজিদ বানানো হয়েছে। আমি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমার মাধ্যমে সমস্ত নবীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আমার ও পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে একটি গৃহ নির্মাণ করল ও গৃহটিকে অত্যন্ত চমৎকার ও উত্তম করল। কিন্তু গৃহের এক কোণে একটি ইটের স্থান অবশিষ্ট রেখে দিল, যার ফলে লোকেরা সেই গৃহ পরিদর্শন আশ্চার্যন্বিত হয়ে বলে: এই ইটটি কেন লাগানো হয়নি? তিনি বলেন: আমিই সেই ইট, আর আমিই নবীদের পরিসমাপ্তকারী।"[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৫২৩

২. বুখারী হাঃ নং ৩৫৩৫ ও মুসলিম হাঃ নং ২২৮৬, শব্দগুলি মুসলিমের

◆ সমস্ত মানুষের উপর নবী [ﷺ]-এর ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤﴾ ﴾ [الجمعة/٢-٤].

“তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। এই রসূল প্রেরণ হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি প্রারাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ মহাকৃপাশীল।” [সূরা জুমু'য়া:২-৪]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ ﴾ [التوبة/١٢٨].

“তোমাদর কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।” [সূরা তাওবা: ১২৮]

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾ ﴾ [الفتح/٢٨].

“তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠারূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।” [সূরা ফাত্হ:২৮]

◆ **সমস্ত সৃষ্টির উপর নবীর ফজিলত:**

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ».

أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "কিয়ামতের দিন আমিই আদম সন্তানদের সরদার হবো। আমিই সেই প্রথম ব্যক্তি যার সর্বপ্রথম কবর ফাটবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং সর্বপ্রথম আমারই সুপারিশ কবুল করা হবে।"[১]

◆ **নবী [ﷺ]-এর মসজিদে আকসা সফর ও মেরাজ:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ ﴾ الإسراء: ١

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি স্বীয় বান্দাকে কোন এক রজনীতে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যান। যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কুদরতের কতিপয় নমুনা-নির্দেশনা দেখানোর জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা বনি ইসরাইল:১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ

১. মুসলিম হাঃ নং ২২৭৮।

عَلَيْهِ السَّلَام بِإِنَاء مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ.

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيْ الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ.

ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا.

فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ .

قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ .قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً .

قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: আমার কাছে বোরাক আনা হলো। তা ছিল সাদা রঙের একটি জানোয়ার। আকৃতিতে গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চাইতে ছোট। (এর চলার গতিবেগ হচ্ছে) যেখানে তার দৃষ্টি পৌঁছে সেখানেই তার প্রতিটি পদক্ষেপ গিয়ে পৌঁছায়। তিনি বলেন, আমি তার ওপর সওয়ার হয়ে বায়তুল মুকাদ্দিস এসে উপস্থিত হলাম। অত:পর অন্যান্য নবীরা যে খুঁটির সাথে তাঁদের সওয়ারীর পশুগুলো বেঁধেছিলেন আমিও আমার সওয়ারী তার সাথে বেঁধে নিলাম। এরপর আমি মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে দু'রাকাত সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে মসজিদ থেকে বাইরে আসলে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার জন্যে এক পাত্র মদ ও এক পাত্র দুধ এনে হাজির করলেন। আমি দুধের পাত্রটিই গ্রহণ করলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি ফিতরাত (ইসলাম)কে বেছে নিয়েছেন।

অত:পর আমাদেরকে আসমানে উঠানো হলো। জিবরীল আকাশের দ্বার খুলতে অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন: আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ [ﷺ]। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডাকা হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দ্বার খোলা হলো। সেখানে উপস্থিত হয়ে আমি আদম [আলাইহিস সালাম]-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার জন্যে দোয়া করলেন।

অত:পর আমরা দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ জানালেন। জিজ্ঞেস করা হলো কে আপনি? বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস করা

হলো, আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মাদ [ﷺ]। তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডাকা হয়েছে। অত:পর দরজা খোলা হলো। সেখানে গিয়ে দুই খালাতো ভাই ঈসা ইবনে মরয়ম ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (আলাহিমাস সালাম)-এর সাক্ষাত পেলাম। তাঁরা আমাকে মুবারকবাদ জানিয়ে আমার জন্যে দোয়া করলেন।

এরপর আমরা তৃতীয় আকাশের নিকট উপনীত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মাদ [ﷺ]। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অত:পর আমাদের জন্যে দরজা খোলা হলো। এখানে পৌঁছে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাত হল। তিনি এমন এক খুবসুরত ব্যক্তি, অর্ধেক সৌন্দর্যই তাঁকে দান করা হয়েছে। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার জন্যে কল্যাণ কামনা করলেন।

এবার আমরা চতুর্থ আকাশের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দ্বার খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ [ﷺ]। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তখন দরজা খোলা হলো। ওখানে পৌঁছে ইদ্রিস (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন, তাঁর সম্পর্কেই মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন: "আমি তাঁকে দান করেছি উচ্চ মর্যাদা।" [সূরা মরিয়ম]।

অত:পর আমরা পঞ্চম আকাশের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মাদ [ﷺ] জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, ডেকে পাঠানো হয়েছে।

অত:পর দরজা খোলা হলো। আমি ওখানে পৌঁছে হারুন (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন।

এবার আমরা ষষ্ঠ আকাশের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? বললেন, মুহাম্মাদ [ﷺ]। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এবার আমাদের জন্যে দরজা খোলা হলো। সেখানে গিয়ে আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমার জন্যে মঙ্গল কামনা করলেন।

অত:পর আমরা সপ্তম আকাশের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দরজা খোলার জন্যে অনুরোধ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? বললেন, জিবরীল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ [ﷺ]। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এবার আমাদের জন্যে দরজা খোলা হলো। ওখানে গিয়ে আমি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাত পাই। তিনি বায়তুল মা'মুরের সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। এই মসজিদে প্রত্যহ সত্তর হাজার করে ফেরেশতা প্রবেশ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কেউ পুনরায় সে ঘরে প্রবেশ করবেন না। অত:পর তিনি (জিবরীল আলাইহিস সালাম) আমাকে সঙ্গে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছলেন। (সীমান্তের মধ্যে কুল বৃক্ষ) দেখলাম উক্ত বৃক্ষের পাতা হচ্ছে হাতীর কানের মতো বৃহৎ আকারের এবং ফল হচ্ছে বড় বড় মটকের মতো ও পুরু। এমন অপরূপ রঙে তা আবৃত, আল্লাহর কোনসৃষ্ট প্রাণীর পক্ষে এর সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা আমার নিকট যা অহি বা নির্দেশ পাঠানোর ছিল তা পাঠালেন। আমার ওপর প্রত্যেক দিন ও রাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হলো। ফেরার পথে আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট পৌঁছলে, আমার

উম্মাতের ওপর আমার প্রভু কি ফরয করেছেন, তা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি (মূসা আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান এবং তা আরো কমিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মত এতো সালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না। কারণ আমি বনি ইসরাঈলকে বহুবার পরীক্ষা করেছি। তারা এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে সক্ষম হয়নি। তিনি বলেন, আমি আমার রবের কাছে ফিরে গেলাম এবং আরজ করলাম, আমার প্রভু আমার উম্মতের ওপর থেকে কিছু দায়িত্ব কমিয়ে দিন। তখন পাঁচ ওয়াক্ত আমার থেকে কমিয়ে দিলেন। পুনরায় আমি মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে গিয়ে জানালাম, তিনি আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিয়েছেন। আমার কথা শুনে তিনি আবারও বললেন, আপনার উম্মত এটাও আদায় করতে সক্ষম হবে না। কাজেই আপনার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে আরো কিছু কমিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করুন।

তিনি [ﷺ] বলেন: এভাবে আমি কয়েকবার আমার প্রতিপালক ও মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মাঝে যাওয়া-আসা করলাম। অবশেষে আল্লাহ বললেন: হে মুহাম্মাদ! প্রত্যেক দিবা-রাত্রে সালাত পাঁচ ওয়াক্তই, প্রত্যেক সালাত প্রকৃত সওয়াবের দিক থেকে দশগুণ, এ হিসেবে উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতের সমান। আর যে ব্যক্তি কোন একটি নেক কাজ করার ইচ্ছা করে কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত করেনি, তার জন্যে একটি নেকি লিখা হয়। আর যদি তা কাজে পরিণত করে তখন তার জন্যে দশটি নেকি বা কল্যাণ লিখা হয়। এর বিপরীত যদি কোন একটি মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত করেনি তার জন্যে কিছুই লিখা হয় না। আর যদি সে তা বাস্তবে পরিণত করে তখন তার জন্যে একটি মাত্র গোনাহ লিখা হয়। তিনি বলেন: পুনরায় ফেরার পথে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে পৌঁছে উল্লেখিত কথাবার্তাগুলো তাঁকে জানালে তিনি এবারও আমাকে আমার প্রভুর নিকট গিয়ে সালাত কমিয়ে আনার পরামর্শ দিলেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, আমি বললাম, আমি এ ব্যাপারে অনেক বারই আমার

প্রতিপালকের কাছে যাওয়া-আসা করেছি। সুতরাং পুনরায় এ ব্যাপার নিয়ে তাঁর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি।”[১]

◆ নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ পাঠের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦ ﴾ الأحزاب: ٥٦

“আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ এই নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ কর ও বেশি বেশি সালাম পেশ কর।” [সূরা আহযাব: ৫৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি দশবার রহমত প্রেরণ করবেন।”[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ». أحمد والنسائي.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন:“জমিনে আল্লাহ তা'য়ালার কতিপয় বিচরণকারী ফেরেশতা রয়েছেন, তারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছিয়ে দেয়।”[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৭৫১৭, মুসলিম হাঃ নং ১৬২ শব্দগুলি তার
২. মুসলিম হাঃ নং ৪০৮
৩. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ৩৬৬৬, নাসাঈ হাঃ নং ১২৮২, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৮৫৩,

◆ **নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ পাঠের পরিপূর্ণ পদ্ধতি:**

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفق عليه.

উচ্চারণ: [[আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা সল্লাইতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। আল্লাহুম্মা বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা বাারকতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকি হামীদুম্মাজীদ।]]

"হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ [ﷺ] ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত অবতীর্ণ কর, যেমনভাবে রহমত অবতীর্ণ করেছিলে ইবরাহীম [عليه السلام] ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ [ﷺ] ও তাঁর বংশধরের প্রতি বরকত-প্রাচুর্য দান করুন যেমনভাবে রবকত দান করেছেন ইবরাহীম [عليه السلام] ও তাঁর বংশধরের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাবান।"[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৩৩৭০, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম হাঃ নং ৪০৬।

৯ - নবী [ﷺ]-এর সাহাবীগণের ফজিলত

◆ সাহাবাদের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ التوبة: ١٠٠

"যে সকল মুহাজির ও আনসার অগ্রবর্তী ও প্রথম এবং যারা একনিষ্ঠতার সাথে তাঁদের অনুসারী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, আর তা হলো মহাসফলতা।"

[সূরা তাওবা: ১০০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ দান করে তবুও তাঁদের কারো এক মুদ (প্রায় ৬২৫ মি: গ্রা:) বা অর্ধ মুদেরও সমতুল্য হবে না।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩৬৭৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৪০ শব্দগুলি মুসলিমের

◆ **আহলে বায়তের ফজিলত:**

عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: «﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾». أخرجه مسلم.

১. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] কালো চুলের ডোরাকাটা পশমী চাদর পরে বের হন। এ সময় হাসান ইবনে আলী আসলে তাকে চাদরের ভিতরে প্রবেশ করান। এরপর হুসাইন ইবনে আলী আসলে সেও তার সাথে প্রবেশ করে। অত:পর ফাতেমা আসলে তাকেও প্রবেশ করিয়ে নেন। এরপর আলী আসলে তাকেও প্রবেশ করিয়ে নেন। এরপর নিম্ন আয়াতটি পাঠ করেন:

" হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। [সূরা আহজাব: ৩৩]" [১]

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفق عليه.

২. আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমার সাথে কা'য়াব ইবনে উজরা সাক্ষাত করে বলেন: আমি কি তোমাকে

[১]. মুসলিম হা: নং ২৪২৪

একটি উপঢৌকন দিব না? নবী [ﷺ] আমাদের নিকট বের হলে আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার প্রতি সালাম পাঠের নিয়ম শিখেছি কিন্তু দরুদ পাঠ কিভাবে করব? তিনি [ﷺ] বললেন:" তোমরা বলবে: [[আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা সল্লাইতা 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ, আল্লাহুম্মা বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ ।]] "[১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ----- سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَهُ خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ الله خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا»، فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ) [آل عمران/ ٦١]، دَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي». متفق عليه.

৩. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিন বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শনেছি। আলীকে কোন এক যুদ্ধে তিনি [ﷺ] রেখে যওয়ার সময় আলী বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে ছেড়ে যাচ্ছেন। তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] আলীকে বলেন: "হারুন (عليه السلام)-এর স্থান মূসা (عليه السلام)-এর নিকট যেমন ছিল সেরূপ তোমার স্থান আমার নিকট পছন্দ কর না? কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই। সাহাবী বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে খয়বারের যুদ্ধের দিন এও বলতে শনেছি। "আমি যুদ্ধে পতাকা এমন

[১]. বুখারী হা: নং ৬৩৫৭ শব্দ তারই, মুসলিম হা: নং ৪০৬

একজন ব্যক্তিকে দিব যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন। বর্ণনাকারী বলেন: আমরা সেই পতাকা লাভের আশা করি। নবী [ﷺ] বলেন:"আমার জন্য আলীকে ডেকে নিয়ে আস। আলীকে নিয়ে আনা হলো যখন তার চোখ উঠেছিল তখন নবী [ﷺ] আলীর চোখে থুথু দিয়ে দিলেন এবং তার কিনট পতাকা অর্পণ করলেন। আল্লাহ তারই হাতে বিজয় দান করেন। আর যখন আল্লাহর বাণী:"আপনি বলুন! আস আমরা আমাদের ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের (মুহাবালা করার জন্য) আহবান করি" [সূরা আল-ইমরান: ৬১] নাজিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন [ﷺ]কে ডেকে বলেন: হে আল্লাহ! এরাই হলো আমার পরিবারের সদস্যবর্গ।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي»، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.

متفق عليه.

৪. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ফাতেমা পায়ে হেটে আগমন করে। তার পদচারণ যেন নবী [ﷺ]-এর পদচরণের মতই। তখন নবী [ﷺ] বলেন: শুভ আগমন হে আমার মেয়ে। অত:পর নবী [ﷺ] তাকে তাঁর ডান অথবা বাম পার্শ্বে বসিয়ে নিয়ে গোপনে কিছু কথা

[১]. বুখারী হা: নং ৩৭০৬ ও মুসলিম হা: নং ২৪০৪ শব্দ তারই

বললে ফাতেমা কেঁদে ফেলে। আমি তাকে বললাম কেন কাঁদছ? এরপর নবী [ﷺ] তার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বললে হেসে ফেলে। আমি বললাম, আজকেরম মত আনন্দ ও দু:খ কোন দিন দেখিনি; তাই নবী [ﷺ] তাকে কি বললেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তখন ফাতেমা বলল: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর গোপন রহস্য প্রকাশ করব না। এরপর যখন নবী [ﷺ] মারা গেলেন তখন আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলে: রসূলুল্লাহ [ﷺ] গোপনে আমাকে বলেন: জিবরীল প্রতি বছর একবার করে আমার নিকট কুরআন পেশ করতেন। আর এ বছর দুইবার করে পেশ করেছেন মনে হয় আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। আর আমার পরিবারের সর্বপ্রথম তুমিই আমার সাথে মিলবে, তাই আমি ক্রন্দন করি। অত:পর তিনি [ﷺ] বলেন: আচ্ছা তুমি এতে সন্তুষ্ট নও যে জান্নাতী নারী বা মুমিনা নারীদের সরদারণী হবে; সে জন্যেই আমি হাসি।[১]

◆ মুহাজির ও আনসারের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾﴾ الحشر: ٨ - ٩

"(ফায় সম্পদ) ঐ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যারা স্বীয় ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যবাদী। আর (তাদের জন্য) যারা এই নগরীতে (মদীনায়) তাদের পূর্বে স্থান গ্রহণ ও ঈমান আনয়ন করেছে এবং নিজেদের দিকে হিজরতকারীদেরকে

[১]. বুখারী হা: নং ৩৬২৩ ও মুসলিম হা: নং ২৪৫০

ভালবাসে ও মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয় যদিও নিজেরা তাতে বড় মুখাপেক্ষী হয়, যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।" [সূরা হাশর: ৮-৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ حَقّٗاۚ لَّهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ٧٤ ﴾ الأنفال: ٧٤

"আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা।"

[সূরা আনফাল:৭৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যদি হিজরত না হত তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত একজন হতাম। লোকেরা যদি এক উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসারগণ অন্য এক উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে অবশ্যই আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়েই চলতাম বা আনসারদের গিরিপথ দিয়েই চলতাম।"[১]

◆ চার খলীফার ফজিলত:

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭২৪৪ শব্দ তারই, মুসলিম হাঃ নং ১০৫৯

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ:« ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ». متفق عليه.

১. আবু মূসা [ﷺ] হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] এক বাগানে প্রবেশ করেন ও আমাকে বাগানের দরজায় পাহারার জন্য নির্দেশ দেন, অত:পর এক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলেন, তিনি বলেন: "তাকে অনুমতি দাও ও জান্নাতের সুসংবাদ দান কর" তিনি ছিলেন আবু বকর (রা:)। অত:পর অন্য একজন এসে অনুমতি চাইলেন, তিনি বলেন: "তাকে অনুমতি দাও ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর" তিনি ছিলেন উমার (রা:)। অত:পর অন্য একজন এসে অনুমতি চাইলেন, এ সময় তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন অত:পর বলেন: তাকে অনুমতি দাও ও জান্নাতের সুসংবাদ দাও" তার প্রতি দুর্যোগ আসবে, তিনি ছিলেন উসমান ইবনে আফফান (রা:)।"[১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ؟ فَقَالَ:« أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي». متفق عليه.

২. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রসূলুল্লাহ (দ:) আলী ইবনে আবু তালেবকে তাবুকের যুদ্ধে (সাথে না নিয়ে) রেখে যান, তখন তিনি বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমাকে মহিলা ও শিশুদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন? অত:পর তিনি বলেন: তুমি কি এতে

১. বুখারী হাঃ নং ৩৬৯৫. শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৪০৩

সন্তুষ্ট নও যে, তোমার মর্যাদা আমার নিকট এমন, যেমন হারুন (আলাইহিস সালাম)-এর মর্যাদা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট?" তবে এ ব্যতীত যে আমার পর কোন নবী হবে না।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتْ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ».

أخرجه مسلم.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) আবু বকর, উমার, উসমান, তালহা ও জুবাইর (একবার) হিরা পাহাড়ে ছিলেন। অত:পর পাথর নড়ে উঠলে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: স্থিরতা অবলম্বন কর, তোমার উপর তো নবী, সিদ্দীক ও শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই।"[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৪৪১৬ ও মুসলিম হাঃ নং ২৪০৪, শব্দগুলি মুসলিমের

২. মুসলিম হাঃ নং ২৪১৭

২-আখলাক-চরিত্রের অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. উত্তম চরিত্রের ফজিলত।	২. নবী [ﷺ]-এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা।
৩. নবী [ﷺ]-এর দানশীলতা।	৪. নবী [ﷺ]-এর লজ্জা।
৫. নবী [ﷺ]-এর বিনয়ী ও নম্রতা।	৬. নবী [ﷺ]-এর সাহসীকতা।
৭. নবী [ﷺ]-এর কোমল আচরণ।	৮. নবী [ﷺ]-এর ক্ষমা প্রদর্শন।
৯. নবী [ﷺ]-এর দয়া।	১০. নবী [ﷺ]-এর হাসি।
১১. নবী [ﷺ]-এর কান্না।	১২. নবী [ﷺ]-এর রাগ।
১৩. নবী [ﷺ]-এর করুণা ও সহানুভূতি।	১৪. নবী [ﷺ]-এর বিনোদনতা
১৫. নবী [ﷺ]-এর দুনিয়া বিরাগী।	১৬. নবী [ﷺ]-এর ন্যায়পরায়ণতা।
১৭. নবী [ﷺ]-এর সহনশীলতা।	১৮. নবী [ﷺ]-এর ধৈর্য।
১৯. নবী [ﷺ]-এর নসিহত	২০. নবী [ﷺ]-এর প্রকৃতি ও স্বভাব।

قَالَ تَعَالَى:

﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ ﴾ فصلت: ٣٤ - ٣٥

আল্লাহর বাণীঃ

“সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যান্ত ভাগ্যবান।” [সূরা হা-মীম সেজদা: ৩৪-৩৫]

চরিত্রের অধ্যায়

◆ উত্তম চরিত্রের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾ القلم: ٤

"আর নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

[সূরা কালাম: ৪]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ». متفق عليه.

২. আবু দারদা (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: (পাপ পুন্যের) দাঁড়ি পাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা কোন কিছুই ভারী নয়।"[১]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ الْقَوْمُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا». أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد.

৩. আমর ইবনে শু'আইব থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি (শু'য়াইব) তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন: "আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দেব না যে, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে কে প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থান করার দিক দিয়ে কে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী?" কেউ উত্তর না দিলে, তিনি দুই-তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর সবাই বলল: হ্যাঁ, ইয়া

১.হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৭৯৯, শব্দগুলি তার, তিরমিযী হাঃ নং ২০০২

রসূলাল্লাহ। তিনি বলেন: "যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।"[১]

- পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হলো ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। মুমিন তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে রোজাদার ও এবাদতে রাত্রি যাপনকারীর মর্যাদা পায়। সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রবান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ মুমিন যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রবান। অতএব, এ থেকেই সাব্যস্ত হয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য অর্জন করার চেয়ে উৎকৃষ্ট চরিত্র অর্জন করাই উত্তম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أن رسول الله ﷺ قَالَ:« النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মত একটি খনি। জাহেলিয়াত-বর্বরতার যুগের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরেও উত্তম যদি তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে। (রুহ জগতে) আত্মাগুলো ছিল পরস্পর মিলিত। সুতরাং (ঐ সময়) যেসব আত্মার পরস্পর পরিচয় হয়, তারা এ জগতে একত্রিত হয় এবং যারা তখন অপরিচিত ছিল (বর্তমানে) তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন।"[২]

- উত্তম চরিত্রে গুণান্বিত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সহজপন্থা হলো নবী (দ:)-এর অনুসরণ করা। যাঁর চরিত্রই ছিল কুরআন। তিনি ছিলেন সৃষ্টি ও আদর্শের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মানুষ। যে তাঁকে বঞ্চিত করে তাকে তিনি প্রদান করেন, যে তাঁর প্রতি জুলুম করে তাকে তিনি ক্ষমা করেন। যে তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি তার সাথে

১.হাদীসটি সহীহ, আহমদ: হাঃ নং ৬৭৩৫, সিলসিলা সহীহা: হাঃ নং ৭৫১, বুখারী আদাবুল মুফরাদ: হাঃ নং ২৭৫

২. বুখারী: হাঃ নং ৩৪৯৩, মুসলিম: হাঃ নং ২৬৩৮ শব্দগুলি তার

সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে তিনি তার সাথে সদ্ব্যবহার করেন। আর এগুলিই তো উত্তম চরিত্রের মূলনীতি।

অতএব, আল্লাহ তা'য়ালা যা কিছু নবী [ﷺ]-এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা আমাদের জন্য জরুরী। কতিপয় এমন বিষয় রয়েছে, যা নবী [ﷺ]-এর জন্য একান্তই নির্দিষ্ট সেক্ষেত্রে তাঁর সাথে কেউ অংশীদার নয়। যেমন: নবুয়াত, অহি নাজিল, চারের অধিক বিবাহ, তাঁর স্ত্রীদেরকে তাঁর পরবর্তীতে বিবাহ করা হারাম এবং তাঁর সম্পত্তির মালিক না হওয়া ইত্যাদি।

এ অধ্যায়ে ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ও চরিত্রের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যার তিনি নির্দেশনা দেন এবং স্বয়ং নিজে যে চরিত্রের মূর্তপ্রতীক ছিলেন। ঐ সমস্ত গুণাবলী ও প্রকৃতি স্বভাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যে গুণে তিন গুণান্বিত ছিলেন। যাতে প্রত্যেক মুসলিম ঐ সমস্ত গুণের অনুসরণ করে নিজে গুণান্বিত, সুশোভিত ও তা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١ ﴾ الأحزاب: ٢١

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা।" [সূরা আহযাব: ২১]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩ ﴾ الأعراف: ١٩٩

"তুমি ক্ষমাপরায়ণতার নীতি অবলম্বন কর এবং সৎকাজের নির্দেশ দাও আর অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলো।" [সূরা আরাফ: ১৯৯]

নবী [ﷺ]-এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤ ﴾ القلم: ٤

"আর নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

[সূরা কালাম:৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ:« إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] অশ্লীলভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি বলতেন: তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে চরিত্র নৈতিকতায় সর্বোত্তম।"[১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ. متفق عليه.

৩. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (দ:)-এর দশ বছর যাবত খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি আমাকে কখনও "উহ্" শব্দটি বা কেন এ কাজটি করোনি কিংবা কেন এ কাজটি করেছো এরূপ বলেননি।"[২]

◆ **নবী [ﷺ]-এর দানশীলতা:**

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا. متفق عليه.

---

১. বুখারীহা: নং ৩৫৫৯, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৩২১

২. বুখারী: হাঃ নং ৬০৩৮ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৩০৯

১. জাবের [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী [ﷺ]-এর নিকট কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি কখনো না বলেননি।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّــاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রসূলুল্লাহ [ﷺ] ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। আর বিশেষ করে রমজান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো বৃদ্ধি পেত যখন জিবরীল [ﷺ] তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। জিবরীল [ﷺ] তাঁর সাথে রমজানের প্রতি রাতে সাক্ষাত করে তাঁকে কুরআন পাঠ করাতেন। নবী [ﷺ] দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও উত্তম দানশীল ছিলেন।"[২]

عَنْ أنس ﷺ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ شَــيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ. أخرجه مسلم.

৩. আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট ইসলামের নামে যা কিছু চাওয়া হত তা তিনি প্রদান করতেন। তিনি (আনাস) বলেন: একবার এক ব্যক্তি আগমন করলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে এমন সংখ্যক ছাগল দিলেন। অত:পর উক্ত ব্যক্তি তার গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বলল: হে গোত্রের লোকেরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর; কেননা মুহাম্মদ [ﷺ] এমন দান করেন যে, দারিদ্র হওয়ার ভয় করেন না।"[৩]

---

[১]. বুখারী: হাঃ নং ৬০৩৪ শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৩১১
[২]. বুখারী: হাঃ নং ৬, শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৩০৮
[৩]. মুসলিম: হাঃ নং ২৩১২

◆ **নবী [ﷺ]-এর লজ্জা:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বদ্ধ কুটির পর্দানাশীন কুমারীদের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন এমন কিছু দেখতেন যা তিনি অপছন্দ করতেন, তা তাঁর চেহারা মুবারকে আমরা বুঝতে পারতাম।"[১]

◆ **নবী [ﷺ]-এর বিনয় ও নম্রতা:**

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». أخرجه البخاري.

১. উমার [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ঈসা ইবনে মরয়ম [আঃ] সম্পর্কে খ্রীস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।"[২]

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ:« يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا. أخرجه مسلم.

২. আনাস [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নির্বোধ এক মহিলা বলল: হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি [ﷺ] বললেন: "হে অমুকের মা! তুমি যে কোন রাস্তায় স্থান এখতিয়ার কর,

[১]. বুখারী: হাঃ নং ৬১০২ শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৩২০
২. বুখারী: হাঃ নং ৩৪৪৫

যাতে আমি তোমার প্রয়োজন মিটাতে পারি। অত:পর তিনি উক্ত মহিলার প্রয়োজন শেষ হওয়া পর্যন্ত রাস্তার কোন স্থানে তার সাথে থাকলেন।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ».

أخرجه البخاري

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "যদি আমাকে (পশুর) বাহু অথবা পায়া খেতে ডাকা হয় তবুও তার দাওয়াত গ্রহণ করব, আর যদি আমাকে (পশুর) বাহু কিংবা পায়া হাদিয়া প্রদান করা হয়, আমি তা গ্রহণ করব।"[২]

◆ নবী [ﷺ]-এর সাহসিকতা:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا ، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ:« لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ قَالَ وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ». متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] সবার অপেক্ষা সুশ্রী, বেশি দানকারী ও সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অত:পর কতিপয় লোক শব্দের দিকে রওয়ানা হলো। এদিকে রসূলুল্লাহ [ﷺ] আগেই শব্দের দিকে চলে যান এবং প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে রাস্তায় পান। তিনি তাঁর ঘাড়ে

১. মুসলিম হাঃ নং ২৩২৬
২. বুখারী হাঃ নং ২৫৬৮

তরবারী নিয়ে আবু তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার উপর আরোহণ করে ছিলেন আর বলতেছিলেন:"তোমরা ভীত হয়ো না, তোমরা ভীত হয়ো না।" অত:পর তিনি বলেন:"আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় দ্রুত বা এটি যেন সমুদ্রই অথচ ঘোড়াটি ছিল অদ্রুতগামী।"[১]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا.

أخرجه أحمد.

২. আলী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আশ্রয়ে ছিলাম। আর তিনি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি শত্রুদের নিকটবর্তী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সে দিন অধিকতর সাহসী।"[২]

◆ নবী [ﷺ]-এর কোমল আচরণ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, এক বেদুইন মসজিদে পেশাব করে ফেলে। যার ফলে লোকজন তাকে মারার জন্য তার দিকে ধাবিত হলে রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাদেরকে বলেন: "তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবে ভরা এক বালতি পানি ঢেলে দাও। বস্তুত: তোমাদেরকে নমনীয়তা প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে নয়।"[৩]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ২৯০৮, মুসলিম: হাঃ নং ২৩০৭ শব্দগুলি মুসলিমের

২. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ: হাঃ নং ৬৫৪ আহমাদ শাকের বলেন: হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

৩. বুখারী: হাঃ নং ৬১২৮, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৮৪

عن أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: « يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন:"তোমরা (মানুষের প্রতি) সহজ করো এবং কঠিন করো না। আর লোকদেরকে শান্ত কর এবং ভাগিয়ে দিও না।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ». متفق عليه.

৩. নবী [ﷺ] এর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"হে আয়েশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ বিনয়ী, তিনি বিনয়তাকে পছন্দ করেন। তিনি বিনয়তার ক্ষেত্রে যা প্রদান করেন কঠোরতা এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রদান করেন না।"[২]

◆ নবী [ﷺ]-এর ক্ষমা প্রদর্শন:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱصۡفَحۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١٣﴾ ﴾ المائدة: ١٣

"আর তাদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" [সূরা মায়িদা: ১৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْـهُ

১. বুখারী: হাঃ নং ৬১২৫, মুসলিম হাঃ নং ১৭৩৪
২. বুখারী: হাঃ নং ৬৯২৭, মুসলিম: হাঃ নং ২৫৯৩ শব্দগুলি মুসলিমের

وَمَا انْتقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا. متفق عليه.

২. আয়েশা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন, যদি তাতে গুনাহ না হতো। আর যদি তা গুনাহের কাজ হতো তবে তিনি তা থেকে অধিকতর দূরে অবস্থান করতেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি,তবে আল্লাহর সীমা রেখা লংঘন করা হলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিশোধ নিতেন।"[১]

◆ নবী [ﷺ]-এর দয়া:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا. متفق عليه.

১. আবু কাতাদা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"নবী [ﷺ] আমাদের নিকট উমামা বিনেতে আবুল আসকে ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। অত:পর এমতাবস্থায় সালাত আদায় করলেন। যখন রুকু করেন তখন (তাকে) রেখে দেন আর যখন উঠেন তখন তাকে উঠিয়ে নেন।"[২]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ:« مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"রসূলুল্লাহ [ﷺ] হাসান ইবনে আলী [ﷺ]কে চুমা দেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আকরা ইবনে

১. বুখারী: হাঃ নং ৩৫৬০, শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৩২৭
২. বুখারী: হাঃ নং ৫৯৯৬ শব্দাবলী তার, মুসলিম: হাঃ নং ৫৪৩

হাবেস আত-তামীমী বসে ছিলেন। আকরা বলেন: আমার দশজন সন্তান আছে তাদের কাউকে চুমা দেই না। নবী [ﷺ] তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন: "যে দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হবে না।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"তোমাদের কেউ যখন মানুষদের ইমামতি করে তখন যেন (সালাত) হালকা করে; কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষ থাকে। পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ যখন নিজে সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করবে।"[২]

◆ খাদেমের প্রতি নবী [ﷺ]-এর দয়া:

নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ».متفق عليه.

"তারা তোমাদেরই ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা তাদেরকে তাই খাওয়াবে যা তোমরা নিজেরা খাবে, তাদের তাই পরিধান করাবে, যা তোমরা পরিধান করবে। তাদের উপর ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। আর যদি ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দাও, তাহলে সে কাজে তাদেরকে সহযোগিতা কর।"[৩]

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৫৯৯৭ শব্দাবলী তার, মুসলিম: হাঃ নং ২৩১৮
২. বুখারী: হাঃ নং ৭০৩, শব্দগুলি তার, মুসলিম: হাঃ নং ৪৬৭
৩. বুখারী: হাঃ নং ৩০, মুসলিম: হাঃ নং ১৬৬১

◆ শত্রুদের প্রতি নবী [ﷺ]-এর দয়া:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ». أخرجه البخاري.

আনাস [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ইহুদি বালক নবী [ﷺ]-এর খিদমত করতো। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী [ﷺ] তাকে দেখার জন্য যান। তিনি তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন: "তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।" সে তখন তার নিকট উপস্থিত পিতার দিকে তাকালে পিতা তাকে বলল: আবুল কাসেম (নবী ﷺ)-এর কথা মেনে নাও, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবী [ﷺ] সেখান হতে বের হয়ে যাওয়ার সময় বললেন: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিলেন।"[১]

◆ নবী [ﷺ]-এর হাসি:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. متفق عليه.

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী [ﷺ]কে কখনও সবগুলো দাঁত বের করে হাসতে দেখিনি যার ফলে তাঁর মুখ গহ্বর বা কণ্ঠ তালু পর্যন্ত দেখা যায়; বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।"[২]

عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي . متفق عليه.

---

১. বুখারী: হাঃ নং ১৩৫৬

২. বুখারী: হাঃ নং ৬০৯২ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৮৯৯

২. জাবের [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবী [ﷺ] আমাকে কখনও তার কাছে যেতে বাঁধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন তখনই মুচকি হেসে দেখেছেন।"[১]

◆ নবী [ﷺ]-এর কান্না:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« اقْـرَأْ عَلَيَّ ؛ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ! قَالَ: نَعَمْ ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَـذِهِ الْآيَـةِ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ ﴾ النساء: ٤١ قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. متفق عليه.

১. ইবনে মাসউদ [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী [ﷺ] আমাকে বললেন: "তুমি আমার প্রতি কুরআন তেলাওয়াত কর।" আমি বললাম:হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার প্রতি কুরআন তেলাওয়াত করব, অথচ কুরআন আপনার উপরই নাজিল হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ! আমি সূরা নিসা তেলাওয়াত করে যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম: "যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করব এবং সকল ব্যাপারে তোমাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করব। তখন তারা কি করবে?" তখন তিনি আমাকে বললেন: "এখন তোমার যথেষ্ট হয়েছে।" আমি তখন তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হচ্ছে।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنْ الْبُكَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجـه أبـو داود والنسائي. وفي لفظ للنسائي:« كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ». أبوداود والنسائي.

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৬০৮৯ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২৪৭৫
২. বুখারী: হাঃ নং ৫০৫০ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৮০০

২. আব্দুল্লাহ ইবনে শিক্ষীর [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী [ﷺ]কে সালাত আদায় করতে দেখি এমতাবস্থায় তাঁর ভিতরে জাঁতা কলের শব্দের ন্যায় কান্নার শব্দ হচ্ছিল। নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় আছে "পাতিলের পানি ফুটার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল।"[১]

◆ আল্লাহর হুকুমের ক্ষেত্রে নবী [ﷺ]-এর রাগ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ، وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বাড়িতে আমার নিকট আসলেন তখন ঘরে অনেক ছবিযুক্ত একটি পর্দা লটকানো ছিল। (এ দেখে) নবী [ﷺ]-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অত:পর তিনি পর্দাটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: নবী [ﷺ] তখন একথাও বলেন: "যারা এসব প্রাণীর ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।"[২]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ:« إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ». متفق عليه.

২. আবু মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "এক ব্যক্তি নবী [ﷺ]-এর নিকট এসে বললো, অমুক ব্যক্তির কারণে আমি ফজরের সালাতে

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ: হাঃ নং ৯০৪, শব্দগুলি আবু দাউদের, নাসাঈ: হাঃ নং ১২১৪
২. বুখারী: হাঃ নং ৬১০৯, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ২১০৭

শরীক হই না। কারণ, সে সালাত অনেক দীর্ঘায়িত করে। আবু মাসউদ [رضي الله عنه] বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে সেদিন উপদেশ দানকালে যতটা রাগ করতে দেখেছি ততটা রাগ আর কোন দিন দেখিনি। তিনি বললেন: হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে সালাত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই তোমাদের যারা সালাতের ইমামতি করবে তারা যেন সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা মুসল্লীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং ব্যস্ত লোকও থাকে।"[১]

◆ উম্মতের প্রতি নবী [ﷺ]-এর করুণা ও সহানুভূতি:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ ﴾ التوبة: ١٢٨

"অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, মুমিনদের প্রতি তিনি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু।" [সূরা তাওবা: ১২৮]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي». أخرجه مسلم.

২. জাবের [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "আমার ও তোমাদের মধ্যের দৃষ্টান্ত হলো, ঐ ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্জলিত করল। অত:পর তাতে কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় পতিত হতে শুরু করল। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি সেগুলোকে আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। অনুরূপ আমি জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষার

১. বুখারী: হাঃ নং ৬১১০, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ৪৬৬

জন্য তোমাদের কমর ধরে টানছি আর তোমরা আমার হাত হতে ছুটে পালাচ্ছ।”[১]

◆ **জনগণের সাথে নবী [ﷺ]-এর বিনোদনতা:**

عن أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ« يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:“নবী [ﷺ] আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি আমার ছোট ভাইকে বলেন: ওহে আবু উমাইর! তোমর নুগাইর (পাখীর বাচ্চাটি) কি হয়েছে?”[২]

◆ **নবী [ﷺ]-এর দুনিয়া বিরাগী:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: « اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলতেন: “হে আল্লাহ! মুহাম্মদের বংশধরের প্রয়োজনীয় রিজিক দান করুন। ”[৩]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْـذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ. متفق عليه.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:“মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর পরিবার মদীনায় আসার পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একাধারে তিন দিন গমের খাবার পেট পুরে খাননি।”[৪]

---

১. মুসলিম: হাঃ নং ২২৮৫
২. বুখারী: হাঃ নং ৬১২৯, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১০৫৫
৩. বুখারী: হাঃ নং ৬৪৬০ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১০৫৫
৪. বুখারী: হাঃ নং ৫৪১৬, মুসলিম: হাঃ নং ২৯৭০ শব্দগুলি মুসলিমের

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا خَالَةُ: فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَاهُ. متفق عليه.

১. উরওয়া (রহ:) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন: "ভাগিনা, আল্লাহর শপথ! আমরা নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। অত:পর নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম; কিন্তু রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কোন ঘরে চুলায় আগুন জ্বালানো হতো না। উরওয়া বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম খালা! তাহলে কি দ্বারা আপনাদের জীবিকা চলত? তিনি উত্তর বলেন: দুটি কালো জিনিস: খেজুর ও পানি। আর এ ছাড়া রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কয়েক ঘর আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাদের কতিপয় দানের দুধাল উষ্ট্রী ও ছাগল ছিল। তারা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য দুধ পাঠাত যা হতে তিনি আমাদের পান করাতেন।"[১]

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ﷺ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. أخرجه البخاري.

২. আমর ইবনে হারেছ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর মৃত্যুকালে দিনার, দিরহাম ও দাস-দাসী কিছুই ছেড়ে জাননি।

১. বুখারী: হাঃ নং ২৫৬৭, মুসলিম: হাঃ নং ২৯৭২ শব্দগুলি মুসলিমের

শুধু মাত্র একটি সাদা রঙ্গের গাধা ও তাঁর অস্ত্র। আর কিছু ভূমি যা দান করে দিয়েছিলেন।"[১]

◆ নবী [ﷺ]-এর ন্যায়পরায়ণতা:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ –وفيه–: فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ:« إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত: মাখযুমী গোত্রের এক মহিলার চুরি করার ব্যাপার কুরাইশদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলে।....... (এতে আছে) উসামা নবী [ﷺ]-এর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললে। তিনি [ﷺ] বলেন: তুমি আল্লাহর নির্ধারিত সাজা মওকুফের সুপারিশ করছ?" অত:পর নবী [ﷺ] দাঁড়িয়ে খুৎবায় বললেন: "তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে ধ্বংস করেছে; কারণ তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে কোন গরিব ব্যক্তি অসহায় চুরি করলে তার উপর দণ্ডবিধি কায়েম করত। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।"[২]

◆ নবী [ﷺ]-এর সহনশীলতা:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟ فَقَالَ:« لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ

---

১. বুখারী: হাঃ নং ৪৪৬১

২. বুখারী: হাঃ নং ৩৪৭৫ শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিম: হাঃ নং ১৬৮৮

الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَال فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ. فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رُدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». متفق عليه.

নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "হে আল্লাহর রসূল! উহুদের দিনের চাইতেও অধিক বিপদের কোন দিন আপনার প্রতি ঘটেছিল কি? তিনি বলেন: হ্যাঁ, তোমার স্বগোত্রের পক্ষ থেকে সম্মুখীন হয়েছিলাম। আর আকাবার দিন তাদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম। যখন (তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে) নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কুলালের নিকট (তায়েফে) পেশ করলাম। আমি যা চেয়েছিলাম তাতে কোন সাড়া দেয়নি। আমি সেখান থেকে বিষন্ন চেহারায় প্রস্থান করলাম। অবশেষে 'কারনুল ছা'আলাব' নামক স্থানে এসে পৌঁছলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। অত:পর মাথা উঠিয়ে দেখি আমি একখণ্ড মেঘের ছায়ার নিচে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি তন্মধ্যে জিবরীল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন: আপনার জাতি আপনাকে যা বলেছে এবং জবাব দিয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা তা শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, তাদের ব্যাপার আপনার যা ইচ্ছা নির্দেশ করুন। তিনি বলেন: এরপর আমাকে পাহাড়ের ফেরেশতা সালাম দিয়ে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার জাতি আপনাকে কি বলেছে আল্লাহ তা শুনেছেন। আমি পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে আপনার প্রতিপালক আপনার নিকট

পাঠিয়েছেন; যাতে করে আপনি যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করেন। যদি আপনি চান তবে "আখশাবাইন" দু'পাহাড়কে তাদের উপর চাপিয়ে দিব। জবাবে তিনি [ﷺ] বলেন: "বরং আশা করি আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ঔরস থেকে এমন সন্তান বের করবেন, যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে ও তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।"[১]

◆ নবী [ﷺ]-এর ধৈর্য:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ» قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَجَلْ».

متفق عليه.

১-. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী [ﷺ]-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তখন তিনি অসুস্থ। আমি তাঁর শরীরে হাত দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার শরীরে অত্যন্ত জ্বর। তিনি বললেন: হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনের সমান জ্বরে পতিত হয়েছি। (বর্ণনাকারী) বলেন আমি বললাম: তাহলে এতে আপনার দ্বিগুণ সওয়াব। তিনি বললেন: হ্যাঁ।"[২]

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ ﷺ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا فَقَالَ:« قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ

১. বুখারীহাঃ নং ৩২৩১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৯৫ শব্দগুলি মুসলিমের
২. বুখারী হাঃ নং ৫৬৬৭ ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৭১

صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ». أخرجه البخاري.

৩. খাব্বাব ইবনে আরত (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট এমন মুহূর্তে অভিযোগ করলাম, যখন তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় চাদর দিয়ে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আমরা বললাম: আপনি আমাদের জন্য কি সাহায্য কামনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দোয়া করবেন না? তিনি বলেন: দেখ! তোমাদের পূর্বের যারা ঈমানদার ছিল (তাদের প্রতি এমন নির্যাতন হতো যে) তাদের কাউকে ধরে জমিনে গর্ত করে পুঁতে দেয়া হত। অত:পর তার মাথায় করাত রেখে দ্বিখণ্ডিত করা হত। আর লোহার চিরুনি দ্বারা শরীরের গোশত ও হাড় পৃথক করা হত। কিন্তু এমন নির্মম অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে বিরত করতে পারেনি। আল্লাহর শপথ! এই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করবে, এমনকি ভ্রমণকারী সান'আ থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ভ্রমন করবে; কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় পাবে না। আর মেষপালের জন্য একমাত্র বাঘের ভয় বাকি থাকবে; কিন্তু তোমরা আসলে তাড়াহুড়া করছ।"[১]

◆ নবী [ﷺ]-এর নসিহত:

◆ كَانَ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً». متفق عليه.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন:"আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কম করে হাসতে এবং বেশি করে কাঁদতে।"[২]

◆ وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ». أخرجه الترمذي والنسائي.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন: "মৃত্যুকে তোমরা বেশি বেশি স্মরণ কর।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৯৪৩

২. বুখারী হা: নং ৪৬২১ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২৩৫৯

৩. হাদীসটি হাসান-সহীহ, তিরমিযী হা: নং ২৩০৭ নাসাঈ হা: নং ১৮২৪

◆ وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ». متفق عليه.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন:"কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বলা বন্ধ রাখা উচিৎ নয়। দুইজনের সাক্ষাত হলে একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এদের মাঝে উত্তম ব্যক্তি হলো যে সর্বপ্রথম সালাম দেয়।"[১]

◆ وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا». متفق عليه.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন: "তোমরা কুধারনা করা থেকে বিরত থাক; কারণ কুধারনা করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা অন্যের দোষ-দ্রুটি খোঁজ করে না, গোয়েন্দাগিরি করা না, একে অন্যের চেয়ে দাম বেশি বল না, আপোসে হিংসা কর না, একে অপরকে ঘৃণা করা না, একে অপরকে পশ্চাদ দেখাবে না (সম্পর্ক ছিন্ন করবে না)। আর আপোসে সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।"[২]

◆ وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: «لا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلا شُهَدَاءَ يَومَ القِيَامَةِ». أخرجه مسلم.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন: "অভিশাপকারীরা কিয়ামতের দিন না সুপারিশকারী হবে আর না হবে শাক্ষীদাতা।"[৩]

◆ وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: «... مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الوَجْهَينِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬২৩৭ মুসলিম হা: নং ২৫৬০ শব্দ তারই
[২]. বুখারী হা: নং ৬০৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২৫৬৩
[৩]. মুসলিম হা: নং ২৫৯৮

◆ নবী [ﷺ] বলতেন: "দুই মুখের মানুষ (চোগলখোর) সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। যে এর নিকট এক চেহারা নিয়ে আসে এবং অপর জনের নিকট আরেক চেহারা নিয়ে আসে।"[১]

◆ وكان ﷺ يقول: «الْمُسْلِمُ أخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». متفق عليه.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন: "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করবে না এবং কোন শুত্রুর নিকট সপর্দ করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহও তার প্রয়োজন পুরন করবেন। আর যে কোন মুসলিমের বিপদ দূর করে আল্লাহ তার কিয়ামতের বিপদসমূহের বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে কোন মুসলিমের ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ত্রুটি গোপন করবেন।"[২]

◆ وكان ﷺ يقول: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». أخرجه مسلم.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন: "জুলুম করা থেকে তোমরা বিরত থাক; কারণ কিয়ামতের দিন জুলুমের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর তোমরা অতি লোভ-লালসা করা থেকে ভয় কর; কারণ লোভ-লালসা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে ধ্বংস করেছিল। অতি লোভ তাদেরকে খুন-খারবী ও হারাম জিনিসকে হালাল করতে উৎসাহিত করেছিল।"[৩]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬০৫৮ মুসলিম হা: নং ২৫২৬ শব্দ তারই
[২]. বুখারী হা: নং ২৪৪২ শব্দ তাইর মুসলিম হা: নং ২৫৮০
[৩]. মুসলিম হা: নং ২৫৭৮

◆ وكان ﷺ يقول: «إذَا رَأيْتُـمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِـمُ التُّـرَابَ». أخرجه مسلم.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন:"যখন তোমরা সামনে প্রসংশাকারীদের দেখবে তখন তাদের মুখের উপর মাটি ছুড়ে মারবে।"[১]

◆ وكان ﷺ يقول: «لا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ الله أعْلَـمُ بِأهْلِ البِرِّ مِنْكُمْ». أخرجه مسلم.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন: "তোমরা নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা কর না। আল্লাহই তোমাদের মধ্যের সৎ লোকদের বেশি অবগত।"[২]

◆ وكان ﷺ يقول: «لا يَتَـمَنَّيَنَّ أحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِـهِ، فَإنْ كَـانَ لا بُدَّ مُتَـمَنِّيًا لِلْـمَوْتِ فَلْيَـقُلِ: اللَّهُـمَّ أحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي». متفق عليه.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন: "কোন বিপদ নাজিল হলে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আর যদি মৃত্যু কামনা করতেই হয় তাহলে বলবে: আল্লাহুম্মা আহ্য়িনী মাা কানাতিল হায়াতু খাইরাল্লী, ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইযাা কাানাতিল ওয়াাফাতু খাইরাল্লী।"[৩]

◆ وكان ﷺ يقول: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يَنْفَعَ أخَاهُ فَلْيَفْعَلْ». أخرجه مسلم.

◆ নবী [ﷺ] বলতেন: "তোমাদের মাঝে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে।"[৪]

◆ وكان ﷺ يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِـرِ فَلْيَـقُلْ خَيْـراً أوْ لِيَصْمُتْ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». متفق عليه.

---

[১]. মুসলিম হা: নং ৩০০২
[২]. মুসলিম হা: নং ২১৪২
[৩]. বুখারী হা: নং ৬৩৫১ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২৬৮০
[৪]. মুসলিম হা: নং ২১৯৯

◆ নবী [ﷺ] বলতেন: "যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে আর না হয় চুপ থাকে। যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে যে যেন তার মেহমানকে সমাদর করে।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৬৪৭৫ শব্দ তাইর মুসলিম হা: নং ৪৭

নবী [ﷺ]-এর প্রকৃতি ও স্বভাব

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ». متفق عليه.

- "রসূলুল্লাহর (দ:)-এর চেহারা ছিল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আখলাক-চরিত্রের অধিকারী। তিনি অধিক লম্বা ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না।" [১]

و « كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا». أخرجه البخاري.

- "নবী (দ:) যখন কোন কথা বলতেন তখন তা বুঝার সুবিধার্থে তিনবার বলতেন। আর যখন তিনি কোন গোত্রের নিকট এসে সালাম দিতেন, তখন তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন।"[২]

وكان ﷺ إذا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ:« هُوَ الَّذِي رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة

- "যখন নবী [ﷺ] কোন কিছুতে ভয় অনুভব করতেন তখন তিনি বলতেন: তিনিই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না।"[৩]

« كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ».

متفق عليه.

---

১. বুখারী ও মুসলিমঃ বুখারী হাঃ নং ৩৫৪৯, শব্দগুলি বুখারীর। মুসলিমহাঃ নং ২৩৩৭

২. বুখারী হাঃ নং ৯৫

৩. হাদীস সহীহ, নাসাঈ তাঁর "আমালুল ইয়াম ওয়াল লাইলাহ" তে বর্ণনা করেছেন হাদীস হাঃ নং ৬৫৭, শায়খ আলবানীর সিলসিলাহ সহীহা হাঃ নং ২০৭০

- "রসূলুল্লাহ (দ:)-এর বিছানা ছিল চামড়ার। আর তার ভিতরের ভরাট ছিল খেজুরের আঁশ বা ছাল।"[১]

و«كَانَ ﷺ رَحِيمًا، وَكَانَ لاَ يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَدَهُ وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد

- "নবী (দ:) ছিলেন দয়ালু এবং তাঁর নিকট যেই আসত তাকে কথা দিতেন ও যদি তাঁর নিকট থাকতো, তবে তাকে প্রদান করতেন।"[২]

« كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ». أخرجه أبو داود.

- "রসূলুল্লাহ (দ:)-এর কথা ছিল সুস্পষ্ট, যেই তাঁর কথা শুনতো বুঝতে পারতো।"[৩]

و« كَانَ لاَ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ أَوْ سَكَتَ». أخرجه الحاكم.

- "নবী (দ:)-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করতেন অথবা চুপ থাকতেন।"[৪]

و« كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ». أخرجه أحمد

- "নবী (দ:) সর্বদায় মিসওয়াক সাথে করে ঘুমাতেন। আর যখন জাগ্রত হতেন তখন প্রথমে মিসওয়াক করতেন।"[৫]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৪৫৬, মুসলিম হাঃ নং ২০৮২ শব্দগুলি মুসলিমের
২. বুখারীর আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হাদীস হাঃ নং ২৮১, সহীহ আদাবুল মুফরাদ হাদীস হাঃ নং ২১২, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাদীস হাঃ নং ২০৯৪
৩. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৮৩৯
৪. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ নং ২৫৯১, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২১০৯
৫. হাদীসটি হাসান, আহমদ হাঃ নং ৫৯৭৯, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২১১১

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ». أخرجه أبو داود.

- "নবী (দ:) চলার সময় পিছনে পিছনে চলতেন; কারণ যাতে করে দুর্বলদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, প্রয়োজনে বাহনের পিছনে বসিয়ে নিতে পারেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।"[১]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ ». أخرجه البخاري.

- "নবী (দ:) যখন ঠাণ্ডা বেশি পড়ত তখন যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করতেন এবং যখন গরম বেশি পড়ত তখন ঠাণ্ডা করে (দেরী করে) সালাত আদায় করতেন।"[২]

و« كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ». متفق عليه.

- "নবী (দ:) যখন কোন অসুবিধা বোধ করতেন তখন "মু'আওবেযাত" তথা আশ্রয় চাওয়ার সূরা পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে উক্ত হাত শরীরে মুছতেন।"[৩]

و« كَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتْرًا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتْرًا» أخرجه أحمد.

- "নবী (দ:) যখন সুরমা ব্যবহার করতেন তখন বেজোড় করে ব্যবহার করতেন এবং যখন (পেশাব-পায়খা করার পরে পরিস্কারের জন্য) ঢিলা ব্যবহার করতেন তখন বেজোড় ঢিল ব্যবহার করতেন।"[৪]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৬৩৯
২. বুখারী হাঃ নং ৯০৬
৩. বুখারী হাঃ নং ৪৪৩৯, মুসলিম হাঃ নং ২১৯২, শব্দগুলি তার
৪. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৭৫৬২, দেখুনঃ সহীহ জামে' হাঃ নং ৪৬৮০

و« كَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيْحُ الطَّيِّبَةُ ». أخرجه أحمد وأبو داود.

- "নবী (দ:) সুগন্ধি পছন্দ করতেন।"[১]

و« كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

- "যখন নবী (দ:)-এর নিকট আনন্দময় বিষয় আসত তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'য়ালার কৃতজ্ঞতার জন্যে সিজদায় পড়ে যেতেন।"[২]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى». أخرجه أحمد وأبوداود.

- "নবী (দ:)কে যখন কোন বিষয় চিন্তায় ফেলত তখন তিনি সালাত শুরু করে দিতেন।"[৩]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ». أخرجه مسلم.

- "রসূলুল্লাহ (দ:) যখন খুতবা দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদয় লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত। এমনকি মনে হতো তিনি যেন শত্রু বাহিনী থেকে সতর্ক করে বলছেন: তোমরা সকালেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে।"[৪]

و «كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ». أخرجه مسلم.

---

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৬৩৬৪, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২১৩৬, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৭৪

২. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ১৫৭৮ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৩৯৪ শব্দগুলি তার

৩. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৩৬৮৮ ও আবু দাউদ হাঃ নং ১৩১৯

৪. মুসলিম হাঃ নং ৮৬৭

● "নবী (দ:) যখন গৃহে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।"[১]

و«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ ». أخرجه أبو داود.

● "নবী (দ:) যখন দু'আ করতেন তখন প্রথমে নিজের জন্য করতেন।"[২]

وَ« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ». متفق عليه.

● "নবী (দ:) কে যখন আনন্দিত করা হতো তাঁর চেহারা উজ্জল হয়ে যেত, যেন তাঁর চেহারা এক খণ্ড চাঁদের টুকরা।"[৩]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ». أخرجه الترمذي.

● "নবী (দ:) কে যখন কোন জিনিস বিপদগ্রস্ত করত কখন তিনি বলতেন: "ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ূমু বিরহমাতিকা আসতাগীস" (হে চিরঞ্জীব হে সর্বস্বত্তার ধারক, তোমার রহমতের অসিলায় সাহায্যের আবেদন করছি।)"[৪]

و«كان ﷺ يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ ». أخرجه مسلم

● "নবী (দ:) থেমে থেমে, ধীরে ধীরে (কুরআন) তেলাওয়াত করতেন। আর তসবিহ্ উল্লেখ আছে এমন কোন আয়াত যখন

১. মুসলিম হাঃ নং ২৫৩
২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৯৮৪
৩. বুখারী হাঃ নং ৩৫৫৬, মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৯ শব্দগুলি তাঁর
৪. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫২৪

তেলাওয়াত করতেন তখন তসবিহ পাঠ করতেন। আর যখন কোন কিছু চাওয়া প্রার্থনার আয়াত পড়তেন তখন প্রার্থনা করতেন এবং যখন আশ্রয় প্রার্থনা করার কোন আয়াত পড়তেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।"[১]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ». أخرجه مسلم.

- "নবী (দ:)-এর পরিবারের কেউ যখন অসুস্থ হতো তখন তাকে মু'আওবেযাত তথা আশ্রয় চাওয়ার সূরা পড়ে ফুঁক দিতেন।"[২]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

- "নবী (দ:) ঈদুল ফিতরে না খেয়ে বের হতেন না এবং ঈদুল আযহায় (কুরবনির ঈদে) সালাত আদায় না করে খেতেন না।"[৩]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ ». أخرجه الترمذي

- "নবী (দ:) ভবিষ্যতের জন্য কিছুই জমা রাখতেন না।"[৪]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ». متفق عليه.

- "নবী (দ:) স্ত্রীদের সাথে হায়েয অবস্থায় কাপড়ের উপর দিয়ে জড়াজড়ি করতেন।"[৫]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৭৭২
২. মুসলিম হাঃ নং ২১৯২
৩. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৩৩৭১, তিরমিযী হাঃ নং ৫৪২ শব্দগুলি তার
৪. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৩৬২
৫. বুখারী হাঃ নং ৩০৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৪ আর শব্দগুলি তার

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ». أخرجه الترمذي والنسائي.

- "নবী (দ:) সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের (রোজার) অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।"[১]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ». متفق عليه.

- "নবী (দ:) জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জনে এমন কি প্রত্যেক কাজে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।"[২]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ». أخرجه مسلم.

- "নবী (দ:) তাঁর প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর জিকির করতেন।"[৩]

وقال كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :«لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ». أخرجه البخاري.

- ক্বাব ইবনে মালেক (রা:) বলেন: "রসূলুল্লাহ (দ:) বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্য দিন খুব কমই সফর করতেন।"[৪]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ». أخرجه البخاري.

---

১. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৭৪৫ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ২৩৬১
২. বুখারী হাঃ নং ১৬৮ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৮
৩. মুসলিম হাঃ নং ৩৭৩
৪ . বুখারী হাঃ নং ২৯৪৯

- "নবী (দ:) তাঁর বাহনের উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন। চাই বাহনের মুখ যেদিকেই থাক না কেন। কিন্তু যখন ফরজ সালাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন তখন নেমে কিবলামুখী হতেন।"[১]

و« كَانَ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

- "নবী (দ:) তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমা দিতেন। অত:পর (নতুন করে) ওযু না করেই সালাত আদায় করতেন।"[২]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ ». متفق عليه.

- "নবী (দ:) সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমা দিতেন ও গায়ে গা লাগাতেন। তবে তিনি তাঁর প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে অধিক সক্ষম ছিলেন।"[৩]

و« كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً». متفق عليه.

- "নবী (দ:) সফর থেকে এসে কখনও রাতে পরিবারের নিকট গমন করতেন না। তিনি সকালে কিংবা বিকালে আগমন করতেন।"[৪]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ». متفق عليه.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৪০০
২. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ১৭০ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৫০২
৩. বুখারী হাঃ নং ১৯২৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১১০৬
৪. বুখারী হাঃ নং ১৮০০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৯২৮

● "রসূলুল্লাহ (দ:) মধু ও মিষ্টি পছন্দ করতেন। আর আসর সালাতের পর যখন তিনি ফিরতেন তখন স্ত্রীদের নিকট আগমন করতেন। অত:পর তাদের যে কোন একজনের নিকট যেতেন।"[১]

و« كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ ». أخرجه أبو داود والترمذي

● "রসূলুল্লাহ (দ:)-এর প্রিয় বস্ত্র ছিল, কামীস তথা জামা।"[২]

وَ« كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ». أخرجه أحمد والنسائي

● "নবী (দ:) যখন হাজাত পূরণ তথা পেশাব-পায়খানা করার ইচ্ছা করতেন তখন দূরে যেতেন।"[৩]

و« كَانَ ﷺ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ». متفق عليه.

● "নবী (দ:) দিনের চাশতের সময় সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন। আর যখন আগমন করতেন তখন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত সালাত আদায় করে সেখানে বসতেন।"[৪]

و« كَانَ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ». أخرجه أبو داود والنسائي.

● "নবী (দ:) সিবতী জুতা পরিধান করতেন এবং দাড়ি অরস ও জাফরান দ্বারা হলুদ রঙ করতেন।"[১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫২৬৮ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৪৭৪
২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০২৫ ও তিরমিযী হাঃ নং ১৭৬২
৩. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৫৭৪৬, সিলসিলা সহীহ হাঃ নং ১১৫৯ ও নাসাঈ হাঃ নং ১৬
৪ . বুখারী হাঃ নং ৩০৮৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭১৬ শব্দগুলি তার

و« كَانَ ﷺ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ». أخرجه مسلم.

"নবী (দ:) সংক্ষিপ্তভাবে পরিপূর্ণতার সাথে সালাত আদায় করতেন।"[২]

و« كَانَ ﷺ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ ». أخرجه مسلم.

- "নবী (দ:) যে মুসাল্লায় ফজরের সালাত আদায় করতেন সেখানেই সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতেন। অত:পর যখন সূর্যোদয় হতো তখন উঠতেন।"[৩]

و « كَانَ ﷺ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ ». متفق عليه.

- "নবী (দ:) মাঝারি গঠনের ছিলেন, তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থল ছিল প্রশস্ত। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত।"[৪]

و« كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًا لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلَا الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ». متفق عليه

- "রসূলুল্লাহ (দ:)-এর চুল না একেবারে সোজা আর না অধিক কোঁকড়ানো ছিল। (বরং এ দুই অবস্থার মাঝামাঝি ছিল) এবং তা তাঁর উভয় কান ও ঘাড়ের মাঝ বরাবর ঝুলন্ত ছিল।"[৫]

و« كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ ». أخرجه النسائي.

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৪৬৯
২. মুসলিম হাঃ নং ৬৭০
৩. বুখারী হাঃ নং ৩৫৫১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৩৩৭
৪. বুখারী হাঃ নং ৩৫৫১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৩৩৭
৫. বুখারী হাঃ নং ৫৯০৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৩৩৮

- "রসূলুল্লাহ (দ:)- এর রূপার আংটি ছিল, যা তিনি তাঁর ডান হাতে ব্যবহার করতেন।"[১]

و«كَانَ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ». أخرجه الترمذي والنسائي.

- "রসূলুল্লাহ (দ:) গোসলের পর আর ওযু করতেন না।" (ওযু করে গোসল করতেন।)[২]

و«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ». أخرجه أبو داود والنسائي.

- "রসূলুল্লাহ (দ:) এক "মুদ" (প্রায় ৬২৫ মি: লি:) পানি দ্বারা ওযু করতেন এবং এক "সা" (প্রায় ২.৭৫ লিটার) পানি দ্বারা গোসল করতেন।"[৩]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَالِاثْنَيْنِ مِنْ الْمُقْبِلَةِ». أخرجه أبو داود والنسائي.

- "রসূলুল্লাহ (দ:) প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখতেন: সোমবার ও এ জুমার বৃহস্পতিবার এবং পরের জুমার সোমবার।"[৪]

و« كَانَ ﷺ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ». متفق عليه.

- "নবী (দ:) প্রথম রাতে ঘুমাতেন ও শেষরাতে জাগতেন।"[৫]

و« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ ». أخرجه أحمد والترمذي.

---

১. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৫১৯৭
২. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১০৭ ও নাসাঈ হাঃ নং ৪৩০ এ শব্দগুলি তার
৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৯২ ও নাসাঈ হাঃ নং ৩৪৭ এ শব্দগুলি তার
৪. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৪৫১ ও নাসাঈ হাঃ নং ২৩৬৫ এ শব্দগুলি তার
৫. বুখারী হাঃ নং ১১৪৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৩৯ শব্দগুলি তার

- “নবী (দ:) কখনও কখনও এমন অবস্থায় একাধিক রাত্রি যাপন করতেন যে, তাঁর পরিবারের জন্য রাতের খাবার জুটতো না। আর বেশির ভাগ তাঁদের রুটি হতো যবের রুটি।”[১]

- و «كَانَ ﷺ رَحِيماً رَقِيقاً». أخرجه مسلم.

- নবী [ﷺ] দয়ালু ও নরম দিলের মানুষ ছিলেন।”[2]

- و «كَانَ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ ». متفق عليه.

- নবী [ﷺ] যেখানেই সালাতের সময় হতো সেখানেই সালাত আদায় করা পছন্দ করতেন।”[৩]

- و «كَانَ ﷺ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ». متفق عليه.

- নবী [ﷺ] অসুস্থ হলে নিজেই সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন।”[৪]

- و «كَانَ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ». أخرجه البخاري.

- নবী [ﷺ] প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতেন।”[৫]

- و «كَانَ ﷺ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

- নবী [ﷺ] যখন হাঁচি দিতেন তখন তাঁর হাত বা কাপড় দ্বারা চেহারা ঢাকতেন এবং শব্দ নিচু করতেন।”[৬]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৩০৩ এ শব্দগুলি তার, প্রখ্যাত গবেষক আরনাউত বলেনঃ সনদ বিশুদ্ধ ও হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেন হাদীস হাঃ নং ২৩৬০

২. মুসলিম হা: নং ১৬৪১

৩. বুখারী হা: নং ২৪৮ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ৫২৪

৪. বুখারী হা: নং ৪৪৩৯ মুসলিম হা: নং ২১৯২ শব্দ তারই

৫. বুখারী হা: নং ২১৪

৬. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হা: নং ৫০২৯ ও তিরমিযী হা: নং ২৭৪৫ শব্দ তারই

- و «كَانَ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الحَاجَةَ ». أخرجه النسائي.

- নবী [ﷺ] বেশি বেশি জিকির করতেন এবং অনর্থ কথা বলতেন না। আর জুমার সালাত দীর্ঘ করে এবং খুৎবা ছোট করে আদায় করতেন। আর বিধবা ও মিসকিনদের সাথে চলে তাদের প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে নাক ছিটকাতেন না।”[১]

- و «كَانَ ﷺ إِذَا مَشَى مَشَى مُجْتَمِعًا لَيْسَ فِيهِ كَسَلٌ ». أخرجه أحمد والبزار.

- নবী [ﷺ] যখন পথ চলতেন তখন শক্তভাকে চলতেন তাতে কোন প্রকার অলসতা থাকত না।”[২]

[১]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হা: নং ১৪১৪

[২]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ৩০৩৩ বাজ্জার হা: নং ২৩৯১

৩- আদব ও শিষ্টাচার অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. সালামের আদব।
২. পানাহারের আদব।
৩. রাস্তা ও বাজারের আদব।
৪. সফর-ভ্রমণের আদব।
৫. নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ার আদব।
৬. স্বপ্নের আদব।
৭. অনুমতি গ্রহণের আদব।
৮. হাঁচির আদব।
৯. রোগী পরিদর্শনের আদব।
১০. পোশাকের আদব।

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧﴾ الحشر: ٧

আল্লাহর বাণীঃ

“রসূল তোমাদেরকে যা দান করেন, তা গ্রহণ কর ও যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।” [সূরা হাশর:৭]

আদব-শিষ্টাচার অধ্যায়

- **শিষ্টাচার হলো:** যে কথা, কর্ম ও উত্তম চরিত্র প্রয়োগের ফলে প্রশংসা করা হয়।
- **ইসলাম হলো:** একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনকে সুশৃঙ্খলিত ও বিন্যস্ত করে। যা কিছু উপকারী ও কল্যাণকর তার নির্দেশ দেয় এবং যা অপকারী ও ক্ষতিকর তা থেকে নিষেধ করে। ইসলামী শরীয়তে নিজের ও অপরের জন্য প্রণীত হয়েছে বিশেষ বিশেষ আদর্শ ও শিষ্টাচার। অনুরূপ প্রনয়ণ করা হয়েছে পানাহার, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, স্বীয় বাসস্থানে উপস্থিত ও সফর অবস্থায় এমনকি সার্বিক ক্ষেত্রের নিয়মাবলী ও শিষ্টাচার।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٧﴾

الحشر: ٧

"রসূল যা তোমাদেরকে প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" [সূরা হাশর: ৭]

কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কিছু আদর্শ ও শিষ্টাচার নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১-সালামের আদব

◆ সালামের ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ:« تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ **تَعْرِفْ**». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (দ:)কে জিজ্ঞাসা করে: ইসলামের কোন আদর্শটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দিবে।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: ঐ সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তোমরা মু'মিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলব না, যা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে? নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো।”[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ১২ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৩৯

২. মুসলিম হ নং ৫৪

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه قَالَ: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: .. –وفيه– « أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (দ:)কে বলতে শুনেছি: (এতে রয়েছে) "হে মানব মণ্ডলী! সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য খাওয়াও এবং যখন মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় তখন সালাত আদায় কর (তবে) নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১]

◆ **সালামের পদ্ধতি:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ ﴾ النساء: ٨٦

"তোমাদেরকে যখন সালাম দেয়া হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম জবাব দাও অথবা তারই অনুরূপ জবাব দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" [সূরা নিসা: ৮৬]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি নবী (দ:)-এর নিকট এসে বলল: "আস্‌সালামু 'আলাইকুম" তিনি তার

১. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৪৮৫ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৩৩৪

সালামের উত্তর দিলেন, অত:পর সে বসে গেল, তারপর নবী (দ:) বলেন: "দশ" (নেকি)। অত:পর অন্য একজন এসে বললো: "আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" তিনি তার উত্তর দিলেন. সে বসে গেল, নবী (দ:) বললেন: "বিশ" (নেকি) অত:পর আরো একজন এসে বললো: "আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ" তিনি তারও উত্তর দিলেন, সে বসে গেল, অত:পর তিনি বললেন: "ত্রিশ" (নেকি)।[১]

◆ **প্রথমে সালাম প্রদানকারীর ফজিলত:**

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ». متفق عليه.

১. আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: তিন রাত্রের অধিক কোন মুসলমানের জন্য তার ভাই থেকে (কথা না বলে) পৃথক থাকা জায়েজ নয়। তাদের উভয়ের (চলা-ফেরায়) সাক্ষাত ঘটে কিন্তু এও তার থেকে বিমুখ হয় সেও তার থেকে বিমুখ হয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো, যে প্রথমে সালাম প্রদান করবে।"[২]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ:« إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আবু উমামাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম প্রদান করে।"[৩]

---

১. হাদীস সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫১৯৫ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৬৮৯
২. বুখারী হাঃ নং ৬০৭৭ ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৬০ শব্দগুলি তার
৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫১৯৭ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ২৬৯৪

◆ প্রথমে কে সালাম প্রদান করবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "ছোট বড় কে, চলমান ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম প্রদান করবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ».

متفق عليه

২- আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: "আরোহী ব্যক্তি পদাতিক ব্যক্তিকে, পদাতিক ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম প্রদান করবে।"[২]

◆ নারী ও শিশুদের প্রতি সালাম:

عن أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

১. আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) আমাদের মহিলা সমাজের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার প্রাক্কালে আমাদের প্রতি সালাম প্রদান করেন।"[৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. متفق عليه.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬০৭৭ ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৬০ শব্দগুলি তার।
২. হাদীস সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫১৯৭ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ২৬৯৪
৩. বুখারী হাঃ নং ৬২৩১ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৬০

২. আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি [ﷺ] শিশুদের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় তাদের প্রতি সালাম প্রদান করেন এবং বলেন: নবী (দ:) এরূপ করতেন।[১]

◆ ফেতনামুক্ত হলে নারীরা পুরুষকে সালাম প্রদান করতে পারবে:

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قالت: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ ».

متفق عليه.

উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট গেলাম তখন তাঁকে গোসল করা অবস্থায় পেলাম, আর তাঁর মেয়ে ফাতেমা তখন তাঁকে আড়াল করেছিল। অত:পর আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনি বললেন:"কে এই মহিলা?" আমি বললাম: আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব। তারপর তিনি বললেন: "মারহাবা উম্মে হানী" (উম্মে হানীরকে স্বাগতম)।"[২]

◆ গৃহে প্রবেশের সময় সালাম:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ﴿٦١﴾ ﴾ النور: ٦١

"যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দাও। উত্তম দোয়া স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে বরকতময় ও পবিত্র।" [সূরা নূর: ৬১]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৩২ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৬০
২. বুখারী হাঃ নং ৬১৫৮ শব্দগুলি তার ও মুসলিম নং ৩৩৬

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧ ﴾ النور: ٢٧

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"

[সূরা নূর:২৭]

◆ **জিম্মীদেরকে সালাম না দেয়া:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: তোমরা ইহুদি ও খ্রীস্টানদেরকে সালাম দিওনা। আর যখন তাদের কার সাথে কোন রাস্তায় সাক্ষাত হবে তখন তাকে সংকীর্ণ রাস্তাতে বাধ্য কর।"[১]

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». متفق عليه.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (দ:) বলেছেন: "যখন তোমাদেরকে আহলে কিতাব সালাম প্রদান করে উত্তরে তোমরা বলো: "ওয়া 'আলাইকুম"।"[২]

◆ **মুসলিম ও কাফের মিশ্রিত সমাবেশ দিয়ে অতিক্রমকালে শুধু মুসলিমদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা:**

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২১৬৭
২. বুখারী হাঃ নং ৬২৫৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৬৩

عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاد سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ...– وفيه– حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ... فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ ». متفق عليه.

উসামা ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) সা'দ ইবনে উবাদাহকে দেখতে আসেন (আর তার মধ্যে রয়েছে): যখন তিনি এমন এক সমাবেশ দিয়ে অতিবাহিত হন যাতে মুসলমান, পৌত্তলিক, 'মুশরিক ও ইয়াহুদিদের সংমিশ্রণ ছিল, নবী (দ:) তাদের প্রতি সালাম প্রদান করলেন, অত:পর থেমে অবতরণ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করেন ও তাদের প্রতি কুরআন তেলাওয়াত করেন।"[১]

◆ **আগমন ও প্রস্থানের সময় সালাম:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرَةِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সমাবেশে উপস্থিত হবে, সে যেন সালাম প্রদান করে এবং যখন প্রস্থান করার ইচ্ছা করে তখনও যেন সালাম প্রদান করে, শেষবারের চেয়ে প্রথমবার সালাম প্রদান অগ্রাধিকার রাখে না। (বরং আগমন ও প্রস্থান উভয় সময়ে সালামের বিধান একই)।"[২]

◆ **সাক্ষাতের সময় প্রণাম করা বা ঝোঁকা নিষেধ:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الرَّجُلُ مِنَّا

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৬৬৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৯৮ শব্দগুলি তার
২.হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২০৮ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭০৬ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৮৩

يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করবে সে কি তার জন্য ঝোঁকবে? তিনি উত্তর দিলেন: "না" সে বলল: তবে তাঁকে কি জড়িয়ে ধরবে ও চুম্বন দিবে? তিনি বললেন: "না" সে বলল: তবে কি তার হাত ধরে মুসাফাহ করবে? তিনি বললেন: "হ্যাঁ"।[১]

◆ মুসাফাহার ফজিলত:

عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا». أخرجه أبو داود والترمذي.

বারা' (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: যখন দুই মুসলমানের সাক্ষাত হয় আর তারা পরস্পরে মুসাফাহা করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[২]

◆ মুসাফাহ ও কোলাকুলি কখন করতে হবে:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا. أخرجه الطبراني في الأوسط.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:)-এর সাহাবীগণ যখন মিলিত হতেন পরস্পর মুসাফাহ করতেন এবং যখন কোন সফর থেকে আগমন করতেন পরস্পর কোলাকুলি করতেন।"[৩]

---

১. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ২৭২৮ শব্দগুলি তার এবং ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৭০২
২. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২১২ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭২৭
৩. হাদীসটির সনদ উত্তম, ত্বাবারানী আউসাত হাঃ নং ৯৭, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৬৪৭।

◆ **অনুপস্থিত ব্যক্তির সালামের জবাবের পদ্ধতি:**

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا:« يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) তাকে বলেন:"হে আয়েশা জিবরীল তোমাকে সালাম দিয়েছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উত্তরে বললেন: "ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"। আপনি যা দেখছেন আমি তো তা দেখি না।"[১]

جَاءَ رَجُلٌ إلى النبي ﷺ فقَالَ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ:« عَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ». أخرجه أحمد وأبو داود.

২. জনৈক ব্যক্তি নবী (দ:) এর নিকট এসে বলল: আমার পিতা আপনাকে সালাম প্রদান করেছেন, তিনি জবাবে বললেন: 'আলাইকাস্‌সালাাম ওয়া আলা আবীকাস্‌সালাাম।"[২]

◆ **আগন্তকের সাহায্যার্থে দাঁড়ানো:**

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إليه فجاء فقَالَ لِلْأَنْصَارِ:« قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ ». متفق عليه وفي لفظ عند أحمد:«**قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ**».

১. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] হতে বর্ণিত, বনু কুরাইযা (ইয়াহুদিরা) সা'দ ইবনে মু'য়াযের সিদ্ধান্ত মেনে নিবে বলে স্বীকার করলে নবী (দ:) তাকে ডেকে পাঠালেন: যখন তিনি আসলেন নবী (দ:) বললেন:"তোমাদের

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩২১৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৪৪৭

২. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৩৪৯২ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৫২৩১ শব্দগুলি তার

সরদারের দিকে দাঁড়িয়ে যাও, কিংবা বললেন: তোমাদের উত্তম ব্যক্তির দিকে।"[১] আর মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে "তোমাদের সরদারের দিকে দাঁড়াও এবং তাকে (বাহন থেকে) নামাও।"[২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا. أخرجه أبو داود والترمذي.

৪. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ফাতেমার চেয়ে রসূলুল্লাহ (দ:)-এর সাথে আকৃতি, আদর্শ ও চারিত্রিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে আমি দেখিনি, ফাতেমা যখন তাঁর নিকট যেতেন তিনি তার দিকে দাঁড়ায়ে যেতেন। অত:পর তার হাত ধরতেন ও তাকে চুম্বন দিতেন এবং তাঁর আসনে তাকে বসাতেন। পক্ষান্তরে নবী (দ:) যখন ফাতেমার নিকট আসতেন সে তার দিকে দাঁড়িয়ে যেত, অত:পর তাঁর হাত ধরতো ও তাঁকে চুম্বন দিত এবং তার আসনে তাঁকে বসাতো।"[৩]

◆ **যে ব্যক্তি চাইবে মানুষ তার জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান করুক তার শাস্তি:**

عن مُعَاوِيَةَ ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

মু'আবিয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (দ:)কে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি লোকজন তার জন্য দাঁড়িন সম্মান করুক পছন্দ করে সে যেন তার আবাস স্থান জাহান্নামে করে নেয়।"[৪]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৬২ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৬৮

২. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৫৬১০, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৬৭

৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২১৭, শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ৩৮৭২

৪ . হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২২৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭৫৫, শব্দগুলি তার

◆ সালাম শ্রবণ করা না গেলে তিনবার প্রদান করার বিধান:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا.

أخرجه البخاري.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (দ:) থেকে বর্ণনা করেন: নবী (দ:) যখন কোন কথা বলতেন তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন তা (উত্তমরূপে) বুঝা যায় এবং যখন কোন দলের নিকট আসতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম প্রদান করতেন।[১]

◆ জামাতের প্রতি সালামের বিধান:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قَالَ:« يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ».

أخرجه أبوداود.

আলী ইবনে আবু তালেব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেছেন: কোন জামাত বা দল যদি অতিবাহিত হয় তবে তাদের মধ্য থেকে একজন সালাম প্রদান করাই যথেষ্ট অনুরূপ বসা ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে একজনের উত্তর প্রদানই যথেষ্ট।"[২]

◆ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় সালাম দেয়া-নেয়া নিষেধ:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ . أخرجه مسلم.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৯৫

২. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২১০ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৪১২ ও ইরওয়া হাঃ নং৭৭৮

১. ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) পেশাব করতেছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি অতিবাহিত হয় এবং সালাম প্রদান করে, নবী (দ:) তার সালামের জবান দেননি।”[১]

عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:« إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ ». أخرجه أبو داود والنسائي.

২. মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) পেশাব করতেছিলেন, এমবতাবস্থায় সে এসে তাঁকে সালাম প্রদান করে। কিন্তু তিনি ওযু না করা পর্যন্ত তার সালামের উত্তর দেননি। অত:পর তিনি তার নিকট ওজর পেশ করেন এবং বলেন: অপবিত্র অবস্থায় আমি আল্লাহর নাম জিকির করব তা আমি অপছন্দ করি।”[২]

◆ আগন্তককে বন্ধুত্ব প্রদর্শন করা উত্তম ও অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ করা যাতে করে তার যথার্থ স্থানে রাখতে পারে:

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى ». متفق عليه.

আবু জামরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাস (রা:) ও লোকদের মাঝে দোভাষী ছিলাম। অত:পর তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন: আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী (দ:)-এর নিকট আসলে তিনি বলেন: তোমরা কোন প্রতিনিধি দল? অথবা বলেন তোমরা কোন গোত্রের? তারা বলল, রাবী'য়া গোত্রের। অত:পর তিনি বলেন:

১. মুসলিম হাঃ নং ৩৭০
২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১৭ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৩৮

"মারহাবা" স্বাগতম! এই গোত্রের প্রতি অথবা প্রতিনিধি দলের প্রতি, তাদের জন্য কোন ধরনের লাঞ্ছনা ও লজ্জা নেই।"[১]

◆ "আলাইকাস সালাম" দ্বারা সালাম প্রদান নিষেধ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ: لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ...». أبو داود والترمذي.

১. জাবের ইবনে সুলাইম (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (দ:) এর নিকট এসে বললাম: "আলাইকাস সালাম।" তিনি বললেন: আলাইকাস সালাম বলো না, বরং বল: "আস সালামু আলাইকা----।"[২]

وفي لفظ: « فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى». أخرجه أبو داود.

২. অন্য বর্ণনায় রয়েছে: কেননা "আলাইকাস সালাম" হলো মৃত্যুদের জন্য সালাম।"[৩]

● সালাম ও তার উত্তর দেওয়ার পর যে সকল অভিবাদন বলবে:

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ :« مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ :« مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :« قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى.

متفق عليه.

উম্মে হানী [রাযিয়াল্লাহু অনহা] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি মক্কা

---

১. বুখারী হাঃ নং ৮৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৭
২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২০৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭২২
৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫২০৯

বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট যাই। তিনি তখন গোসল করতে ছিলেন এবং তাঁর মেয়ে ফাতেমা তাঁকে পর্দা দ্বারা ঘিরে রেখেছিলেন। উম্মে হানী বলেন: আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি বলেন: কে? আমি বললাম: আমি উম্মে হানী বিন্তে আবু তালিব। তিনি [ﷺ] বলেন: উম্মে হানীকে স্বাগতম! আর তিনি গোসল সেরে একটি কাপড় পরে এরপর ৮ রাকাত সালাত আদায় করেন। তিনি সালাত শেষ করলে বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমার বৈমাত্রিয় ভাই ধারণা করছে যে সে একজন মানুষকে হত্যা করেছে। আর আমি হুবাইরার বেটা উমুককে নিরাপত্তা দান করেছি। তিনি [ﷺ] বলেন: হে উম্মে হানী! আপনি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। উম্মে হানী বলেন: সে সময়টা ছিল চাশতের।[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৩৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৩৩৬

২-পানাহারের আদব ও শিষ্টাচার

◆ **সুন্নত হলো: সর্বপ্রথম বড় ও সম্মানি ব্যক্তি খাওয়া শুরু করবেন:**

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ. أخرجه مسلم.

হুযাইফা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা যখন নবী [ﷺ] সঙ্গে কোন খানা খাওয়ার জন্য হাজির হতাম, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] যতক্ষণ তাঁর হাত খানায় না রাখতে ততক্ষণ আমরা হাত দিতাম না।[১]

◆ **পূত-পবিত্র হালাল খাদ্য হতে ভক্ষণ করা:**

১- আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢ ﴾ البقرة: ١٧٢

"হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যেসব পবিত্র বস্তু প্রদান করেছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা একমাত্র তারই এবাদত করে থাক।" [সূরা বাকারা: ১৭২]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ١٥٧ ﴾ الأعراف: ١٥٧

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২০১৭

"যারা অনুসরণ করে এ রসূলের যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল যা তাদের নিকট রয়েছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়। যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে এবং তাদের জন্য সমস্ত পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করে।"

[সূরা আরাফ: ১৫৭]

◆ **পানাহারের শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলা ও নিজের দিক থেকে খাওয়া:**

عن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ﷺ يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ »فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. متفق عليه.

১. উমার ইবনে আবু সালামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (দ:)-এর নিকট বালক অবস্থায় ছিলাম। আমার হাত, খাবার পাত্রে এক স্থানে স্থির থাকত না। তাই রসূলুল্লাহ (দ:) আমাকে বলেন: হে বালক! "বিসমিল্লাহ" বলো, ডান হাত দ্বারা খাও ও নিজের সামনে থেকে খাও। সুতরাং তখন থেকে আমি নিয়ম অনুসারে খাই।"[১]

عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ ﷺ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :« مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ حِيْنَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامَهُ جَدِيْدا، وَيَمْنَعُ الخَبِيْثَ مَا كَانَ يُصِيْبُ مِنْهُ». أخرجه ابن حبان وابن السني.

২. ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: যে ব্যক্তি খাবারের শুরুতে "বিসমিল্লাহ" ভুলে গেল সে যেন যখনই স্মরণ হবে তখনই বলে: "বিসমিল্লাহি ফি আওয়ালিহি ওয়া

১. বুখারী হাঃ নং ৫৩৭৬, শব্দগুলি তার, মুসলিম হাঃ নং ২০২২

আখেরিহি।" অত:পর সে নতুনভাবে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং তাতে পতিত হওয়া দূষিত জিনিস থেকে বিরত থাকবে।"[১]

◆ **ডান হাতে পানাহার করা:**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَكَلَ أَحَـــدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْـــرَبُ بِشِمَالِهِ ». أخرجه مسلم.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: যখন তোমাদের কেউ খাবে সে যেন ডান হতে খায়, যখন পান করবে ডান হাতেই পান করবে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে।"[২]

◆ **পান করার সময় পাত্রের বাইরে শ্বাস নেয়া:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ:« إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) পান করার সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন, বলতেন: "নিশ্চয়ই তা অতি তৃপ্তিদায়ক, নিরাপদ ও উত্তম।"[৩]

◆ **অন্যকে পান করানোর পদ্ধতি:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَـــالَ: « الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ». متفق عليه.

---

১. হাদীসটি সহীহ, ইবনে হিব্বান হাঃ নং ৫২১৩, ইবনে সুন্নী হাঃ নং ৪৬১, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৯৮

২. মুসলিম হাঃ নং ২০২০

৩. বুখারী হাঃ নং ৫৬৩১ ও মুসলিম হাঃ নং ২০২৮ শব্দগুলি মুসলিমের

আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) এর নিকট কিছু পানি মিশ্রিত দুধ নিয়ে আসা হলো, এমতাবস্থায় তাঁর ডানে ছিল একজন বেদুইন ও বামে ছিলেন আবু বকর (রা:)। তিনি পান করে প্রথমে প্রদান করলেন (ডানে অবস্থিত) বেদুইনকে ও বললেন: ডানের দিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।"[১]

◆ **দাঁড়ানো অবস্থায় পান না করা:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا. أخرجه مسلم.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করা থেকে বারণ করেন।"[২]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ قِه قَالَ لِمَهْ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ». أخرجه أحمد والدارمي.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) জনৈক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করতে দেখে বলেন: "বমি করে ফেলো" সে বলে কেন? তিনি বলেন: "তুমি কি পছন্দ করো যে, তোমার সাথে বিড়াল পান করুক? সে বলে: না, তিনি বলেন: (এখন তো) তোমার সাথে অবশ্যই তার চেয়ে নিকৃষ্ট শয়তান পান করল।"[৩]

◆ **দাঁড়িয়ে পান করা জায়েজ:**

عَنْ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ». أخرجه البخاري.

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৩৫২ ও মুসলিম হাঃ নং ২০২৯ শব্দগুলি মুসলিমের

২. মুসলিম হাঃ নং ২০২৫

৩. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৭৯৯০ও আদ্দারমী হাঃ নং ২০৫২, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৭৫

নাজ্জাল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী [ﷺ] বাবুর রাহাবাতে এসে দাঁড়িয়ে পান করেন। অত:পর বলেন: কিছু মানুষ তাদের কাউকে দাঁড়িয়ে পান করাকে অপছন্দ করে। অথচ আমি নবী [ﷺ] আমাকে যেমন তোমরা দেখলে তেমনি করেছেন।[১]

◆ **সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার না করা:**

عن حُذَيْفَةَ ﷺ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ». متفق عليه.

হুযাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (দ:)কে বলতে শুনেছি: তোমরা রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না, সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না ও তার প্লেটে আহার করো না। কেননা নিশ্চয়ই এগুলি পৃথিবীতে তাদের (কাফেরদের) জন্য এবং পরকালে আমাদের জন্যে।"[২]

◆ **আহারের পদ্ধতি:**

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. أخرجه مسلم.

১. কা'ব ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) তিন আঙ্গুলি দ্বারা আহার করতেন এবং হাত মুছার (ধৈতকরার) পূর্বে চাটতেন।"[৩]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ:« إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৬১৫
২. বুখারী হাঃ নং ৫৪৩৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৭
৩ . মুসলিম হাঃ নং ২০৩২

وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ». وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ. أخرجه مسلم.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) যখন কোন খাবার খেতেন, তখন তাঁর তিনটি আঙ্গুলি চাটতেন, (বর্ণনাকারী) বলেন: আর তিনি (দ:) বলেন: যখন তোমাদের কোন লোকমা পড়ে যায়, তা যেন পরিষ্কার করে খেয়ে নাও। শয়তানের জন্য ছেড়ে না দাও। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি আমাদেরকে প্লেট মুছে খাওয়ারও নির্দেশ দেন, আর তিনি বলেন: তোমরা অবশ্যই জান না তোমাদের কোন খাবারের মধ্যে বরকত নিহিত আছে।"[১]

عن ابْنِ عُمَرَ ﷺ قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. متفق عليه.

৩. ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রসূলুল্লাহ (দ:) (সম্মিলিতভাবে খাওয়ার সময়) সঙ্গীদের অনুমতি ব্যতীত এক সাথে দুই খেজুর খেতে নিষেধ করেন।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ« لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ». أخرجه ابن ماجه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: তোমাদের প্রত্যেকেই যেন ডান হাত দ্বারা পানাহার করে, ডান হাত দ্বারা (কোন কিছু) গ্রহণ করে এবং ডান হাত দ্বারা (কোন কিছু) প্রদান করে, কেননা

১. মুসলিম হাঃ নং ২০৩৪

২. বুখারী হাঃ নং ২৪৫৫ ও মুসলিম- হাঃ নং ২০৪৫ শব্দগুলি তার

শয়তান তার বাম হাত দ্বারা পানাহার করে, বাম হাত দ্বারা প্রদান করে বাম হাত দ্বারাই গ্রহণ করে।"[১]

◆ **আহারের পরিমাণ:**

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

মেকদাম ইবনে মা'দী কারাব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:)কে বলতে শুনেছি: "পেটের চেয়ে মন্দ কোন থলি মানুষ পূর্ণ করে না। মানুষের মেরুদণ্ড সোজা করতে যতটুকু খাবার প্রয়োজন ততটুকুই তার জন্য যথেষ্ট। অতএব, যখন আহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য গ্রহণ, এক তৃতীয়াংশ পানীয় গ্রহণ ও এক তৃতীয়াংশ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য (নির্ধারণ করবে)।[২]

◆ **খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা উচিত নয়:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ. متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (দ:) কখনও কোন খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। যদি পছন্দ করতেন তা খেতেন, আর যদি অপছন্দ করতেন তবে তা ছেড়ে দিতেন।"[৩]

---

১. হাদীসটি হাসান-সহীহ, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৬৬, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১২৩৬

২. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৩৮০ শব্দগুলি তার, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৩৪৯

৩. বুখারী হাঃ নং ৫৪০৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৪

◆ অধিক আহার করা অনুচিত:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ». متفق عليه.

ইবনে উমার (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "কাফের আহার করে সাত উদরে আর মুমিন আহার করে এক উদরে।"[১]

◆ আহার করানো ও আহারে সহযোগিতার ফজিলত:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ». أخرجه مسلم.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) কে বলতে শুনেছি: "একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট, দুইজনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চার জনের খাদ্য আটজনের জন্য যথেষ্ট।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ:« تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». متفق عليه.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী (দ:)কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন আদর্শটি সর্বোত্তম? তিনি বলেন: অপরকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম প্রদান করা।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৩৯৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬০ শব্দগুলি তার
২. মুসলিম হাঃ নং ২০৫৯
৩. বুখারী হাঃ নং ৬২৩৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৩৯

عَنْ أَبِي أيوب الأنصاري ﷺ قَالَ: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَل مِنْــهُ وَبَعَث بِفَضْلِهِ إِلَيَّ. أخرجه مسلم.

৩. আবু আইয়ূব আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) এর নিকট যখন কোন খানা আসত, তা থেকে তিনি খেয়ে আমার জন্য অতিরিক্তটুকু পাঠিয়ে দিতেন।"[১]

◆ **আহারকারীর খাদ্যের প্রশংসা করা:**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ:« نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) স্বীয় পরিবারের নিকট তরকারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তর দেয় যে, সিরকা ব্যতীত অন্য কিছু নেই, তিনি তা নিয়ে আসতে বলেন, অত:পর তিনি তা খাওয়া শুরু করেন ও বলতে থাকেন: কতই না উত্তম এই সিরকা তরকারী, কতই না উত্তম এই সিরকা তরকারী।"[২]

◆ **পানীয় বস্তুতে ফু দেয়া নিষেধ:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. أخرجه أبو داود والترمذي.

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) পাতিলের ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফু দিতে নিষেধ করেন।"[৩]

১. মুসলিম হাঃ নং ২০৫৩
২. মুসলিম হাঃ নং ২০৫২
৩.হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৭২২ শব্দগুলি তার, তিরমিযী হাঃ নং ১৮৮৭

◆ **পানীয় পরিবেশনকারী সর্বশেষে পান করবে:**

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ-وَفِي آخِرِهِ- قَالَ: « إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا». أخرجه مسلم.

আবু কাতাদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) আমাদের সামনে খুতবা প্রদান করার শেষ পর্যায়ে বলেন: জাতির পানীয় পরিবেশনকারী সর্বশেষ পানকারী।"[১]

◆ **সম্মিলিত ভাবে আহার করা:**

عن وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

অহশী ইবনে হারব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে: নবী (দ:)-এর সাহাবাগণ অভিযোগ করল: হে আল্লাহর রসূল (দ:) আমরা আহার করি কিন্তু তৃপ্তি পাই না, তিনি বলেন: "সম্ভবত তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে আহার কর" তারা বলল: হ্যাঁ, তিনি বললেন: তোমরা সম্মিলিতভাবে আহার কর এবং "বিসমিল্লাহ" বলো, তবে তাতে তোমাদের জন্য বরকত হবে।"[২]

◆ **মেহমানের সম্মান ও নিজেই তার সেবা করা:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ

১. মুসলিম হাঃ নং ৬৮১
২. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৭৬৪ শব্দগুলি তার, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৮৬

أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾ الذاريات: ٢٤ - ٢٧

"তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: "সালাম" উত্তরে সে বলল: "সালাম।" তারা তো অপরিচিত লোক। অত:পর ইবরাহীম তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মোটা বাছুর (ভুনা) নিয়ে আসল ও তাদের সামনে রাখল এবং বলল, "তোমরা খাচ্ছ না কেন?" [যারিয়াত: ২৪-২৭]

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ ». متفق عليه.

২. আবু শুরাইহ আল কা'বী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। একদিন ও একরাত্রি হলো তার প্রাপ্য। আতিথেয়তা হলো তিন দিন, তারপর হবে সাদকা। আর তাকে (মেজবানকে) অসুবিধায় ফেলে তার নিকট মেহমানের (বেশি দিন) অবস্থান করা জায়েজ নেই।"[১]

◆ খাদ্য খাওয়ার সময় মানুষ কি ভাবে বসবে:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ [النور/٦١].

"তোমরা সম্মিলিতভাবে অথবা আলাদা আলাদা আহার করলে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই।" [সূরা নূর: ৬১]

১. বুখারী হাঃ নং ৬১৩৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৪৮

◆ **আহারের জন্য বসার পদ্ধতি:**

عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنِّي لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». أخرجه البخاري.

১. আবু জুহাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: "আমি হেলান দিয়ে অবশ্যই আহার করি না।"[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا. أخرجه مسلم.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: উভয় গোছা খাড়া করে নবী (দ:)কে উভয় নিতম্বের উপর বসে খেজুর খেতে দেখেছি।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ:« إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (দ:)কে একটি ছাগল হাদিয়া দিই, তখন তিনি হাঁটু গেড়ে উপবেশন করে খাচ্ছিলেন, তারপর এক বেদুইন বলে: এ কোন ধরনের বসা? তিনি উত্তর দেন: "আমাকে আল্লাহ নম্র-বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, হটকারী ও অহংকারী বানাননি।"[৩]

◆ **ব্যস্ত ব্যক্তির খাওয়ার নিয়ম:**

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا وَفِي رِوَايَةٍ:

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৩৯৮

২. মুসলিম হাঃ নং ২০৪৪

৩ .হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৭৭৩, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৬৩ শব্দগুলি তার

أَكْلًا حَثِيثًا. أخرجه مسلم.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দ:)কে কিছু খেজুর প্রদান করা হলে তিনি তা দ্রুতভাবে বণ্টন করতেছিলেন ও দ্রুত তা থেকে কিছু খাচ্ছিলেন (বসার সুযোগ পাননি)।[১]

◆ **ঘুমানোর সময় পানির পাত্র ঢাকা ও বিসমিল্লাহ বলা:**

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ .....وفيه : « وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا». متفق عليه.

জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: দরজা বন্দ কর ও বিসমিল্লাহ বল, তোমার ঘরের আলো নিভিয়ে দাও ও "বিসমিল্লাহ" বল। তোমার পানির পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ ও "বিসমিল্লাহ" বল এবং তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ ও "বিসমিল্লাহ" বল। এমনকি সামান্য কিছু হলেও তার উপর কিছু দিয়ে রাখ।"[২] (অর্থাৎ: প্রতিটি কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে করবে।)

◆ **খাদেমের সাথে আহার করা:**

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: "যখন তোমাদের কারো নিকট তার খাদেম খানা নিয়ে আসে, আর সে যদি তাকে তার সাথে না বসায়, তবে তাকে অন্তত কিছু খাবার বা (তা থেকে) এক-দু

১. মুসলিম হাঃ নং ২০৪৪
২. বুখারী হাঃ নং ৩২৮০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০১২

লোকমা যেন প্রদান করে। কেননা সে খাদ্য তৈরীর তাপ ও যাবতীয় কষ্ট সহ্য করেছে।"[১]

◆ **যদি খানা সালাতের আগে উপস্থিত হয় তাহলে প্রথমে খানা খাওয়া:**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ..».متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:"যখন রাতের খাবার এসে যায় এবং সালাতের একামত দেয়া হয় তখন তোমরা প্রথমে রাতের খাবার খেয়ে নাও।"[২]

◆ **প্লেট থেকে খাওয়ার পদ্ধতি:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

ইবনে আব্বাস (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যখন তোমাদের কেউ খানা খাবে সে যেন প্লেটের (মাঝের) উপর থেকে না খায়; বরং সে যেন তার নিচ (পার্শ্ব) থেকে খায়। কেননা মধ্যখানে বরকত অবতীর্ণ হয়।"[৩]

◆ **দুধ পান করলে কি করবে:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ:« إِنَّ لَهُ دَسَمًا ». متفق عليه.

১. বুখারী হাঃ নং ৫৪৬০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৬৩
২. বুখারী হাঃ নং ৫৪৬৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৫৫৭
৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৭৭২ শব্দগুলি তার , ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৭৭

ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) কিছু দুধ পান করার পর পানি নিয়ে ডাকেন ও কুলি করেন এবং বলেন: "দুধ তৈলাক্ত জিনিস।"[১]

◆ পানাহারের পরে আল্লাহর প্রসংশা করার ফজিলত:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». أخرجه مسلم.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দার প্রতি সন্তুষ্টি হয় যখন সে খানা খেয়ে তার প্রসংশা করে বা পান করে তার প্রসংশা করে।"[২]

◆ আহারের পরে কি দোয়া বলবে:

عن مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

১. মু'য়ায ইবনে আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: "যে ব্যক্তি আহার করার পর বলল: "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'য়ামানী হাযাতত্বয়ামা ওয়া রাজাকানীহি মিন গাইরি হাওলিমমিন্নী ওয়া লাা কুওয়্যাহ।" তার বিগত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[৩]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا». أخرجه البخاري.

২. আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) যখন তার দস্তরখানা উঠাতেন তখন বলতেন:"আলহামদুলিল্লাহি কাসীরান তাইয়িবান

---

১. বুখারী হাঃ নং ২১১ ও মুসলিম হাঃ নং ৩৫৮ শব্দগুলি তার

২. মুসলিম হা: নং ২৭৩৪

৩. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০২৩ শব্দগুলি তার, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৮৫

মুবাারাকান ফীহ, গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়া লাা মুয়াদদা'য়িন ওয়ালা মুস্তাগনান 'আনহু রব্বানাা।"[১]

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: « الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ». أخرجه البخاري.

৩. আবু উমামা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] যখন খানা খাওয়া শেষ করতেন, বর্ণনাকারী একবার বলে, দস্তর খানা উঠিয়ে নিতেন তখন তিনি বলতেন: "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফাানাা ওয়া আরওয়াানাা গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়া লাা মাকফূরিন।"[২]

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ:« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا». أخرجه أبوداود.

৪. আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) যখন পানাহার করতেন তখন বলতেন: "আল হামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্ব'য়ামা ওয়া সাকা ওয়া সাওয়াগাহু ওয়া জা'য়ালা লাহু মাখরাজাা।"[৩]

« اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ». أخرجه أحمد.

৫. আল্লাহুম্মা আত্ব'আমতা, ওয়া আসকাইতা, ওয়া আগনাইতা, ওয়া আক্বনাইতা, ওয়া হাদাইতা, ওয়া আহ্ইয়াইতা, ফালাকালহামদু 'আলাা মাা আ'ত্বইতা।"[৪]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৪৫৮
২. বুখারী হা: নং ৫৪৫৯
৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৮৫১
৪. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৬৭১২, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৭১

◆ মেহমানের আগমন ও প্রত্যাগমনের সময়:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ ٥٣ ﴾ الأحزاب: ٥٣

“হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমারা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করেই খাওয়ার জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করা হলে তোমরা প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষে চলে যাও, তোমরা কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ো না।”

[সূরা আহযাব: ৫৪]

◆ মেহমানের পক্ষ হতে মেজবানের জন্য দোয়া:

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ » أخرجه مسلم.

১. “আল্লাহুম্মা বাারিকলাহুম ফী মাা রাজাকতাহুম, ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম।”[১]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) সা'দ ইবনে উবাদার বাড়িতে আসেন, অত:পর সা'দ রুটি ও তৈল পেশ করলে তিনি খাওয়ার পর বলেন: “আফত্বরা 'ইন্দাকুমস্‌স-য়িমূন, ওয়া আকালা ত্ব'য়ামাকুমুল আবরাার, ওয়া সল্লাত 'আলাইকুমল মালাাইকাহ্।”[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২০৪২

২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৮৫৪, শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৭৪৭

◆ পানি পান করানো বা ইচ্ছা পোষণকারীর জন্য দোয়া:

« **اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي** ». أخرجه مسلم.

“আল্লাহুম্মা আত‘ইম মান আত্ব‘আমানী, ওয়া আসক্বি মান আসক্ব–নী।”[১]
আসক্ব–নী।”[১]

১. মুসলিম হাঃ নং ২০৫৫

৩- রাস্তা ও বাজারের আদব ও শিষ্টাচার

◆ **রাস্তার অধিকার:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ». متفق عليه.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী (দ:) বলেছেন: "তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বেঁচে থাক" সাহাবায়ে কেরাম বলেন: হে আল্লাহর রসূল! রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলা ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নেই। অত:পর তিনি বলেন: তোমাদের (রাস্তায়) বসা ব্যতীত উপায় নেই। অতএব, তোমরা রাস্তার অধিকার প্রদান করবে। তাঁরা বলেন: রাস্তার আবার অধিকার কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বলেন:"দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করা।"[১]

وفي لفظ:« اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ قَالَ إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ».

أخرجه مسلم.

২. অন্য বর্ণনায় রয়েছে:"তোমরা ব্যাপক লোক চলাচলের রাস্তায় বসা থেকে বাঁচ," আমরা বললাম: অবশ্য আমরা যেখানে কোন অসুবিধা হয় না সেখানে বসে, আলাপ-আলাচনা ও কথোপকথন করি। তিনি বলেন:

১. বুখারী হাঃ নং ৬২২৯ শব্দাবলী বুখারীর ও মুসলিম হাঃ নং ২১২১

" যদি বস্তে হয় তাহলে রাস্তার অধিকার আদায় কর, তাহলো: দৃষ্টি অবনমিত রাখা, সালামের জবাব দেয়া ও উত্তম কথা বলা।[১]

وَفِي لَفْظٍ: « وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوف وَتَهْدُوا الضَّالَّ». أخرجه أبو داود.

৩. অন্য বর্ণনায় রয়েছে: মাজলুমের সাহায্য করবে ও পথভুলাকে রাস্তা দেখাবে।"[২]

◆ রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ».

متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: "জনৈক ব্যক্তিকে আমি জান্নাতে এমন একটি গাছে ঘুরাঘুরি করতে দেখি যে গাছটিকে সে রাস্তার মধ্য থেকে কেটে ফেলেছিল। কেননা তা মানুষকে কষ্ট দিত।"[৩]

◆ রাস্তায় পেশাব-পায়খানা না করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ». قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:« الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». أخرجه مسلم.

আবূ হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তোমরা দু'টি অভিশাপকারী থেকে বেঁচে থাক। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, দু'টি

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৮১৭
২. বুখারী হাঃ নং ৩০ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৬১
৩. বুখারী হাঃ নং ১৩৫৬, ৬৫২ ও মুসলিম কিতাবুল বির হাঃ নং ১৯১৪, শব্দগুলি মুসলিমের

অভিশাপকারী কি হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন:" যে মানুষের রাস্তায় অথবা ছায়াতে পেশাব-পায়খানা করে।"[১]

◆ **কিবলার দিকে থুথু ফেলা নিষেধ:**

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ». أخرجه ابن خزيمة وأبوداود.

হুজাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: যে ব্যক্তি কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন উক্ত থুথু তার উভয় চোখের মাঝে পেশ করা হবে।[২]

◆ **যানবাহনে আরোহণের সময় কি বলবে:**

﴿ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ ﴾ الزخرف: ١٣

"সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানাা হাযাা ওয়ামাা কুন্নাা লাহূ মুক্বরিনীন"

◆ **চলার পথে সোয়ারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা ও রাত্রে সফরকালে রাস্তার উপর অবতরণ না করা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ».

أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যখন তোমরা শস্য-শ্যামল ভূমিতে সফর কর তখন তোমরা উটকে জমিন থেকে তার প্রাপ্য প্রদান কর। পক্ষান্তরে যখন তোমরা

১. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯
২. হাদীসটি সহীহ, ইবনে খুযাইমা হাঃ নং ১৩১৪, দেখুন সিলসিলা সহীহাঃ হাঃ নং ২২২ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৩৮২৪

দুর্ভিক্ষকবলিত অনাবাদী ভূমিতে সফর কর তখন তোমরা তাকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাও। আর যদি তোমরা রাত্রিতে অবতরণ কর, তবে তোমরা রাস্তা থেকে বেঁচে থেক, কেননা তা রাতের সময় বিষাক্ত ও হিংস্র জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল।"[১]

◆ অহংকারী ব্যক্তির মত চলা থেকে বিরত থাকা:

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ﴾ لقمان: ١٨

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" [সূরা লোকমান: ১৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"যখন একজন মানুষ চলার সময় তার কেশগুচ্ছ ও চাদর তাকে অহংকারে পতিত করে তখন জমিন তাকে ধ্বসিয়ে ফেলে। সে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত জমিনে ঢুকতেই থাকবে।"[২]

◆ ক্রয়-বিক্রয়ে মহানুভবতা:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى». أخرجه البخاري.

১. মুসলিম হাঃ নং ১৯২৬

২. বুখারী হাঃ নং ৫৭৮৯ ও মুসলিম হাঃ নং ২০৮৮ শব্দ তারই

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেন: "আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন,

যে মহানুভবতার সাথে ক্রয়- বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়।"[১]

◆ **ঋণ পরিশোধের সময় হলে তা আদায় করা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন:"ধনীর (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে কোন ধনী ব্যক্তির দিকে হাওয়ালা করা হয়, সে যেন তা গ্রহণ করে নেয়।"[২]

◆ **অভাবীকে পরিশোধের জন্য অবকাশ দেয়া ও ক্ষমা প্রদান:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: জনৈক ব্যবসায়ী লোকদেরকে ঋণ দিত, আর যখন কোন অভাবগ্রস্তকে দেখত, সে তার কর্মচারীদেরকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।"[৩]

◆ **সালাতের সময় ক্রয়-বিক্রয় না করা:**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

১. বুখারী হাঃ নং ২০৭৬
২. বুখারী হাঃ নং ২২৮৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৫৬৪
৩. বুখারী হাঃ নং ২০৭৮ ও শব্দগুলি বুখারীর ও মুসলিম হাঃ নং ১৫৬২

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠﴾ الجمعة: ٩ - ١٠

"হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, তা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর। আর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহর অধিক জিকির করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

[সূরাঃ জুমু'য়াহঃ ৯-১০]

◆ সর্বাবস্থায় ইনসাফ বজায় রাখাঃ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦﴾ المطففين: ١ - ٦

"মাপে যারা কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকদের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পুরোপুরি গ্রহণ করে। আর যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। ওরা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, মহাদিবসে যেদিন সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াবে।" [সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: ১-৬]

◆ বেশি বেশি শপথ না করাঃ

عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ».متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:)কে বলতে শুনেছি যে, “মিথ্যা শপথে পণ্য বাজারজাত হয়ে যায় বটে; কিন্তু তা বরকত মিটিয়ে দেয়।”[১]

◆ হারাম ও জঘন্য জিনিস ক্রয়-বিক্রয় এবং লেন-দেন পরিহার করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ﴿٢٧٥﴾﴾ البقرة: ٢٧٥

“আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।” [সূরা বাকারা: ২৭৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾﴾ المائدة: ٩٠

“হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি-আস্তানা ও ভাগ্যনির্ণয়ক তীর, ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফল হতে পার।” [সূরা মায়িদা: ৯০]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴿١٥٧﴾﴾ الأعراف: ١٥٧

“---- আর (তিনি-মুহাম্মাদ ﷺ) তাদের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তুকে হারাম করেন।” [সূরা আ'রাফ: ১৫৭]

---

১. বুখারী হাঃ নং ২০৮৭ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬০৬, শব্দগুলি মুসলিমের

◆ মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ:« مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:« أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) খাদ্যের স্তুপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে যায়, তখন তিনি বলেন: হে খাদ্যওয়ালা একি? সে বলল: হে আল্লাহর রসূল! (দ:) এতো আকাশের বৃষ্টির ফলে। তিনি বলেন: "তুমি তা খাদের উপরে রাখনি কেন যাতে লোকেরা দেখত। যে প্রতারণা করে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১]

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». متفق عليه.

২. হাকীম ইবনে হেজাম (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (দ:) বলেছেন: ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়।"[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ১০২।

২. বুখারী হাঃ নং ২০৭৯ শব্দগুলি বুখারীর ও মুসলিম হাঃ নং ১৫৩২

◆ পণ্যের অবৈধ মজুত না করা:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَالَ:« لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ». أخرجه مسلم.

মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:"একমাত্র ভুলকারীই মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুত করে।"[১]

১. মুসলিম হাঃ নং ১৬০৫

৪- সফরের আদব ও শিষ্টাচার

◆ নেক ব্যক্তিদের অসিয়ত কামনা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي قَالَ:« عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ: اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলে: হে আল্লাহর রসূল! আমি সফর করতে ইচ্ছুক অতএব, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন, তিনি বলেন: "তোমার জন্য আল্লাহ ভীতি অপরিহার্য এবং প্রতিটি উঁচু স্থানে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ঐ ব্যক্তি যখন ফিরে চলে গেল, তিনি বললেন: "হে আল্লাহ তুমি তার জন্য জমিনকে গুটিয়ে দাও এবং তার সফরকে সহজ করে দাও।"[১]

◆ সফরের শুরুতে মুসাফিরের জন্য দোয়া:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا فَيَقُولُ: « أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ ». أخرجه الترمذي والحاكم.

ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) আমাদেরকে বিদায় জানানোর সময় বলতেন: [আসতাওদি'উল্লাহা দ্বীনাকা ওয়া আমানাতিকা ওয়া খাওয়াতীমা 'আমালিক্] "আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও তোমার জীবনের শেষ আমল আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম।"[২]

---

১. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৪৫, শব্দগুলি তিরমিযীর ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৭৭১

২. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৪৩, শব্দগুলি তিরমিযীর ও হাকেম হাঃ নং ১৬১৭ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৪

◆ **অবস্থানকারীদের জন্য মুসাফিরের দোয়া:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا يُضِيعُ وَدَائِعُهُ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) আমাকে ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে বলেন: [আসতাওদি'উকাল্লাহাল্লাযী লাা ইউযী'য়ু ওয়াদাাই'য়ুহ্ "আমি তোমাকে সেই আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে যাচ্ছি যিনি তাঁর আমানতসমূহ নষ্ট করেন না।"[১]

◆ **সৎসঙ্গীর সাথে সফর:**

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً». متفق عليه.

আবু মুসা (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো: সুগন্ধ বহনকারী (অঅতর বিক্রেতা) ও হাপর ফুৎকার প্রদানকারী (কামার)-এর মত। সুগন্ধ বহনকারী হয়ত তোমাকে সুগন্ধময় করবে অথবা তুমি তার থেকে ক্রয় করবে কিংবা (কমপক্ষে) তুমি তা থেকে সুগন্ধ পাবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুঁ প্রদানকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা (কমপক্ষে) দুর্গন্ধ পাবে।"[২]

◆ **একাকী সফর না করা:**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ». أخرجه البخاري.

---

১. হাদীসটির সনদ-সূত্র উত্তম, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ৯২১৯, শব্দগুলি মুসনাদে আহমাদের। দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৬ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৮২৫

২. বুখারী হাঃ নং ৫৫৩৪ শব্দগুলি বুখারীর ও মুসলিম হাঃ নং ২৬২৮

১. ইবনে উমার (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: একাকী সফরে কি (অসুবিধা) রয়েছে আমি যা জানি মানুষ তা যদি জানত তবে কোন সওয়ারী রাতে একাকী চলত না।"[১]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ». أخرجه أبو داود والترمذي.

২. আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা ও তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন: একজন সওয়ারী এক শয়তান, ও দুইজন সোয়ারী দুই শয়তান স্বরূপ আর তিনজন সোয়ারী তো একটি কাফেলা।"[২]

◆ **কুকুর ও ঘন্টা সঙ্গে নিয়ে সফর না করা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: যে সফরে কুকুর ও ঘন্টা থাকে ফেরেশতারা সে সফরে সঙ্গী হিসেবে থাকে না।"[৩]

◆ **সঙ্গী-সাথীকে সফরে ও অন্য ক্ষেত্রে সাহায্য করা:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ ».أخرجه مسلم.

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৯৯৮

২. হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২৬০৭ ও সহীহ আবু দাউদ হাঃ নং ২২৭১ ও তিরমিযী হাঃ নং ১৬৭৪০

৩. মুসলিম হঃ নং ২১১৩

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমরা কোন এক সফরে নবী (দ:)-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সোয়ারীতে আরোহণ করে আগমন করল। বর্ণনাকারী বলেন: অত:পর সে তার দৃষ্টি ডানে-বামে ফিরানো শুরু করল। তা দেখে রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "যার নিকট অতিরিক্ত সোয়ারী আছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে, আর যার নিকট নিজের পাথেয়–এর অতিরিক্ত রয়েছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে।"[১]

◆ **আরোহণের দোয়া:**

﴿ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ۝١٣ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۝١٤ ﴾ الزخرف: ١٣ ـ ١٤

সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানাা হাাযাা ওয়া মাা কুন্নাা লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্নাা ইলাা রব্বিনাা লামুনক্বলিবূন। [সূরা জুখরুফ:১৩-১৪]

◆ **সফরের দোয়া:**

عن ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». أخرجه مسلم.

---

১. মুসলিম হাঃ নং ১৭২৮

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) সফরে বের হওয়ার মুহূর্তে উটের উপর সোজা হয়ে বসে তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলার পর বলতেন:

﴿ سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقۡرِنِینَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

﴾ الزخرف: ١٣ - ١٤

সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানাা হাাযাা ওয়া মাা কুন্নাা লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্নাা ইলাা রব্বিনাা লামুনক্বলিবূন।

"পূত পবিত্র সেই মহান সত্ত্বা যিনি আমাদের জন্য তা বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা তাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রতিপালকের দিকে।"

[সূরা যুখরুফ: ১৩-১৪] এরপর বলতেন:

[আল্লাহুম্মা ইন্নাা নাসআলুকা ফী সাফারিনাা হাাযালবিররা ওয়াত্তাকওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মাা তারযা, আল্লাহুম্মা হাওবিন 'আলাইনাা সাফারিনাা হাাযাা ওয়াত্বি 'আন্নাা বু'দাহ্ , আল্লাহুম্মা আন্তাস স-হিবু ফিস্‌সাফারি ওয়ালখলীফাতু ফিলআহ্‌ল্ , আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন ওয়া'ছায়িস্‌সাফারি ওয়া কা'আাবাতিল মানযরি ওয়া সূইল মনক্বলাবি ফিলমাালি ওয়ালআহ্‌ল।]

"হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি পূণ্যময় কর্ম ও পরহেযগারীতা এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ তোমার নিকট কামনা করি, যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ সফরকে সহজ-সাধ্য করে দাও এবং তার দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দাও।

হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী আর পরিবারের দেখাশুনাকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্চিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্য দর্শন হতে।"

আর যখন নবী (দ:) সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন উক্ত দোয়ার পর বৃদ্ধি করতেন:

[আায়িবূনা, তাায়িবূনা, 'আাবিদূনা, লিরব্বিনাা হাামিদূন]

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকরী, এবাদতকারী ও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী ।]"[১]

◆ **সফরে দু'জন বের হলে কি করবে:**

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ و مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فقَالَ: « يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا». متفق عليه.

আবু মূসা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) তাকে ও মু'য়াযকে ইয়ামেন পাঠানোর সময় বলেন: "তোমরা সহজতা অবলম্বন করবে কঠোরতা করবে না, সুসংবাদ দিবে ভাগিয়ে দিবে না এবং পরস্পরের অনুসরণ করবে ও বিরোধিতা করবে না।"[২]

◆ **তিন বা ততোধিক ব্যক্তি সফরে বের হলে তাদের একজনকে আমীর নিয়োগ করবে:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ». أخرجه أبوداود.

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: যখন তিনজন সফরে বের হবে তখন তারা যেন একজনকে আমীর নিয়োগ করে।"[৩]

◆ **জালেমদের অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করার সময় মুসাফিরের দোয়া:**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ : « لَا

১. মুসলিম হাঃ নং ১৩৪২

২. বুখারী হাঃ নং ৪৩৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৩৩

৩. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২৬০৮ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৩২২

تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী যখন হিজ্র (তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় সামূদ জাতির ধ্বংসলিলা)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন বলেন:"যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের আবাস ভূমিতে প্রবেশ করো না; কিন্তু তাদের যে আজাব পৌঁছেছিল তা তোমাদের পৌছার ভয়ে ক্রন্দ করে প্রবেশ করলে চলবে। অত:পর নবী [ﷺ] বাহনের উপর তাঁর চাদর দ্বারা চেহারা ঢেকে ফেলেন।[১]

◆ উপরে উঠা ও নিচে নামার মুহূর্তে মুসাফির যা বলবে:

عن ابْنِ عُمَرَ ﷺ ...–وفيه–قال: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوْا الثَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا. أخرجه أبو داود.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, (তাতে রয়েছে) তিনি বলেন: নবী (দ:) ও তাঁর বাহিনী যখন উর্দ্ধ পথে উঠতেন, "আল্লাহু আকবার" বলতেন এবং যখন নিচে নামতেন, "সুবহানাল্লাহ" বলতেন।"[২]

◆ সফর অবস্থায় নিদ্রার নিয়ম:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. أخرجه مسلم.

কাতাদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) সফররত অবস্থায় যখন রাত্রি যাপন করতেন তখন তিনি ডান পার্শ্ব হয়ে শুইতেন।

---

[১]. বুখারী হা: নং ৩৩৮০ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২৯৮০

২ . হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৫৯৯

আর যখন ফজরের পূর্বে কোথাও অবস্থান নিতেন তখন তিনি তাঁর হাত খাড়া করে তালুর উপর স্বীয় মাথা রাখতেন।[১]

◆ কোন স্থানে অবতরণকালে দোয়া:

عن خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّها سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». أخرجه مسلم.

খাওলা বিনতে হাকীই আস্‌সালামিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (দ:)কে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি কোন স্থানে আগমন করে বলবে: [আ'ঊযু বিকালিমাাতিল্লাহিত তাামমাাতি মিন শাররি মাা খলাক্ব] আল্লাহর নিকট তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তাঁর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহ্ নাম ও গুণাবলী) এর মাধ্যমে আশ্রয় চাই) যতক্ষণ সে ঐ স্থান থেকে প্রস্থান না করবে ততক্ষণ কোন জিনিস তার ক্ষতি করতে পারবে না।"[২]

◆ মুসাফির যখন প্রভাত করবে তখন যা বলবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ:« سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) যখন কোন সফরে থাকতেন ও প্রভাত করতেন তখন বলতেন: [সামি'আ সাামি'উন বিহামদিল্লাহি ওয়া হুসনি বালাায়িহি 'আলাইনাা রব্বানাা স–হিবনাা ওয়অ আফযিল 'আলাইনাা 'আায়িযান বিল্লাহি মিনান্নাার]"[৩]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৬৮৩
২. মুসলিম হাঃ নং ২৭০৮
৩. মুসলিম হাঃ নং ২৭১৮

◆ সোয়ারী হোঁচট খেলে বলবে:

« بِسْمِ اللهِ ». أخرجه أحمد وأبو داود.

"বিসমিল্লাহ"।[১]

◆ সফরে কোন গ্রাম দেখলে বলবে:

عَنْ صُهَيْبٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلاَّ قَالَ حِيْنَ يَرَاهَا« اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا ». أخرجه النسائي في الكبرى والطحاوي.

সুহাইব (রা:) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী (দ:) যখনই কোন গ্রাম দেখতেন, আর সে গ্রামে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন: [আল্লাহুম্মা রব্বাস্ সামাাওআাতিস্ সাবয়ি ওয়া মাা আযলালনা, ওয়া রব্বাল আরযীনাস্ সাবয়ি ময়া মাা আক্বলালনা, ওয়া রাব্বালশ্ শায়াত্বীনা ওয়অ মাা আযলালনা, ওয়া রব্বালর্ রিয়াহি ওয়া মাা যারাইনা, ফাইন্নাা নাসআলুকা খাইরা হাাযিল ক্বরইয়াতি ওয়া খইরা আহলিহাা, ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শাররিহাা ওয়া শাররি আহলিহাা ওয়া শাররি মাা ফীহা] "হে সপ্তাকাশ ও যা কিছু তার নিচে রয়েছে তার অধিপতি, হে সপ্ত জমিন ও তার উপরে যা কিছু রয়েছে তার মালিক, শয়তানদের ও যাদের তারা পথভ্রষ্ট করেছে তাদের রব এবং হে প্রবাহিত বাতাস ও বাতাসে যা কিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়, তার প্রভু। নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট এই গ্রাম ও এর অধিবাসীদের কল্যাণ কামনা করি এবং আমরা আপনার নিকট এই গ্রাম ও গ্রাম বাসীদের ও এর মধ্যে যে অনিষ্ট ও অমঙ্গল আছে তা হতে আশ্রয় চাই।"[২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমদ হাঃ নং ২০৮৬৭ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৪৯৮২

২. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ ও সুনানে কুবরা হাঃ নং ৮৮২৬ ও তাহাভীর মুশকিলুল আসার হাঃ নং ৫৬৯৩। দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৭৫৯

◆ বৃহস্পতিবার সফর করা মুস্তাহাব:

عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. وفي لفظ: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ. أخرجه البخاري.

কা'ব ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) তাবুক যুদ্ধের জন্যে বৃহস্পতিবার বেরিয়ে ছিলেন। আর তিনি সাধারণত বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়াই পছন্দ করতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তিনি বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্য কোন দিন খুব কমই সফর করতেন।"[১]

◆ প্রভাতে সফরে বের হওয়া এবং রাত্রিতে চলা:

عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» قَالَ :وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ . أخرجه أحمد وأبوداود.

১. সাখ্র আল-গামেদী (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: "হে আল্লাহ তুমি আমার উম্মতের প্রভাতে বরকত দান করুন। আর বর্ণনাকারী বলে, তিনি [ﷺ] যখন কোন অভিযান বা সৈন্যদল প্রেরণ করতেন তাদেরকে দিনের শুরুতে পাঠাতেন।" [২]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ». أخرجه أحمد وأبوداود.

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৯৪৯-২৯৫০

২. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ১৫৫২২ ও আবু দাউদ হাঃ নং ২৬০৬ শব্দগুলি তার

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: "তোমরা ফজরের পূর্বে অন্ধকার অবস্থায় সফর এখতিয়ার কর, কেননা রাত্রিতে জমিনকে গুটিয়ে দেওয়া হয়।"[১]

◆ হজ্ব বা অন্য সফর হতে ফিরার পর কি বলবে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ:« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (দ:) যখনই কোন যুদ্ধ, বা হজ্ব কিংবা উমরা হতে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলতেন এবং পরে বলতেন: [লাা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর, আায়িবূনা, তাায়িবূনা, 'আাবিদূনা, সাজিদুনা, লিরব্বিনাা হাামিদূন। সদাকাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা 'আব্দাহু ওয়া হাজামাল আজ্জাবা ওয়াহ্দাহ্।"

"আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় ক্ষমতা এবং সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, এবাদতকারী, সেজদাহকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল শত্রুকে পরাজিত করেছেন।[২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ১৫১৫৭ ও আবু দাউদ হাঃ নং ২৫৭১ শব্দগুলি তার

২. বুখারী হাঃ নং ১৭৯৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৪

◆ প্রয়োজন সেরে মুসাফির কি করবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন:"সফর আজাবের একটি অংশ। যা তোমাদেরকে নিদ্রা ও পানাহার থেকে বিরত রাখে। অতএব, সফরকারী তার প্রয়োজন পূর্ণ করে যেন দ্রুত পরিজনের নিকট চলে আসে।"[১]

◆ সফর সেরে আগমনের সময়:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ . متفق عليه.

১. কা'ব ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) সফর (সেরে) দিনের প্রথম প্রহর ব্যতীত (বাড়িতে) আগমন করতেন না। যখন তিনি আগমন করতেন প্রথমে মসজিদে ঢুকতেন এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। অত:পর সেখানে বসতেন।[২]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً . متفق عليه.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) রাত্রে কখনও পরিবারের নিকট আগমন করতেন না। তিনি প্রভাত কিংবা বিকালে আগমন করতেন।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩০০১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৯২৭
২. বুখারী হাঃ নং ১৮০০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৯২৮

◆ **সফর শেষে রাত্রিতে আগমন করলে পরিবারকে অবহিত করা সুন্নত:**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: « إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ».

متفق عليه.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: তুমি যদি (পরিবারের নিকট) রাত্রে আগমন করতে চাও, তবে তুমি তার নাভির নিচ পরিস্কার ও এলোমেলো চুল চিরুনি না করা পর্যন্ত প্রবেশ করবে না।[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৫২৪৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৭১৫

৫- ঘুম ও জাগ্রত হওয়ার আদব

◆ নিদ্রা যাওয়ার সময় যা করণীয়:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« أَطْفِئُوا الْمَصَـــابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ». متفق عليه.

জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "রাতে যখন তোমরা ঘুমাবে আলো নিভিয়ে দাও, দরজা বন্ধ কর, পানির পাত্রগুলি এবং খাদ্য-পানীয় বস্তু ঢেকে রাখ।"[১]

◆ নিদ্রার পূর্বে হাত চর্বি ও অন্যান্য গন্ধ মুক্ত করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: " তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হাত ধৌত না করে চর্বি জাতীয় গন্ধ নিয়ে ঘুমায়। অত:পর তার কোন সমস্যা ঘটে তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষারোপ না করে।"[২]

◆ অযু অবস্থায় ঘুমানোর ফজিলত:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنْ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَـــاهُ إِيَّاهُ ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

১. মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "যে কোন মুসলিম ব্যক্তি পবিত্রাসহ জিকির করা অবস্থায় ঘুমাবে। অত:পর রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৯৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০১২

২. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৮৬০ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩২৯৭ শব্দগুলি তার

মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দান করবেন।[১]

◆ মুসলিম ব্যক্তি ঘুমানোর সময় কুরআন হতে যা পড়বে:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. أخرجه البخاري.

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) যখন বিছানায় যেতেন প্রত্যেক রাতেই তিনি উভয় হাত একত্রিত করে তাতে "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ", কুল আ'উযুবি রব্বিল ফালাক" এবং "কুল আ'উযুবি রব্বিননাস" পড়তেন ও ফুঁ দিতেন। অত:পর যথা সম্ভব স্বীয় শরীরে উক্ত হাত বুলাতেন। আর (এভাবে) উভয় হাত দ্বারা শুরু করতেন এবং মাথা ও চেহারা হতে এবং শরীরের সম্মুখ অংশে অনুরূপ তিনি তিনবার করতেন।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ». أخرجه البخاري.

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০৪২ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৮১

২. বুখারী হাঃ নং ৫০১৭

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) আমাকে রমজান মাসের জাকাতের মাল হেফাজত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। এমন সময় একজন আগন্তুক এসে খাদ্য হতে মুষ্টিভরে নেয়া শুরু করল, আমি তাকে গ্রেফতার করে বললাম: আমি তোমাকে অবশ্যই রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট উপস্থিত করব। (অত:পর সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। (পরিশেষে আগন্তুক) বলে: আপনি যখন বিছানায় যাবেন তখন আয়াতুল কুরসী পড়বেন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার সাথে একজন সর্বদা পাহারাদার থাকবেন, সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। অত:পর নবী (দ:) বলেন: "সে তো তোমাকে যা বলেছে সত্য বলেছে কিন্তু সে তো প্রকৃতপক্ষে বড় মিথ্যুক, সে তো শয়তান।[১]

◆ নিদ্রার সময় 'আল্লাহু আকবার', 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها جَاءَتْ تَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ ، قَالَتْ .... فَأَتَانَا وَقَدْ أخذنا مَضَاجِعَنَا ..... فقال:« أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ». متفق عليه.

আলী (রা:) হতে বর্ণিত, ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (দ:)-এর নিকট একটি খাদেমের জন্য আসে কিন্তু তাঁকে পায়নি,------- যখন নবী (দ:) আসেন, তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর নিকট বিষয়টি বলেন। -------। আমরা শয়ন করলে তিনি [ﷺ] আসেন এবং বলেন: "তোমরা আমার নিকট যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান দিব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" এবং তেত্রিশবার

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫০১০

“সুবহানাল্লাহ” বলবে, এটাই তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ।”[১]

◆ প্রয়োজনের অধিক শয্যার না করা:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ:«فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ».

أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) তাকে বললেন: একটি শয্যা হবে পুরুষের দ্বিতীয়টি তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি মেহমানের এবং চতুর্থটি শয়তানের।[২]

◆ তিনবার বিছানা ঝাড়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ». متفق عليه وفي لفظ:« فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) বলেছেন: “তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন বিছানায় যাবে সে যেন তার বিছানাটি তার লুঙ্গির পাড়-পার্শ্ব দ্বারা ঝেড়ে নেয়; কেননা সে জানেনা পরবর্তীতে বিছানার উপর কি হয়েছে। অত:পর সে বলবে: “বিসমিকা রব্বী ওয়া‘তু জানবী, ওয়াবিকা আরফা‘উহু, ইন আমসাকতা নাফসী ফারহামহাা, ওয়া ইন আরসালতাহাা ফাহফাজহাা বিমাা তাহফাজু বিহী ‘ইবাাদাকাস্ স–লেহীন।”

১. বুখারী হাঃ নং ৩১১৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৭২৭
২. মুসলিম হাঃ নং ২০৮৪

"হে আমার রব! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্ব (বিছানায়) রাখলাম, তোমার সাহায্যেই তা উঠাবো, তুমি যদি আমার আত্মাকে নিয়ে নাও তবে তার প্রতি দয়া কর, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে যেভাবে তুমি তোমার সৎবান্দাদেরকে হেফাজত কর সেভাবে তাকে হেফাজত কর।[১]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: সে যেন বিছানা তার কাপড়ের পাড়-পার্শ্ব দ্বারা তিনবার ঝেড়ে নেয়।"[২]

◆ ওযু অবস্থায় ডান পার্শ্ব হয়ে ঘুমান:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ». متفق عليه.

বারা' ইবনে আজেব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) আমাকে বলেছেন: "যখন তুমি তোমার বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করবে, তারপর তোমার ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করবে এবং বলবে:

[আল্লাহুম্মা আসলামতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাওওয়াযতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজা'তু যহরী ইলাইকা রগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লাা মালজাআ ওয়া লাা মানজাা মিনকা ইল্লাা ইলাইকা, আল্লাহুম্মা আমান্তু বিকিতাাবিকাল্লাযী আনজালতা ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা]

---

১ . বুখারী হাঃ নং ৬৩২০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৭১৪

২ . বুখারী হাঃ নং ৭৩৯৩

"হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার প্রতি সঁপে দিলাম, আর আমার সমস্ত কাজ তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম, আমার পৃষ্টদেশকে তোমার দিকেই ঝুকিয়ে দিলাম, এসব তোমারই রহমতের আশায় এবং তোমারই আজাবের ভয়ে। তোমার নিকট ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও তোমার নিকট থেকে মুক্তির পথ নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছো এবং যে নবীকে তুমি প্রেরণ করেছ তার প্রতি ঈমান এনেছি।" (এরপর নবী (দ:) বলেন: যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর তবে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর এগুলিকে তুমি সর্বশেষে বলবে।"[১]

◆ ঘুমানো ও জাগ্রত হওয়ার সময় যা বলবে:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ:

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ». أخرجه مسلم.

১. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) যখন তাঁর বিছানায় গমন করতেন তিনি বলতেন: [আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানাা, ওয়াসাক্ব–নাা, ওয়াকাফানাা, ওয়াআাওয়াানাা, ফাকাম মিম্মান লাা ক্যাফিয়া লাহু ওয়া লাা মু'বিয়া]

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাদেরকে পানাহার করান, যিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং যিনি আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেন। এমন কত মানুষ রয়েছে যার নেই কোন যথেষ্টকারী এবং নেই কোন আশ্রয় দাতা।"[২]

« اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ ». أخرجه مسلم.

---

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩১১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৭১০
২. মুসলিম হাঃ নং ২৭১৫

২. [আল্লাহুম্মা খলাকতা নাফসী ওয়া আন্তা তাওয়াফফাহাা লাকা মামাাতুহা ওয়া মাহ্ইয়াাহাা, ইন আহ্ইয়াইতাহাা ফাহফাযহাা, ওয়া ইন আমাত্তাহাা ফাগফির লাহাা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আাফিয়াহ]

"হে আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই তাকে পূর্ণতা দান করেছ। তোমার নিকটেই তার মৃত্যু ও জীবন। যদি তুমি তাকে জীবিত রাখ তার হিফাজত কর আর যদি মৃত্যু দান কর তবে তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই।"[১]

« اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ ». أخرجه مسلم.

৩. ডান কাঁধ হয়ে শুয়ে বলবে: [আল্লাহুম্মা রব্বাস্ সামাাওয়াাতি ওয়া রব্বাল আরযি ওয়া রব্বাল 'আরশিল 'আযীম, রব্বানাা ওয়া রব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফাালিক্বল হাব্বি ওয়ান্নাওয়া ওয়া মুনজিলাত তাওরাাতি ওয়াল ইঞ্জীলি ওয়াল ফুরক্ব-ন, আ'ঊযু বিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন অন্তা আাখিযুন বিনাাসিয়াতিহি, আল্লাহুম্মা আন্তাল আওয়ালু ফালাইসা ফক্বাবলাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্তাল আাখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্তায য-হিরু ফালাইসা ফাওক্বকা শাইয়ুন, ওয়াান্তাল বাাত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইয়ুন, ইক্বযি 'আন্নাদ দাইনা ওয়া আগনিনাা মিনাল ফাক্বরি]

"হে আল্লাহ! তুমি আকাশ মণ্ডলির রব, তুমি জমিনের রব, তুমি মহাআরশের রব, আমাদের রব এবং প্রত্যেক বস্তুর রব। বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি, তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান তথা

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭১২

কুরআনের অবতীর্ণকারী তুমি। আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যার সবকিছু তোমারই অধীনে। হে আল্লাহ! তুমিই অনাদি, তোমার পূর্বে কোন কিছুই নেই। তুমিই অনন্ত তোমার পর কোন কিছুই থাকবে না। তুমিই প্রকাশমান, তোমর উপর কিছুই নেই। তুমিই অপ্রকাশ্য তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্রতা হতে মুক্ত রাখ।"[১]

« اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِـــرْكِهِ ». أخرجه الطيالسي والترمذي.

৪. [আল্লাহুম্মা 'আ্যালিমাল গাইবি ওয়াশ্‌শাহাদাহ্, ফাত্বিরিস্ সামাওয়াতি ওয়ালআরয্, রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহ্, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আ'উযু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শায়ত্ব–নি ওয়া শিরকিহ্]

"হে আল্লাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তুমিই। তুমিই সব কিছুর রব ও অধিপতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় চাই এবং আমি আশ্রয় চাই শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট হতে।[২]

عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ:« اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». أخرجه أحمد.

৫. বারা ইবনে আযেব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) যখন শয়ন করতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাত গালের নিচে রেখে বলতেন: [আল্লাহুম্মা ক্বিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু 'ইবাদাক্]

১. সহীহ মুসলিম হাঃ নং ২৭১৩
২. হাদীসটি সহীহ, আত্তায়ালিসী হাঃ নং ৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ৩৩৯২

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আজাব-শাস্তি হতে বাঁচাও যে দিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে উঠাবে।”[১]

عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ:« بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى ». أخرجه أبو داود.

৬. আবু আজহার আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) রাত্রে যখন বিছানায় যেতেন তখন বলতেন: [বিসমিল্লাহি ওয়ায‘তু জাম্বী, আল্লাহুম্মাগফির লী যাম্বী, ওয়া আখসি’ শায়তানী, ওয়া ফুক্কা রিহানী, ওয়াজ‘আলনী ফিন্নাদিয়্যিল আ‘লা]

“আল্লাহর নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ স্থাপন করলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ কর। আমার মধ্যে যে শয়তান আছে তাকে লাঞ্ছিত কর, আমার বন্ধক মুক্ত কর এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ দানশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর।”[২]

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ:« اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ:« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

متفق عليه.

৭. হুজাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) যখন রাত্রে বিছানা গ্রহণ করতেন তখন তিনি স্বীয় হাত গালের নিচে রেখে বলতেন:

[আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া]

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করলাম (ঘুমালাম) এবং তোমার নামেই জীবিত হব।”

---

১. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ১৮৬৫৯ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৭৫৪
২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০৫৪

যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন:

[আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানাা বা'দা মাা আমাাতানাা ওয়া ইলাইহিন্নুশূর]

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মারার পর পুনরায় জীবিত করেন এবং তাঁর দিকেই পুনরুত্থিত হতে হবে।"[১]

◆ রাতে নিদ্রাহীন অবস্থায় পাশ পরিবর্তন ও বিড়বিড় করার সময় কি বলবে ও কি করবে:

عن عُبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ». أخرجه البخاري.

উবাদাহ ইবনে সামেত (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: যে ব্যক্তি রাতে পাশ পরিবর্তন ও বিড়িবিড় করার সময় এই দোয়া পড়ে:

[লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাা শারীকা লাহু, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদু ওয়া হুওয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সুবহাানাল্লাহি ওয়া লাা ইলাাহাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়্যাতা ইল্লাা বিল্লাহ্ (অত:পর বলে) আল্লাহুম্মাগফির লী]

"এক আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক তার কোন শরীক নেই, আধিপত্য তাঁরই। তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। আল্লাহ মহান। আল্লাহর তাওফীক

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩১৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৭১১

ব্যতীত গুনাহ হতে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই। অত:পর বলে: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন বা অন্য দোয়া করে তবে তার দোয়া কবুল করা হয়। অত:পর যদি ওযু করে সালাত আদায় করে তবে তার সালাত কবুল করা হয়।”[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ১১৫৪

৬-স্বপ্নের আদব

◆ স্বপ্নের প্রকার:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: « إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ ». **متفق عليه.**

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যখন কিয়ামত সন্নিকটে হবে তখন মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। তোমাদের মাঝে সবচেয়ে যে সত্যবাদী তার স্বপ্ন সবচেয়ে বেশি সত্য হবে। আর মুসলিমের স্বপ্ন নবুয়াতের ৪৫ ভাগের একভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকার: (১) নেক স্বপ্ন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। (২) শয়তানের পক্ষ হতে স্বপ্ন দুশ্চিন্তায় ফেলানর জন্য। (৩) মানুষ মনে মনে যা জল্পনা-কল্পনা করে সে স্বপ্ন। অতএব; তোমাদের কেউ অপছন্দ করে এমন স্বপ্ন দেখলে উঠে সালাত আদায় করবে এবং তা মানুষকে বলবে না।"[১]

◆ যখন ঘুমে যা পছন্দ করে বা ঘৃণা করে দেখবে তখন কি করবে ও কি বলবে:

عن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». متفق عليه.

[১]. বুখারী হা: নং ৭০১৭ মুসলিম হা: নং ২২৬৩ শব্দ তারই

১. আবু কাতাদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (দ:)কে বলতে শুনেছি: ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে। অতএব, তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে, সে যেন যাকে পছন্দ করে তাকে ব্যতীত অন্যের নিকট বর্ণনা না করে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন তার ও শয়তানের অনিষ্টতা হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে। বাম পার্শ্বের তিনবার থুথুর ছিটা ফেলে এবং কারো নিকট বর্ণনা না করে। তবে তাকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ». أخرجه البخاري.

২. আবু সাঈদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (দ:) কে বলতে শুনেন: "তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে। সুতরাং সে যেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যদি এ ব্যতীত অন্য কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব সে স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইবে এবং কারো নিকটে তা উল্লেখ করবে না, এতে উহা তার কোন ক্ষতি করবে না।"[২]

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ». وفي لفظ: «فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ ». أخرجه مسلم.

৩. জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ (দ:) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (দ:) বলেন: "যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখল যা সে অপছন্দ

১. বুখারী হাঃ নং ৭০৪৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২২৬১
২. বুখারী হাঃ নং ৭০৪৫

করে, তবে সে যেন তার বাম পার্শ্বে তিনবার থুথুর ছিটা নিক্ষেপ করে। তিনবার শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় (অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব-নির রাজীম' বলে) এবং যে পার্শ্ব হয়ে শায়িত ছিল তার বিপরীত দিকে যেন ঘুরে যায়।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "কোন ব্যক্তি যদি যা অপছন্দ করে এমন কিছু দেখে তবে যেন সে সালাত আদায় করে।"[১]

◆ **ভাল স্বপ্ন দ্বারা আনন্দকরণ:**

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ».

أخرجه البخاري.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (দ:)কে বলতে শুনেছি: "মুবাশশির তথা সুসংবাদদাতা ব্যতীত নবুয়াতের আর কোনকিছু অবশিষ্ট থাকবে না।" তারা বলেন: সুসংবাদদাতা কি? তিনি বলেন: "তা হলো ভাল স্বপ্ন।"[২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ». متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: সৎলোকের উত্তম স্বপ্ন হলো নবুয়াতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ।"[৩]

◆ **ঘুমের মধ্যে নবী (দ:)কে স্বপ্নে দেখা:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২২৬২ ও ২২৬৩
২. বুখারী হাঃ নং ৬৯৯০
৩. বুখারী হাঃ নং ৬৯৮৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২২৬৩

تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তোমরা আমার নামে নামকরণ কর। কিন্তু আমার কুনিয়াত তথা উপনামে তোমরা নাম রেখ না।[১] যে আমাকে (প্রকৃত আকৃতিতে) স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে; কারণ শয়তান আমার (আসল) আকৃতির ন্যায় আকৃতি ধারণ করতে পারে না (তবে অন্য কারো আকৃতি ধারণ করে মিথ্যা বলতে পারে)। যে ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার আসন জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।"[২]

◆ ঘুমের মধ্যে যদি শয়তান কারো সাথে খেল-তামাশা করে তবে যেন সে কাউকে না বলে:

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ:« إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ ».

أخرجه مسلم.

জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল: ঘুমের মধ্যে আমি দেখি যে আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন: নবী (দ:) তাতে হাসলেন ও বললেন: "তোমাদের কারো সাথে ঘুমের মধ্যে শয়তান যদি খেল-তামাশা করে তবে তা যেন সে লোকদের নিকট বর্ণনা না করে।"[৩]

১. ইহা নবী [ﷺ]-এর জীবদ্দশায় নিষেধ ছিল। কিন্তু এখন তাঁর উপনামে নামকরণ জায়েজ রয়েছে।

২. বুখারী হাঃ নং ১১০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৩৪ ও ২২৬৬

৩. মুসলিম হাঃ নং ২২৬৮

৭- অনুমতি গ্রহণের আদব

◆ গৃহে প্রবেশের আদব:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧ ﴾ النور: ٢٧

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" [সূরা নূর: ২৭]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَإِذَا دَخَلۡتُم بُيُوتٗا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةٗ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةٗ طَيِّبَةٗۚ ٦١ ﴾ النور: ٦١

"তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমারা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র।" [সূরা নূর: ৬১]

◆ অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি:

عن أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ». متفق عليه.

১. আবু মূসা আশয়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: "তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চায় আর অনুমতি না দেয়া হয়, সে যেন ফিরে যায়।"[১]

عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ:« اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ: قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ. أخرجه أحمد وأبو داود.

২. রিব'ঈ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: বনি আমেরের একজন ব্যক্তি আমাদেরকে বর্ণনা করে যে, সে নবী (দ:)-এর গৃহে অবস্থানকালে তাঁর নিকট অনুমতি চেয়ে বলে: আমি কি ঢুকবো? নবী (দ:) তখন তাঁর খাদেমকে বলেন: তার নিকট গিয়ে তাকে অনুমতি গ্রহণের আদব শিক্ষা প্রদান করত: তাকে বল: তুমি বল: "আসসালামু 'আলাইকুম" আমি কি প্রবেশ করতে পারি?" লোকটি নবী (দ:)-এর কথা শুনে বলে: "আসসালামু 'আলাইকুম" আমি কি প্রবেশ করতে পারি? অত:পর, নবী (দ:) তাকে অনুমতি দেন আর সে প্রবেশ করে।"[২]

◆ অনুমতি গ্রহণের সময় কোথায় দাঁড়াবে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ». أخرجه أحمد وأبو داود.

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) যখন কারো দরজার নিকট আগমন করতেন, তিনি দরজার মুখামুখি দাঁড়াতেন

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৪৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৫৪
২. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ২৩৫১৫ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৫১৭৭ শব্দগুলি তার

না বরং তার ডানে বা বামে দাঁড়িয়ে বলতেন: “আসসালামু আলাইকুম” “আসসালামু আলাইকুম।” [১]

◆ **অনুমতি গ্রহণকারীকে নাম জিজ্ঞাসা করা হলে সে কি বলবে:**

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ:« مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ..». متفق عليه.

১. উম্মে হানী [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট যাই। সে সময় তিনি গোসল করতে ছিলেন আর ফাতেমা পর্দা দ্বারা আড় করে ঘিরে ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি বলেন: কে? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী। তিনি বললেন: উম্মে হানীকে স্বাগতম।[২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: « مَنْ ذَا؟ »، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ : « أَنَا أَنَا » كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. متفق عليه.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ]-এর নিকট অনুমতি চাইলে বলেন: কে তুমি? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন: আমি আমি। যেন তিনি ইহা ঘৃণা করলেন।[৩]

◆ **দাস-দাসী ও ছোট্টদের অনুমতি গ্রহণের আদব:**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍۚ

১. হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ১৭৮৪৪ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৫১৮৬ শব্দগুলি তার

২. বুখারী হা: নং ২৩৭ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ৩৩৬

৩. বুখারী হা: নং ৬২৫০ শব্দ তারই মুসলিম হা: নং ২১৫০

مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

النور: ٥٨ - ٦١

“হে মু’মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা সাবালক হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময় অনুমতি গ্রহণ করে: ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহারে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ তখন এবং এশার সালাতের পর এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময় অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই, তোমাদের একে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা নূর: ৫৮]

◆ অনুমতি ব্যতীত কাউকে বাদ রেখে গোপনে কথা বলা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লহু আনহুমা) হবে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: তোমরা যদি তিনজন হও তবে তন্মধ্যে দুইজন যেন তাদের সাথীকে বাদ দিয়ে গোপনে কথোপকথন না করে; কেননা তা তাকে চিন্তিত করে ফেলবে।”[১]

◆ অনুমতি ব্যতীত কারো গৃহে না তাকানো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَوْ

১. বুখারী হাঃ নং ৬২৯০ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৮৪ শব্দগুলি তার

أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَـــمْ يَكُـــنْ عَلَيْـــكَ جُنَاحٌ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবুল কাসেম(দ:) বলেন: “অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি যদি তোমার গৃহে উঁকি দেয় আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু কানা করে দাও তবে তোমার কোন গুনাহ নেই।[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৬৮৮৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২১৫৮ শব্দগুলি তার

৮- হাঁচির আদব

◆ হাঁচির জবাব দেওয়া যদি 'আলহামু লিল্লাহ' বলে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন: "আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চয়ই হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব, যখন কেউ হাঁচি দিয়ে "আলহামদু লিল্লাহ" বলে তখন প্রত্যেক ঐ মুসলমানের যে তা শ্রবণ করবে তার হক হলো, তার হাঁচির জবাব দেয়া। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে। অতএব, যথা সম্ভব তা দমন করবে, আর যদি বলে (হাই তোলার মুহূর্তে) হা---- তবে তাতে শয়তান হাসি দেয়।:[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"একজন মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের ৬টি অধিকার। বলা হলো সেগুলো কি হে আল্লাহর রসূল? তিনি বলেন:"যখন সাক্ষাত হবে তখন তার প্রতি সালাম দেবে। যখন তাকে দাওয়াত দেবে তখন কবুল করবে। যখন তার নিকট কোন অসিয়ত চায়বে তখন নসিহত করবে। যখন হাঁচি

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬২২৩

দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে তখন উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। যখন অসুস্থ হবে তখন তার পরিদর্শন করবে। আর যখন মারা যাবে তখন তার জানাজায় অংশ গ্রহণ করবে।"[১]

◆ হাঁচি প্রদানকারীর জবাবের পদ্ধতি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় সে যেন "আলহামদু লিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য) বলে এবং তার জবাবে তার (দ্বীনি) ভাই বা সঙ্গী যেন "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন) বলে। যখন তার জবাবে "ইয়ার হামুকাল্লাহ" বলবে (হাঁচি প্রদানকারী আবার বলবে "ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম" (আল্লাহ আপনাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করুন।)[২]

◆ কাফের হাঁচি দিলে তার জবাবে যা বলবে:

عَنْ أَبِي موسى الأشعري ﷺ قَالَ: كَانَتْ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ: « يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». أخرجه أبو داود والترمذي.

আবু মূসা আশয়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইহুদিরা নবী (দ:)-এর নিকট এই আশায় হাঁচি দিত যে তিনি তাদের হাঁচির জবাবে বলবেন "ইয়ারহামুকুমুল্লাহ" কিন্তু তিনি বলতেন: "ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম।"[৩]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২১৬২

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬২২৪

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০৩৮ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭৩৯

◆ **হাঁচির সময় করণীয়:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি স্বীয় হাত বা কাপড় মুখে দিতেন এবং তাঁর আওয়াজ নিচু বা কম করতেন।[১]

◆ **হাঁচি প্রদানকারীর জবাব কখন দেয়া হবে:**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتْ الْآخَرَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ:« هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ». متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:)-এর নিকট দুজন ব্যক্তি হাঁচি দেয়; এদের একজন হাঁচির দোয়া পড়ে এবং অন্যজন পড়ে না। এ ব্যাপারে তাঁকে জানানো হলে তিনি বলেন: "এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেনি।"[২]

◆ **হাঁচি প্রদানকারীর কতবার জবাব দিতে হবে:**

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ». أخرجه ابن ماجه.

১. সালামা ইবনে আকওয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: হাঁচি প্রদানকারীর তিনবার জবাব দিতে হবে, তার অতিরিক্ত হলে সে সর্দি আক্রান্ত ব্যক্তি।"[৩]

---

১. হাদীসটি হাসান-সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০২৯ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ২৭৪৫
২. বুখারী হাঃ নং ৬২২১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৯১
৩. হাদীসটি সহীহ, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৭১৪

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: « يَرْحَمُكَ اللَّهُ». ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ». أخرجه مسلم.

২. সালামা ইবনে আকওয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে শুনেছেন। জনৈক ব্যক্তি নবী (দ:)-এর নিকট হাঁচি দিলে তার জন্য তিনি বলেন: "ইয়ারহামুকাল্লাহ"। এরপর উক্ত ব্যক্তি পুনরায় হাঁচি দিলে রসূলুল্লাহ (দ:) তার জন্য বলেন: "লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত।" [১]

◆ হাই তোলার সময় যা করণীয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে। সুতরাং যখন তোমাদের কারো হাই আসে সে যেন সাধ্যমত তা দমন করে।"[২]

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ».

أخرجه مسلم.

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন:"তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে ফেলে, কেননা (এ অবস্থায় মুখের ভিতর) শয়তান প্রবেশ করে।"[৩]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২৯৯৩
২. বুখারী হাঃ নং ৬২২৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৯৯৪ শব্দগুলি তার
৩. মুসলিম হাঃ নং ২৯৯৫

৯- রোগী পরিদর্শনের আদব

◆ রোগী পরিদর্শনের ফজিলত:

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ». أخرجه مسلم.

সাওবান (রা:) রসূলুল্লাহ (দ:) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি রোগী পরিদর্শনে যায় সে যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে অবস্থান করে।"[১]

রোগী পরিদর্শনে যাওয়ার হুকুম:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ». متفق عليه.

বারা' ইবনে আজেব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দ:) আমাদেরকে সাতটি বিষয় আদেশ ও সাতটি বিষয় নিষেধ করেন: জানাযার অনুসরণ করার হুকুম করেন এবং হুকুম করেন রোগী পরিদর্শন করা, দাওয়াত প্রদানকারীর ডাকে সাড়া দেয়া, নির্যাতিতকে সাহায্য করা, শপথ পূর্ণ করা, সালামের জবাব দেয়া, হাঁচি প্রদানকারীর জবাব দেয়া। আর আমাদেরকে নিষেধ করেন: রূপার পাত্র ব্যবহার, স্বর্ণের আংটি পরা, সাধারণ রেশমী কাপড়, রেশমী বস্ত্র, মোটা রেশমী, রেশমী কারুকার্যখচিত রেশমী ব্যবহার করতে।"[২]

---

[১] .মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৮

[২] . বুখারী হাঃ নং ১২৩৯, শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৬

◆ **বালা-মুসীবতে পতিত ব্যক্তিকে দেখে যা বলবে:**

عَنْ ابن عمر ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّـــنْ خَلَـــقَ تَفْضِيلًا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ ». أخرجه الطبراني في الأوسط.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন বালা মুসীবতে নিপতিত ব্যক্তিকে দেখে বলবে: [আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আাফাানী মিম্মাবতালাকা বিহ্ , ওয়া ফাযযলানী 'আলাা কাসীরিম মিম্মান খলাক্বা তাফযীলাা] তবে সে উক্ত বালা-মুসীবতে নিপতিত হবে না।[১]

অর্থ:সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে নিরাপদ রেখেছেন। তোমাকে যা দ্বারা পরীক্ষা করেছেন তা থেকে এবং যিনি আমাকে তাদের অনেকের চেয়ে উত্তম মর্যাদা প্রদান করেছেন, যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

◆ **রোগী পরিদর্শনকারী কোথায় বসবে:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْـــدَ رَأْسِـــهِ.... أخرجه البخاري في الأدب المفرد.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) যখন রোগী পরিদর্শন করতে যেতেন, তখন তিনি রোগীর মাথার পার্শ্বে বসতেন... ।”[২]

◆ **রোগী পরিদর্শনকারী রোগীর জন্য কি দোয়া পড়বে:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ عَادَ

[১]. হাদীসটি সহীহ, আউসাতে তাবরানী হাঃ নং ৫৩২০ ও দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ২৭৩৭

[২]. হাদীসটি সহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেন হাদীস হাঃ নং ৫৪৬

مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি মৃত্যু আসন্ন নয় এমন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে। অত:পর সে তার নিকট সাতবার বলল: [আসআলুল্লাহাল 'আযীম, রব্বাল 'আরশিল 'আযীম, আয়ঁইয়াশফীক্] অর্থ: আমি মহান আল্লাহ মহাআরশের রবের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে রোগ মুক্ত করুন।" তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সে রোগ থেকে মুক্ত করবেন।" [১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا قَالَ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا وَيَمْشِي لَكَ إِلَى الصَّلَاةِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন:"যখন কোন ব্যক্তি একজন রোগীকে পরিদর্শনে আসবে সে যেন বলে: [আল্লাহুম্মাশফি 'আবদাক্, ইয়ানকায়ু লাকা 'আদুওয়ান ওয়া ইয়ামশী লাকা ইলাস্‌সলাহ্] অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাকে রোগমুক্ত কর, হয়ত সে তোমার কোন শত্রুর সাথে লড়বে বা তোমার জন্য সালাতের দিকে যাবে।" [২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ ﷺ :« أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ». متفق عليه.

৩. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) যখন কোন রোগীর নিকট আসতেন বা তাঁর নিকট কোন রোগীকে নিয়ে আসা হতো,

---

[১] . হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩১০৬ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ২০৮৩

[২] . হাদীসটি হাসান, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ৬৬০০, দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৩৬৫ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৩১০৭

তখন তিনি বলতেন: [আযহিবিল বা'সা রব্বান নাাস, ইশফি ওয়া আন্তাশশাাফী লাা শিফাায়া ইল্লাা শিফাউকা শিফায়ান লাা ইউগাাদিরু সাক্বমাা] অর্থ: দুর্দশা দূর কর! হে সমস্ত মানুষের রব, আরোগ্য দান করুন তুমিই তো আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কোন আরোগ্য নেই। আর এমন আরোগ্য দান করুন যা কোন রোগকেই বাদ না দেয় ।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ:« لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». أخرجه البخاري.

৪. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) যখন কোন রোগী ব্যক্তিকে পরিদর্শনে জন্য তার নিকট প্রবেশ করতেন তখন বলতেন: [লাা বা'সা ত্বহূরুন ইন শাাআল্লাহ] অর্থ: কোন চিন্তা নেই ইন শাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।"[২]

◆ ফিতনা হতে নিরাপদ হলে মহিলারা পুরুষ রোগীদেরকে পরিদর্শন করতে পারবে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ ﷺ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟........ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:« اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ».

متفق عليه.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৬৭৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৯১
[২]. বুখারী হাঃ নং ৩৬১৬

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (দ:) মদীনা আগমন করেন। সে সময় আবু বকর ও বেলাল (রা:) প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি তাঁদের নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আব্বা আপনার কি অবস্থা? এবং ওহে বেলাল আপনার কি অবস্থা? আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট এসে তাঁকে খবর দিলে তিনি বলেন: হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি মদীনার প্রতি মক্কার মত বা ততোধিক মুহাব্বত প্রদান কর। হে আল্লাহ! তুমি মদীনাকে উপযোগি কর এবং তুমি আমাদের জন্য তার 'মুদ' ও 'সা'–এ বরকত প্রদান কর এবং তার জ্বরকে (মদীনার বাইরে) জুহফার দিকে নিয়ে যাও।"[১]

◆ মুশরিক রোগীকে পরিদর্শন করা:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ:« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ». أخرجه البخاري.

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ইহুদি দাস নবী (দ:) এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (দ:) তাকে পরিদর্শনের জন্য আসেন এবং তার মাথার নিকট বসে তাকে বলেন: তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। ছেলেটি তার নিকট অবস্থানরত পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে। তা দেখে তাকে তার পিতা বলে: আবুল কাসেম (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদেশ মেনে নাও। অত:পর সে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর নবী (দ:) এ কথা বলে বেরিয়ে যান যে, "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচালেন।"[২]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৬৫৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৭৬

২. বুখারী হাঃ নং ১৩৫৬

◆ রোগী ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করা:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا . متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন তখন তিনি নিজে নিজে যে সূরা দ্বারা অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তা পড়ে ফুঁ দিতেন। অত:পর যখন তাঁর অবস্থা কঠিন হয়ে দাঁড়াল তখন আমি সেগুলি পড়ে ফুঁ দিতাম এবং তাঁর হাতের বরকতের জন্য তাঁর হাত দ্বারাই মাসেহ করাতাম।[১]

◆ রোগীর জন্য যা উপকারী তার নির্দেশনা প্রদান করা:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ ﷺ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)). أخرجه مسلم.

১. উসমান ইবনে আবুল আস আসসাকাফী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ (দ:) এর নিকট তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় হতে স্বীয় শরীরে ব্যথ্যা অনুভবের অভিযোগ করলে তাকে রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "তুমি তোমার শরীরের ব্যথ্যার স্থানে হাত রেখে তিনবার "বিসমিল্লাহ" ও সাতবার [আ'উযু বিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মাা আজিদু ওয়া উহাযিরু] বল: অর্থ:"আমি যার সম্মুখীন ও যাকিছু অনুভব করি তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ ও তাঁর শক্তির আশ্রয় চাই।"[২]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৭৩৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৯২
[২]. মুসলিম হাঃ নং ২২০২

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ». متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "রোগ নিরাময় তিনটি জিনিসে নিহিত: শিঙা লাগানো, মধুপান অথবা গরম লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। কিন্তু আমি আমার উম্মতকে দাগাতে নিষেধ করেছি।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (দ:)কে বলতে শুনেছেন: "কালজিরা মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক রোগের ঔষধ।"[২]

عن أُمِّ رَافِعٍ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ. أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৪. উম্মে রাফে' (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) যখনই কোন আঘাত পেতেন বা কাঁটা ফুটত তিনি তাতে মেহেদি লাগাতেন।[৩]

◆ রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট গিয়ে যা বলবে:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ق رضي الله عنها َالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ:« قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৬৮১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২২০৫
[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৬৮৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২২১৫ শব্দগুলি তার
[৩]. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ২০৫৪ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৫০২ শব্দগুলি তার

عُقْبَى حَسَنَةً » قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم.

১. উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: "যখন তোমরা কোন রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন উত্তম কথা বলবে; কেননা ফেরেশতাগণ তোমরা যা বল তার জন্য আমীন বলে। তিনি (উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আবু সালামা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি নবী (দ:)-এর নিকট এসে বললাম: আবু সালামা মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি বলেন: "তুমি বল: [আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়া লাহু ওয়া আ'ক্বিবনী মিনহু 'উক্ববান হাসানাহ্] অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও তাকে ক্ষমা কর এবং তার পরবর্তীতে আমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান কর। তিনি (উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: অত:পর আমি তা বললাম। পরিশেষে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান মুহাম্মাদ (দ:)কে প্রদান করেন।[১]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ....–وفيه– ثُمَّ قَالَ:« اللَّهُمَّ اغْفِــرْ لِــأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ». أخرجه مسلم.

২. উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) আবু সালামার নিকট প্রবেশ করলেন। এ সময় তার চোখ খোলা ছিল, তিনি তা বন্ধ করে দিলেন--------। অত:পর তিনি বলেন: [আল্লাহুম্মাগফির লিআবী সালামাহ, (এখানে যার জন্য দোয়া করবে তার নাম বলবে) ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিলমাহদিইয়ীন, ওয়াখলুফহু ফী 'আক্বিবিহি ফিলগাাবিরীন, ওয়াগফির লানাা ওয়া লাহু

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৯১৯

ইয়াা রব্বাল'আলামীন, ওয়াফসাহ্ লাহু ফী ক্ববরিহি ওয়া নাওবির লাহু ফীহ্] অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে ক্ষমা কর, হেদায়েতপ্রাপ্তাদের মধ্যে তার মর্যাদা উঁচু কর। তারপর অবশিষ্টের মাঝে তার উত্তরাধিকার বানাও, হে সমস্ত জগতের রব তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর এবং তার কবরকে প্রশস্ত কর ও তার জন্য কবরকে আলোকিত করে দাও।"[১]

◆ মৃত ব্যক্তিকে চুমা দেয়া:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ . أخرجه البخاري.

ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত, নবী (দ:)-এর মৃত্যু অবস্থায় আবু বকর (রা:) তাঁকে চুমা দেন।[২]

◆ রোগীর ঝাড়-ফুঁক:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ :« اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ». متفق عليه.

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে তাঁর কোন স্ত্রীর ব্যথ্যার স্থানে স্বীয় ডান হাত বুলিয়ে দিতেন এবং এই দোয়া পড়তেন: [আল্লাহুম্মা রাব্বানাাস, আযহিবিল বা'স, ইশফিহি ওয়া আন্তাশশাাফী, লাা শিফায়া ইল্লাা শিফাউকা লাা ইউগাাদিরুকা সাক্বমাা] অর্থ: "হে আল্লাহ! সমস্ত মানুষের রব, ব্যথা দূর করে দাও। তাকে রোগমুক্ত কর, তুমিই রোগ মুক্তকারী। তোমার

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৯২০
[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৭০৯

আরোগ্য ছাড়া কোন আরগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যা কোন রোগকেই বাদ না দেয়।"[১]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الرُّقْيَةِ:« تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا». متفق عليه.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) ঝাড় ফুঁকে এ দোয়া পড়তেন:"আল্লাহর নামে আমাদের জমিনের মাটি এবং আমাদের কারো থুথু ব্যবহার করছি আমাদের রোগী আমাদের রবের হুকুমে যেন আরোগ্য লাভ করে।" [২]

বি: দ্র: শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা স্বীয় থুথু নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ব্যথা বা ক্ষত জায়গায় মালিশ করার সময় উক্ত দোয়া পড়বে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ. أخرجه مسلم.

৩. আবু সাঈদ (রা:) হতে বর্ণিত, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (দ:)-এর নিকট আগমন করে বলেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি রোগে আক্রান্ত? তিনি বলেন: হ্যাঁ! জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন: [বিসমিল্লাহি আরক্বিকা মিন কুল্লি শাইয়িন ইউযীক্, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও 'আইনিন হাসিদ, আল্লাহু ইয়াশফীকা বিসমিল্লাহি আরক্বীক্] অর্থ: "আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক দেয়, যত কিছু আপনাকে কষ্ট দেয় তা থেকে, প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্ট হতে বা হিংসা চক্ষুর বদনজর হতে, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করি।"[৩]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৭৪৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৯১

২. বুখারী হাঃ নং ৫৭৪৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২১৯৪

৩. মুসলিম হাঃ নং ২১৮৬

◆ শহরে প্লেগ-মহামারী বিস্তার লাভ করলে যা করণীয়:

عن أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ﷺقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« الطَّـــاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ».

متفق عليه.

উসামা ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: প্লেগ-মহামারী হলো একটি শাস্তি যা বনি ইসরাঈলে বা কোন গোত্রে বা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের প্রতি (শাস্তি স্বরূপ) পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং তোমরা যদি শুন যে, কোন এলাকায় তা ছাড়িয়ে পড়েছে, তবে সেখানে যেও না। পক্ষান্তরে মহামারী তোমাদের অবস্থানের এলাকায় বিস্তার লাভ করলে সেখান থেকে পলায়নের জন্য বের হবে না।”[১]

১. বুখারী হাঃ নং ৩৪৭৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২২১৮

১০- পোশাকের আদব

◆ পোশাকের উপকারীতা:

১. সৌন্দর্য ও লজ্জাস্থান আবৃত করা:

আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ٢٦ ﴾ الأعراف: ٢٦

"হে বনি আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক দান করেছি, আর যা তাকওয়ার পোশাক তাই সর্বোৎকৃষ্ট। তা হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" [সূরা আ'রাফ: ২৬]

২. ঠাণ্ডা-গরম ইত্যাদির কষ্ট থেকে বাঁচা:

আল্লাহ বলেন:

﴿ وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأۡسَكُمۡۚ ٨١ ﴾ النحل: ٨١

"তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের যা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে।" [সূরা নাহল: ৮১]

◆ সর্বোত্তম পোশাক:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন:"তোমরা তোমাদের বস্ত্রের মধ্যে সাদা বস্ত্র পরিধান কর। কেননা তা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম বস্ত্র এবং তা দ্বারাই তোমাদের মৃত্যুকে কাফন পরাও।"[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ. متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) হিবারা পোশাক সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন।"[২]

(হিবারা হলো: ইয়ামেন দেশের তৈরী এক প্রকার সবুজ রঙের নকশাকৃত সুতি কাপড়)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ. أخرجه أبو داود وابن ماجه

৩. উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট সর্বোত্তম পোশাক ছিল জামা।[৩]

◆ নারী ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের সীমা:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: মুসলমানের দেহের নিম্নাংশে পরিধেয় পোশাকের সীমা হলো

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৬১ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৭২
২. বুখারী হাঃ নং ৫৮১৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৭৯
৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০২৫ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৫৭৫

পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত। তবে তার ও পায়ের টাখনুর মাঝে হলে কোন দোষ বা গুনাহ নেই। যতটুকু টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ স্বীয় লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলাবে আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।" [১]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ جَــرَّ ثَوْبَــهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْــنَعْنَ النِّسَــاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ:« يُرْخِينَ شِبْرًا » فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِــفُ أَقْــدَامُهُنَّ ، قَــالَ :« فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ». أخرجه الترمذي والنسائي.

২. ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন:"যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ স্বীয় কাপড় ঝুলিয়ে পরবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: তবে মহিলারা তাদের ঝালরের (আঁচলের) ক্ষেত্রে কি করবে? তিনি বলেন: "এক বিঘত (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দিবে, উম্মে সালামা বলেন: তবে এতে তাদের পা বেরিয়ে যাবে, তিনি বলেন: তবে তা (গোছার নিচে) এক হাত ঝুলিয়ে দিবে তার বেশি করবে না।" [২]

◆ **টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানোর শাস্তি:**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْإِسْــبَالُ فِــي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
أخرجه أبو داود والنسائي.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি লুঙ্গী (পায়জামা, প্যান্ট), জামা ও পাগড়ির কোন একটি

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৯৩ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৫৭৩
[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৭৩১ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৩৫৬

অহংকারবশত: টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে চলবে আল্লাহ তার দিকে কিয়ামতের দিন দৃষ্টি দিবেন না।[১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:« الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ». أخرجه مسلم.

২. আবু যার (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:“আল্লাহ তা‘য়ালা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) উক্ত কথাটি তিনবার বলেন, আবু যার (রা:) বলেন: যারা ধ্বংস হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, হে আল্লাহর রসূল তারা কারা? তিনি বলেন: তারা হলো: পায়ের টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলা ব্যক্তি, কোন কিছু দান করে খোটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা করে।”[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ». أخرجه البخاري.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন:“লুঙ্গীর (পায়জামা, জামা, প্যান্টের) যতটুকু টাখনুর নিচে যাবে ততটুকুই জাহান্নামের আগুনে যাবে।”[৩]

---

[১]. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৯৪ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৩৩৪

[২]. মুসলিম হাঃ নং ১০৬

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৫৭৮৭

◆ **যেসব পোশাক ও বিছানা ব্যবহার করা নিষিদ্ধঃ**

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ». متفق عليه.

১. উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: "তোমরা (পুরুষরা) রেশমী পোশাক পরিধান করো না; কেননা যে ব্যক্তি পৃথিবীতে তা পরিধান করবে পরকালে পরিধান করতে পারবে না।"[১]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ ». أخرجه الترمذي والنسائي.

২. আবু মূসা আশয়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশমী ও স্বর্ণের ব্যবহার হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"[২]

عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:« أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ». متفق عليه.

৩. বারা' ইবনে আজেব (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (দ:) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে: (১) রোগী পরিদর্শন, (২) জানাযার অনুসরণ, (৩) হাঁচি প্রদানকারীর দোয়ার জবাব দেয়া। আর সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে: সাধারণ

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৩৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৯

[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৭২০ শব্দগুলি তার , সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ১৪০৪। ও নাসাঈ হাঃ নং ৫২৬৫

রেশমী কাপড়, রেশমী কাপড়ের তৈরী পোশাক, কারুকার্যখচিত রেশমী মোটা রেশমী এবং রক্তবর্ণের রেশমী সোয়ারীর জিন।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». أخرجه مسلم.

৪. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: "দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত তাদেরকে আমি এখনো দেখিনি (তারা হলো:) (১) এমন এক জাতি, তাদের সাথে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে যা দ্বারা মানুষকে প্রহার করবে। (২) এমন কতিপয় মহিলা যারা স্বীয় অবস্থা প্রকাশের জন্য শরীরের কিছু অংশ আবৃত রাখে ও কিছু অংশ বের করে রাখে বা এমন পাতলা কাপড় পরিধান করে যার ফলে তাদের রঙ ও আকৃতি প্রকাশিত হয়। অন্যদেরকে নিজেদের প্রতি এবং নিজেরা অন্যদের প্রতি আকৃষ্টকারিণী নারী। আর মাথার চুলকে উটের ঝুকে যাওয়া কুজের ন্যায় উঁচু ঝুটি করে বাধে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের গন্ধও পাবে না, অথচ জান্নাতের গন্ধ বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে।"[২]

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ:« إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا ». أخرجه مسلم.

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৪৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৬

[২]. মুসলিম হাঃ নং ২১২৮

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) আমাকে দু'টি হলুদ কাপড় পরা দেখে বলেন: "এ হলো কাফেরদের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত; ইহা পরিধান কর না।"[১]

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. أخرجه البخاري.

৬. হুজাইফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) আমাদেরকে স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে এবং রেশমী কাপড়, কারুকার্যখচিত রেশমী পোশাক ও তাতে বসতে নিষেধ করেছেন।"[২]

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. أخرجه أبوداود وابن ماجه.

৭. আবু মালীহ ইবনে উসামা তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী (দ:) হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

◆ যেসব পোশাকে (খ্রীস্টানদের) ক্রুশচিহ্ন বা কোন প্রাণীর ছবি বা লোক দেখানো কোন কিছু রয়েছে তা পরিধান করা নাজায়েজ।

◆ **যেভাবে চলা ও যে পোশাক নিষিদ্ধ:**

১.আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ ﴾

لقمان: ١٨ - ١٩

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২০৭৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৩৭

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪১৩২ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ১৭৭০

"তুমি (অহংকারবশে) মানুষের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি তোমার চলাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর; নিশ্চয়ই আওয়াজের মধ্যে গাধার আওয়াজ সবচেয়ে অপ্রীতিকর।" [সূরা লোকমান: ১৮-১৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ﴿٣١﴾﴾ النور: ٣١

"তারা (নারীগণ) যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।" [সূরা নূর: ৩১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ . أخرجه البخاري.

৫. আবু হুরাইরা (রা:) বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) দুই ধরনের পোশাক পরিধান নিষেধ করেছেন। (এক:) পুরুষের একটি কাপড়ে এমনভাবে গুটিয়ে বসা যে, তার লজ্জাস্থানের উপর কিছু থাকে না। (দুই:) একটি কাপড় এমনভাবে পেঁচিয়ে গায়ে দেয়া, যাতে করে তার গায়ের এক দিক সম্পূর্ণ খোলা থাকে।[১]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"এক ব্যক্তি তার সেট পোশাকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে কেশ গুচ্ছ সিথি করে চলছিল। এ অবস্থায়

১. বুখারী হাঃ নং ৫৮২১

আল্লাহ তাকে ধ্বসিয়ে দেন। আর সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনে ধ্বসে যেতেই থাকবে।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . أخرجه البخاري.

৫. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিশাপ করেছেন।[২]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أخرجه أحمد وأبوداود.

৬. ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:"যে ব্যক্তি কোন বিজাতীয় বেশ ধারণ করল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[৩]

◆ মহিলাদের বেপর্দা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করা হারাম:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾﴾ الأحزاب: ٥٩

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের ওড়না বা চাদরের কিছু অংশ নিজেদের (চেহারা ও বুকের) উপর টেনে দেয়, এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" [সূরা আহযাব: ৫৯]

১. বুখারী হাঃ নং ৫৭৮৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৮৮
২. বুখারী হাঃ নং ৫৭৮৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৮৮
৩. হাদীসটি হাসান, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ৫১১৮, দেখুনঃ ইরওয়া হাঃ নং ১২৬৯ ও আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৩৯

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ ﴿٣١﴾ ﴾ النور: ٣١

"(হে নবী!) ঈমানদার নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের শোভা প্রদর্শন না করে, তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"

[সূরা নূর: ৩১]

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾ النور: ٦٠

"আর এমন বৃদ্ধ নারীগণ যারা বিবাহের আশা রাখেনা তাদের জন্য দোষ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের (বাহ্যিক অতিরিক্ত চাদর-ওড়না) বস্ত্র খুলে রাখে, তবে সংযমী হয়ে বিরত থাকলে তা তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা নূর: ৬০]

◆ সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বিধান:

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ دُونٍ فَقَالَ:« أَلَكَ مَالٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ ؟ قَالَ: قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ:« فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ». أخرجه أبوداود والنسائي.

১. আবুল আহওয়াস তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি নবী (দ:)-এর নিকট সাধারণ মানের পোশাকে আগমন করি। অত:পর

তিনি বলেন:“তোমার কি সম্পদ রয়েছে? সে বলে: জি হ্যাঁ, তিনি বলেন: কেমন সম্পদ? সে বলে: আমাকে তো আল্লাহ তা'য়ালা উট, ছাগল, ঘোড়া ও দাস-দাসী প্রদান করেছেন। তিনি বলেন:“যখন আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করেছে, তখন তোমার মধ্যে আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের বহি:প্রকাশ ঘটা চায়।[১]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا فَقَالَ:« أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ». أخرجه أبوداود والنسائي.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) আমাদের নিকট আগমন করত: একজন বিক্ষিপ্ত এলোমেলো মাথার চুল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখে বলেন: সে কি এমন কিছু পায়না যা দ্বারা সে তার চুলগুলোকে ঠিক করবে? এবং অন্য একজনকে ময়লাযুক্ত পোশাকে দেখে বলেন: সে কি কোন পানি পায় না যে, তা দ্বারা তার পোশাক ধৌত করবে?”[২]

◆ **মাথার পোশাক:**

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ﷺ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ . أخرجه مسلم.

আমর ইবনে হুয়াইস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (দ:)কে মেম্বারের উপর দেখ, সে অবস্থায় তাঁর উপর কাল পাগড়ি ছিল। তিনি পাগড়ির দুই পার্শ্ব তিনি তার উভয় কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখেন।[৩]

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৬৩ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫২২৪

[২]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৬২ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫২৩৬

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৫৮৪৫

◆ **নতুন পোশাক ও অন্য কিছু পরিধান করার সময় যা বলবে:**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ: إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَــكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِــنْ شَــرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ». قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَــالَى. أخرجــه أبــوداود والترمذي.

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) যখন কোন নতুন পোশাক পরিধান করতেন, তা জামা হোক বা পাগড়ি তার নাম নিয়ে (এই দোয়া) বলতেন: [আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাওতানীহি, আসআলুকা মিন খইরিহি ওয়া খইরা মাা সুনি'য়া লাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মাা সুনি'য়া লাহু] অর্থ: "হে আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা তুমি এটি আমাকে পরিধান করিয়ে। আমি এর ও যার জন্য তেরী করা হয়েছে তার কল্যাণ তোমার নিকট কামনা করি এবং তোমার নিকট এর ও যার জন্য তৈরী করা হয়েছে তার অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

আবু নাযরা বলেন: নবী (দ:)-এর সাহাবীদের মধ্যে কেউ যখন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন তার জন্য বলা হত: [তুবলাা ওয়া ইউখলিফুল্লাহু তা'য়ালাা] তুমি ইহা পুরাকন কর, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে এর পরিবর্তে আরো দিবেন।" [১]

◆ **নতুন পোশাক পরিধানকারীর জন্য দোয়া:**

عن أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ رضي الله عنها قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ:« مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَــةَ ؟ »

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪০২০ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাঃ নং ১৭৬৭

فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ:« ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ » فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ: « أَبْلِي وَأَخْلِقِي» مَرَّتَيْنِ . أخرجه البخاري.

উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট কিছু পোশাক নিয়ে আসা হয় যাতে একটি চাদর ছিল, তিনি বলেন: তোমাদের মতামত কি, আমরা কাকে এই চাদরটি পরিয়ে দিব? জনগণ সবাই নিশ্চুপ রইল। তিনি বলেন: "আমার নিকট উম্মে খালেদকে নিয়ে এসো (বর্ণনাকারী বলেন:) অত:পর আমাকে নবী (দ:)-এর নিকট নিয়ে আসা হলো, তারপর তিনি আমাকে তাঁর হাত দ্বারা চাদরটি পরিয়ে দিয়ে দুইবার বলেন: [আবলী ওয়া আখলিক্বী] অর্থ: ক্ষয় ও পুরাতন কর।"[১] এর অর্থ: বহু পোশাক ক্ষয় করে দীর্ঘজীবি হও।

◆ **জুতা পরিধানের নিয়ম:**

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: « اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ». أخرجه مسلم.

১. জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (দ:) কে এক যুদ্ধে বলতে শুনেছি: "তোমরা বেশি বেশি জুতা পরিধান কর, কেননা মানুষ যখন জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে সে যেন সওয়ারীতেই আরোহণরত থাকে।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন:"যখন তোমাদের কেউ জুতা পরে সে যেন ডান পা দ্বারা শুরু করে এবং যখন খুলে সে

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৪৫
[২]. মুসলিম হাঃ নং ২০৯৬

যেন বাম পা আগে খুলে। যাতে ডান পা পরার সময় প্রথমে এবং বের করার সময় পরে হয়।”[১]

◆ পুরুষের আংটি পরার বিধান:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ . متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) বর্ণনা করেন নবী (দ:) স্বর্ণের আংটি পরিধান নিষেধ করেছেন।[২]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ . أخرجه البخاري.

২. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:)-এর আংটি ছিল রূপার ও তার পাথর ও ছিল রূপার।[৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ . أخرجه مسلم.

৩. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) তার ডান হাতে রূপার আংটি পরতেন যার পাথর ছিল হাবশা দেশের। তিনি তার পাথরটি তালুর দিক রাখতেন।[৪]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا قَالَ:« إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ »قَالَ: فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ. أخرجه البخاري.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৫৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৯৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৬৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২০৮৯

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৫৮৭০

[৪]. মুসলিম হাঃ নং ২০৯৪

৪. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:“নবী (দ:) একটি আংটি বানিয়ে নিয়ে, বলেন: “আমি একটি আংটি গ্রহণ করেছি এবং এটির উপর নকশা খোদাই করেছি। আর কেউ যেন স্বীয় আংটিতে ঐ নকশা খোদাই নাকরে।”

বর্ণনাকারী বলেন: আমি অবশ্যই নবী (দ:) এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটির চাকচিক্য অবলোকন করেছি।[১]

◆ **মহিলাদের জন্য সোনা ও রূপার কি কি পরা জায়েজ:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী (দ:)-এর সাথে ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করেন। অত:পর তিনি মহিলাদের নিকট যান। তখন তারা বেলাল (রা:)-এর কাপড়ে তাদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আংটিগুলি খুলে খুলে নিক্ষেপ করে।[২]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ . متفق عليه.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি আসমার (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হার ধার নিয়ে হারিয়ে ফেলেন। রসূলুল্লাহ (দ:) (তার অনুসন্ধানে) এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। তিনি হারটি এমন সময় পেলেন,

---

[১]. বুখারী হা: নং ৫৮৭৪

২ . বুখারী হা: নং ৫৮৮০ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হা: নং ৮৮৪

যখন সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল অথচ তাঁদের নিকট পানি ছিল না। এমতাবস্থায় তারা সালাত আদায় করেন ও বিষয়টি রসূলুল্লাহ (দ:)-এর নিকট বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন।[১]

◆ পোশাক ও বিছানায় বিনয়ী প্রদর্শন:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ. متفق عليه.

১. আবু বুরদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একখানা চাদর ও মোটা কাপড়ের একটি লুঙ্গি আমাদের নিকট বের করে বলেন: যখন নবী (দ:) মৃত্যুবরণ করেন তখন এ দুটি তাঁর পরিধানে ছিল।[২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ . أخرجه مسلم.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:)-এর ঘুমানর বিছানা ছিল চামড়ার, যার ভরাট ছিল খেজুরের আঁশের।"[৩]

১. বুখারী হাঃ নং ৩৩৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৩৬৭
২. বুখারী হাঃ নং ৫৮১৮ শব্দগুলি তারস ও মুসলিম হাঃ নং ২০৮০
৩. মুসলিম হাঃ নং ২০৮২

৪- জিকির-আজকারের অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

১. জিকিরের ফজিলত।

২. জিকিরের প্রকার যেমনঃ

✍ সকাল-সন্ধার জিকির।

✍ সাধারণ জিকির।

✍ নির্ধারিত জিকির যেমনঃ

(ক) সাধারণ অবস্থায় পঠনীয় জিকির।

(খ) কঠিন সময়ে পঠনীয় জিকির।

(গ) আকস্মিক রোগের সময় পঠিত জিকির।

৩. যে দোয়া ও জিকিরের মাধ্যমে বান্দা শয়তান থেকে নিরাপদ থাকে।

৪. জাদু ও জিনের আসরের চিকিৎসা।

৫. নজর লাগা থেকে বাঁচার ঝাড়-ফুঁক।

قال الله تعالى:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾﴾ [آل عمران/١٩٠-١٩١]

আল্লাহর বাণী:

"নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের অবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে, (তারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের আজাব থেকে বাঁচাও।"
[সূরা আল-ইমরান:১৯০-১৯১]

জিকির-আজকারের অধ্যায়

১-জিকিরের ফজিলত

◆ **রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জিকিরের পদ্ধতি:**

আল্লাহর জিকিরকারীদের মাঝে রসূলুল্লাহই [ﷺ] ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি। তিনি সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করতেন। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল আল্লাহর জিকির বা জিকির সংশ্লিষ্ট, তাঁর আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর শরীয়ত বর্ণনা ছিল সুমহান পবিত্র আল্লাহ তা'য়ালার জিকির এবং তাঁর প্রভূর নাম, গুনাবলী তাঁর কার্যাবলী ও বিধান প্রয়োগ সবই ছিল তাঁর রবের জিকির। অনুরূপ নবী [ﷺ]-এর প্রতিপালকের প্রশংসা, তসবিহ বা পবিত্রতা ঘোষণা, তাঁর মহত্ম ঘোষণা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁকে আহবান করা ও তাঁকে ভয় করা ও তাঁর কাছে আকাঙ্ক্ষা সবই ছিল আল্লাহর জিকির।

◆ এ অধ্যায়ে আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কিছু জিকির উল্লেখ করেছি।

◆ আল্লাহ তা'য়ালার জিকির সমস্ত এবাদতের মাঝে সহজ ইবাদত কিন্তু সবচেয়ে ফজিলত ও মর্যাদাপূর্ণ। জিহ্বা নড়ানো শরীর নড়ানোর চেয়ে অনেক সহজ। এ জিকিরে আল্লাহ তা'য়ালা যে ফজিলত ও মহাপ্রতিদান দিবেন তা অন্য কোন আমলে দিবেন না।

◆ **জিকির ও দোয়ার পদ্ধতি:**

যে সমস্ত দোয়া বা জিকির উচ্চস্বরে করার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, তা ব্যতীত অন্যান্য জিকির ও দোয়া নিম্নস্বরে করাই শরীয়ত সম্মত।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفۡسِكَ تَضَرُّعٗا وَخِيفَةٗ وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ ٢٠٥ ﴾ الأعراف: ٢٠٥

"তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় স্বরণ কর। আর (হে মুহাম্মাদ ﷺ!) তুমি এই ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হবে না।" [সূরা আ'রাফ:২০৫]

২. আল্লাহর বাণী:

﴿ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٥٥ ﴾ الأعراف: ٥٥

"তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকবে, তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।" [সূরা আ'রাফ: ৫৫]

◆ **জিকিরের উপকারীতা:**

আল্লাহ তা'য়ালার জিকিরে অনেক উপকার রয়েছে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। জিকির আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করায়, শয়তানকে দূর করে দেয়, মুশকিল কাজকে আসান করে দেয়, কঠিনকে সহজ করে দেয়, বিপদ-আপদ মুক্ত করে, অন্তর থেকে চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে, শরীর ও মনে শক্তি যোগায়, হৃদয় ও মুখে উজ্জলতা আনায়ন করে, রিজিকে বরকত ও ভয়কে দূর করে দেয়। আর জিকির হলো জান্নাতে বৃক্ষ রপণকারী।

আল্লাহ তা'য়ালার জিকির গোনাহকে মিটিয়ে দেয়। কবরের আজাব থেকে মুক্তি দান করে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে ব্যবধান দূর করে এবং আল্লাহ তা'য়ালার মুহাব্বত লাভ করিয়ে দেয় ও তার দিকে প্রত্যাবর্তন ও নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়। আল্লাহর জিকির জিকিরকারীকে শক্তি দান করে। আর জিকিরকারীকে সম্মান, মহত্ত্ব, ভারত্ব ও উজ্জলতা প্রদান করে। আর জিকিরই হলো জিকিরকারীর উপর প্রশান্তি অবতীর্ণের উপকরণ। আল্লাহ তা'য়ালার রহমত জিকিরকারীকে ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তার বর্ণনা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাদের কাছে তাকে নিয়ে গৌরব করে থাকেন। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সার্বক্ষণিক তাঁর জিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٤٢﴾ الأحزاب: ٤١ - ٤٢

"হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্বরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।" [সূরা আহযাব: ৪১-৪২]

◆ বাকিয়াতুস সালিহা তথা স্থায়ী নেক আমল:

১. **"সুবহানাল্লাহ"** সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রভূত্বে ও তাঁর এবাদতে শরীক স্থাপন না করা ও তাঁর নামে ও গুণে কোন প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন না করা।

২. **"আলহামদু লিল্লাহ"** যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই স্থির করা। তিনি তাঁর সত্ত্বায়, নামে ও গুণে প্রশংসিত। আর তিনি তাঁর কাজ, নিয়ামত প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাঁর দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশংসিত।

৩. **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবূদ নেই। এ কালেমাই সমস্ত সৃষ্টিজীবের ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান ক'রে একমাত্র লা শারীক আল্লাহর এবাদতকে স্থির করে।

৪. **"আল্লাহু আকবার"** আল্লাহ তা'য়ালার সুমহান গুণ ও তাঁর আজমত (মহত্ম) ও কিবরিয়াতে (বড়ত্বে) তিনি একক তার কোন শরীক নেই বলে ঘোষণা করা।

৫. **"লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়্যাতা ইল্লাা বিল্লাহ"** আল্লাহ তা'য়ালা সকল কিছু পরিবর্তনের একক সত্ত্বা, অবস্থার পরিবর্তন আল্লাহই করে থাকেন। তাঁর সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন কর্মই সমাধা করতে পারি না।

◆ আল্লাহর জিকিরের ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢﴾ البقرة: ١٥٢

“অতএব, তোমরা আমাকেই স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।” [সূরা বাকারা: ১৫২]

২. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ ﴾ الرعد: ٢٨

“যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; যেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।” [সূরা রা‘দ: ২৮]

৩. আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ ﴾ الأحزاب: ٣٥

“আল্লাহকে অধিকহারে স্বরণকারী নর-নারীগণ, আল্লাহ তাদের জন্য রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।” [সূরা আহযাব: ৩৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:« أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». متفق عليه.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহ তা‘য়ালা এরশাদ করেন:“আমি আমার বান্দার নিকট আমার সম্পর্কে তার ধারণা অনুযায়ী। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তার সাথে, সে যখন আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যখন কোন সম্মানি ব্যক্তির সামনে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার চেয়ে উচ্চ সম্মানির কাছে তাকে স্মরণ করে থাকি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার

দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে প্রসারিত হস্তদ্বয় পরিমাণ অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"[১]

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:« مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَ يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৫. আবু মুসা আল-আশয়ারী (রাজিয়াল্লাহ আনহু) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:"আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণকারী ও তার স্মরণ থেকে উদাসীন ব্যক্তির উদাহরণ হলো: জীবিত ও মৃত ব্যক্তির সমতুল্য।"[২]

◆ জিকিরের মজলিসের ফজিলত:

عَنْ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ». أخرجه مسلم.

আল-আগারর আবু মুসলিম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহ আনহুমা) ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কাছে উপস্থিত থেকে শুনেছেন, তিনি [ﷺ] বলেন: "কোন দল যখন একত্রে বসে আল্লাহ তা'য়ালার জিকির করতে থাকে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন। আর আল্লাহ তা'য়ালার রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে ও তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের নাম উল্লেখ করেন।[৩]

---

[১]. বুখারীর হাঃ নং ৭৪০৫ শব্দ তারই, মুসলিম হাদীস নং ২৬৭৫

২. বুখারী হাঃ নং ৬৪০৭

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ২৭০০

◆ প্রত্যেক মজলিসে আল্লাহর জিকির ও নবী [ﷺ]-এর উপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلٗا ۝٨ ﴾ المزمل: ٨

"সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্টভাবে তাতে মগ্ন হও।" [সূরা মুয্‌যাম্মেল: ৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ». أخرجه أحمد والترمذي.

২. আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী [ﷺ] এরশাদ করেন:"কোন দল যদি কোন বৈঠকে আল্লাহ তা'য়ালার জিকির ও নবী [ﷺ]-এর উপর দরুদ পাঠ না করে, তবে তাদের জন্য সে বৈঠক আফসোসের কারণ হয়ে দাড়ায়, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً». أخرجه أبوداود والترمذي.

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী [ﷺ] এরশাদ করেন:"কোন সম্প্রদায় কোন বৈঠক শেষ করল, যাতে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বরণ করল না, তারা যেন দুর্গন্ধময় গাধার মরদেহ নিয়ে উঠল, আর সে বৈঠক তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে।" [২]

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং : ৯৫৮০, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ৭৪, মূল শব্দগুলি তিরমিযীর হাদীস নং: ৩৩৮০

২. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৪৫৮৮, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৩৮০

◆ **সর্বদায় জিকির করার ফজিলত:**

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١ ﴾ آل عمران: ١٩١

"নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবা ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এটা বৃথা সৃষ্টি করেননি আপনিই পবিত্রত। অতএব, আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন।" [সূরা আল-ইমরান: ১৯০-১৯১]

২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠ ﴾ الجمعة: ١٠

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।" [সূরা জুমু'আ: ১০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ:« لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! শরীয়তে অনেক কাজ রয়েছে তার মাঝে এমন আমল শিক্ষা দিন যা আমি সর্বদায় করতে পারি। রসূলুল্লাহ [ﷺ]

বলেন:"তোমার জিহ্বাকে সর্বদায় আল্লাহর জিকির দ্বারা ভিজিয়ে রাখবে।"[১]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৪. আবুদ দারদা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী [ﷺ] বলেন:"আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা জানাবো না, যা তোমাদের প্রভূর নিকট অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, (আল্লাহর পথে) সোনা-রূপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করার চাইতেও অধিক উত্তম? তাঁরা বললেন, জী; বলুন, তিনি বললেন: "আল্লাহর জিকির তথা স্মরণ।" [২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. أخرجه مسلم.

৫. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] সর্বদায় আল্লাহর জিকির করতেন।[৩]

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি তিরমিযীর হাদীস নং: ৩৩৭৫, ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ৩৭৯৩
২. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি তিরমিযীর হাদীস নং: ৩৩৭৫, ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ৩৭৯০
৩. মুসলিম হাদীস নং : ৩৭৩

২- জিকিরের প্রকার

১. সকাল সন্ধ্যার জিকির

◆ জিকিরের সময়:

সকাল: ফজর সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

সন্ধ্যা: আসর সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

তবে কেউ যদি উল্লেখিত সময় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, তার জন্য অন্য সময় পড়াতে কোন অসুবিধা নেই।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ٣٩﴾ ق: ٣٩

"এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।" [সূরা ক্ব-ফ: ৩৯]

◆ সকাল-সন্ধ্যার জিকির:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ. أخرجه مسلم.

وفي لفظ:« مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় [সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্] অর্থ: (আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি।) একশত বার বলবে, কিয়ামত দিবসে তার চেয়ে বেশী নেকী নিয়ে কেউ আসতে পারবে না, তবে কেউ যদি তার সমান বা তার চেয়ে বেশী পাঠ

করতে থাকে তার কথা ভিন্ন। [১] অন্য বর্ণনায় এসেছে: যে ব্যক্তি এ জিকিরটি প্রতি দিন একশত বার পাঠ করবে তার জিবনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সাগরের ফেনার সমতুল্য হয় না কেন।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَنْ قَالَ لَا إِلَــهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِــي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ্, ওয়াহুওয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর] অর্থ: (আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, একচ্ছত্র মালিকানা শুধু তার, তারই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।) একশত বার পাঠ করবে, সে দশজন দাস মুক্ত করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় একশত সওয়াব লিখা হবে ও একশত গোনাহ মোচন করা হবে এবং সেদিন সন্ধা পর্যন্ত শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে। আর তার চেয়ে অধিক সওয়াবের অধিকারী কেউ হবে না, তবে যে ব্যক্তি তার সমতুল্য বা অধিক পাঠ করবে তার কথা ভিন্ন। ।[৩]

عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ سَــيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ:« اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯২
২. বুখারী হাদীস নং: ৬৪০৫ ও শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং: ২৬৯১
৩. বুখারী হাদীস নং: ৬৪০৩ শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং: ২৬৯১

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » قَالَ:« وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». أخرجه البخاري.

৩. শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: সায়্যেদুল আস্তেগফার হলো তুমি বলবে:[আল্লাহুম্মা আন্তা রব্বী লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা খলাক্বতানী ওয়া আনা 'আব্দুক্, ওয়া আনা 'আলাা 'আহদিক্, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্ব'তু, আ'উযু বিকা মিন শাররি মাা সনা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়া আবূউ লাকা বিযাম্বী, ফাগফির লী ফাইন্নাহু লাা ইয়াগফিরুয যনূবা ইল্লা আন্তা]। অর্থ: (হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে নিয়ামত রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।) যে ব্যক্তি দিনের বেলায় দোয়াটি বিশ্বাসের সাথে পাঠ করে সন্ধার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি এ দোয়াটি বিশ্বাসের সাথে রাতে পাঠ করে সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعودﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ

১. বুখারী হাদীস নং: ৬৩০৬

مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ». وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ .... الخ ».

أخرجه مسلم.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী [ﷺ] সন্ধা বেলায় বলতেন:[আমসাইনাা ওয়া আমসালমুলকু লিল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্‌, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খইরি হাাযিহিল লাইলাতি ওয়া খইরি মাা ফীহাা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহাা ওয়া শাররি মাা ফীহাা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল কাসালি ওয়ালহারামি ওয়া সূয়িল কিবার্‌ ওয়া ফিৎনাতিদ দুনয়াা ওয়া 'আযাবিল ক্বর্‌] অর্থ: (আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আর সমূদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা মাত্রই তার। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে প্রভূ! এই রাতের মাঝে এবং তার পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত আছে আমি তোমার নিকট তার প্রার্থনা করছি। আর এই রাতের মাঝে এবং তার পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত আছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। প্রভূ! অলস্য এবং বার্ধ্যক্যের কষ্ট হতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। প্রভূ দোযখের আজাব হতে এবং কবরের আজাব হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি।) আর সকালেও এ দোয়া পাঠ করতেন তবে أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ পাঠ করতেন।" [১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:« إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِذَا

১.মুসলিম হাদীস নং: ২৭২৩

أَمْسَى قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبوداود.

৫. আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] সকালে বলতেন: [আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনাা ওয়া বিকা আমসাইনাা ওয়া বিকা নাহইয়াা ওয়া বিকা নমূতু ওয়া ইলাইকাননশূর] অর্থ: (হে আল্লাহ তোমার নামেই আমরা সকাল করেছি ও তোমার নামেই আমরা সন্ধা করেছি এবং তোমার নামেই বেঁচে আছি ও তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই নিকট আমাদের সকলের পুনরুত্থান।)

আর সন্ধ্যায় বলতেন: [আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনাা ওয়া বিকা আসবাহনাা ওয়া বিকা নাহইয়াা ওয়া বিকা নমূতু ওয়া ইলাইকাল মাসীর] হে আল্লাহ তোমার নামেই আমরা সন্ধ্যা করেছি ও তোমার নামেই আমরা সকাল করেছি এবং তোমার নামেই বেঁচে আছি ও তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই নিকট আমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন।[১]

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سأل النبي ﷺ قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ« قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي.

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা:) নবী [ﷺ]কে বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করব। অত:পর রসূল [ﷺ] বলেন: হে আবু বকর সকাল সন্ধ্যায় বলবে: [আল্লাহুম্মা ফাত্বিরিস্

১. হাদীসটি সহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদে হাদীস নং: ১২৩৪ আবু দাউদ হাদীস নং: ৫০৬৮, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং : ২৬২

সামাাওয়াাতি ওয়ালআরয্, 'আালিমাল গাইবি ওয়াশশাহাাদাহ্, লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা, রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহ্, আ'উযু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শায়ত্বাানি ওয়া শিরকিহ্, ওয়া আন আক্বতারিফা 'আলাা নাফসী সূয়ান্ আও আজুররুহূ ইলাা মুসলিম] অর্থ: (হে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকারী, হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শিরক হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[১]

عن ابْنَ عُمَرَ ﷺ قال: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

৭. ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] সকাল সন্ধ্যায় এ দোয়াগুলি কখনো ছাড়তেন না। [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল'আাফিয়াতা ফিদ্দুনওয়াা ওয়ালআাখিরাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল'আাফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুনয়ায়া ওয়া আহলী ওয়া মাালী, আল্লাহুম্মাস্‌তুর 'আওর-তী ওয়া আামিন রও'আাতী ওয়াহ্ফাযনী মিন বাইনা ওয়া মিন খলফী ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমাালী ওয়া মিন ফাওক্বী ওয়া আ'উযু বিকা আন উগতাালা মিন তাহ্তী] অর্থ: (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং

---

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি বুখারীর তিনি আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেছেন হাদীস নং :১২৩৯, সহীহ আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং: ৯১৪, তিরমিযী হাদীস নং : ৩৫২৯

স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি মার্জনার আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তার। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষ-ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখ, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ হতে এবং পশ্চাদের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং বামের বিপদ হতে, আর উপরের গজব হতে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার নিম্নেদেশ হতে আগত বিপদ হতে তথা মাটি ধ্বসে আকিস্মিক মৃত্যু হতে।)[১]

عَنْ أَبِي عَيَّاش ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ ». أخرجه أبوداود وابن ماجه.

৮. আবু 'আয়্যাশ (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তি সকালে এ দোয়াটি পাঠ করবে: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ্, ওয়াহুওয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর] অর্থ: (আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, একচ্ছত্র মালিকানা শুধু তাঁর, তাঁরই সকল প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।) সে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশ থেকে একজন দাস মুক্ত করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় দশটি সওয়াব লিখা হবে ও দশটি গোনাহ মোচন করা

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং: ৫০৭৪ মূল শব্দগুলি ইবনে মাজার হাদীস নং: ৩৮৭১

হবে, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে। আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত উক্ত ফজিলত প্রাপ্ত হবে।"[১]

عن عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

৯. উসমান ইবনে 'আফফান [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:"কোন ব্যক্তি যদি এ দোয়াটি: [মিসমিল্লাহিল্লাযী লাা ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিলআরযি ওয়া লাা ফিসসামাায়ি ওয়া হুয়াসসামী'উল 'আলীম] অর্থ: (আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না, এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।) প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করে তাহলে তাকে কোন কিছু তার অনিষ্ট করতে পারবে না।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْزَى رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى:« أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ». أخرجه أحمد والدارمي.

১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আবজা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া পাঠ করতেন। [আসবাহনাা 'আলাা ফিত্বরতিল ইসলাাম, ওয়া 'আলাা কালিমাতিল

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৫০৭৭ ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ৩৮৬৭

২. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৩৮৮ মূল শব্দগুলি ইবনে মাজার হাদীস নং: ৩৮৯৬

ইখলাাস, ওয়া 'আলাা দ্বীনি নাবিয়্যিনাা মুহাম্মাদিন [ﷺ] ওয়া 'আলাা মিল্লাতি আবীনাা ইবরাহীমা হানীফাওঁ ওয়া মাা কাানা মিনালমুশরিকীন] অর্থ: (আল্লাহর অনুগ্রহে) আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর ও এখলাসের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ [ﷺ] এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম [عليه السلام]-এর মিল্লাতের উপর। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।)[১]

عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب ﷺ أَنَّهُ " كَانَ لَهُ جُرْن فِيهِ تَمْر وَأَنَّهُ كَانَ يَتَعَاهَدهُ ، فَوَجَدَهُ يَنْقُص ، فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شِبْه الْغُلَام الْمُحْتَلِم ، فَقُلْت لَهُ أَجِنِّيّ أَمْ إِنْسِيّ ؟ قَال بَلْ جِنِّيّ " – وَفِيهِ– فقَالَ أُبَيٌّ فَمَا يُنْجِينَا مِنْكُمْ ؟ قَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : ﴿ أللهُ لا إله إلا هو الحي القيوم ......﴾ مَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ أُجِيرَ مِنَّا حَتَّى يُمْسِيَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:« صَدَقَ الْخَبِيثُ» .أخرجه الحاكم والطبراني.

১১. উবাই ইবনে ক'াব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পাথরে পরিবেষ্টিত একটি স্থানে তিনি খেজুর সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, যা দিনে-দিনে হ্রাস পাচ্ছিল। এক রাতে তিনি স্থানটিতে পাহারায় ছিলেন। এমন সময় তিনি পরিপূর্ণ বয়সের একটি জন্তু দেখতে পেলেন। জন্তুটি তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি জিন সম্প্রদায়ভুক্ত নাকি মানুষ সম্প্রদায়ের? উত্তরে সে বলল: আমি জিন সম্প্রদায়ভুক্ত। ... ক'াব রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের থেকে আমাদের বাঁচার পথ কি? সে বলল: সূরা বাক্বারার [২৫৫ নং] আয়াত ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.........﴾ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় আয়াতটি পড়বে সকাল হওয়া পর্যন্ত সে আমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে যাবে এবং যে ব্যক্তি সকাল বেলা পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত

১.হাদীসটি সহীহ, শব্দগুলি আহমাদের হাদীস নং: ১৫৪৩৪, দারেমী হাদীস নং :২৫৮৮ সহীহুল জামে' হাদীস নং: ৪৬৭৪

সে আমাদের অনিষ্ট হতে নিরাপদে থাকবে। সকাল হলে উবাই (রাদিয়াল্লাহ আনহু) রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট এলেন এবং উক্ত ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন, শুনে তিনি বললেন: "দুষ্ট দুরাচার সত্য কথাই বলেছে।"[১]

عن ثوبان ﷺ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُمْسِي أَوْ يُصْبِحُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». أخرجه أحمد وأبوداود.

১২. সাউবান (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া: [রযীতু বিল্লাহি রব্বাা, ওয়া বিলইসলাামি দ্বীনাা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যাা] অর্থ: (আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ [ﷺ]কে নবী রূপে লাভ করে পরিতুষ্ট।) ৩বার পাঠ করবে, কিয়ামত বিদসে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সন্তুষ্ট করবেন।"[২]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ بِنَا ... فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ:« قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ». أخرجه الترمذي والنسائي.

১৩. মু'য়ায ইবনে আব্দুল্লা (রা:) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, এক বৃষ্টিময় অন্ধকার রাতে আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর অপেক্ষায় ছিলাম যে, তিনি আমাদের সালাত পড়াবেন। ... অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদের সালাত পড়ানোর উদ্দেশ্যে বের হলেন। এরপর আমাকে বললেন: "পাঠ

১. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাদীস নং: ২০৬৪ তাবারানী ফিল কাবীর: (১/২০১) আরও দেখুন: সহীহ তারগীব ও তারহীব হাদীস নং: ৬৫৫

২. হাদীসটি হাসান, শব্দগুলি আহমাদের হাদীস নং: ২৩৪৯৯ আবু দাউদ হাদীস নং : ৫০৭২ দেখুন: তুহফাতুল আখইয়ার পৃ: ৩৯

কর" আমি বললাম: কি পাঠ করব? তিনি বললেন: সকালে ও সন্ধ্যায় সূরা এখলাস ও সূরা নাস ও ফালাক পাঠ করবে। ইহা তোমার সবকিছু থেকে হেফাজত করবে।"[১]

عن أبي مالك ﷺ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ». أخرجه أبو داود.

১৪. আবু মালেক (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"তোমাদের মাঝে যে কেউ সকালে উপনীত হলে এ দোয়া পাঠ করবে:

[আসবাহনাা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খইরা হাাযাল ইয়াওমা ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু ওয়া নূরাহু ওয়া বারাকাতাহু ওয়া হুদাাহু, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররি মাা ফীহি ওয়া শাররি মাা বা'দাহ্] অর্থ: (আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সকালে উপনীত হয়েছি। হে প্রভূ! আমি তোমার সমীপে এই সকালের সর্বমঙ্গল, বিজয়, সাহায্য, জ্যোতি, বরকত ও হিদায়াত প্রার্থনা করছি। আর এর মাঝে ও পরের সকল প্রকার অমঙ্গল হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) অনুরূপ যখন সন্ধা করবে তখন বলবে।"[২] কিন্তু সন্ধায় বলবে: আমসাইনাা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি --------।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قال: قَالَ رسول الله ﷺ لِفَاطِمَةَ:« مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوْصِيكِ بِهِ ؟ أَنْ تَقُولَ إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ

১. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৫৭৫ মূল শব্দগুলি নাসাঈর হাদীস নং: ৫৪২৮
২. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং: ৫০৮৪ দেখুন: সহীহুল জামে হাদীস নং : ৩৫২ যাদুল মায়াদ: (২/৩৭৩)।

أَسْتَغِيثُ، فَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ». أخرجه النسائ في الكبرى والحاكم.

১৫. আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] ফাতেমাকে বলেন: তোমাকে আমি সকাল সন্ধ্যায় যা পড়তে বলেছি তা পড়তে বাধা কোথায়? তুমি যখন সকাল ও বিকাল কারবে তখন বলবে: [ইয়াা হাইয়ু ইয়াা ক্বইয়ূমু বিরহমাতিকা আসতাগীছু, ফাআসলিহ্ লী শা'নী কুল্লাহ্, ওয়া লাা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বরফাতা 'আইনীন] অর্থ: (হে চিরঞ্জিব, চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের অছিলায় তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তুমি আমার সর্বঅবস্থাকে ঠিক করে দাও এবং এক মুহূর্তের জন্য আমাকে আমার নিজের উপর সোঁপে দিও না।[১]

عن أبي الدرداء ﷺ عن النبي ﷺ قال:« مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي: حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ ﷻ هَمَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ السُّنِّيُّ.

১৬. আবুদ্দারদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় এ দোয়াটি সাতবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তা থেকে নিরাপদে রাখবেন। [হাসবিয়াল্লাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা হুওয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুওয়া রব্বুল 'আরশিল 'আযীম] অর্থ: (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট যিনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, আমি তাঁরই উপর ভরসা করছি, তিনিই মহাআরশের অধিপতি।)"[২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ তার কুবরায় বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং: ১০৪০৫ হাকেম হাদীস নং : : ২০০০, দেখুন: সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং: ৬৪৫ আরো দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ২২৭

২.হাদীসটি সহীহ, ইবনে সুন্নী আমালূল ইয়াওম ওয়াল্লাইলাতে বর্ণনা করেছেন হাদীস নং: ৭১ আরনাওত্ব এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন, আরো দেখুন: যাদুল মা'য়াদ: (২/২৭৬)

◆ সকালে যা বলবে:

عَنْ جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مَنْ عِنْدِهَا بُكْــرَةً حِــينَ صَــلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجعَ بَعَدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَــا زِلْتِ عَلى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْــها؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَــعْدَكِ أَرْبَــعَ كَلِــمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَــا قُلْــتِ مُنْــذُ اليَــومِ لَوَزَنَتْــهُنَّ: سُبْــحَانَ الله وَبِــحَــمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِــــــــــدَادَ كَلِــمَاتِــــــــــهِ».

أخرجه مسلم.

জুওয়াইরিয়া [রা:] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] ফজরের সালাত আদায় করে তাকে সেখানে রেখে বাইরে চলে যান। তিনি [ﷺ] চাশতের সময় ফিরে এসে দেখেন জুওয়াইরিয়া সেখানেই বসে আছেন। তখন তিনি [ﷺ] বলেন:“ তোমাকে যে অবস্থায় ছেড়ে গেছি সেভাবেই আছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী [ﷺ] বললেন: “তোমার পরে আমি ৪টি শব্দ বলেছি যা তুমি এ যাবত বলেছ তার সমপরিমাণ ওজন। “সুবহ্যানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্‌, ‘আদাদা খলক্বিহ্‌, ওয়া রিযাা নাফসিহি, ওয়া জিনাতা ‘আরশিহ্‌ , ওয়া মিদাাদা কালিমাাতিহ্‌ ”[১]

◆ বিকালে যা বলবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ قَالَ:« أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী [ﷺ]-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল: হে আল্লাহর রসূল! গতকাল আমি বিচ্ছুর কামড়ে আক্রান্ত হয়েছিলাম, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: তুমি যদি সন্ধ্যায়

[১]. মুসলিম হা: নং ২৭২৬

বলতে: [আ'ঊযু বিকালিমাাতিল্লাহিত্ তাাম্মাাতি মিন শাররি মাা খলাক্] অর্থ: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর (সুন্দর নামসমূহর) অসিলায়, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তবে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারতো না।"[১]

◆ রাত্রে যা বলবে:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَنْ قَـرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ». متفق عليه.

আবু মাসউদ আল-বাদারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষের দুটি আয়াত রাতে পাঠ করবে, সে রাতে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে।"[২]

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৭০৯
২.বুখারী ও মুসলিম, মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ৪০০৮ মুসলিম হাদীস নং: ৮০৭

২-সাধারণ জিকির

এ অধ্যায়ে আমরা তসবীহ (সুবাহনাল্লাহ), তাহলীল (লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ), তাহমীদ (আল হামদু লিল্লাহ), তকবীর (আল্লাহু আকবার) ও এস্তেগফার বা আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করাসহ সার্বক্ষণিক পাঠ করার মত শরীয়ত সম্মত জিকিরসমূহ উল্লেখ করেছি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ». متفق عليه.

● আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "দুটি এমন বাক্য আছে, যা বলতে সহজ, কিয়ামত দিবসে মিজানে তা হবে অনেক ভারী, দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয়, তা হলো: [সুবাহাানাল্লাহিল আযীম, সুবহাানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্]।"[১]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ ». أخرجه مسلم.

● সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় বাক্য হলো চারটি: [সুবহাানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবার] যে কোনটি থেকে আরম্ভ কর তাতে তোমর কোন সমস্যা নেই।"[২]

---

১. বুখারী হাদীস নং: ৬৪০৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯৪
২. মুসলিম হাদীস নং: ২১৩৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». أخرجه مسلم.

● আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "সুবাহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার" পাঠ করা দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে আমার নিকট প্রিয়।"[১]

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا». أخرجه مسلم.

● আবু মালেক আল-আশ'য়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক এবং [আল-হামদু লিল্লাহ] কিয়ামত দিবসে মিজানকে পূর্ণ করে দিবে এবং [সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহ] আকাশ ও জমিনসমূহকে পূর্ণ করে দেয়। আর সালাত হলো নূর-জ্যোতি, দান-খয়রাত হলো দলিল, ধৈর্য হলো আলো। এ ছাড়া কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হবে। মানুষ প্রতিদিন প্রত্যুষে তার জীবনকে বিক্রি করে, কেউ মুক্ত করে আবার অনেকেই তাকে ধ্বংস করে ফেলে।"[২]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:« مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ». أخرجه مسلم.

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯৫
২. মুসলিম হাদীস নং : ২২৩

● আবু যার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন বাক্যটি উত্তম এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন: "যে বাক্যটি আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেস্তা অথবা তাঁর বান্দাদের জন্য চয়ন করেছেন সেটিই উত্তম। আর তা হলো: [সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহ্]।"[১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجُلَسَائِهِ « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ:« يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ ». أخرجه أحمد والترمذي.

● সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট ছিলাম, তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন: "তোমাদের মাঝে কেউ কি প্রত্যাহ এক হাজার নেকি অর্জন করতে সক্ষম? বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমাদের কেউ কিভাবে এক হাজার নেকি অর্জন করবে? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "একশত বার [সুবহানাল্লাহ] পাঠ করবে, তবে তার আমাল নামায় এক হাজার নেকি লেখা হবে এবং এক হাজার গোনাহ মুছে ফেলা হবে।"[২]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ». أخرجه الترمذي.

● জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি [সুবাহানাল্লাহিল 'আযীম ওয়া বিহামদিহ্] পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হবে।"[৩]

---

১. মুসলিম হাদীস নং : ২৭৩১
২. মুসলিম হাদীস নং : ২৬৯৮
৩. তিরমিযী হাদীস নং: ৩৪৬৫, দেখুন সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ৬৪

عَنْ جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ». أخرجه مسلم.

● জুয়াইরিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি ফজর সালাত বাদ মসজিদে থাকা অবস্থায় নবী [ﷺ] বের হয়ে বেলা উঠার পর পুনরায় ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: "আমি তোমাকে রেখে যাওয়ার পর থেকে সে অবস্থাতেই বসে আছ?" তিনি উত্তরে বলেন: হ্যাঁ, নবী [ﷺ] বলেন: "আমি তোমার পরে চারটি বাক্য তিনবার পড়েছি, যদি তা ওজন করা হয় তবে তুমি এ পর্যন্ত আজ যে আমল করেছ তার সমতুল্য হবে। আর তা হলো: [সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ্, 'আদাদা খলক্বিহ্, ওয়া রিযাা নাফসিহ্, ওয়া জিনাতা 'আরশিহ্, ওয়া মিদাাদা কালিমাতিহ্।" ১

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ ».

أخرجه مسلم.

● আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি এ জিকিরটি দশবার পাঠ করবে, সে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পাবে। আর তা হলো: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্,

১. মুসলিম হাদীস নং : ২৭২৬

ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ্, ওয়াহুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।"[১]

عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص ﷺ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ:« قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّــهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ». قَالَ فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي ؟ قَالَ:« قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ». أخرجه مسلم.

● সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুইন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট এসে বলল: আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি পাঠ করব। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: তুমি বলবে: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, আল্লাহু আকবার কাবীরাা, ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসীরাা, সুবহাানাল্লাহি রব্বিল 'আলামীন, লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়াতা ইল্লাা বিল্লাহিল 'আজীজিল হাকীম] সে ব্যক্তি বলল: এ তো হলো আমার প্রতিপালকের জন্য, তবে আমার জন্য কি? তিনি বলেন: বলো: [আল্লাহুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারজুক্বনী।"[২]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّــي أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ أُشْهِدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَــنْ فِــي الْأَرْضِ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّــدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. مَنْ قَالَهَا مَرَّةً أَعْتَقَ اللهُ ثُلُثَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَــقَ اللهُ ثُلُثَيْهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللهُ كُلَّهُ مِنَ النَّارِ». أخرجه الحاكم.

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯৩
২. মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯৬

● আনাস (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি এ দোয়া ১বার পাঠ করবে, আল্লাহ তার এক তৃতীয়াংশকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি ২বার পাঠ করবে তার দুই তৃতীয়াংশকে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি ৩বার পাঠ করেব আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সম্পূর্ণভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। দোয়াটি হলো: [আল্লাহুম্মা ইন্নী উশহিদুকা ওয়া উশহিদু মালাায়িকাতাক, ওয়া উশহিদু হামালাতা 'আরশিক্, ওয়া উশহিদু মান ফিসসামাাওয়াাতি ওয়া মান ফিলআরয, আন্নাকা আন্তাল্লাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা, ওয়াহদাকা লাা শারীকা লাক্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুকা ওয়া রসূলুক্]

অর্থ: হে আল্লাহ আমি তোমাকে ও তোমার ফেরেশতাদের ও তোমার আরশ বহণকারীদের এবং আকাশসমূহ ও জমিনসমূহে যারা আছে তাদেরকেও সাক্ষী করে বলছি: তুমি আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই। তুমি একক, তোমার কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ আপনার বান্দা ও রসূল।"[১]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى». أخرجه مسلم.

● আবু যার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "প্রত্যহ সকাল বেলা তোমাদের সকলের উপর তার প্রতিটি জোড়ার পক্ষ থেকে দান করা জরুরী হয়ে পড়ে। তবে তার প্রতিটি [সুবহাানাল্লাহ] পাঠ করা একটি দান, তার প্রতিবার [আল-হামদুলিল্লাহ] বলা একটি দান, তার প্রতিবার [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ] পাঠ করা একটি

১. উত্তম সনদে হাকেম র্বণনা করেছেন, হাদীস নং: ১৯২০, আরনাওত্ব বলেন এ হাদীসের সনদ উত্তম। দেখুন: যাদুল মা'য়াদ: ২/৩৭৩

দান, তার প্রতিবার [আল্লাহু আকবার] বলা একটি দান, তার প্রতিটি সৎকাজের আদেশ একটি দান, তার প্রতিটি অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা একটি দান। তবে যদি কেউ দুই রাকাত চাশতের সালাত আদায় করে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।"[১]

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». أخرجه مسلم وأبوداود.

- আবু সাঈদ আলখুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যে ব্যক্তি বলবে: [রযীতু বিল্লাহি রব্বাা, ওয়া বিলইসলাামি দ্বীনাা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রসূলাা] তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।" অর্থ: আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ [ﷺ]কে নবী রূপে লাভ করে পরিতুষ্ট।"[২]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ » فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ:« لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». متفق عليه.

- আবু মুসা আল-আশ'য়ারী (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] তাকে বলেন: "আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। অত:পর তিনি বলেন: তা হলো: [লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়াতা ইল্লাা বিল্লাহ্] "[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً». أخرجه البخاري.

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ৭২০
২. মুসলিম হাদীস নং: ১৮৮৪, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং : ১৫২৯
৩. বুখারী হাদীস নং :৬৩৮৪, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং :২৭০৪

● আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:"আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[১]

عَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». أخرجه مسلم.

● আলআগাররর আল-মোজানি (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "নিশ্চয় আমার অন্তর কুয়াশাচ্ছন্ন হয়; তাই আমি প্রত্যহ একশত বার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». أخرجه مسلم.

● আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।[৩]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:« مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثًا، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ فَارًا مِنَ الزَّحْفِ». أخرجه الحاكم.

● ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পাঠ করবে তার জীবনের সকল গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে

---

১. বুখারী হাদীস নং :৬৩০৭

২. বুখারী হাদীস নং : ২৭০২

৩. মুসলিম হাদীস নং : ৪০৮

পলায়ন করে থাকে। দোয়াটি হলো: [আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লাা ইলাাহা ইল্লাা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বয়ইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহ্]

অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জিব ও সর্বসত্ত্বার ধারক।"[১]

১. হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাদীস নং: ২৫৫০, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ২৭২৭।

৩-নির্দিষ্ট জিকির

১-সাধারণ অবস্থার জিকির

◆ পোশাক পরিধানের সময় যা পাঠ করতে হবে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« --- وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ». أخرجه أبوداود والترمذي.

মু'য়ায ইবনে আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি পোশাক পরিধানের সময় পাঠ করবে: [আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসাানী হাযাসসাওবা ওয়ারাজাক্বানীহি মিন গইরি হাওলিম মিন্নী ওয়া লাা কুওয়াহ] তার পূর্ববর্তী জীবনের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অর্থ: সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করালেন এবং তার সামর্থ প্রদান করলেন, যাতে ছিলনা আমার পক্ষ থেকে কোন উপায়- উদ্যোগ, ছিল না কোন শক্তি সামর্থ।"[১]

◆ নতুন পোশাক পরিধানের সময় কোন দোয়া পাঠ করবে ও তাকে কি বলা হবে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ:« اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ». قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ « تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى» . أخرجه أبوداود والترمذي.

---

১. হাদীসটি হাসান, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৪০২৩, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৪৫৮

১. আবু সাঈদ আল-খুদরী [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন কাপড়ের নাম উল্লেখ করে পাঠ করতেন: [আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাওতানীহ্, আসআলুকা মিন খাইরহি ওয়া খইরি মাা সুনি'আ লাহ্, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মাা সুনি'আ লাহ্]

অর্থ: হে আল্লাহ সকল প্রশংসা তোমার তুমিই আমাকে কাপড় পরিয়েছ, আমি এর মঙ্গল ও এর জন্য যে মঙ্গল নির্ধারণ করা হয়েছে তা কামনা করছি। আর এর অমঙ্গল ও এর যে অমঙ্গল নির্ধারণ করা হয়েছে তা থেকে তোমার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১]

আবু নাজরা বলেন: নবী [ﷺ]-এর সাহাবীগণের কেউ যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তাকে এ দেয়া পাঠ করতে বলতেন। [তুবলী ওয়া ইউখলিফুল্লাহু তা'য়ালা]

অর্থ: ইহা পরে তুমি পুরাতন করে ফেল এবং আল্লাহ তা'য়ালা যেন এরপর এর চেয়েও উত্তম দান করেন।

عَنْ أُمِّ خَالِدٍ رضي الله عنها قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ :« مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ ؟ » فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ:(ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ »فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ« أَبْلِي وَأَخْلِقِي» مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ وَيَقُولُ: « يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا ». أخرجه البخاري.

উম্মে খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কাছে অনেক পোশাক আনা হলো, তাতে ছিল একটি কালো চাদর। নবী [ﷺ] বলেন: "তোমরা এ কালো চাদরটি কাকে দেয়ার মতামত প্রদান করো? সবাই চুপ থাকল। অত:পর নবী [ﷺ] বলেন: "তোমরা উম্মে খালেদকে ডেকে নিয়ে এসো।" আমাকে নবী [ﷺ-এর

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৪০২০, তিরমিযী হাদীস নং: ১৭৬৭

কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি নিজ হাতে আমাকে চাদরটি পরিধান করিয়ে দুইবার বললেন: [আবলী ওয়া আখলিক্বী] আর বারবার জামার দিকে লক্ষ করে বলেন: "হে উম্মু খালেদ এটা অতি চমৎকার জামা।"[১]

◆ **বাড়ীতে প্রবেশকালে যা বলবে:**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "যখন কোন ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশকালে ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান অন্যদের লক্ষ্য করে বলে, এ বাড়ীতে তোমাদের থাকা ও খাবার কোন সুযোগ নেই। আর যখন কোন ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশকালে ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করে তখন শয়তান অন্যদের লক্ষ্য করে বলে, তোমরা আজ এ বাড়ীতে অবস্থান ও খাবার সুযোগ পেয়ে গেলে।"[২]

◆ **বাড়ী হতে বাহির হওয়ার সময় যা বলবে:**

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ:« بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا ». أخرجه الترمذي والنسائي.

১. উম্মে সালামাহ (রা:) বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন বাড়ী থেকে বাহির হতেন, তখন তিনি তার আঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্তোলন করে এ দোয়া পাঠ করতেন: [বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্না

১. বুখারী, হাদীস নং : ৫৮৪৫

২. মুসলিম, হাদীস নং : ২০১৮

না'উযু বিকা মিন আন নাজিল্লা আও নাযিল্লা আও নাযলিমা আও নুযলামা আও নাজহালা আও ইউজহালা 'আলাইনাা] অর্থ: আল্লাহর নামে তাঁর প্রতি খরসা করে বের হলাম। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অন্যকে পথভ্রষ্ট করা হতে অথবা কারো দ্বারা আমরা পথভ্রষ্ট হতে, আমরা অন্যকে পদস্খলন অথবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, আমরা অন্যের প্রতি নির্যাতন করতে অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া থেকে এবং আমরা নিজেরা অজ্ঞ হওয়া থেকে বা অন্যদের দ্বারা অজ্ঞ হওয়া থেকে।"[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ». أخرجه أبوداود والترمذي.

২. আনাস ইবনে মালেক (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বলেন: "যখন কোন ব্যক্তি তার বাড়ী হতে বের হয়ে বলে: [বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ্, লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়াতা ইল্লাা বিল্লাহ্] অর্থ: আল্লাহ নামে তাঁর প্রতি ভরসা করে বের হলাম, আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কোন ভাল কাজ করার এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি [ﷺ] বলেন: "তখন তাকে বলা হয় তোমার জন্য যথেষ্ট এবং তুমি নিরাপদ ও সৎপথ প্রদর্শিত হয়েছ। আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। তারপর এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, তুমি তার সাথে কেমন করে পারবে? যে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও যথেষ্ট এবং নিরাপদ।"[২]

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৫০৯৪, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৪২৭
২. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের, হাদীস নং: ৫০৯৫, তিরমিযী হাদীস নং : ৩৪২৬

◆ **পায়খানায় প্রবেশ ও বের হওয়া সময় যা বলবে:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ». متفق عليه.

আনাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন: [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালখুবছি ওয়ালখাবাাইছ] অন্য বর্ণনায় শুরুতে: [বিসমিল্লাহ] বলার কথা উল্লেখ হয়েছে। অর্থ: হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে খারাপ পুরুষ ও মহিলা জিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[১]

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ:« غُفْرَانَكَ». أخرجه أبوداود والترمذي.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহ আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন: [গুফরাানাক্] অর্থাৎ: হে আল্লাহ আমি তোমার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"[২]

◆ **মসজিদের দিকে যাওয়ার সময় যে দোয়া পাঠ করবে:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها كان النبي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عندها ... –وفي– فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ:« اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি তার খালা মায়মুনার বাড়ীতে রাত্রী যাপন করেন। এ ঘটনায় রয়েছে: মুয়াজ্জিন আজান দিলে রসূলুল্লাহ

১. বুখারী হাদীস নং: ১৪২, মুসলিম হাদীস নং: ৩৭৫
২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং: ৩০, তিরমিযী হাদীস নং : ৭

[ﷺ] মসজিদের উদ্দেশ্যে এ দোয়া পড়তে পড়তে বাহির হলেন: [আল্লাহুম্মাজ'আল ফী ক্বলবী নূরাা, ওয়া ফী লিসাানী নূরাা, ওয়াজ'আল ফী সাম'ঈ নূরাা, ওয়াজ'আল ফী বাসারী নূরাা, ওয়াজ'আল মিন খলফী নূরাা, ওয়া মিন আমাামী নূরাা, ওয়াজ'আল মিন ফাওক্বী নূরাা, ওয়া মিন তাহ্তী নূরাা, আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী নূরাা]

অর্থ: হে আল্লাহ তুমি আমার অন্তরে নূর দান কর, আমার জিহ্বাতে নূর দান কর, আমার কর্ণে দাও নূর, আমার চোখে নূর দাও, আমার পিছে নূর দাও, আমার আগে নূর দাও, আমার সামনে নূর দাও আমার উপর থেকে নূর দাও আমার নিচে থেকে নূর দাও, হে আল্লাহ তুমি আমাকে নূর দান কর।"[১]

◆ **মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যে দোয়া পাঠ করবে:**

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ».أخرجه مسلم.

[আল্লাহুম্মাফতাহ্লী আবওয়াাবা রাহমাতিক্] অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ:« أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». أخرجه أبوداود.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] মসজিদে প্রবেশ কালে বলতেন: [আ'ঊযু বিল্লাহিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্ব-নিহিল ক্বদীম মিনাশশাইত্ব-নির রাজীম] অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার সম্মানিত চেহারা এবং শাশ্বত সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে।"[৩]

---

১. বুখারী হাদীস নং: ৬৩১৬, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং : ৭৬৩
২. মুসলিম হাদীস নং: ৭১৩
৩. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৬৬

৪. **বের হওয়ার সময় বলবে:**

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ». أخرجه مسلم.

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিক্] অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।"[১]

◆ নতুন চাঁদ দেখার সময় যে দোয়া পাঠ করবে:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ ». أخرجه أحمد الترمذي.

তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেন: [আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনাা বিলআমনি ওয়ালঈমাান, ওয়াসসালাামাতি ওয়ালইসলাাম, রব্বী ওয়ারব্বুকাল্লাহ্] অর্থ: হে আল্লাহ এই নতুন চাঁদকে আমাদের জন্য সাফল্য-নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের বানিয়ে দাও, আমার ও তোমার (চাঁদের) প্রতিপালক আল্লাহ।"[২]

◆ আজান শ্রবণকালে কি পড়তে হবে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». أخرجه مسلم.

১. মুসলিম হাঃ নং ৭১৩

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ, হাদীস নং: ১৩৯৭ দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ১৮১৬ তিরমিযী হাদীস নং: ৩৪৫১

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন। "তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে শুনবে, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে হুবহু তোমরাও তাই বল। তারপর আমার উপর দরুদ পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার পরিবর্তে তার উপর দশবার দয়া করবেন। অত:পর আমার জন্য আল্লাহর সমীপে অসিলা চাও, আর তা হলো জান্নাতের মর্যাদাপূর্ন স্থান। ইহা আল্লাহর এক বান্দার জন্য নির্দিষ্ট, আমি আশা করি সে বান্দা আমিই। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্য অসীলা চাইবে তার জন্য সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে।"[১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه البخاري.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি আজান শ্রবণের পর এ দোয়া পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে। দোয়াটি হলো: [আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্তাম্মাহ্, ওয়াসসলাতিল ক-য়িমাহ্, আাতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাযীলাহ্, ওয়াব'আছহু মাক-মাম মাহমূদাহ্, আল্লাযী ওয়া'আত্তাহ্] অর্থ: হে আল্লাহ! এ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা-লাভকারী সালাতের প্রভূ! মুহাম্মাদ [ﷺ]কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উঁচু স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।"[২]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

১. মুসলিম হাদীস নং: ৩৮৪
২. বুখারী হাদীস নং: ৬১৪

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُـــهُ ».

أخرجه مسلم.

৩. স'াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আজান শুনে বলবে: [আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাা শারীকালাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহ্, রযীতু বিল্লাহি রব্বাা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রসূলাা, ওয়া বিলইসলাামি দ্বীনাা] তার গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ [ﷺ] তার দাস ও তার রসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, এবং মুহাম্মাদ [ﷺ]কে নবী রূপে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতুষ্ট।"[১]

১. মুসলিম হাদীস নং: ৩৮৬

২- কঠিন মুহূর্তে ও বিপদের সময় পঠনীয় জিকিরসমূহ

◆ **বিপদের সময় যা বলবে:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ:« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ».متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] কঠিন সময় এ দোয়া পাঠ করতেন: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহুল 'আযীমুল হালীম, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল 'আরশিল 'আযীম, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুলস সমাাওয়াাতি ওয়া রব্বুল আরযি ওয়া রব্বুল 'আরশিল কারীম]

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, যিনি মহান সহনশীল, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই যিনি মহাআরশের অধিপতি, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই যিনি আকাশসমূহ ও জমিন ও আরশের অধিপতি।"[১]

عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ». أخرجه الترمذي.

২. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: ইউনুস (আলাইহিস সালাম) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় এ দোয়া পাঠ করেছিলেন: [লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা সুবহাানাকা

১. বুখারী হাদীস নং: ৬৩৪৬ মুসলিম হাদীস নং: ২৭৩০

ইন্নী কুন্তু মিনাযয-লিমীন] অর্থ: (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন কাজের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এ দোয়া করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার দোয়া কবুল করবেন।"[১]

◆ **ভয়ানক কোন বস্তু দেখলে যা বলবে:**

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ قَالَ :« هُوَ اللهُ رَبِّي لاَ أُشرِكَ بِهِ شَيْئاً». أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة.

সাওবান [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] ভয়ের কিছু দেখলে এ দোয়া পাঠ করতেন: [হুওয়াল্লাহু রব্বী লাা উশরিকু বিহী শাইয়াা]

অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা আমার প্রতিপালক, আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না।" [২]

◆ **চিন্তায় পতিত হলে যে দোয়া পাঠ করবে:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا فَقَالَ بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا». أخرجه أحمد.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "কেউ যদি চিন্তায় পতিত হয়ে এ দোয়া পাঠ করে

---

১. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৫০৫

২. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ বিদা রাত্রির আমলের অধ্যায় বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং: ৬৫৭, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ, হাদীস নং : ২০৭০

তবে আল্লাহ তা'য়ালা তার দু:শ্চিন্তাকে দূর করে দিবেন এবং চিন্তাকে আনন্দ দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। ইবনে মাসউদ [ﷺ]বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আমরা কি এ দোয়াটি শিখে নিব না? তিনি উত্তরে বলেন: হ্যাঁ, যে এ দোয়াটি শুনবে তার উচিৎ তা শিখে নেওয়া।

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আব্দুক্, ওয়াবনু আব্দিক্, ওয়াবনু আমাতিক্, নাাসিয়াতী বিইয়াদিক্, মাযিন ফিয়্যা হুকমুক্, 'আদলুন ফিয়্যা কয–উক্, আসআলুকা বিকুল্লিসমিন্ হুয়া লাক, সাম্মাইতা বিহী নাফসাক, আও 'আল্লামতাহু আহাদান মিন খলকিক্, আও আনজালতাহু ফী কিতাাবিক্, আবিস্‌তা'ছারতা বিহী ফী 'ইলমিকালগইবি 'ইন্দাক্, আন তাজ'আলাল কুরআানা রবী'আ ক্বলবী, ওয়া নূরা সদরী, ওয়া জালাাআ হুজনী, ওয়া যাহাাবা হাম্মী]

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছো অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাজিল করেছো, অথবা তোমার কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে যে নাম শিখিয়ে দিয়েছো, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো, তোমার নিকট এই প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসরণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী।"[১]

◆ **কোন জনগোষ্ঠী হতে ভয় পেলে যা পড়তে হয়:**

«اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ» أخرجه مسلم.

১. [আল্লাহুম্মাক ফিনীহিম বিমা শি'তা]

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং: ৩৭১২, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং:১৯৯

অর্থ: হে আল্লাহ! এদের মুকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে ইচ্ছামত সেরূপ আচরণ করো, যেরূপ আচরণের তারা হকদার।"[১]

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ». أخرجه أحمد وأبوداود.

২. [আল্লাহুম্মা ইন্নাা নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম] অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তাদেরকে দমন করার জন্য তোমাকে ন্যস্ত করলাম এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।"[২]

◆ **শত্রুর সম্মুখীন হলে যা পড়তে হয়:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ:« اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أُقَاتِلُ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

১. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন যুদ্ধে অবতরণ করতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন: [আল্লাহুম্মা আন্তা আযুদী ওয়া আন্তা নাসীরী ওয়া বিকা উক্বা-তিল্]

অর্থ: হে আল্লাহ তুমি আমার শক্তি ও সাহায্যকারী, তোমার কাছে শক্তি কামনা করি, তোমার নিকটেই ফিরে যাই ও তোমার শক্তিতেই যুদ্ধ করি।"[৩]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ ﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ ﴾ آل عمران: ١٧٣

قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ ﴾ آل عمران: ١٧٣

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ৩০০৫

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং: ১৯৯৫৮, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং :১৫৩৭

৩. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং: ২৬৩২, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৫৮৪

২. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত। [হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল] এ দোয়াটি ইব্রাহীম [আলাইহিস সালাম] আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন। আর নবী মুহাম্মাদ [ﷺ] বলেছিলেন, যখন তারা বলেছিল:

﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾﴾ آل عمران: ١٧٣

"যাদেরকে লোকেরা বলছিল: নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেসব লোক সমবেত হয়েছে। অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস বর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল: [হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল] আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং মঙ্গলময় কর্মবিধায়ক।" [সূরা আল ইমরান: ১৭৩][১]

◆ শত্রু ধাওয়া করলে যা বলবে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ الله ﷺ إِلَى المدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَابٌّ لَا يُعْرَفُ، قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا، فَالْتَفَتَ نَبِيُّ الله ﷺ فَقَالَ : « اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ » فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ. أخرجه البخاري.

আনাস ইবনে মালেক [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] বাহনের পিছনে আবু বকর [রাঃ]কে সাথে নিয়ে মদীনার দিকে আগমন করেন। আবু বকর একজন বৃদ্ধ পরিচিত মানুষ আর আল্লাহর নবী [ﷺ] অপরিচিত যুবক মানুষ। মানুষ আবু বকরের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করে

১. বুখারী হাদীস নং : ৪৫৬৩

আপনার সামনের লোকাটি কে? তিনি বলেন, উনি আমার পথ প্রদর্শক। তাতে মানুষ মনে করে রাস্তার প্রদর্শক আর আবু বকর অর্থ নেন কল্যাণের পথ প্রদর্শক। এরপর আবু বকর পিছনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখেন একজন ঘোড় সোয়ারী তাঁদের নিকটে পৌঁছে গেছে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই যে ঘোড় সোয়ারী আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। নবী [ﷺ] বললেন: [আল্লাহুম্মাসরা'হু] অর্থ: হে আল্লাহ তাকে ধরাশায়ী করে দাও। সাথে সাথে ঘোড়াটি তাকে ধরাশায়ীত করে ফেলল। অত:পর গোড়াটি চিঁহিঁহিঁ করতে করতে উঠে দাঁড়ালো।"[১]

◆ **শত্রুর উপর বিজয়ের জন্য যে দোয়া পাঠ করবে:**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ:« اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ». متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ [ﷺ] মুশরিকদের উপর বিজয়ের জন্য বদদোয়া করেছিলেন: [আল্লাহুম্মা মুনজিলাল কিতাাব, সারী'আল হিসাাব, আল্লাহুম্মাহজিমিল আহ্জাাব, আল্লাহুম্মাহজিমহুম ওয়া জালজিলহুম]

অর্থ: হে কিতাব অবতীর্ণকারী আল্লাহ তা'য়ালা, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, হে আল্লাহ তুমি শত্রু পক্ষকে পরাভূত করো, হে আল্লাহ তুমি তাদেরকে পরাভূত করো ও তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও।"[২]

◆ **কোন বিপদ ঘটে গেলে যা বলবে:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ

---

[১]. বুখারী হা: নং ৪৫৬৩

২. বুখারী শব্দ তারই হাদীস নং: ২৯৩৩, মুসলিম হাদীস নং: ১৭৪২

وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন হতে আল্লাহর কাছে উত্তম ও প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। অতএব, যা উপকারী তার আশাধারী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো ও অপারগতা প্রকাশ করো না। তোমার যদি কোন প্রকার বিপদ ঘটে যায়, তবে এ কথা বলো না যে, যদি আমি এমন করতাম (তবে বিপদে পতিত হতাম না), তবে বল: ভাগ্যে ছিল, আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই করেছেন। আর নিশ্চয়ই 'যদি' (শব্দটি) শয়তানের কর্মকে খুলে দেয়।"[১]

◆ গোনাহ করে ফেললে যা করবে ও যা বলবে:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ »، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ ﴿١٣٥﴾﴾ آل عمران: ١٣٥ أخرجه أبوداود والترمذي.

আবু বকর [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "কোন ব্যক্তি যদি গোনাহ করার পর ভাল করে অজু করে দুই রাকাত সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তওবা করে, তবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন। অত:পর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন। অর্থ: এবং যখন কেউ অশ্লীল কার্য করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, তৎপর আল্লাহকে স্মরণ করে। [সূরা আল ইমরান:১৩৫]"[২]

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৬৬৪

২. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং: ১৫২১, তিরমিযী হাদীস হাদীস নং: ৩০০৬

◆ ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হলে যে দোয়া পাঠ করতে হয়:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ ؟ قَالَ قُلْ:« اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

১. আলী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তার কাছে এক চুক্তিপ্রাপ্ত কৃত দাস এসে বলল: আমি মুক্ত হওয়ার চুক্তি পূর্ণ করতে অপারগ হয়ে পড়েছি, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিব, যে বাক্যগুলি রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদি তোমার উপর 'সীর' পাহাড় পরিমাণও ঋণ থাকে, তবে আল্লাহ তা'য়ালা তা পরিশোধ করে দিবেন।"

[আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালাালিকা 'আন হারাামিক্, ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়াাক্] অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিজিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। আর তোমার অনুগ্রহ-অবদান দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সব হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।"[১]

عن أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ». أخرجه البخاري.

২. আনাস ইবনে মালেন [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ﷺ] এ দোয়া পাঠ করতেন: [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়ালহাজান, ওয়াল'আজ্‌জি ওয়ালকাসাল্, ওয়ালজুবনি ওয়ালবুখ্ল্, ওয়া যলা'ইদ্ দাইনি ওয়া গলাবাতির রিজাল]

---

১. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাদীস নং: ১৩১৯ দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং: ২৬৬ তিরমিযী হাদীস নং : ৩৫৬৩

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা–ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপনতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকদের প্রাধান্য বিস্তার থেকে।"[১]

◆ **ছোট বা বড় যে কোন প্রকার বিপদে যা বলতে হয়:**

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ البقرة: ١٥٥ - ١٥٧

"তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দান করো, যাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তারা বলে: নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী।"

[সূরা বাকারা:১৫৫- ১৫৭]

عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا». أخرجه مسلم.

২. উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "যে বান্দা বিপদে পতিত হয়ে এ দোয়া পাঠ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে এ বিপদ হতে মুক্ত করবেন এবং তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। [ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি র–জি'উন, আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খইরান মিনহা]

১. বুখারী, হাদীস নং : ৬৩৬৯

অর্থ: আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। হে আল্লাহ! এ বিপদ থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও এবং এরপর আমাকে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।”[১]

◆ শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য যে দোয়া পাঠ করবে:

১. আল্লাহ তা'য়ালার বনি:

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ ﴾ فصلت: ٣٦

“যদি শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” [সূরা ফুসসিলাত: ৩৬]

২. আজান, নিয়মিত দোয়া পাঠ, কুরআন তেলাওয়াত করা, আয়াতুল কুরসী পাঠ করা এবং এ ধরনের আরো দোয়া যা সামনে আসছে তা পাঠ করা।

◆ রাগের সময় যা বলবে:

عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ....». متفق عليه.

সুলায়মান ইবনে রুরদ [﵁] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সামনে গালাগালি করছিল, আর আমরা তার কাছে বসেছিলাম, একে অপরকে রাগে মুখ লাল করে গাল দিচ্ছিল। অত:পর নবী [ﷺ] বলেন:“ আমি এমন বাক্য জানি, যদি তা বলে তাদের নিকট

১. মুসলিম, হাদীস নং : ৯১৮

থেকে রাগ চলে যাবে। আর তা হলোঃ [আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব–নির রজীম] "[১]

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নংঃ ৬১১৫, মুসলিম হাদীস নংঃ ২৬১০

৩- সাময়িক অবস্থায় পঠনীয় জিকির

◆ মজলিস থেকে উঠার সময় যে দোয়া পাঠ করতে হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তির কোন বৈঠকে বসে তাতে অধিক ভুলচুক হয়, সে উঠার পূর্বে এ দোয়া পাঠ করলে বৈঠকের ভুল-ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। [সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিক্, আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক্] অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা ঘোষনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিছ ও তোমার নিকটে তওবা করছি।"[১]

◆ মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাকের সময় যা বলতে হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] এরশাদ করেন:"তোমরা যখন মোরগের ডাক শুনতে পাবে, তখন আল্লাহর নিটক তাঁর অনুগ্রহ কামনা করবে। যেমন বলবে: [আসআলুল্লাহা মিন ফাযলিহ্] কেননা মোরগ ফেরেশতাদের দেখতে পায়। আর যখন তোমরা গাধার

---

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং: ১০৪২০, মূল শব্দগুলি তিরমিযীর হাদীস নং : ৩৪৩৩

ডাক শুনতে পাবে তখন [আ'ঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব–নির রজীম] পড়ে আল্লাহর তা'য়ালার কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাবে; কেননা সে শয়তানকে দেখতে পায়।"[১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ». أخرجه أحمد وأبوداود.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কুকুর ও গাধার ডাক শুনতে পাবে, তখন তোমরা [আ'ঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব–নির রজীম] পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাবে; কেননা তারা এমন কিছু দেখতে পায় যা তোমরা দেখতে পাওনা।"[২]

◆ কোন ব্যাধি বা বিপদগ্রস্ত কিংবা অঙ্গহানী লোককে দেখলে যে দোয়া পাঠ করতে হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ ». أخرجه الترمذي والطبراني في الأوسط.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"কেউ যদি কোন অঙ্গহানী বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে বলে: [আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিম্মাবতালাাকা বিহ্, ওয়া ফাযযালানী 'আলা কাছীরিন মিম্মান খলাক্বা তাফযীলাা] তাহলে সে ঐ বিপদে পতিত হবে না।" অর্থ: সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদে

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর, হাদীস নং: ৩৩০৩, মুসলিম হাদীস নং : ২৭২৯

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং : ১৪৩৩৪, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং : ৫১০৩

রেখেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগ্রহ করেছেন।" [১]

◆ নসিহত করার পরও যদি শরীয়ত বিরোধীতায় লিপ্ত থাকে তবে যা বলতে হয়:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ:« كُلْ بِيَمِينِكَ » قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ:« لاَ اسْتَطَعْتَ » مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. أخرجه مسلم.

সালমা ইবনে আল-আকওয়া [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট বাম হাতে খাচ্ছিল। তাকে দেখে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তুমি ডান হাতে খাও।" সে বলল, আমি ডান হাতে খেতে পারছি না। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "তুমি পারবেও না।" অহঙ্কারই তাকে ডান হাতে খাওয়া"থেকে বিরত রেখেছে।" বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি পরবর্তীতে আর কখনো তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।[২]

◆ অনৈসলামিক কার্যকলাপ উৎপাটনের সময় যা বলতে হয়:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ:

﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ ﴾ الإسراء: ٨١ .

متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] মক্কা বিজয়ের দিন, মক্কাতে প্রবেশ করলেন, সে সময় কাবা ঘরের চতুষ্পার্শ্বে

---

১. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী ও তাবারানী আওসাতে বর্ণনা করেছেন হাদীস নং: ৫৩২০, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং : ২৭৩৭

২. মুসলিম হাদীস নং : ২০২১

তিনশত ষাটটি মুর্তি ছিল। আর তার হাতে লাঠি ছিল তাদ্বারা আঘাত হানছিলেন এবং এ আয়াত পাঠ করছিলেন। [জাাআল হাক্কু ওয়া জাহাক্বাল বাত্বিল, ইন্নালবাাত্বিলা কানা জাহূক্বাা] অর্থ: আর আপনি বলুন! সত্য আগমন করেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। [সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১]" [১]

◆ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জন্য ভাল কিছু করল তার জন্য যে দোয়া বলতে হয়ে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً قَالَ: مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ فَأُخْبِرَ فَقَالَ:« اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ».

متفق عليه.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] একদা পায়খানায় প্রবেশ করলেন, আর আমি তাঁর জন্য অজুর পানি রাখলাম, অত:পর তিনি জিজ্ঞাস করলেন:"কে রেখেছে অজুর পানি? তাকে অবহিত করা হলে তিনি দোয়া করেন: [আল্লাহুম্মা ফাক্কিহ্হু ফিদ্দীন] অর্থ: হে আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের অগাধ জ্ঞান দান করুন।"[২]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ ». أخرجه الترمذي.

২. উসামা ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যাকে কেউ ভাল কাজ করে দিল, সে যদি তার জন্য বলে: [জাজাাকাল্লাহু খইরাা] অর্থ: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তবে সে যেন সর্বোত্তম প্রশংসা করল।"[৩]

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ২৪৭৮, মুসলিম হাদীস নং : ১৭৮১
২. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ১৪৩, মুসলিম হাদীস নং : ২৪৭৭
৩. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী, হাদীস নং :২০৩৫

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ﷺ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ:« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ». أخرجه النسائي وابن ماجه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে রাবীয়াহ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার মুদ্রা ঋণ নিয়েছিলেন, তার কাছে অর্থ আসার পর আমাকে ফেরত দিয়ে বললেন: [বাারাকাল্লাহু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মাালিক্] অর্থ: আল্লাহ তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ঋণের প্রতিদান হলো তার প্রশংসা করা ও পরিশোধ করে দেয়া।" [১]

◆ বৃক্ষে বা বাগানে প্রথম ফল দেখলে যা বলতে হয়:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا ....» قَالَ : ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা প্রথম ফল রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট নিয়ে আসত আর তিনি যখন তা ধরতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন। [আল্লাহুম্মা বাারিক লানাা ফী ছামারিনাা, ওয়া বাারিক লানাা ফী মাদীনাতিনাা, ওয়া বাারিক লানাা ফী স–'ইনাা, ওয়া বাারিক লানাা ফী মুদ্দিনাা] অত:পর সে ফলটি তার সবচেয়ে ছোট বাচ্চাকে ডেকে প্রদান করতেন।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফলে বরকত দান করুন, আমাদের শহরে বরকত দান করুন ও আমাদের সা' ও মুদ (ছোট বড় সর্বপ্রকার) মাপে বরকত দান করুন।" [২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি নাসাঈর হাদীস নং: ৪৬৮৩, ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ২৪২৪
২. মুসলিম হাদীস নং : ১৩৭৩

◆ কোন আনন্দের সংবাদ এলে যা করতে হবে:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. أخرجه الترمذي وابن ماجه.

আবু বাকরাহ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর নিকট তাঁকে আনন্দদায়ক বিষয় আসলে বা কোন সুসংবাদ দেয়া হলে, তিনি সেজদায়ে শোকর তথা আল্লাহ তা'য়ালার কৃতজ্ঞার্থে সেজদা করতেন।"[১]

◆ আশ্চর্য ও খুশীর সময় যা বলবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ:« أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত যে, একদা মদীনার কোন রাস্তায় নবী [ﷺ]-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে, তিনি অপবিত্র থাকার কারণে অন্য রাস্তায় চলে গিয়ে গোসল করে নেন। এদিকে নবী [ﷺ] তাকে তালাশ করতেছিলেন। অত:পর তিনি যখন তাঁর কাছে এলেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরা! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথে সাক্ষাতের সময় আমি অপবিত্র ছিলাম, গোসল করার আগে আপনার সাথে মিলিত হওয়াটা ভাল মনে করিনি। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: [সুবাহানাল্লাহ] নিশ্চয় মুমিন অপবিত্র হয় না।"[২]

---

১. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাদীস নং : ১৫৭৮, মূল শব্দগুলি ইবনে মাজার হাদীস নং: ১৩৯৪
২. বুখারী হাদীস নং : ২৮৩, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং: ৩৭১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس ﷺ– وفيه– قَالَ عُمَرُ يارسول الله : أَطَلَّقْتَ نِسَــاءَكَ ، فَرَفَعَ إِلَيَّ فَقَالَ:« لَا» فَقُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ... متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, - এতে রয়েছে- উমার (ﷺ) বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: না, অত:পর আমি বললাম: [আল্লাহু আকবার] ..।[১]

◆ **মেঘ ও বৃষ্টি দেখলে যা বলতে হয়:**

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَــحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أُفُقٍ مِنْ الْآفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي صَــلَاتِهِ حَتَّــى يَسْــتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ:« اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ». فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ:« اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ .

أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ] যখন আকাশে কোন মেঘমালা দেখতেন তখন তাঁর কাজ ছেড়ে দিতেন। এমনকি যদি তিনি নফল সালাতে থাকতেন তাও ছেড়ে দিতেন। অত:পর কেবলার দিক হয়ে এ দোয়া পাঠ করতেন। [আল্লাহুম্মা ইন্নাা না'উযু বিকা মিন শাররি মাা উরসিলা বিহ্] অর্থ: হে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ বৃষ্টিতে যে অনিষ্ট পাঠানো হয়েছে তার থেকে। আর যদি বৃষ্টি হত, তখন তিনি এ দোয়া দুই অথবা তিনবার পাঠ করতেন। [আল্লাহুম্মা সইয়িবান নাাফি'আা] অর্থ: হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আর বৃষ্টি না হয়ে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেলে, তিনি আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করতেন।"[২]

---

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং : ৫১৯১, মুসলিম হাদীস নং : ১৪৭৯

২. হাদীসটি সহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদে, হাদীস নং:৭০৭, ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ৩৮৮৯

◆ প্রবল হাওয়া প্রবাহের সময় যা বলবে:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتْ الرِّيحُ قَالَ:« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ». أخرجه مسلم.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন প্রবল বেগে হাওয়া প্রবাহিত হতো, তখন নবী [ﷺ] এ দোয়া পাঠ করতেন। [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খইরাহা ওয়া খইরা মাা ফীহা ওয়া খইরা মাা উরসিলাত বিহ্, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহাা ওয়া শাররি মাা ফীহা ওয়া শাররি মাা উরসিলাত বিহ্] অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার (ঝড়ের) কল্যাণ চাই এবং আমি তার ভিতরে নিহিত কল্যাণটুকু চাই, আর সেই কল্যাণ যা তার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে, তার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হতে এবং যে ক্ষতি তার সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে।"[১]

◆ স্বীয় খাদেমের জন্য যে দোয়া করবে:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ:« اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ». متفق عليه.

আনাস [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আপানার খাদেমের জন্য দোয়া করুন। তিনি এ দোয়া করলেন: [আল্লাহুম্মা আকছির মালাহু ওয়া ওয়ালাদাহ্, ওয়া বাারিক লাহু ফীমাা আ'ত্বইতাহ্] অর্থ: হে আল্লাহ তুমি তার সম্পদের ও সন্তানের প্রাচুর্যতা দান করো এবং যা তাকে দিয়েছ তাতে বরকত দান করো।"[২]

১. মুসলিম হাদীস নং: ৮৯৯
২. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ৬৩৪৪, মুসলিম হাদীস নং : ৬৬০

◆ কোন মুসলিম ব্যক্তির প্রশংসা করতে চাইলে যা বলবে:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ –وفيه– أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا ». متفق عليه.

আবু বাকরাহ [ﷺ] হতে বর্ণিত, তাতে রয়েছে ... নিশ্চয় রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেন: "যদি কোন ব্যক্তির প্রশংসা করতেই হয়, তখন যেন সে এভাবে বলে: [আহসিবু ফুলাানান ওয়াল্লাহু হাসীবুহ্, ওয়া লাা উজাক্কী 'আলাল্লাহি আহাদাা, আহসিবুহু যাাকা কাযাা ওয়া কাযাা] অর্থ: আমি অমুক সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করি। আল্লাহই তার সম্পর্কে ভাল জানেন। আল্লাহর উপর কারো সম্পর্কে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি না। তবে আমি তার সম্পর্কে (যদি জানা থাকে) এই এই ধারণা পোষণ করি।"[১]

◆ প্রশংসিত ব্যক্তি যা বলবে:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا زُكِّي قَالَ: اَللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْلِي مَا لاَ يَعْلَمُونَ . أخرجه البخاري في الأدب المفرد.

'আদী ইবনে আরতাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর সাহাবাদের মধ্য হতে কেউ প্রশংসিত হলে, তিনি এ দোয়া পাঠ করতেন। [আল্লাহুম্মা লাা তুয়াাখিযনী বিমাা ইয়াকূলূন, ওয়াগফির লী মাা লাা ইয়া'লামূন] অর্থ: হে আল্লাহ! যা বলা হচ্ছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না, আমাকে ক্ষমা করে দাও যা তারা জানে না।"[২]

---

১. বুখারী হাদীস নং : ২৬৬২, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং: ৩০০০
২. হাদীসটি সহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং : ৭৮২

◆ যে ব্যক্তি সম্পদ ও সন্তান চাইবে সে যা বলবেঃ

আল্লাহর বাণীঃ

﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴿١٢﴾ ﴾ [نوح / ١٠ – ١٢].

“অত:পর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যান্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।” [সূরা নূহ:১০-১২]

৩- শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া ও জিকির

◆ **রোগের প্রকার ও তার চিকিৎসা:**

রোগ দুই প্রকার: (ক) অন্তরের রোগ (খ) শরীরের রোগ। অন্তরের রোগ আবার দুই প্রকার:

১. সন্দেহজনিত রোগ: যেমন আল্লাহ তা'য়ালা মুনাফেকদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন:

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١٠ ﴾ البقرة: ١٠

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, পরন্তু আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে গুরুতর শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা অসত্য বলতো।" [সূরা বাকারা: ১০]

২. প্রবৃত্তির রোগ: যেমন আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের মাতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٌ ٣٢ ﴾ الأحزاب: ٣٢

"কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়।" [সূরা আহযাব: ৩২]

আর শরীরির রোগ বিভিন্ন অসুখ ও সমস্যার কারণে হয়ে থাকে। আর অন্তরের চিকিৎসা শুধু রসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। অন্তরের সুস্থতা তার স্রষ্টা প্রতিপালককে জানার মাধ্যমে, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী, তাঁর কাজ ও শরীয়ত জানার মাধ্যমে রয়েছে। রোগ নিরাময় রয়েছে তাঁর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেওয়া ও তাঁর নিষেধ ও অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকার মাঝে।

◆ শরীরের চিকিৎসা দুইভাবে:

প্রথম প্রকার: যা প্রতিটি জীবের মাঝে আল্লাহ তা'য়ালা সাধারণভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এগুলির জন্য কোন ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় না। যেমন ক্ষুধার জন্য খাদ্য গ্রহণ, পিপাসায় পানি পান করা আর ক্লান্তিতে বিশ্রাম গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় প্রকার হলো: যা চিন্তা ও গবেষণা করতে হয়। এ চিকিৎসা আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত শিক্ষা অথবা সাধারণ ঔষধ দ্বারা বা দুইটার দ্বারাই উপশম হয়ে থাকে।

◆ অন্তরের রোগ:

অন্তরের সুস্থতা ও সাধারণ অবস্থা হতে পরিবর্তন হওয়া হলো অন্তরের রোগ। আর অন্তরের সুস্থতা সত্যকে জানা, তা পছন্দ করা ও অসত্যতের উপরে সত্যতে প্রাধান্য দেওয়া। আর অন্তরের অসুস্থতা হলো: সন্দেহ করা অথবা তার উপর অসত্যকে প্রাধান্য দেয়া। মুনাফিকদের রোগ হলো সন্দেহ ও সংশয়ের রোগ আর পাপিষ্ঠদের রোগ হলো: প্রবৃত্তির গোলামী। এ ছাড়া অন্তরের আরো অনেক রোগ রয়েছে যেমন: লোক দেখানো এবাদত, অহঙ্কার করা, নিজেকে বড় মনে করা, হিংসা করা, আত্মহমিকা এবং জমিনে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের লিপ্সা। আর এসব রোগ সন্দেহ ও প্রবৃত্তের গোলামীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। আমরা আল্লাহর সমীপে সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

◆ মানবরূপী ও জ্বিন শয়তানের অনিষ্টকে প্রতিহত করা:

১. আল্লাহ তা'য়ালা মানব শত্রুর সাথে ভাল ব্যবহার, তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে তার থেকে শত্রুতা ভাবটা চলে গিয়ে বন্ধুত্ব ও সুন্দর আখলাকের ভাবটা ফুটে উঠে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ

عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ فصلت: ٣٤ - ٣٥

"ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা মহাভাগ্যবান।"

[সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৪-৩৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা শয়তান শত্রু হতে তার সমীপে আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার সাথে ভাল ব্যবহার ও তাকে দয়া করলে কোন কাজে আসবে না। বরং বনি আদমকে পথভ্রষ্ট করা ও তার সাথে দুশমনী করাই তার স্বভাব। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ ﴾ فصلت: ٣٦

"যদি শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

[সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৬]

ফেরেস্তা ও শয়তান বনি আদমের অন্তরে দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘন্টা লেগেই আছে। অনেক এমন লোক আছে যাদের দিনের চেয়ে রাত্রিই লম্বা আবার অনেক আছে যাদের রাতের চেয়ে দিন লম্বা। আবার অনেক আছে যাদের পুরা সময়টাই লম্বা। আবার অনেকেই আছে যাদের সম্পূর্ণ সময় দিন, বা তাদের মধ্যে কারো সম্পূর্ণ সময়টাই রাত্রি। বনি আদমের অন্তরে ফেরেস্তার যেমন রয়েছে প্রভাব, তেমনি প্রভাব রয়েছে শয়তানের। আল্লাহর আদেশকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শয়তান দুই প্রকার ধোকা দিয়ে থাকে। হয়তো সে আদেশটির ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে, অথবা সেটাকে একেবারে গুরুত্বহীন করে দেবে।

◆ মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতা:

আল্লাহ তা'য়ালা মানব ও জিন জাতির জন্য তিনটি মৌলিক নিয়ামতকে নির্দিষ্ট করেছেন। আর তা হলো: বিবেক, দ্বীন ও ভাল মন্দের মাঝে পার্থক্য করার স্বাধীনতা। আর ইবলীসই সর্বপ্রথম এ নিয়ামত ব্যবহার করেছিল খারাপ পথে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশকে অবজ্ঞা করে। বরং সে অবাধ্যতায় অটুট থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করেছিল। সে এ নিয়ামতকে খারাপ পথে ব্যয় করে বনি আদমকে পথ ভ্রষ্ট করার নিমিত্তে। এ ছাড়া গোনাহের কাজকে সুন্দর করে তাদের সামনে উপস্থাপন করে তার বান্দা বানিয়ে জাহান্নামে পৌছানো হলো একমাত্র কাজ।

১. এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦ ﴾ فاطر: ٦

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এই জন্যে যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।" [সূরা ফাতির: ৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٥﴾ يوسف: ٥

"নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা ইউসুফ: ৫]

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ».

متفق عليه.

৩. জাবের [রাঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "ইবলীসের সিংহাসন হলো সমূদ্রের মাঝে। অত:পর সে সেখান থেকে তার সৈন্য বাহিনীকে পাঠিয়ে দেয় মানুষের

মাঝে ফেৎনা সৃষ্টি করার জন্য। তাদের মধ্যে সেই তার নিকট বড় যে বেশী ফেৎনা সৃষ্টি করতে পারে।"[১]

◆ **শয়তানের শত্রুতার স্বরূপ:**

বিভিন্ন পন্থায়, রঙে ও বিভিন্ন প্রকারে শয়তান মানবজাতির শত্রুতা করে থাকে। তার কিছু নিম্নে উপস্থাপন করা হলো: মানব জাতির জন্য খারাপ ও পাপের কাজগুলিকে সুন্দর করে দেখিয়ে পথ ভ্রষ্ট করে, তাদের থেকে সে কেটে পড়ে।

● **শয়তানের শত্রুতার কিছু নিদর্শন:**

- মানুষকে মিথ্যা ওয়াদা ও আশা দিয়ে এবং তাদেরকে প্ররোচনার মাধ্যমে পথ ভ্রষ্ট করা।
- আদম সমন্তানকে পাপ ও হারাম কাজে লিপ্ত করা।
- প্রতিটি ভাল কাজের পথে বসে মানুষকে বাধা দান ও তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা।
- মানুষের মাঝে বিভেদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা।
- মানুষের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষকে উৎসাহিত করা।
- তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার রোগা বালার মাধ্যমে কষ্ট দেয়া এবং তার সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর রাস্তা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা।
- তাদের কানে প্রসাব করে দেয় যাতে করে সে সকাল পর্যন্ত ঘুম হতে না উঠতে পারে এবং তাদের মাথায় গিরা দেয়া যাতে করে জাগ্রত না হতে পারে।

---

১. মুসলিম হাদীস নং: ২৮১৩

অত:পর যে ব্যক্তি শয়তানের কথাকে মেনে নেবে, তার অনুসরণ করবে, সে তার দলভুক্ত হবে এবং কিয়ামতে তাকে তার সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের অনুসরণ করবে ও শয়তানের অবাধ্য হবে, আল্লাহ তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٩﴾ ﴾ المجادلة: ١٩

"শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা মোজাদালাহ: ১৯]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾ ﴾ الإسراء: ٦٣ - ٦٥

"তিন (আল্লাহ) বলেন: যা, জাহান্নামই সম্যক শাস্তি তোর এবং তাদের যারা তোর অনুসরণ করবে। তোর আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমন কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেয়; কর্ম বিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।"

[সূরা বনি ইসরাঈল: ৬৩-৬৫]

عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ....». أخرجه أحمد والنسائي.

৩. সাবরাহ ইবনে আবু ফাকেহ [ﷻ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "শয়তান বনি আদমের প্রতিটি রাস্তায় বসে। সে ইসলামের রাস্তায় বসে বলে, তুমি স্বীয় বাপ-দাদার ধর্মকে ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করছ? সে তার কথাকে কর্ণপাত না করে ইসলাম গ্রহণ করে। অত:পর সে হিজরতের রাস্তায় বসে তাকে বলতে থাকে তুমি যে জমিনের উপর ও আকাশের নিচে প্রতিপালিত হয়েছ, তা ত্যাগ করে হিজরত করছ? বস্তুত মুহাজিরের উদাহরণ তো দীর্ঘ পথ পাড়িতে ঘোড়ার ন্যায়। কিন্তু সে তার কথাকে কর্ণপাত না করে হিজরত করে।

অত:পর সে জিহাদের রাস্তায় বসে তাকে বলতে থাকে, তুমি নিজ জীবন ও সম্পদকে বাজি রেখে জিহাদে যাচ্ছ? সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করবে তারপর যদি তুমি মারা যাও, তবে তোমার স্ত্রীকে অন্যজন বিবাহ করবে ও তোমার সম্পদকে আত্মীয়রা বণ্টন করে নিয়ে যাবে। সে তার কথাকে কর্ণপাত না করে জিহাদ করে। অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি এমনটি করল, আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[১]

◆ **শয়তানের পথসমূহ:**

মানুষ চারটি পথে চলাফেরা করে: আর তা হলো: ডান, বাম, সামনে ও পিছে। মানুষ এগুলির যে দিকে চলুক না কেন, শয়তান সবদিক থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করে।

মানুষ যদি আল্লাহ তা'য়ালার অনুসরণ করে, তবে শয়তানকে তার বাধাদানকারী ও প্রতিবন্ধক হিসেবে পাবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার অবাধ্য হবে, সে শয়তানকে তার খাদেম তার সাহায্যকারী ও তার কর্মকে সুশোভিতকারী হিসেবে পাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٦ ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ١٧ ﴾ الأعراف: ١٦ - ١٧

"(ইবলীস) বলল: আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, এ কারণে আমিও শপথ করে বলছি: আমি তাদের (বিভ্রান্ত করার) জন্যে সরল পথের (মাথায়) অবশ্যই ওঁৎ পেতে বসে থাকব। অত:পর আমি (পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে) তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসবো, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না।" [সূরা আ'রাফ: ১৬-১৭]

◆ **মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশ পথসমূহ:**

যে সবপথ ধরে শয়তান মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে তা হলো তিনটি: খাহেশ, রাগ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। খাহেশ হলো পাশবিকতা: যার মাধ্যমে মানুষ নিজের উপর অত্যাচারী হয়ে উঠে, যার ফলে সে লোভী ও কৃপণ হয়। রাগ হলো হিংস্রতা: এর ভয়াবহতা খাহেশের

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং ১৬০৫৪, দেখুন: সহীহ হাদীস সিরিজ হাদীস নং ২৯৭৯, মূল শব্দগুলি নাসাঈর হাদীস নং ৩১৩৪

চেয়েও বিপদজনক। রাগের ফলে মানুষ নিজের ও অন্যের উপর অত্যাচারী হয়ে উঠে, যার কারণে সে অহংকারী ও আত্মহমিক হয়ে উঠে।

প্রবৃত্তির পুজারী হলো শয়তানী কাজ। আর তা হলো শারীরিক রাগের চেয়েও ভয়ানক। যার ফলে শিরক ও কুফরের মাধ্যমে তার জুলুম-অত্যাচার সৃষ্টিকর্তার উপর বিস্তার করে বসে। এর পরিণতি হলো: কুফরি ও বিদাত। খাহেশ বা পাশবিকতা মুলক কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমেই অধিকাংশ পাপ সংঘটিত হয়। আর এর মাধ্যমেই মানুষ অন্যান্য প্রকারে লিপ্ত হয়।

◆ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তানের পদক্ষেপসমূহ:

অপকর্ম বিশ্বের সমস্ত খারাপ অপকর্মের মূল কারণই হলো শয়তান। তবে শয়তানের অপকর্ম সাতটি স্তরে সীমাবদ্ধ। আর সে বনি আদমের সাথে লেগে থাকে তন্মধ্যে এক বা একাধিক স্তরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত। প্রথম ও সবচেয়ে জঘন্য হলো: শিরক, কুফরী ও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে শত্রুতা করা। কিন্তু সে যদি এথেকে নিরাশ হয় তবে সে দ্বিতীয়টির দিকে ধাবিত হয়, তা হলো বিদাত। সে যদি দ্বিতীয়টিতে পতিত হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে যায়, তবে সে তৃতীয়ত বিভিন্ন কবিরা গুনাহ করার দিকে ধাবিত করে। আর যদি সে কবিরা গুনাহ করাতে অপারগ হয় তবে তাকে চতুর্থত ধাবিত করে সগিরা বা ছোট গুনাহের দিকে।

অত:পর সে যদি সেটাতেও কৃতকার্য না হয়, তবে তাকে সে ফরজ-ওয়াজিব বা সওয়াবের আমল থেকে এমন কাজে লিপ্ত করাবে যাতে নেই কোন সওয়াব বা নেই কোন গোনাহ। এ হলো পঞ্চম স্তর।

অত:পর এ কাজেও যদি সে কৃতকার্য না হতে পারে, তবে সে ফরজ ত্যাগ করিয়ে নফলের কাজে লিপ্ত করে দিবে। এ হলো ষষ্ঠ স্তর। অত:পর এতেও যদি সে সফলতায় না পৌছতে পারে, তবে সে মানবরূপী ও জিনরূপী তার সহপাটিকে তার পিছে লাগিয়ে দিবে, তারা তাকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিয়ে তাকে ব্যস্ত রাখাবে। আর মুমিনরা তার

সাথে মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

◆ মানুষ যার মাধ্যমে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকতে পারেঃ

কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত দোয়া ও জিকিরের মাধ্যমে মানুষ শয়তান থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। এ দুটোতে রয়েছে আরোগ্য, রহমত, হেদায়েত ও দুনিয়া ও আখেরাতে সকল প্রকার অমঙ্গল হতে নিরাপদ থাকার সুব্যবস্থা, ইনশাআল্লাহু তা'য়ালা।

১. নিরাপত্তা লাভের প্রথম উপায়ঃ

আল্লাহ তা'য়ালার নিকট শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূল [ﷺ]কে এ বিষয়ে সাধারণভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং বিশেষ ভাবে কুরআন পাঠের সময়, রাগের সময়, মনে কুমন্ত্রনা জাগার সময় ও খারাপ স্বপ্ন দেখার পর তাঁর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ ﴾
فصلت: ٣٦

“যদি শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

[সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৬]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾ النحل: ٩٨ - ٩٩

“যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই তাদের

উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।" [সূরা নাহল: ৯৮-৯৯]

২. নিরাপত্তা লাভের দ্বিতীয় উপায়:

বিসমিল্লাহ পাঠ করা। সুতরাং পানাহার, স্ত্রী সহবাস, বাড়ীতে প্রবেশকালে ও সকল কাজে শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হলো:

বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ ». أخرجه مسلم.

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে শুনেছেন: "যখন কোন ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশের সময় ও খাবার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে তখন শয়তান অন্য শয়তানের উদ্দেশ্যে বলে, এ বাড়ীতে তোমাদের অবস্থান ও খাবারের কোন সুযোগ নেই। আর যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর নাম স্মরণ না করেই বাড়ীতে প্রবেশ করে ও খাদ্য গ্রহণ করে তখন শয়তান অন্য শয়তানের উদ্দেশ্যে বলে, তোমরা অবস্থান ও খাওয়া পেয়ে গেলে।"[১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ». متفق عليه.

২. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"তোমাদের মাঝে কেউ যখন স্ত্রী সহবাস করবে, তখন যেন সে এ দোয়া: [বিসমিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা জাননিবনাশ শাইত্ব–না ওয়া

১. মুসলিম হাদীস নং : ২০১৮

জাননিবিশ শাইত্ব–না মাা রজাক্বতানাা] পাঠ করে। কেননা এ সহবাসে যদি তাদের সন্তান হয় তবে শয়তানে তাতে কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না।" অর্থ: আল্লাহর নামে (আমরা মিলন করছি) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখো। আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তা হতেও শয়তানকে দূরে রাখো।"[১]

৩. তৃতীয় উপায়:

ঘুমানোর পূর্বে ও প্রত্যেক সালাতের পরে ও অসুস্থের সময় এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করা।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِـ﴿ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ وَيَقُولُ:« يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا». قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِي الصَّلَاةِ . أخرجه أحمد وأبوداود.

'উকবাহ ইবনে আমের [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জুহফাহ ও আবওয়া এর মাঝে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে চলছিলাম, এমন সময় প্রচণ্ড হাওয়া ও অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে নিল, তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ] সূরা নাস ও ফালাক পাঠ করছিলেন এবং বলছিলেন: হে 'উকবাহ! তুমি এ সূরা দুটির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। কেননা আশ্রয় চাওয়ার জন্য এ দুটি সূরার মত আর কোন কিছু নেই। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে আমাদের সালাত পড়ানোর সময় এ সূরা দুটি পড়তে শুনেছি।[২]

---

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং : ৭৩৯৬, মুসলিম হাদীস নং : ১৪৩৪

২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাদীস নং : ১৭৪৮৩, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং : ১৪৬৩

৪. চতুর্থ উপায়:

আয়াতুল কুরসী পাঠ করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ ». أخرجه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে রামজান মাসে জাকাত প্রহরী নিযুক্ত করেন, পাহারা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি এসে হাত দ্বারা খাদ্য নেওয়া শুরু করে, আমি তাকে ধরে বললাম: আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে নিয়ে যাব, তার পূর্ণ ঘটনার পর ..... অত:পর সে বলে: তুমি যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তবে সারা রাত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রহরী থাকবে, সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। রসূলুল্লাহ [ﷺ] এ ঘটনার বর্ণনা শুনার পর তিনি বলেন: সে সত্যই বলেছে, তবে সে মিথ্যাবাদী, সে ছিল শয়তান।”[১]

৫. পঞ্চম উপায়:

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ». متفق عليه.

---

১. বুখারী মুয়াল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং: ৫০১০, মূল বিষয় বস্তু নাসাঈ ও অন্যান্য হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, দেখুন: শায়খ আলবানীর সংক্ষিপ্ত বুখারী: (২/১০৬)।

আবু মাসউদ আল-আনসারী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যে ব্যক্তি এ আয়াত দুটি (সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) পাঠ করবে, সে রাতে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।"[১]

৬. ষষ্ঠ উপায়:

সূরা বাকারা পাঠ করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"তোমাদের ঘরগুলিকে কবরে পরিণত করো না, নিশ্চয় যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে।"[২]

৭. সপ্তম উপায়:

আল্লাহর জিকির, কুরআন তেলাওয়াত, সুবাহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী পাঠ করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহ আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি এ দোয়াটি: [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্‌, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ্‌, ওয়া হুওয়া

---

১. বুখারী হাদীস নং : ৫০০৯, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং : ৮০৮

২. মুসলিম হাদীস নং: ৭৮০

'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর] একশত বার পাঠ করবে, সে দশজন দাস মুক্ত করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় একশত সওয়াব লিখা হবে ও একশত গোনাহ মোচন করা হবে এবং সেদিন সন্ধা পর্যন্ত শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে আর তার চেয়ে অধিক সওয়াবের অধিকারী কেউ হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তার অধিক পাঠ করবে সে ব্যতীত। দোয়াটির অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই, তারই একচ্ছত্র মালিকানা, তার সকল প্রশংসা, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[১]

৮. অষ্টম উপায়:

বাড়ী হতে বাহির হওয়ার দোয়া পাঠ করা:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ﷺ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী [ﷺ] যখন বাড়ী হতে বের হতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেন: [বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ্, লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়াতা ইল্লাা বিল্লাহ্]

অর্থ: আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, তার উপর ভরসা করছি। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কোন ভাল কাজ করার এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই।

তিনি [ﷺ] বলেন:"যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে বাহির হওয়ার সময়, এ দোয় পাঠ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তুমি হেদায়েত পেয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, তুমি নিরাপত্তা পেয়েছ এবং শয়তানকে তোমার নিকট থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তারপর এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে,

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ৬৪০৩, মুসলিম হাদীস নং: ২৬৯১

তুমি তার সাথে কেমন করে পারবে? যে সুপথ প্রদর্শিত, যার জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে ও নিরাপত্তা পেয়েছে।”[১]

৯. নবম উপায়:

কোন জায়গায় অবতরণ কালে দোয়া পাঠ করা:

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ ». أخرجه مسلم.

খাওলা বিনতে হাকীম সুলামিয়্যা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছেন:“যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবতরণের সময় এ দোয়া পাঠ করবে। [আ'ঊযু বিকালিমাাতিল্লাহিত্ তাাম্মাাতি মিন শাররি মাা খলাক্ব] সে স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুতে তাকে অনিষ্ট করতে পারবে না।

অর্থ: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[২]

১০. দশম উপায়:

হাই উঠলে মুখে হাত রেখে তা প্রতিরোধ করা:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». أخرجه مسلم.

১. আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: “যদি তোমাদের কারো হাই আসে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। কেননা সে সময় শয়তান মুখে প্রবেশ করে।”[৩]

---

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৫০৯৫, তিরমিযী হাদীস নং: ৩৪২৬

২. মুসলিম হাদীস নং: ২৭০৮

৩. মুসলিম হাদীস নং: ২৯৯৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :« التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "হাই শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, যখন তোমাদের কারো হাই আসে, সে যতদূর সম্ভব তা যেন প্রতিরোধ করে।"[১]

১১. একাদশ উপায়:

আজান দেওয়া:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন:"যখন সালাতের জন্য আজান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পাদতে পাদতে এত দূর পলায়ন করতে থাকে, যাতে করে সে আজান না শুনতে পায়। আজান শেষ হলে পুণরায় ফিরে আসে। আবার যখন একামত হয়, তখন যে পলায়ন করে। একামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে। তারপর এসে মানুষের মনের মাঝে জল্পনা-কল্পনা জাগিয়ে দিয়ে বলে: তুমি এ কথা স্মরণ করো অমুক কথা স্মরণ করো। এভাবে স্মরণ করাতে করাতে মুসল্লি ভুলে যায়, সে কয় রাকাত সালাত পড়েছে।"[২]

---

১. বুখারী হাদীস নং: ৩২৮৯ মূল শব্দগুলি ও মুসলিমের হাদীস নং: ২৯৯৪

২. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ৬০৮ ও মুসলিম হাদীস নং : ৩৮৯

১২. দ্বাদশ উপায়:

মসজিদে প্রবেশের দোয়া পাঠ করা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ :« أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » قَالَ أَقَطْ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ : حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ. أخرجه أبوداود.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] মসজিদে প্রবেশ কালে এ দোয়া পাঠ করতেন: [আ'ঊযু বিল্লাহিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্ব-নিহিল ক্বদীম মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম] অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার সম্মানিত চেহারা এবং শাশ্বত সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে। যখন কোন ব্যক্তি এ দোয়া পাঠ করে, তখন শয়তান বলে: এ ব্যক্তি আজ সারা দিন আমার নিকট থেকে নিরাপদে রইল।"[১]

১৩. ত্রয়োদশ উপায়:

মসজিদ হতে বাহির হওয়ার দোয়া পাঠ করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». أخرجه ابن ماجه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন নবী [ﷺ]-এর

১. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং: ৪৬৬

উপর দরুদ পাঠ করে এ দোয়া পাঠ করে। [আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়্যাবা রহমাতিক্]

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

আর মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার সময় নবীর [ﷺ] প্রতি দরুদ পড়বে এবং যেন বলে। [আল্লাহুম্মা'সিমনী মিনাশ শাইত্ব–নির রজীম]

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিতাড়িত শয়তান হতে রক্ষা করো।[১]

১৪. চতুর্দশ উপায়:

অজু করা ও সালাত আদায় করা:

বিশেষ করে রাগ ও প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়। রাগ ও প্রবৃত্তি উত্তেজনার অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ সবচেয়ে অজু ও সালাতে দমন হয়ে থাকে।

১৫. পঞ্চদশ উপায়:

আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল [ﷺ]-এর অনুসরণ করা ও কুদৃষ্টিপাত, অশ্লীল কথা, হারাম খাদ্য ভক্ষণ ও অবাধ মেলামেশা হতে বিরত থাকা।

১৬. ষষ্টদশ উপায়:

ঘর-বাড়ীকে ফটো, মূর্তী, কুকুর ও ঘন্টা মুক্ত রাখা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "যে ঘরে কোন জীবের মূর্তী ও ফটো থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করেন না।"[২]

---

১. হাদীসটি সহীহ, ইবনে মাজাহ হাদীস নং: ৭৭৩

২. মুসলিম হাদীস নং : ২১১২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــالَ:« لاَ تَصْــحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ ». أخرجه مسلم.

২. আবু হুরাইরা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এরশাদ করেছেন:"যে সফর সঙ্গীদের সাথে কুকুর ও ঘন্টা থাকে সেখানে রহমতের ফেরেস্তা সাথে অবস্থান করেন না।"[১]

১৭. সপ্তদশ উপায়:

শয়তান ও জিনের আবাস:

তাদের এলাকায় যাওয়া থেকে বিরত থাকা। যেমন: বিরান ঘর-বাড়ি ও অপবিত্র জায়গাসমূহ যেমন: নেশার আড্ডা, ময়লাযুক্ত স্থান এবং জনশূন্য এলাকা যেমন: মরুভূমি ও দূরতম সাগরের তীর ও উট বাধার স্থান ইত্যাদি।

১. মুসলিম হাদীস নং : ২১১৩

৪- জাদু ও জিনের চিকিৎসা

◆ **জাদু:** এমন সূক্ষ্ম কাজ ও তন্ত্র-মন্ত্র যা শরীর ও অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

◆ জাদুতে রয়েছে শুধু অমঙ্গল ও অত্যাচর। এ ছাড়া রয়েছে মানুষের পরস্পরের অধিকার তথা আর্থিক ও মানুষিক ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও শত্রুতা।

◆ মানুষের উপর জিন আসর হওয়াকে আরবিতে "মাস্" বলে।

◆ **জিনের সঙ্গে মানুষের অবস্থাসমূহ:**

জিন হলো: বিবেক সম্পন্ন জীবন্ত প্রাণী, শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ পালনে আদিষ্ট। অতএব, তাদের জন্য রয়েছে নেকি ও গোনাহ।

১. মানুষের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা মানুষ ও জিন উভয়কেই আল্লাহ ও তার রসূলের দাওয়াতের বাণী শুনিয়ে থাকে। তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। এরা হলো আল্লাহর পরম বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত।

২. যারা জিনদের কাজে ব্যবহার করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিষেধকৃত কাজের মাধ্যমে। যেমন: শিরক, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা, কারো প্রতি জুলুম করা যেমন: কারো অসুস্থ হওয়ার কারণ হওয়া অথবা অশ্লীল কাজে জড়িয়ে দেওয়া। এগুলোর অর্থ হলো: সে অন্যায় কাজে জিনের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে।

৩. যে ব্যক্তি তাদেরকে ব্যবহার করে কেরামত ও অলৌকিক জিনিস প্রদর্শনের জন্য। আর এটা হলো ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা।

৪. যে ব্যক্তি জিনকে জায়েজ কাজে ব্যবহার করে যেমন: ইহা জায়েজ কাজে মানুষকে ব্যবহার করার মতই বৈধ। যেমন বিল্ডিং বানানোর কাজে ও মালামাল আনা নেওয়া ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা।

◆ যে কারণে জিনের আসর হয়ে থাকে:

জিন মানুষকে সরাসরি আসর করে থাকে খায়েশ, প্রবৃত্তি বশত ও ভালবাসার বষিভূত হয়ে। যেমনভাবে মানুষের ভিতর উদয় হয়ে থাকে। এসব কখনো হিংসা আবার কোন লোক তাদেরকে কষ্ট দিলে বা অত্যাচার করলে তার প্রতিশোধ হিসেবে হতে পারে। যেমন কেউ তাদের কাউকে হত্যা করল বা তাদের উপর গরম পানি ফেলে দিল অথবা কারো উপর পেশাব করে দিল। আবার অনেক সময় কোন কারণ ছাড়াই জিনের পক্ষহতে অনর্থক ক্ষতি করে থাকে। যেমন অনেক বখাটে মানুষের মাধ্যমে অনর্থক কর্ম হয়ে থাকে।

◆ দুই ভাবে জিনের আসর ও জাদুর চিকিৎসা করা যায়:

প্রথমত: যেখানে জাদুর বস্তু পুতে রাখা হয়েছে, সে জায়গা সনাক্ত করে তা বের করে নষ্ট করে দেয়া। এর দ্বারা আল্লাহর হুকুমে জাদু নষ্ট হয়ে যাবে। এটা সবচেয়ে উত্তম পন্থা। জাদুর স্থান নির্ণয়ের উপায় স্বপ্নের মাধ্যমে, জাদুকৃত স্থান খুজতে খুজতে হয়তো আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দেখাবেন। এ ছাড়া যাকে জাদু করা হয়েছে তার উপর ঝাড়ফুঁক করে জিন হাজির করে তার নিকট থেকে তথ্য নিয়ে জাদুর স্থান বের করা যেতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنْ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ :« يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ ؟

قَالَ: مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا، قَالَ وَفِيمَ ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ قَالَ وَأَيْنَ ؟ قَالَ: فِي

جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَاعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ » قَالَتْ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ .....». متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] কে জাদু করা হয়েছিল, যার কারণে তিনি স্ত্রীর সাথে মিলামেশা করেছেন এমন ধারনা হতো, আসলে তিনি করেননি। - সুফিয়ান বলেন: জাদুর ভিতর এ অবস্থাটা সবচেয়ে ভয়ানক।- তিনি [ﷺ] বলেন: হে আয়শা! আমি যে বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে জানার আবেদন করেছিলাম, আল্লাহ তা'য়ালা তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'আমার নিকট দুই ব্যক্তি এসে একজন আমার শিয়রে, অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসে। শিয়রের ব্যক্তি অপরজনকে বলে, এ লোকটির কি হয়েছে?

সে বলল: তাকে তো জাদু করা হয়েছে। সে বলল: কে তাকে জাদু করেছে? উত্তরে বলল: ইহুদিদের দোসর জুরাইক বংশের মুনাফেক ব্যক্তি যার নাম: লাবীদ ইবনে আ'সাম। সে বলল: কিসের দ্বারা জাদু করেছে? উত্তরে বলল: চিরুনি ও চিরুনিতে যে চুল লেগেছিল তা দ্বারা। সে বলল: তা কোথায়? সে বলে: খেজুরের পুরানো কাঁদিতে জারওয়ান কুপের মুখে স্থাপিত পাথরের নিচে। আয়েশা বলেন: নবী [ﷺ] কুপে গিয়ে তা বাহির করলেন .....।"[১]

দ্বিতীয়ত: যদি জাদু পুঁতে রাখার স্থান না জানা যায়, তবে দুই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হবে:

১. শরীয়ত সম্মত ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে: যাতে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে: (১) যেন কুরআনের আয়াত থেকে হয়। কুরআনই হলো শারীরিক ও মানসিক সকল রোগের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। (২) রসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে বর্ণিত দোয়ার মাধ্যমে। ইহা আরবি ভাষায় হোক বা অন্য ভাষায় যার অর্থ বোধগম্য (৩) এ বিশ্বাস করতে হবে যে, এসব

১. মূল শব্দগুলি বুখারীর হাদীস নং: ৫৭৬৫ মুসলিম হাদীস নং: ২১৮৯

ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোন শক্তি নাই বরং এর প্রভাব আল্লাহর ইচ্ছায় হবে।

২. শরীয়ত সম্মত ঔষধের মাধ্যমে যেমন: মধু, আজ্ওয়া খেজুর, কালোজিরা ও শিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنِ النبي ﷺ قَالَ:« الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ ». أخرجه البخاري.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "তিনটি বস্তুর মাঝে আরোগ্য রয়েছে: শিঙ্গা লাগানোতে, মধু পানে অথবা লোহা গরম করে ছেক দেওয়াতে। তবে আমি আমার উম্মতকে ছেক দেওয়া থেকে বারণ করছি।"[১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ». متفق عليه.

২. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সকাল বেলা সাতটি আজয়া খেজুর খাবে, তাকে জাদু ও বিষে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[২]

وفي رواية لمسلم:« مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ».

সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে: "যে ব্যক্তি সকাল বেলা মদীনার সাতটি খেজুর খাবে, বিষে তাকে সন্ধা পর্যন্ত কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না।"

১. বুখারী হাদীস নং: ৫৬৮১
২. বুখারী হাদীস নং: ৫৭৬৯, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং: ২০৪৭

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ ». متفق عليه.

৩. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন:"কালোজিরাতে মৃত্যু ব্যতীত প্রতিটি রোগের আরোগ্য রয়েছে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ».

أخرجه أبوداود.

৪. আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] এরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি (চাঁদের মাসের) সতের তারিখে অথবা উনিশ তারিখে অথবা একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাবে, তার জন্য ইহা সকল রোগের চিকিৎসা হবে।"[২]

ঝাড়ফুঁককারী অজু করার পর কুরআন হতে বিশুদ্ধভাবে আয়াত তেলাওয়াত করে রোগীর সিনায় অথবা যে কোন অঙ্গে ঝাড়ফুঁক করবে। কুরআনের যেসব সূরা ও আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক করবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলি, সূরা কাফিরূন, সূরা নাস, ফালাক এবং জাদু ও জিন সম্পর্কে বর্ণিত আয়াতগুলি। তা হতে কিছু নিম্নে দেয়া হলো:

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴾ الأعراف: ١١٧ ــ ١٢٢

১. বুখারী হাদীস নং: ৫৬৮৮, মূল শব্দগুলি মুসলিমের হাদীস নং : ২২১৫
২. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং: ৩৮৬১ দেখুন: সহীহুল জামে' হাদীস নং : ৫৯৬৮

[সূরা আ'রাফ:১১৭-১২২]

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ
أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾﴾
يونس: ٧٩ - ٨٢

[সূরা ইউনুস: ৭৯-৮২]

﴿قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ
وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ
سَٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾﴾ طه: ٦٥ - ٦٩

[সূরা ত্ব-হা:৬৫-৬৯]

﴿وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ
ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ
وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا
يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ
مِنْ خَلَٰقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾
البقرة: ١٠٢

[সূরা বাকারা:১০২]

﴿وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفًّا ۝١ فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًا ۝٢ فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكْرًا ۝٣ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌ ۝٤ رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَٰرِقِ ۝٥ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ۝٦ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝٩ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠﴾ الصافات: ١ - ١٠

[সূরা সাফফাত:১-১০]

﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۝٢٩ قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٣٠ يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣١ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝٣٢﴾ الأحقاف: ٢٩ - ٣٢

[সূরা আহক্ব–ফ:২৯-৩২]

﴿يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ ۝٣٣ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٣٤ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ۝٣٥ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٣٦﴾ الرحمن: ٣٣ - ٣٦

[সূরা আররহমান:৩৩-৩৬]

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝١١٥﴾ المؤمنون: ١١٥

[সূরা আল-মু’মিনূন:১১৫]

এরপর নবী [ﷺ] হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত দোয়াগুলি পাঠ করবে, যা নজর লাগার ঝাড়ফুঁক অধ্যায়ে বর্ণিত হবে ইন শাাআল্লাহ।

৫- বদনজরের ঝাড়ফুঁক

◆ **নজর লাগা:** হিংসুক ও বদনজরকারীর পক্ষ থেকে যার প্রতি হিংসা ও বদনজর করা হয় তার উপর বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ হয়। যা কখনো কার্যকর হয় কখানা হয় না। যদি তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে উম্মুক্ত ও প্রতিরক্ষাহীন ভাবে পেয়ে যায়, তবে তার প্রতি ক্রিয়া হয়। পক্ষান্তরে তাকে যদি প্রতিরক্ষা অবস্থায় তার নিকট পৌছার কোন পথ না পায়, তাহলে কোন প্রকার প্রভাব ফেরতে পারে না।

◆ যে বদনজর মানুষের মাঝে প্রতিক্রীয়া সৃষ্টি করে তা হলো হিংসার কুফল। অথবা আল্লাহর জিকির ছাড়া গাফেল অবস্থায় তীক্ষ্ম কুদৃষ্টির সাথে জ্বিন শয়তান ঢুকে পরে ক্ষতি সাধন করে। এ ছাড়া মজাক করে বা আশ্চর্যভাবে দোয়া ব্যতীত কারো গুণ বর্ণনা করলেও নজর লাগতে পারে।

◆ **নজর লাগার পদ্ধতি:**

নজরকারী আল্লাহার নাম না নিয়ে ও বরকতের দোয়া ছাড়া যখন কারো গুণ বর্ণনা করে তখন উপস্থিত শয়তানী আত্মাগুলো তা লুফে নিয়ে তার সঙ্গে ঢুকে পড়ে। অত:পর আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তার মধ্যে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকলে তার কুপ্রভাব প্রতিফলিত হয়।

◆ **যার প্রতি নজর লাগে তার দুইটি অবস্থা:**

১. যার দ্বারা নজর লেগেছে যদি তাকে চেনা যায়, তাহলে তাকে গোসলের নির্দেশ দিতে হবে এবং তার উচিৎ হবে আল্লাহ ও তার রসূলের [ﷺ] অনুসরণ করত: গোসল করা। অত:পর সে পানি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির পিছন দিক থেকে তার শরীরে উপর একবার ঢেলে দিতে হবে। ইন্ শাাআল্লাহ ইহা দ্বারা সে আরোগ্য লাভ করবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا». أخرجه مسلم.

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহ আনহুমা) হতে বর্ণিত , তিনি নবী [ﷺ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন:"নজর লাগা সত্য, যদি ভাগ্যের অগ্রে কিছু অগ্রগামী হত তাহলে নজর লাগায় হত। আর যখন তোমাদেরকে গোসল করতে বলা হবে তখন যেন গোসল কর।"[১]

◆ **কিভাবে গোসল করবে:**

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ ....–وفيه– فَلُبِطَ سَهْلٌ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ قَالَ هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ .

فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ:« اغْتَسِلْ لَهُ» فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. أخرجه أحمد ابن ماجه.

আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হানীফ হতে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার পথে অতিক্রমের সময় তারা নবী [ﷺ]-এর সাথে ছিল। - দীর্ঘ হাদীস - সাহলকে বদনজর লাগালে তাকে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল। বলা হলো: হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি সাহল সম্পর্কে জানেন? আল্লাহর শপথ, সে তার মাথা উঠাতে পারছে না এবং জ্ঞানও ফিরছে না। তিনি বলেন: "তোমরা কি কাউকে সন্দেহ করছ যে, যার দ্বারা বদনজর লেগেছে? তারা বলল: হ্যাঁ, তার দিকে আমের ইবনে রাবীয়াহ নজর দিয়েছিল।

১. মুসলিম হাদীস নং: ২১৮৮

রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমেরকে ডেকে তার উপর রাগ করে বললেন: তোমাদের কেউ তার ভাইকে কেন হত্যা করেছ? যা দেখে তোমাকে আশ্চর্য করে তার জন্য বরকতের দোয়া করলে না কেন? তারপর তিনি তাকে বললেন: "তার জন্য তুমি গোসল কর। অত:পর সে তার মুখ মণ্ডল, কনুইদ্বয়, হস্তদ্বয়, হাটুদ্বয়, পাদ্বয়ের পার্শ্ব এবং লুঙ্গির শরীরে লেগে থাকা অংশ একটি পাত্রে ধৌত করল। এরপর সে পানিগুলো সাহলের উপর ঢেলে দেয়া হল। এক ব্যক্তি সাহলের পিছন থেকে তার মাথা ও পিঠের উপর পানি ঢালবে। অত:পর সে পাত্রটি তার পিছন বরাবর মাটিতে উপুড় করে দিবে। এরূপ করার পর সাহল সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে সবার সাথে যেতে লাগল।" [১]

২. কোন ব্যক্তি দ্বারা নজর লেগেছে যদি জানা না যায়, তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে রোগীকে কুরআনের আয়াত ও নবী [ﷺ] হতে প্রমাণিত দোয়া দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রোগী ও চিকিৎসককে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরোগ্যদানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই। আর কুরআন হলো আরোগ্যের উপকরণ। অতএব, চিকিৎসক কুরআনের আয়াত ও রসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে প্রমাণিত দোয়া দ্বারা ঝাড়ফুঁক করবে। নিম্নে কতিপয় দোয়া বর্ণনা করা হলো:

- সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলি, সূরা এখলাস, সূরা নাস, সূরা ফালাক। আর চাইলে নিচের আয়াতগুলিও পড়তে পারে।

﴿فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾﴾ البقرة: ١٣٧

[সূরা বাকারা:১৩৭]

---

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুল আহমাদের হাদীস নং: ১৬০৭৬, ইবনে মাজাহ হাদীস নং : ৩৫০৯

﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبۡصَٰرِهِمۡ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكۡرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجۡنُونٞ ٥١ ﴾ القلم: ٥١

[সূরা কালাম:৫১]

﴿ أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۖ فَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ ءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَءَاتَيۡنَٰهُم مُّلۡكًا عَظِيمٗا ٥٤ ﴾ النساء: ٥٤

[সূরা নিসা:৫৪]

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارٗا ٨٢ ﴾ الإسراء: ٨٢

[সূরা বনি ইসরাঈল:৮২]

﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيّٗا لَّقَالُواْ لَوۡلَا فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥٓۖ ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞۗ قُلۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وَشِفَآءٞۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًىۚ أُوْلَٰٓئِكَ يُنَادَوۡنَ مِن مَّكَانِۭ بَعِيدٖ ٤٤ ﴾ فصلت: ٤٤

[সূরা হা মীম সেজদা:৪৪]

এ ছাড়া অন্যান্য আয়াতও পাঠ করতে পারে। এরপর নবী [ﷺ] হতে বর্ণিত দোয়াগুলি পাঠ করবে। যেমন:

- « اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبْ الْبَاسَ، اِشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا » متفق عليه.[১] (د)

১ . বুখারী হাঃ নঃ ৫৭৪৩ শবদ তারাই মুসলিম হাঃ নঃ ২১৯১

- «باسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ». أخرجه مسلم. (١)
- « باسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ ». أخرجه مسلم. (٢)
- « اِمْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ ». أخرجه البخاري.(٣)
- « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ». أخرجه البخاري. (٤)
- « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ». أخرجه أبوداود والترمذي.(٥)
- « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ». أخرجه مسلم. (٦)
- « باسْمِ اللَّهِ » ثَلَاثًا وَ« أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ » سَبْعَ مَرَّاتٍ وِاضِعًا يَدَهُ عَلَى مَكَانِ الأَلَمِ. أخرجه مسلم. (٧)

ব্যথার জায়গায় হাত রেখে তিনবার “বিসমিল্লাহ” ও দোয়টি সাতবার পড়বে।

---

১ . মুসলিম হাঃ নঃ ২১৮৬
২. মুসলিম হাদীস নংঃ ২১৮৫
৩. বুখারী হাদীস নং : ৫৭৪৪
৪. বুখারী হাদীস নং : ৩৩৭১
৫. হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নংঃ ৩৮৯৩ মূল শব্দগলি তিরমিযীর হাদীস নং :৩৫২৮
৬. মুসলিম হাদীস নং : ২৭০৯
৭. মুসলিম, হাদীস নং : ২২০২

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ » سَبْعَ مِرَاتٍ. أخرجه أبوداود والترمذي. [1]

এ দোয়াটি সাতবার পড়বে।

---

১. হাদীসটি সহীহ, মূল শব্দগুলি আবু দাউদের হাদীস নং: ৩১০৬, তিরমিযী হাদীস নং: ২০৮৩

৫- দো‘য়ার অধ্যায়

এতে রয়েছেঃ

**১.	দো‘য়ার আহকামঃ**

(ক)	দো‘য়ার প্রকার।

(খ)	দো‘য়ার প্রভাব।

(গ)	দো‘য়া কবুল হওয়া।

(ঘ)	দো‘য়া কবুল হওয়ার অন্তরায়।

(ঙ)	বিপদের সাথে দো‘য়ার অবস্থাসমূহ।

(চ)	দো‘য়ার ফজিলত।

(ছ)	দো‘য়ার আদব ও কবুল হওয়ার কারণসমূহ।

(জ)	জায়েজ ও নাজায়েজ দো‘য়াসমূহ।

(ঝ)	যে সমস্ত উত্তম স্থান, কাল ও অবস্থায় দোয়া কবুল হয়।

**২.	কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কতিপয় দো‘য়া।**

(ক) কুরআনুল কারীমে বর্ণিত দো‘য়া।

(খ) নবী [ﷺ]-এর কতিপয় দো‘য়া।

قال الله تعالى:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ ﴾

[البقرة/ ١٨٦]

আল্লাহর বাণী:

“আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে-বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎ পথে আসতে পারে।” [সূরা বাকারা:১৮৬]

দো'য়ার অধ্যায়

১. দো'য়ার আহকাম

◆ দো'য়ার প্রকার:

দো'য়া এবাদাহ ও দো'য়া মাস'য়ালাহ। আর এ দুটির একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য।

১. দো'য়া এবাদত: হইা হচ্ছে কাঙ্খিত বস্তু অর্জনের জন্যে অথবা অপছন্দনীয় জিনিস অপসারণের জন্যে কিংবা দু:খ-দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبٗا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٨٨ ﴾ الأنبياء: ٨٧ - ٨٨

"এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন আমি তাঁর জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না। অত:পর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল, তুমি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, মহান, আমি তো সীমালংঘনকারী। তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম। দুশ্চিন্তা হতে এবং এই ভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।"

[সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭-৮৮]

২. দোয়া মাস'য়ালাহ: ইহা হচ্ছে এমন জিনিস চাওয়া, যা আবেদনকারীকে কল্যাণ হাসিলে অথবা দু:খ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ দূর করতে উপকার করে।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦﴾ آل عمران: ١٦

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের অপরাধ মার্জনা কর এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর।" [সূরা আল-ইমরান: ১৬]

◆ **দোয়ার প্রভাব:**

সকল প্রার্থনা ও আশ্রয় চাওয়ার ক্রিয়া শক্তি হলো অস্ত্রের ন্যায়, অস্ত্র যেমন তার আঘাত দ্বারা ধ্বংস করে শুধু তীব্র ধার দ্বারা নয়। সুতরাং যখন অস্ত্র পরিপূর্ণ থাকে, তাতে কোন রকম ত্রুটি থাকে না এবং বাহু মজবুত থাকে এবং প্রতিবন্ধকতাও নেয়, এমতাবস্থায় শত্রুর গায়ে আঘাত হানতে সক্ষম হয়। আর যদি উপরোল্লিখিত তিনটি জিনিসের কোন একটির অনুপস্থিতি ঘটে তখন ফল আসতে বিলম্ব হয়।

দোয়া মুমিনের অস্ত্র, এর দ্বারা পতিত ও আসন্ন বিপদ-আপদে সে উপকৃত হয় আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা, তাঁর নির্দেশনাবলীর উপর অবিচল এবং তার দ্বীনকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করা অনুযায়ী দোয়া কবুল হয় এবং উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়।

◆ **দোয়া কবুল হওয়া:**

শর্ত সাপেক্ষে যদি দোয়া করা হয় তবে আল্লাহ তা'য়ালা প্রার্থনাকারীকে হয়তো বা তাৎক্ষণিক ফল প্রদান করেন বা তার ফল বিলম্বিত করেন যাতে বান্দা বেশি বেশি কান্না-কাটি ও কাকুতি-মিনতি করে বা তাকে হয়ত এমন অন্য কিছু প্রদান করেন যা তার প্রার্থনার চেয়ে অধিক উপকারী বা তার দোয়ার মাধ্যমে তার হতে বিপদ-আপদ সরিয়ে নেন। মূলত: বান্দার কিসে উপকার রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। সুতরাং আমরা তাড়াহুড়া করব না।

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ٣﴾ الطلاق: ٣

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ ﴾ البقرة: ١٨٦

"আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (বলে দাও) নিশ্চয় আমি সন্নিকটে রয়েছি। দোয়াকারী যখনই আমার নিকট দোয়া করবে আমি কবুল করবো। অতএব, তারা যেন, আমার নির্দেশাবলী মেনে নেয় ও আমার উপর ঈমান আনে। তাহলে সঠিক পথ লাভ করবে।" [সূরা বাকারা: ১৮৫]

◆ দোয়া কবুল হওয়ার অন্তরায়:

দোয়া অপছন্দনীয় জিনিস দূর করতে এবং আশা পূরণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম; কিন্তু কখনও কখনও দোয়ার ফল প্রতিফলিত হয় না। এর কতিপয় কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

স্বয়ং দোয়ার মধ্যেই দুর্বলতা- এমন দোয়া, যা আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেন না। যেমন: দোয়াতে অতিরঞ্জণ বাড়াবাড়ি থাকা। আর দোয়া না মঞ্জুর হওয়ার পিছনে হয়ত এটাও কারণ থাকতে পারে যে, দোয়াকারীর অন্তরে দুর্বলতা। যেমন: দোয়া কবুল হবে এমন আশাবাদী নয় কিংবা দোয়া করার সময় আল্লাহর দিকে অন্তর ধাবমান হয় না। আর না হয় দোয়া কবুল না হওয়ার পিছনে বাঁধা সৃষ্টিকারী হারাম পানাহার, অমনোযোগিতা, অসতর্কতা ও অন্তরের উপর জমাট বেঁধে থাকা পাপের স্তুপ রয়েছে। আবার দোয়া গৃহীত না হওয়ার এটাও একটি কারণ হতে পারে যে, তা কবুল করার জন্য তাড়াহুড়া করা হয় এবং দোয়া করা ছেড়ে দেওয়া হয়। সম্ভবত কোন কোন দোয়ার প্রতিফল দুনিয়াতে দেওয়া হয় না এজন্যে যে, দোয়াকারী যা চাই তার চাইতে তাকে পরকালে বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। আবার কখনও যা চাই তা না দিয়ে তার পরিবর্তে তাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করা হয়।

আবার কখনও যা চায় তা দেওয়া হলে তার পাপ কাজ বেশি হতে পারে এমতাবস্থায় তাকে আবেদনকৃত বস্তু না দেওয়ায় উত্তম, তাই তার দোয়া গৃহীত হয় না। আবার কখনও দোয়া গৃহীত হয় না এ কারণে যে, দোয়াকারী যা চায় তা যদি দেওয়া হয় তাহলে সে প্রাপ্ত নিয়ামত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তার রবকে ছেড়ে দিবে। সে তাঁর সমীপে আর প্রয়োজনের জন্য আহ্বান জানাবে না এবং তার জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সংঘটিত পাপ থেকে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য তাঁর আপীল কোর্টের দরজায় হাজিরা দিবে না।

◆ বিপদের সাথে দোয়ার অবস্থাসমূহ:

দোয়া সবচেয়ে উপকারী প্রতিষেধক এবং তা বিপদ আপদের শত্রু ফলে তার অবতরণ প্রতিহত করে। আর যদি বিপদ অবতীর্ণ হয়েই যায়, তাহলে তাকে বিতাড়িত করে দেয় অথবা তার কুপ্রভাব ও ক্ষতি কমিয়ে দেয়।

বিপদের সাথে দোয়ার তিনটি অবস্থা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

প্রথম: দোয়া বিপদের চাইতে শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক, তাহলে বিপদকে দূর করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয়: দোয়া আপদ-বিপদ হতে দুর্বল হয়। সুতরাং বালা-মুসিবত তার উপর প্রভুত্ব বজায় রাখে।

তৃতীয়: পরস্পরকে প্রতিরোধ করে এবং প্রত্যেকেই তার প্রতিপক্ষকে বাঁধা দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্রিয়া শক্তিকে রোধ করে।

◆ দোয়ার ফজিলত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦ ﴾ البقرة: ١٨٦

"আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (বলে দাও) নিশ্চয় আমি সন্নিকটে রয়েছি। দোয়াকারী যখনই আমার নিকট দোয়া করবে আমি কবুল করবো। অতএব তারা যেন, আমার নির্দেশাবলী মেনে নেয় ও আমার উপর ঈমান আনে। তাহলে সঠিক পথ লাভ করবে।" [সূরা বাকারা: ১৮৫]

২. আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠ ﴾ غافر: ٦٠

"আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার নিকট দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। অবশ্যই যারা আমার এবাদত করতে অহংকার পোষণ করে তারা লাঞ্ছিত হয়ে অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [সূরা মু'মিন: ৬০]

◆ দোয়ার আদব ও কবুল হওয়ার কারণসমূহ:

১. মহামহিম আল্লাহর উদ্দেশ্যে মনকে খালিস তথা নিখাদ ও খাঁটি করা।

২. আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা দ্বারা শুরু করা। অত:পর রসূলের প্রতি দরুদ পাঠ করা এবং এর মাধ্যমেই সমাপ্ত করা।

৩. দোয়ায় (হুজুরুল ক্বালব) মন উপস্থিত রাখা বা একাগ্রতা আনা।

৪. দোয়ায় আওয়াজকে ছোট রাখা। অর্থাৎ উচ্চ স্বরে ও না আবার একেবারে নিরবেও না। বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি রাখা।

৫. অপরাধ স্বীকার করা ও তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৬. আল্লাহর নিয়ামত স্বীকার করা ও এর জন্য শুকরিয়া করা।

৭. দোয়াকে তিনবার করে আবৃত্তি করা এবং দোয়াতে কাকুতি-মিনতি করা।

৮. দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করা।

৯. দোয়ায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করা এবং কবুল হওয়ার ব্যাপারে পূণ্য আস্থা রাখা।

১০. দোয়াতে যেন গুনাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কথা না থাকে।

১১. দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা।

১২. পরিবার, সম্পদ, সন্তান ও নিজের উপর বদদোয়া না করা।

১৩. দোয়াকারীর খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হালাল হওয়া।

১৪. যদি জুলুমের অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে তা মিটিয়ে ফেলা।

১৫. দোয়ায় বিনয়ী হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতাসহ মনকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন রাখা।

১৬. দোয়ার পূর্বে পায়খানা-প্রস্রাব সেরে ওযু করে নেওয়া।

১৭. দোয়ার সময় দু'হাত জোড় করে, তালু আকাশের দিকে রেখে দু'কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করা এবং ইচ্ছা করলে হস্তদ্বয়ের পিঠ কেবলার দিকে রেখে মুখমণ্ডল পর্যন্ত উত্তোলন করা।

১৮. দোয়ার সময় কেবলামুখী হওয়া।

১৯. সুখে ও দু:খে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট দোয়া করা।

২০. হাদীসে বর্ণিত কবুল হওয়ার সম্ভাবনাময় দোয়াগুলো করা।

◆ কোন্ কোন্ ধরনের দোয়া জায়েজ আর কোন্ ধরনের দোয়া জায়েজ নয়ঃ

◆ দোয়া বিভিন্ন প্রকারঃ

১. এক শ্রেণীর দোয়া বান্দাহ সে সম্পর্কে নির্দেশিত হয়েছে। নির্দেশটি হয় অবশ্য পালনীয় অথবা সেটি পছন্দনীয়। যেমনঃ সালাত ও অন্যান্য বিষয়ে বর্ণিত দোয়াসমূহ, যা আল-কুরআন ও নবীর হাদীসে বর্ণিত

হয়েছে। কারণ উক্ত দোয়াগুলি পাঠ করলে আল্লাহ পছন্দ করেন এবং তাতে সন্তুষ্ট হন।

২. যেসব দোয়া পাঠ করা হতে বান্দাহকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন: দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। আল্লাহর নিকট এমন দোয়া করা, যা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। যেমন: আল্লাহর নিকট এই বলে দোয়া করা যে, আমাকে সর্ববিষয়ে জ্ঞানী করে দাও। অথবা সবকিছু করতে পারার প্রতি ক্ষমতা দাও। কিংবা গায়েব-অজানাকে জানার উপর ক্ষমতা দাও ইত্যাদি। আল্লাহ এ ধরনের দোয়া পছন্দ করেন না এবং তাতে সন্তুষ্ট হন না।

৩. বৈধ বা অনুমোদিত। যেমন: অতিরিক্ত চাওয়া, যা চাইলে কোন পাপ হয় না।

◆ যে সমস্ত উত্তম সময়, স্থান ও অবস্থায় দোয়া কবুল হয়:

১. দোয়া কবুলের উত্তম সময়:

শেষ রাত্রির (রাত্রির তৃতীয় ভাগের) মধ্য ভাগ। লাইলাতুল ক্বদর। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পর। আজান ও একামতের মাঝে। প্রত্যেক রাত্রের কিছু সময়। জুমার দিবসের কিছু সময়। আর তা হলো আসরের শেষ সময়। বৃষ্টি বর্ষণের সময়। আল্লাহর পথে বেরিয়ে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হয়ে অগ্রসর হওয়ার সময়। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের আজানের সময়। ওযু অবস্থায় ঘুমিয়ে অত:পর রাত্রিতে জাগ্রত হয়ে দোয়া করা। রমজান মাসে দোয়া করা ইত্যাদি।

২. দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম স্থানসমূহ:

কা'বা ঘরের ভিতর দোয়া করা, হিজর তথা হাতীম তার অন্তর্ভুক্ত। আরাফাতের দিন আরাফার মাঠে দোয়া করা। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপর দোয়া করা। (মুযদালিফায় অবস্থিত) মাশ'আরুল হারামে দোয়া করা। হজ্বকালে ছোট ও মধ্যম জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর (হাত তুলে কেবলামুখী হয়ে) দোয়া করা। জমজমের পানি পান করার সময় দোয়া করা ইত্যাদি।

৩. দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম অবস্থাসমূহ:

[লাা ইলাাহা ইল্লা আনতা সুবহাানাকা ইন্নী কুনতু মিনায য–লিমীন]-এর মাধ্যমে দোয়া করার সময়। আল্লাহর প্রতি অন্তর ধাবিত হওয়া অবস্থায় দোয়া করা। ওযুর পর দোয়া করা। মুসাফির ব্যক্তির (সফর অবস্থায়) দোয়া। রুগ্ন ব্যক্তির দোয়া। জালিমের প্রতি মাজলুম-অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোয়া। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া অথবা বদদোয়া। এফতারীর সময় রোজাদার ব্যক্তির দোয়া। নিরূপায় ব্যক্তির দোয়া। সালাতে সেজদারত অবস্থায় দোয়া।

জিকির (কুরআন ও সুন্নহর)-এর মাহফিলে মুসলিম ব্যক্তির দোয়া করা। মোরগ ডাকার সময় দোয়া করা। রাত্রিকালীন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্] বলে এস্তেগফার তথা ক্ষমা চেয়ে দোয়া করা ইত্যাদি।

২- কুরআন ও হাদীসের কিছু দো'য়া

১. কুরআনুল কারীম হতে কিছু দো'য়া

◆ আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীমকে প্রতিটি জিনিসের বর্ণনাসহ হেদায়েত, রহমত ও চিকিৎসা স্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন। এখানে কতিপয় দোয়া বর্ণনা করা হবে যা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এগুলির মধ্য থেকে বেছে যা পরিস্থিতির সাথে উপযোগী হয় তার দ্বারা আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।

● ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝١ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧﴾ الفاتحة: ١ ـ ٧ [সূরা ফাতিহা]

● ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝٢٤﴾ الحشر: ٢٣ ـ ٢٤ [সূরা হাশর:২৩-২৪]

● ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٦﴾ يس: ٣٦ [সূরা ইয়াসীন:৩৬]

- ﴿ سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ الزخرف: ٨٢ [সূরা জুখরুফ:৮২]

- ﴿ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾ ﴾ التوبة: ١٢٩ [সূরা তাওবা:১২৯]

- ﴿ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾ الأنبياء: ٨٧ [সূরা আম্বিয়া:৮৭]

- ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾ الأعراف: ٢٣

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"

[সূরা আ'রাফ: ২৩]

- ﴿ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾ ﴾ الممتحنة: ٤

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।"

[সূরা মুমতাহিনা: ৪]

- ﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٥٣﴾ ﴾ آل عمران: ٥٣

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা নাজিল করেছ সে বিষয়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা এই রসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।"

[সূরা আল ইমরান: ৫৩]

- ﴿رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾﴾ المؤمنون: ١٠٩

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" [সূরা মুমিনুন: ১০৯]

- ﴿رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨٣﴾﴾ المائدة: ٨٣

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।"

[সূরা মায়িদা: ৮৩]

- ﴿ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٦﴾﴾ آل عمران: ١٦

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের পাপ মার্জনা করে দাও আর আমাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা কর।" [সূরা আল ইমরান: ১৬]

- ﴿رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾﴾ التحريم: ٨

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" [সূরা আত-তাহরীম: ৮]

- ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾﴾ الحشر: ١٠

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমা করুন যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারদের

বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ালু, পরম করুণাময়।” [সূরা হাশর: ১০]

- ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾﴾ البقرة: ١٢٧ - ١٢٨

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে তোমার অজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারীম দয়ালু। ” [সূরা বাকারা: ১২৭-২২৮]

- ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٥﴾﴾ الممتحنة: ٥

“হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা মুমতাহিনা: ৫]

- ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾﴾ يونس: ٨٥ - ٨٦

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর।” [সূরা ইউনুস: ৮৫-৮৬]

- ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾﴾ آل عمران: ١٤٧

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর। আর আমাদের দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর।” [সূরা আল ইমরান: ১৪৭]

- ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾﴾ الكهف: ١٠

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার কাছ থেকে রহমত দান কর এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থার কর।” [সূরা কাহাফ: ১০]

- ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾﴾ الفرقان: ٧٤

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।” [সূরা ফুরকান: ৭৪]

- ﴿رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾﴾ الفرقان: ٦٥ - ٦٦

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর কর, নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থান স্থল হিসাবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা।” [সূরা ফুরকান: ৬৫-৬৬]

- ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾﴾ البقرة: ٢٠١

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে দোযখের আজাব থেকে রক্ষা কর।” [সূরা বাকারা: ২০১]

- ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ ﴾ البقرة: ٢٨٥

"আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। আমরা ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।" [সূরা বাকরা: ২৮৫]

- ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾ ﴾ البقرة: ٢٨٦

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের রব! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের রব। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।" [সূরা বাকরা: ২৮৬]

- ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾ ﴾ آل عمران: ٨

"হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয় তুমিই মহাদাতা।"

[সূরা আল- ইমরান: ৮]

- ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾ ﴾ آل عمران: ٩

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি সকল মানুষকে একদিন অবশ্যই সমবেত করবে, এতে কিঞ্চিত মাত্রও সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুত ভঙ্গকারী নন।" [সূরা আল-ইমরান: ৯]

● ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾ ﴾ آل عمران: ١٩١ - ١٩٤

"হে আমাদের প্রতিপালক! এ সব তুমি বৃথা সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্রতম। অতএব, তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাও মূলত: তাকে লাঞ্ছিত কর এবং অত্যাচারীতের জন্যে কেউই সাহায্যকারী নেই।

হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের রব! অতএব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূর করে দাও এবং পূণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর। হে আমাদের রব! তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।" [সূরা আল ইমরান: ১৯১-১৯৪]

● ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾ ﴾

إبراهيم: ٤١

“হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা কর।” [সূরা ইবরাহীম: ৪১]

● ﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧﴾ الأنبياء: ٨٧

“তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, আমি সীমালঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আম্বিয়া: ৮৭]

● ﴿رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٩﴾ النمل: ١٩

“হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্ম পরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত কর।” [সূরা আন-নামাল: ১৯]

● ﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠﴾ إبراهيم: ٤٠

“হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের পালনকর্তা আমার দোয়া কবুল করুন।” [সূরা ইবরাহীম: ৪০]

● ﴿رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٥﴾ الأحقاف: ١٥

“হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ দান কর, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার প্রতি আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্যে এবং যাতে আমি সৎকার্য

করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর; আমি তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" [আহকাফ: ১৫]

- ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي ﴾ القصص: ١٦

"হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন।" [সূরা আল-কাসাস: ১৬]

- ﴿ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي ۝ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا۟ قَوْلِي ۝ ﴾ طه: ٢٥ - ٢٨

"হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।" [সূরা ত্বহা: ২৫-২৮]

- ﴿ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ۝ ﴾ هود: ٤٧

"হে আমার রব! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই। আর যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ না কর তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হব।" [সূরা হুদ: ৪৭]

- ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّـٰلِحِينَ ۝ وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْـَٔاخِرِينَ ۝ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۝ ﴾ الشعراء: ٨٣ - ٨٥

"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং আমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।"

[সূরা আশ-শু'আরা: ৮৩-৮৫]

● ﴿ رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارَۢا ٢٨ ﴾ نوح: ٢٨

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।"

[সূরা নূহ: ২৮]

● ﴿ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٗ طَيِّبَةًۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٨ ﴾

آل عمران: ٣٨

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।" [সূরা আল-ইমরান: ৩৮]

● ﴿ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ٨٩ ﴾ الأنبياء: ٨٩

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা (সন্তানহীন) রেখো না এবং তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।" [সূরা আম্বিয়া: ৮৯]

● ﴿ رَبِّ هَبۡ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٠٠ ﴾ الصافات: ١٠٠

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্ম পরায়ণ সন্তান দান কর।"

[সূরা আস-সাফফাত: ১০০]

● ﴿ رَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ١١٨ ﴾ المؤمنون: ١١٨

"হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" [সূরা আল মুমিনুন: ১১৮]

● ﴿رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ۝٩٧ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۝٩٨﴾ المؤمنون: ٩٧ - ٩٨

"হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনাকারী শয়তানের প্ররোচনা হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি হতে।"

[সূরা আল-মুমিনুন: ৯৭-৯৮]

● ﴿رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝١١٤﴾ طه: ١١٤

"হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।" [সূরা ত্বোহা: ১১৪]

● ﴿رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا ۝٨٠﴾ الإسراء: ٨٠

"হে আমার প্রতিপালক! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নাও এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি।" [সূরা বনি ইসরাঈল: ৮০]

● ﴿وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۝٢٩﴾ المؤمنون: ٢٩

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নাও যা হতে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।"

[সূরা আল-মুমিনুন: ২৯]

● ﴿رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ۝١٧﴾ القصص: ١٧

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার উপর অনুগ্রহ করেছ, সতুরাং আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।"

[সূরা আল-কাসাস: ১৭]

• ﴿ رَبِّ ٱنصُرۡنِي عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٣٠ ﴾ العنكبوت: ٣٠

"হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।" [সূরা আল-আনকাবূত: ৩০]

২- নবী [ﷺ]-এর কতিপয় দো'য়া

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ». متفق عليه.

● আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যখন দোয়া করবে সে যেন তার প্রার্থনা দৃঢ় করে আর অবশ্যই একথা যেন না বলে: হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে দান করবে। কারণ (দেয়া-না দেয়ার ব্যাপারে) আল্লাহকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।"[১]

● এখানে সহীহ কতিপয় এমন দোয়া উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলিকে মহানবী (দ:) প্রার্থনায় আবৃত্তি করতেন এবং মুসলমানের কর্তব্য সেগুলি পড়া এবং তার মধ্য থেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী দোয়া বেছে নেয়া এবং এমতাবস্থায় বৈধ মাধ্যম অবলম্বন করা।

« اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা রব্বানাা লাকালহামদু আন্তা কৃইয়িমুস্ সামাাওয়াাতি ওয়ালআরয্, ওয়ালাকালহামদু আন্তা রব্বুস্ সামাাওয়াাতি ওয়ালআরযি

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩৩৮, শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৮

ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়ালাকালহামদু আন্তা নূরুস্ সামাাওয়াাতি ওয়ালআরযি ওয়ামান ফীহিন্না, আন্তালহাক্কু ওয়াক্বাওলুকালহাকক্, ওয়া ওয়া'দুকালহাকক্, ওয়ালিক্ব–উকালহাকক্, ওয়ালজান্নাতু হাকক্, ওয়ান্নাারু হাকক্, ওয়াসসাা'আতু হাকক্, আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আামানতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা খ–সমতু ওয়াবিকা হাাকামতু, ফাগফির লী মাা ক্বদ্দামতু ওয়া মাা আখখরতু ওয়া আসরারতু ওয়া আ'লানতু ওয়া মাা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী লাা ইলাাহা ইল্লাা আনত্]

হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই নিমিত্তে সকল প্রশংসা, তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমার জন্যেই যাবতীয় প্রশংসা। যেহেতু তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক এবং তোমারই যাবতীয় গুণগান। তুমি সমুদয় আকাশ ও পৃথিবীর এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুর আলো দানকারী। তুমি সত্য, তোমার বাণী সত্য অঙ্গীকার সত্য, সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য এবং কিয়ামত সত্য।

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম এবং তোমার প্রতি ঈমান আনলাম এবং তোমারই উপর ভরসা করলাম এবং তোমারই মদদের প্রত্যাশা অন্তরে রেখে শত্রুর মোকাবেলাই লড়ায়ে লিপ্ত হলাম। আর তোমাকেই বিচারক হিসাবে নিরূপণ করলাম। সুতরাং আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং আমার দ্বারা ঘটে যাওয়া কর্মে তুমি যা জান- অপকর্মসমূহ-মার্জনা করে দাও। তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই।[১]

«اللَّهُمَّ اهْدِنِــي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِــيمَنْ تَوَلَّيْــتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْــكَ،

১. বুখারী হাঃ নং ৭৪৪২, শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৭৬৯

وإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». أخرجه أبو داود والترمذي.

"আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইত্, ওয়া 'আফিনী ফীমান 'আফাইত্, ওয়া তাওয়াল্লিনী ফীমান তাওয়াল্লাইত্, ওয়াবাারিক লী ফীমা আ'ত্বইত্, ওয়াক্বিনী শাররা মাা ক্বযইত্, ইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লাা ইউক্বযা 'আলাইক্, ওয়া ইন্নাহু লাা ইয়াযিল্লু মান ওয়াালাইত্, ওয়া লাা ইয়া'ইজ্জু মান 'আদাইত্, তাবাারকতা রব্বানাা ওয়াতা'আলাইত্।"[১]

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ». متفق عليه.

"আল্লাহুমা সল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা সল্লাইতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ, আল্লাহুম্মা বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা বাারকতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।"[২]

وكَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». متفق عليه.

● নবী করীম (দ:) বেশি বেশি এই দোয়াটি করতেন: [আল্লাহুম্মা রব্বনাা আাতিনাা ফিদ্দুনইয়াা হাসানাহ্, ওয়া ফিলআাখিরাতি হাসানাহ্, ওয়াক্বিনাা 'আযাাবান্নাার] "হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর।[৩]

---

১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হা: নং ১৪২৫ শব্দ তারই, তিরমিযী হা: নং ৪৬৪
২. বুখারী হা: নং ৩৩৭০ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৪০৬
৩. বুখারী হাঃ নং ৬৩৮৯ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৮৮

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল'আজজি ওয়ালকাসাল, ওয়ালজুবনি ওয়ালহারামি ওয়ালবুখল্, ওয়া আ'উযু বিকা মিন 'আযাাবিল ক্ববরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়াা ওয়ালমামাাত]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আজাব থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে।[১]

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জাহ্দিল বালাায়ি ওয়া দারকিস্ শিকাায়ি ওয়া সূয়িল ক্বয–য়ি ওয়া শামাাতাতিল আ'দাা']

নবী করীম (দ:) বালা-মুসীবতের ভয়াবহতা ও দুর্ভাগ্যের চরম অবস্থা হতে আর খারাপ অদৃষ্ট এবং দুশমনের হাসি-তামাশা হতে আশ্রয় চাইতেন।[২]

« اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা আসলিহ্ লী দ্বীনী আল্লাযী হুওয়া 'ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ্ লী দুনইয়াায়ী আল্লাতী ফীহাা মা'আাশী, ওয়া আসলিহ্ লী

১. বুখারী হাঃ নং ২৮২৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭০৬, শব্দগুলি তার
২. বুখারী হাঃ নং ৬৬১৬ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৭০৭

আখিরতী আল্লাতী ফীহা মা'আদী, ওয়াজ'আলিল হায়াতা জিইয়াদাতান লী ফী কুল্লি খইরিন ওয়াজ'আলিল মাওতা র–হাতান লী মিন কুল্লি শার]

হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও যার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমার সমুদয় কাজে আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করে দাও আমার পার্থিব জীবনকে যার ভেতর রয়েছে আমার জীবিকা। আর আমার আখেরাতকে তুমি করে দাও বিশুদ্ধ। যেখানে আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর আমার আয়ুকে প্রত্যেক ভাল কাজে বর্ধিত করার উপকরণ কর এবং মৃত্যুকে সকল অমঙ্গল হতে নিস্কৃতি পাবার কারণ বানিয়ে দাও।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকালহুদাা ওয়াত্তুকা ওয়াল'আফাফা ওয়ালগিনাা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই হেদায়েত, সংযম, পবিত্র স্বভাব এবং অভাব শুন্যতার নেয়ামতের।[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল 'আজজি ওয়ালকাসাল্, ওয়াজুবনি ওয়ালবুখলি ওয়ালহারাম্, ওয়া 'আযাাবিল ক্ববর। আল্লাহুম্মা আাতি নাফসী তাকওয়াাহাা ওয়া জাক্কিহাা আন্তা খইরু মান জাক্কাাহাা আন্তা ওয়ালিইয়ুহাা ওয়া মাওলাাহাা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭২০
২. মুসলিম হাঃ নং ২৭২১

'ইলমিন লাা ইয়ানফা'য়ু ওয়া মিন ক্বলবিন লাা ইয়াখশা'য়ু ওয়া মিন নাফসিন লাা তাশবা'য়ু ওয়া মিন দা'ওয়াতিন লাা ইউসতাজাাবু লাহাা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, তোমার আশ্রয় চাই ভীরুতা, কৃপণতার অভিশাপ হতে এবং বার্ধক্যের অপারগতা হতে আর তোমারই আশ্রয় চাই কবরের আজাব হতে।

হে আল্লাহ আমার অন্তরে দাও তোমার ভয়-ভীতি ও তাকওয়া-পরহেযগারী আর নিষ্কলুষ কর আমার অন্তরকে, তাকে কলুষমুক্ত করার সর্বোত্তম সত্তা একমাত্র তুমিই। তুমিই আমার সাহায্যকারী এবং মালিক।

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এমন জ্ঞান হতে যা কোন উপকারে আসে না এবং এমন হৃদয় হতে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না এবং এমন অন্তর হতে যা কোন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া হতে যা গৃহীত হয় না।"[১]

« اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي » « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّـــدَادَ ». أخرجه مسلم.

- [আল্লাহুম্মাহদিনী ওয়াসাদদিদনী, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদাা ওয়াসসাদাাদ]

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত দান কর এবং সঠিক পথে চলার জন্য তওফিক দান কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থনা করি এবং সঠিক পথে চলতে শক্তি চাই।"[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ». أخرجه مسلم.

- [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন শাররি মাা 'আমিলতু ওয়া মিন শাররি মাা লাম আ'মাল্]

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭২২
২. মুসলিম হাঃ নং ২৭২৫

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমি যে আমল করেছি তার অনিষ্ট হতে এবং তার ক্ষতি হতে যে কাজ আমি করি নাই।"[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». أخرجه البخاري.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনালহাম্মি ওয়ালহাজান, ওয়াল'আজজি ওয়ালকাসাল, ওয়াজুবনি ওয়ালবুখল্, ওয়াযালা'য়িদ্দাইনি ওয়াগলাবাতির রিজাাল]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি উৎকণ্ঠা, বিষন্নতা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে। অধিক ঋণ থেকে ও অসৎ ব্যক্তিদের অপপ্রভাব হতে।[২]

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ». متفق عليه.

● [লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহুল 'আযীমুল হালীম, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল 'আরশিল 'আযীম, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুলস সামাাওয়াাতি ওয়ারব্বুল আরযি ওয়ারব্বুল 'আরশিল কারীম]

হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত এবাদত পাবার যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তিনি মহান, সহনশীল, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই। তিনি মহান আরশের পরিচালক, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি সপ্তআকাশ ও সপ্তজমিনের প্রতিপালক-পরিচালক এবং মহান আরশেরও পরিচালক।[৩]

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭১৬
২. বুখারী হাঃ নং ৬৩৬৯
৩. বুখারী হাঃ নং ৬৩৪৬ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৩০

« اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলূব, সাররিফ কুলূবানাা 'আলাা ত্ব-'আতিক্]

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর ফিরিয়ে দাও।[1]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ». أخرجه البخاري.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'উযু বিকা মিনালবুখলি ওয়া আ'উযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলাা আরযালিল 'উমুর, ওয়া আ'উযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়াা ওয়া 'আযাাবিল ক্ববর]

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা হতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্যতা হতে, আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধ্যকের চরম দুর্দশা হতে, দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের আজাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।[2]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালকাসালি ওয়ালহারামি ওয়ালমাগরামি ওয়ালমা'ছাম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'আযাাবিন্নাারি ওয়াফিতনাতিন্নাার ওয়াফিতনাতিল ক্ববরি ওয়া'আযাাবিল

১. মুসলিম হাঃ নং ২৬৫৪
২. বুখারী হাঃ নং ৬৩৭৪

ক্বাবর, ওয়াশাররি ফিতনাতিল গিনা ওয়াশাররি ফিতনাতিল ফাক্বর, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাাল, আল্লাহুম্মাগসিল খত্ব–ইয়াায়া বিমাায়িছ ছালজি ওয়ালবারাদ্, ওয়ানাক্কি ক্বলবী মিনাল খত্ব–ইয়াা কামাা ইয়ুনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়ায়ু মিনাদ্দানাস, ওয়াবাাা'য়িদ বাইনী ওয়াবাইনা খত্ব–ইয়াায়া কামাা বা'আদ্তা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিব্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের দু:খ-কষ্ট, অলসতা, ঋনের কষাঘাত ও অপরাধ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি আগুনের শাস্তি হতে, জাহান্নামের ফিতনা, কবরের ফিতনা, ও কবরের আযাব হতে এবং আর্থিক সচ্ছলতার ফিতনা, দারিদ্রতার কষাঘাতের ফিতনা ও মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে।

হে আল্লাহ! আমার পাপ বরফ শীতল পানি দিয়ে ধৌত করে দাও, আর আমার অন্তরকে গুনাহ থেকে এরূপ পরিষ্কার করে দাও যেরূপ সাদা বস্ত্রকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় এবং আমার মাঝে ও আমার গুনাহের মাঝে এরূপ দূরত্বের সৃষ্টি করে দাও যেরূপ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব করেছ।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরাা, ওয়া লাা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লাা আনত্, ফাগফির লী মাগফিরাতান মিন 'ইনদিক্, ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম]

হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক বেশি জুলুম করেছি এবং আমার বিশ্বাস তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ মার্জনা করতে কেহই পারে না। সুতরাং তুমি তোমার মহানুভবতায় আমাকে মার্জনা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর, তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।[২]

১. বুখারী হাঃ নং ৬৩৭৫, শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ৫৮৯ (কিতাবুয জিকির)
২. বুখারী হাঃ নং ৮৩৪ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭০৫, শব্দগুলি তার

« اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আামানতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ইলাইকা আনাব্তু ওয়াবিকা খ-সমতু, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বি'ইজ্জাতিকা লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা আন তুযিল্লানী আন্তালহাইয়ুল্লাযী লাা ইয়ামূতু ওয়ালজিননু ওয়াইনসু ইয়ামূতূন]

হে আল্লাহ! আমি তোমারই আনুগত্য মেনে নিয়েছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হই। হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। আমার পথ ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার নিমিত্তে তোমার শক্তির আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি এমন চিরঞ্জীব যা আদৌ মৃত্যু নেই। অপর পক্ষে সমস্ত জ্বিন ও মানব মণ্ডলী মরণশীল।[১]

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». متفق عليه.

● [আল্লাহুম্মাগফির লী খত্বীয়াতী ওয়াজাহলী ওয়াইসরাাফী ফী আমরী, ওয়া মাা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আল্লাহুম্মাগফির লী জিদ্দী ওয়াহাজলী ওয়াখত্বায়ী ওয়া'আমাদী ওয়াকুললু যাালিকা 'ইনদী, আল্লাহুম্মাগফির লী মাা ক্বদ্দামতু ওয়া মাা আখখরতু ওয়া মাা আসরাারতু ওয়া মাা আ'লানতু ওয়া মাা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুওয়াখখিরু ওয়া আন্তাল 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর]

---

১. বুখারী হাঃ নং ৭৩৮৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭১৭ শব্দগুলি তার

হে আল্লাহ! আমার গুনাহ, আমার নির্বুদ্ধিতা, আমার কাজে কর্মে অপচয়তার অপরাধ মার্জনা কর এবং সেই সমস্ত গুনাহ থেকে যে সমস্ত গুনাহ সম্পর্কে আমার চাইতে তুমিই বেশি জান। হে আল্লাহ! আমার ঐকান্তিকতার, রসিকতায় ভুলবশতঃ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব অপরাধ হয়ে গেছে তা ক্ষমা কর। আর এ সমস্ত আমার মাঝে বিদ্যমান।

হে আল্লাহ! আমাকে তুমি মার্জনা করে দাও যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি, যা আমি পরে করব। আর যে অপরাধ আমি গোপনে করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি আর যে অন্যায় তুমি আমা অপেক্ষা বেশি জান। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সামনে এগিয়ে নাও আর যাকে ইচ্ছা পিছনে হটিয়ে দাও এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সক্ষম।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জাওয়ালি নি'মাতিকা ওয়াতাহাওওয়ালি 'আফিয়াতিকা ওয়াফুজাআতি নিক্বমাতিকা ওয়াজামীয়ি সাখাত্বিক্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নেয়ামতের বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া নিরাপদ ও সুস্থতা পরিবর্তন হওয়া থেকে, হঠাৎ করে আসা তোমার আজাব থেকে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া'আফিনী ওয়ারজুক্বনী]

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭৩৯

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহমত কর, (বিপদাপদ) থেকে নিরাপদে রাখ, আমাকে হেদায়েত দান কর, জীবিকা দান কর।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي ». أخرجه أحمد.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আব্দুকা ওয়াবনু 'আব্দিকা ওয়াবনু আমাতিক্, নাসীইয়াতী বিইয়াদিকা ম্যাযিন ফিয়্যা হুকমুকা 'আদলুন ফিয়্যা ক্বয–উক্, আসআলুকা বিকুল্লিসমিন হুওয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাফসাক্, আও 'আল্লামতাহু আহাদান মিন খলক্বিক্, আও আনজালতাহু ফী কিতাবিক্, আবিস্তা'ছারতা বিহী ফী 'ইলমিকাল গইবি 'ইন্দাক্, আন তাজ'আলাল কুরআানা রবী'য়্যা ক্বলবী, ওয়া নূরা সদরী, ওয়া জালাায়া হুজনী, ওয়া যাহাবা হাম্মী]

হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দা ও এক বান্দীর পুত্র, আমার ললাট তোমার হস্তে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার ব্যাপারে তোমার ফয়সালা ইনসাফের প্রতিষ্ঠিত, তুমি যে সমস্ত নামে নিজেকে ভূষিত করেছ অথবা যে সব নাম তুমি তোমার কিতাবে নাজিল করেছ অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কোন (মহা) সৃষ্টিকে শিখিয়ে দিয়েছো কিংবা স্বীয় জ্ঞানের ভাণ্ডারে নিজের জন্য যেসব নাম সংরক্ষণ করে রেখেছো। আমি সেই সমস্ত নামের মাধ্যম তোমার নিকট আকুল আবেদন জানাই যে, তুমি আল-কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার বিতাড়নকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসানকারী।[২]

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২৬৯৭
২. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৪৩১৮, সিলসিলাতুস সাহীহাহ হাঃ নং ১৯৯

« يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ». أخرجه أحمد والترمذي.

● [ইয়াা মুক্বাল্লিবাল কুলূব, ছাব্বিত ক্বলবী 'আলাা দ্বীনিক্]

হে আত্মার পরিবর্তনকারী! তুমি আমার আত্মাকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির করে দাও।[১]

قَالَ ﷺ« اسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ» فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنْ الْعَافِيَةِ ». أخرجه الترمذي.

● রসূলুল্লাহ (দ:) এরশাদ করেছেন: তোমরা মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও সুস্থ্যতার আবেদন কর। [আসআলুল্লাহাল 'আফওয়া ওয়াল'আাফিয়াহ] কারণ একিনের পর সুস্থ্যতা অপেক্ষা উত্তম জিনিস কাউকে দান করা হয় নাই।[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي ». أخرجه الترمذي والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন শাররি সাম'য়ী ওয়া মিন শাররি বাসারী ওয়া মিন শাররি লিসাানী ওয়া মিন শাররি ক্বলবী ওয়া মিন শাররি মানিয়্যী]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার শুনার ক্ষতি থেকে, দেখার ক্ষতি থেকে, রসনার ক্ষতি থেকে অন্তরে অন্যায় চিন্তার ক্ষতি থেকে এবং আমার শুক্রের ক্ষতি থেকে।[৩]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ ». أخرجه أبوداود والنسائي.

---

১. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১২১৩১ ও তিরমিযী হাঃ নং ৩৫২২
২. হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫৫৮, ২৮২১
৩. হাদীসটি সহীহঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৯২, শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৪৫৫

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালবারাসি ওয়ালজুনূনি ওয়ালজুযাামি ওয়া মিন সাইয়িয়িল আসক্ব–ম]

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি ধবল, কুষ্ঠরোগ এবং বদ্ধ পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য হতে এবং সর্বপ্রকার দুরারোগ্য জটিল ব্যধি হতে।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ». أخرجه الترمذي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন মুনকারাাতিল আখলাাক্বি ওয়ালআ'মাালি ওয়ালআহওয়াা']

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অসৎ চরিত্র, নিকৃষ্ট আমল এবং অসৎ কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাই।[২]

« رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا. رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي ». أخرجه أبوداود والترمذي.

● [রব্বি আ'ইন্নী ওয়া লাা তু'ইন 'আলাইয়া, ওয়ানসুরনী ওয়া লাা তানসুর 'আলাইয়া, ওয়ামকুর লী ওয়া লাা তামকুর 'আলাইয়া, ওয়াহদিনী ওয়াইয়াস্‌সিরিল হুদাা লী ওয়ানসুরনী 'আলাা মান বাগা 'আলাইয়া, রব্বিজ'আলনী লাকা শাক্কাারান, লাকা যাক্কাারান, লাকা রাহ্‌হাাবান, লাকা মিত্বওয়াা'আন, লাকা মুখবিতান, ইলাইকা আওওয়াাহান মুনীবাা, রব্বি তাক্বাব্বাল তাওবাতী, ওয়াগলিস হাওবাতী, ওয়াআজিব দা'ওয়াতী,

১. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৫৫৪, শব্দগুলি তার ও আবু দাউদ হাঃ নং ১৩৭৫ নাসাঈ হাঃ নং ৫৪৯৩

২. হাদীসটি সহীহঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৫৯১

ওয়াছাব্বিত হুজ্জাতী, ওয়াসাদদিদ লিসানী ওয়াহদি ক্বলবী, ওয়াসলুল সাখীমাতা সদরী]

প্রভু হে! আমাকে সাহায্য কর আমার বিপক্ষবাদীকে সাহায্য করো না। আমাকে বিজয় দান কর, আমার উপর অন্যকে বিজয় দান করো না। আমার জন্য কৌশল করে বদলা নিন কিন্তু আমার নিকট হতে বদলা নিবেন না। আমাকে হেদায়েত দান কর ও হেদায়েত আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার প্রতি জুলুমকারীর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। প্রভূ হে! আমাকে তোমার অধিক শুকর গুজার, যিকিরকারী, তোমার ভয়ে ভীত, অধিক অনুগত, বিনয়ী ও তোমার দিকে প্রত্যবর্তনকারী বানাও। প্রভূ হে! আমার তওবা কবুল কর, আমার অপরাধ ও দোষ পরিস্কার করে দাও, আমার দোয়া কবুল কর, আমার দাবী সাব্যস্ত কর, আমার জিহ্বাকে দরুস্ত কর, আমার অন্তরকে সঠিক পথ দেখাও এবং আমার বক্ষের অবক্ষয় দূর করে দাও।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খইরি কুল্লিহি 'আাজিলিহি ওয়া আাজিলিহি মাা 'আলিমতু মিনহু ওয়া মাা লাম আ'লাম, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাশশাররি কুল্লিহি 'আাজিলিহি ওয়া আাজিলিহি মাা 'আলিমতু মিনহু ওয়া মাা লাম আ'লাম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খইরি মাা সাআলাকা 'আব্দুকা ওয়া নাবিয়্যুকা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররি মাা

[১]. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৫১০ ও তিরমিযী হাঃ নং ৩৫৫১ শব্দগুলি তার

'আাযা বিহি আব্দুকা ওয়া নাবিয়্যুকা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া মাা কররাবা ইলাইহাা মিন কাওলিন আও 'আমাল, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনান্নাারি ওয়া মাা কররাবা ইলাইহাা মিন কাওলিন আও 'আমাল, ওয়া আসআলুকা আন তাজ'আলা কুল্লা ক্বয–য়িন ক্বযইতাহু লী খইরাা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই সার্বিক কল্যাণ; শীঘ্রই ও বিলম্বে যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে আমি অনবিহিত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সকল প্রকার অনিষ্ট হতে যা সন্নিকটে ও যা দূরে অপেক্ষিত যে বিষয়ে আমি অবগত এবং যে বিষয়ে অনঅবগত। আর আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণের আশাবাদী যার প্রার্থনা জানায়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ (দ:) আর আমি সেই অমঙ্গল হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যে অমঙ্গল হতে তোমার বান্দা ও তোমার নবী রক্ষা পেতে চেয়েছেন।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আবেদন জানাই জান্নাতের আর সেই কথা ও কাজের জন্য যা আমাকে জান্নাতের নিকটে নিয়ে যায়। আর আবেদন জানাই জাহান্নামের আগুন হতে তোমার নিকট আশ্রয়ের এবং সেই কথা ও কাজ হতে যা আমাকে তার নিকটে নিয়ে যায়। আর আমার জন্য তুমি যানির্ধারিত করে রেখেছে সেই নির্ধারিত বস্তুকে আমার নিমিত্তে মঙ্গলময় করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই।[১]

« اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَائِمًا، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَاعِدًا، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ رَاقِدًا، وَلاَ تُشْمِتْ بِيَّ عَدُوًّا وَلاَ حَاسِدًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ ». أخرجه الحاكم.

● [আল্লাহুম্মাহফাযনী বিলইসলামি ক্ব–য়িমাা, আল্লাহুম্মাহফাযনী বিলইসলামি ক্ব–'ইদাা, আল্লাহুম্মাহফাযনী বিলইসলামি র–ক্বিদাা, ওয়াা

১. হাদীসটি সহীহঃ আহমাদ হাঃ নং ২৫৫৩৩ ও সিলসিলাহ আস-সহীহাহ হাঃ নং ১৫৪২ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৪৬ শব্দগুলি তার

তুশমিত বী 'আদুওওয়ান ওয়া লাা হাাসিদাা, আল্লাহুম্মা ইন্নী অঅসআলুকা মিন কুল্লি খইরিন খজাায়িনুহু বিইয়াদিক্, ওয়া আ'উযু বিকা মিন কুল্লি শাররিন খাজাায়িনুহু বিইয়াদিক্]

হে আল্লাহ! আমাকে ইসলামের উপর কায়েম অবস্থায় হেফাজত কর এবং উপবিষ্ট সময়ে ইসলামের সঙ্গে আমাকে সংরক্ষণ কর এবং ঘুমের ঘরেও আমার মাঝে ইসলামকে হেফাজত কর। আর আমার উপর দুশমনকে আনন্দিত করিও না এবং হিংসুককেও না।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সব ধরনের কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যার ভাণ্ডার তোমার মুঠে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সার্বিক অকল্যাণ থেকে বাচার লক্ষ্যে। যেহেতু এরও চাবি-কাঠি তোমার হাতে।[১]

« اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ». أخرجه الترمذي.

● [আল্লাহুম্মাক্বসিম লানাা মিন খশইয়াতিকা মাা ইয়াহূলু বাইনানাা ওয়া বাইনা মা'আাসীক্, ওয়া মিন ত্ব–'আতিকা মাা তুবাল্লিগুনাা বিহি জান্নাতাক্, ওয়া মিনালইয়াকীনি মাা তুহাওবিনু বিহি 'আলাইনাা মুসীবাাতিদ দুনইয়া, ওয়া মাত্তি'নাা বিআসমাা'ইনাা ওয়া আবস–রিনাা ওয়া কুওয়্যাতিনাা মাা আহ্ইয়াইতানাা ওয়াজ'আলহুল ওয়াারিছু মিন্নাা, ওয়াজ'আল ছা'রনাা 'আলাা মান যলামানাা, ওয়ানসুরনাা 'আলাা মান 'আাদাানাা, ওয়া লাা তাজ'আল মুসীবাতানাা ফী দ্বীনিনাা, ওয়া লাা

১. হাদীসটি সহীহঃ তার সকল সুত্রে, হাকেম হাঃ নং ১৯২৪

তাজ'আলিদ দুনইয়াা আকবারা হাম্মিনাা ওয়া লাা মাবলাগা 'ইলমিনাা ওয়া লাা তুসাল্লিত্ব 'আলাইনাা মা লাা ইয়ারহামুনাা]

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে তোমার এমন ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে দাও, যা আমাদের মাঝে ও তোমার (নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা পালনে) আমাদের অবাধ্যতার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং আমাদের মধ্যে তোমার আনুগত্য প্রদান কর যা আমাদেরকে তোমার (প্রস্তুত রাখা) জান্নাতে পৌঁছে দিবে। আর তুমি আমাদের অন্তরে এমন দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে দাও যার ফলে আমাদের জীবনে পার্থিব আপদ-বিপদ সহজ মনে হবে। আর তুমি আমাদেরকে আমাদের কর্ণ দ্বারা, চক্ষু দ্বারা ও শক্তি দ্বারা উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করার সুযোগ দান করা, যতদিন তুমি আমাদেরকে জীবিত রাখ। আর তা আমাদের উত্তরসূরী বানিয়ে দাও। আর আমাদের প্রতি যারা জুলুম করেছে তাদের থেকে তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নাও। যারা আমাদের শত্রুতা করে তাদের উপর আমাদের বিজয় এনে দাও এবং আমাদের মুসীবতের প্রভাব আমাদের দ্বীনের মধ্যে ফেলিও না এবং আমাদের জন্য দুনিয়াকে বড় লক্ষ্য স্থল ও আমাদের ইলমের বিনিময় বানিয়ে দিওনা। আর আমাদের উপর তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করো না যারা আমাদের উপর দয়া করে না।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا ». أخرجه أبوداود والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল হাদম্, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাত্তারাদ্দী, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল গরাক্বি ওয়াল হারাক্বি ওয়ালা হারাম, ওয়া আ'উযু বিকা আন ইয়াতাখব্বাত্বনিশ শাইত্ব–নু 'ইন্দাল মাওত, ওয়া আ'উযু বিকা আন আমূতা ফী সাবীলিকা মুদবিরাা, ওয়া আ'উযু বিকা আন আমূতা লাদীগাা]

১. হাদীসটি হাসানঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৫০২, সহীহুল জামে' হাঃ নং ১২৬৮

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বিধ্বস্ত হওয়া থেকে, আশ্রয় চাই গর্তে পড়ে যাওয়া থেকে, অতর্কিত হোচট খেয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং আশ্রয় চাই পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করা হতে এবং বার্ধক্যের দুর্বিসহ জীবনে উপনীত হওয়া থেকে। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই মৃত্যুকালে শয়তানের মোহাবিষ্ট হওয়া থেকে। আরো আশ্রয় চাই তোমার রাস্তা থেকে পিছনে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে। আরো আশ্রয় চাচ্ছি সাপের দংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ». أخرجه أبوداود والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালজূ'ই ফাইন্নাহু বি'সাল যজী', ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল খিইয়ানাতি ফাইন্নাহাা বি'সাতিল বিত্ব-নাহ্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দুর্ভিক্ষ হতে। কেননা তা কী-না খারাপ নিত্য সঙ্গী। তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিশ্বাসঘাতকতা থেকে কারণ তা কতই না খারাপ সাথী।[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ». أخرجه أبوداود والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিলাল ফাক্বরি ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়ায যিল্লাহ, ওয়া আ'উযু বিকা মিন আন আযলিমা আও উযলাম]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে এবং অর্থ ঘাটতি ও অপমান থেকে। আর তোমার কাছে

১. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৫৫২ শব্দগুলি তার ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৫৩১
২. হাদীসটি হাসানঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৫৪৭ ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৪৬৮

আশ্রয় চাচ্ছি আমার অত্যাচার অন্যের প্রতি করা থেকে অথবা আমার প্রতি অন্যের অত্যাচার থেকে।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ». أخرجه الطبراني.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন ইয়াওমিসসূয়ি, ওয়া মিন লাইলাতিসসূয়ি, ওয়া মিন সাা'আতিসসূয়ি, ওয়া মিন স-হিবিসসূয়ি, ওয়া মিন জাারিসসূয়ি ফী দাারিল মাক্ব-মাহ]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই বিপদের দিনে ও বিপদের রাত্রে এবং বিপদের মুহূর্তে ও দুষ্ট সঙ্গী হতে এবং স্থায়ী ঠিকানার খারাপ প্রতিবেশি হতে।[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ ، فَـإِنَّ جَـارَ الْبَادِيَـةِ يَتَحَوَّلُ». أخرجه النسائي في الكبرى.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জাারিসসূয়ি ফী দাারিল মাক্ব-মাহ, ফাইন্না জাারাল বাাদিইয়াতি ইয়াতাহাওওয়াল্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি স্থায়ী ঠিকানার অসৎ প্রতিবেশি হতে। কারণ যাযাবর জীবনের প্রতিবেশি পরিবর্তন হয়।[৩]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলামান নাাফি'আা, ওয়া রিজক্বন তুইয়িবাা, ওয়া 'আমালান মুতাক্বব্বালাা]

১. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৫৪৪, শব্দগুলি তার নাসাঈ হাঃ নং ৫৪৬০
২. হাদীসটি হাসানঃ নাসাঈ ফিল কাবীরঃ ১৭/২৯৪, সহীহুল জামে'ঃ ১২৯৯
৩. হাদীসটি হাসানঃ নাসাঈ ফিল কাবীরঃ ৭৯৩৯ ও সিলসিলাতুস সাহীহাহঃ ১৪৪৩

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই কল্যাণকর জ্ঞানের এবং পবিত্র রিজিকের এবং এমন আমল যে আমল গৃহীত হয়।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ». أخرجه أبوداود والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়াল্লাহু বিআন্নাকাল ওয়াাহিদুল আহাদুস্সমাদ আল্লাযী লাম ইয়াদিল ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ্, আন তাগফিরা লী যুনূবী ইন্নাকাল গফূরুর রহীম]

আল্লাহে আল্লাহ! তুমি এক, একক। যার নিকট সকল কিছুই মুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তোমার নিকট আমি এই ফরিয়াদ করি যে, তুমি আমার যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবে। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।[২]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ ». أخرجه أبوداود والنسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদ্, লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তাল মান্নাানু বাদী'উস সামাাওয়াাতি ওয়ালআরয্, ইয়া জালাালি ওয়ালইকরাাম, ইয়াা হাইয়ু ইয়াা ক্বইয়ূমু ইন্নী আসআলুক্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা জানাচ্ছি এই যে, সকল প্রশংসা তোমার নিমিত্তে, তুমি ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই, অসীম দয়ালু হে

১. হাদীসটি সহীহঃ আহমাদ হাঃ নং ২৭০৫৬ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৯২৫, শব্দগুলি তার
২. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ৯৮৫ ও নাসাঈ হাঃ নং ১৩০১, শব্দগুলি তার

আসমান ও যমীন সৃষ্টিকারী মহিয়ান, মহানভব, চিরঞ্জীব, অইবনেশ্বর সত্তা, নিশ্চয় আমি তোমার কাছে আবেদন জানাই।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَـــدُ الصَّـــمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আন্তাল্লাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তাল আহাদুস্‌সমাদ আল্লাযী লাম ইয়াদিল ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ্]

হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা জানাই, নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চিত তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তুমি একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই।[২]

« رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

● [রব্বিগফির লী ওয়াতুব 'আলায়্যা ইন্নাকা আন্তাত্তাওয়্যাবুর রহীম]

প্রভু হে! তুমি আমাকে মার্জনা কর, আমার প্রতি ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।[৩]

« اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِـــي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْـــرِ وَالْغِنَـــى. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَـــاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَـــى

১. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ১৪৯৫, নাসাঈঃ হাঃ নং ১৩০০, শব্দগুলি তার
২. হাদীসটি সহীহঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৭৫ শব্দগুলি তার, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৫৭
৩. হাদীসটি সহীহঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৩৪, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮১৪, শব্দগুলি তার

لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ». أخرجه النسائي.

● [আল্লাহুম্মা বি'ইলমিকাল গাইব, ওয়া কুদরতিকা 'আলাল খরক্বি আহ্য়ীনী মাা 'আলিমতাল হাইয়াাতা খইরান লী, ওয়া তাওয়াফফানী ইযাা 'আলিমতাল ওয়াাফাতা খইরান লী, আল্লাহুম্মা ওয়া আসআলুকা খশইয়াতিকা ফিলগাইবি ওয়াশশাহাাদাহ্, ওয়া আসআলুকা কালিমাতাল হাক্কি ফিররিয– ওয়ালগযাব্, ওয়া আসআলুকা ক্বসদা ফিলফাক্বরি ওয়ালগিনাা, ওয়া আসআলুকা না'য়ীমান লাা ইয়ানফাদ্, ওয়া আসআলুকা কুররাতা 'আইনিন লাা তানক্বত্বি', ওয়া আসআলুকার রিযাা বা'দাল ক্বযাা, ওয়া আসআলুকা বারদাল 'আইশি বা'দাল মাওত্, ওয়া আসআলুকা লায্যান নাযারি ইলাা ওয়াজহিকা ওয়াশশাওক্বা ইলাা লিক্ব–য়িকা ফী গইরি যররাায়া মুযিররাতিন ওয়া লাা ফিতনাতিন মুযিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জাইয়িননাা বিজীনাতিল ঈমাানি ওয়াজ'আলনাা হুদাাতান মুহতাদীন]

হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা জানাই তোমার ইলমে গায়েব এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর তোমার সার্বিক ক্ষমতাকে মাধ্যম করে, তোমার জ্ঞানে আমার জীবিত থাকা যতদিন আমার জন্য কল্যাণকর হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখ। তখন আমার মৃত্যু ঘটাও, তোমার জ্ঞানে যখন আমাকে মৃত্যু দেয়া আমার জন্য কল্যাণকর হয়।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই বলে প্রার্থনা জানাই যে, নির্জনে ও লোকালয়ে তোমার ভয়-ভীতি (আমার অন্তরে) সৃষ্টি করে দিবে। আর আমি তোমার নিকট তওফিক চাই হক কথা বলার খুশী ও অখুশীর অবস্থায়। আমি তোমার নিকট আরো আবেদন জানাই মিতব্যয়ী হওয়ার, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার অবস্থায়। আমি তোমার নিকট এমন নিয়ামত চাই যা শেষ হয় না এবং চোখ জুড়ান এমন বস্তু চাই যার অবসান হবে না। আমি চাই তোমার নিকট ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্টি। আমি তোমার কাছে কামনা করি মৃত্যুর পর আনন্দময় জীবনের। আমি তোমার মুখমণ্ডল

দর্শন করে আনন্দ পেতে চাই। আমি তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষী। যাতে কোন ক্ষতিকারকও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এবং পথভ্রষ্টকারীর ভ্রষ্টতা নেই।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরকে ঈমানী সৌন্দর্যে বলিয়ান কর এবং আমাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের পথ-প্রদর্শনকারী কর।[১]

« اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي ». أخرجه الترمذي.

● [আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিসাম'য়ী ওয়া বাসরী ওয়াজ'আলহুমাল ওয়াারিছা মিন্নী ওয়ানসুরনী 'আলাা মান ইয়াযলিমুনী ওয়া খুয মিনহু বিছা'রী]

হে আল্লাহ! তুমি আমার কর্ণ দ্বারা এবং চক্ষু দ্বারা উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করাও। এই দুটিকে আমার ওয়ারিস বানিয়ে দাও। যে আমার প্রতি অত্যাচার করবে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর এবং তার কাছ থেকে আমার প্রতিশোধ নিয়ে নাও।[২]

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা বাারিক লানাা ফী মাদীনাতিনাা ওয়া ফী ছিমাারিনাা ওয়া ফী মুদ্দিনাা ওয়া ফী স–'ইনাা বারাকাতান মা'আ বারাকাহ্]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মদীনায় ও ফলে বরকত দাও এবং আমাদের (শস্য মাপের মাপ যন্ত্র) মুদ ও 'সা'য়ে বরকত দান কর, বরকতের উপর বরকত দাও।[৩]

১. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ১৩০৫
২. হাদীসটি হাসানঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৬৮১, তোহফাতুল আহওয়ারী
৩. মুসলিম হাঃ নং ১৩৭৩

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ». أخرجه أحمد النسائي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন গলাবাতিদ দাইনি ওয়া গালাবাতিল 'আদুওবি ওয়া শামাাতাতিল আ'দাা']

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ঋণের বোঝা এবং শত্রুর প্রধান্য বিস্তার হতে এবং আমার বিপদে শত্রুদের হাস্যরস হতে।[১]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ». أخرجه أبوداود والترمذي.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বি'আযামাতিকা আন উগতালা মিন তাহ্তী]

হে আল্লাহ! আমি তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে তথা ভূমি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে।[২]

« اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ.

১. হাদীসটি হাসানঃ আহমাদ হাঃ নং ৬৬১৮, সিলসিলাতুস সাহীহা হাঃ নং ১৫৪১ ও নাসাঈ হাঃ নং ৫৪৭৫, শব্দগুলি তার

২. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং ৫০৭৪, নাসাঈ হাঃ নং ৫৫২৯, শব্দগুলি তার

اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ». أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد.

● হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার নিমিত্তে। হে আল্লাহ তুমি প্রসারিত করলে তাতে কেউ কব্জাকারী নেই। তুমি যা কব্জা করে নাও তা কেউ প্রসারিত করতে পারে না। আর যাকে গোমরাহ কর তাকে কেউ হেদায়েতদানকারী নেই। আর যাকে তুমি সৎপথ দেখাও তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। তুমি যা দেয়া হতে বাঁধা প্রদান কর, তা কেউ দিতে পারে না। তুমি যা দাও তা দেয়ার ব্যাপারে বাঁধা প্রদান করতে পারে না। যা তুমি দূরে করে দিয়েছ তা কেউ নিকটবর্তী করতে পারে না। যা তুমি নিকটবর্তী করেছ তাকে কেউ দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর তোমার বরকত, তোমার রহমত, তোমার অনুগ্রহ এবং তোমার রিযিক বিস্তৃত করে দাও।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি স্থায়ী নিয়ামত যা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না এবং বিলুপ্ত হয় না। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নিয়ামত ভিক্ষা চাই, খাদ্য চাই সংকটের দিনে এবং নিরাপত্তা ভিক্ষা চাই ভয়-ভীতির দিনে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি সে জিনিসের ক্ষতি থেকে যে জিনিস আমাদেরকে দান করেছ। আর যা দেয়া থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছ তার ক্ষতি হতে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দাও এবং তাকে আমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দাও কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করিয়ে দাও আমাদের নিকট অপ্রিয়। তুমি আমাদেরকে সৎপথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইসলামের অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং ইসলামের অবস্থায়ই জীবিত রাখ। নেক লোকদের সাথে মিলিত কর। অপমানিত ও লাঞ্ছিতদের কাতারে শামীল করো না।

হে আল্লাহ! যারা তোমার রসূলগণকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তোমার (হেদায়াতের) পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে ধ্বংস কর এবং তাদের প্রতি তোমার শাস্তি ও আজাব অবধারিত কর।

হে আল্লাহ তুমি ধ্বংস কর, কাফিরদেরকে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল হে সত্য মাবুদ।[১]

« اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওবুন কারীমুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, মহানুভব, তুমি মার্জনা পছন্দ কর, কাজেই আমাকে তুমি মার্জনা কর।[২]

« اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». أخرجه أحمد وابن ماجه.

● [আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওবুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী]

● হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি মার্জনা পছন্দ কর। অতএব, আমাকে মার্জনা কর।[৩]

« اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». أخرجه مسلم.

● [আল্লাহুম্মা আ'উযু বিরিয-কা মিস সাখাত্বিক্, ওয়া বিমু'আফাাতিকা মিন 'উকুবাতিক্, ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা লাা উহসী ছানাান 'আলাইকা আন্তা কামাা আছনাইতা 'আলাা নাফসিক্]

---

১. হাদীসটি সহীহঃ আহমাদ হাঃ নং ১৫৫৭৩, শব্দগুলি তার ও বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ হাঃ হাঃ নং ৭২০

২. হাদীসটি সহীহঃ তিরমিযী হাঃ নং ৩৫১৩, শব্দগুলি তার, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৫০

৩. হাদীসটি সহীহঃ আহমাদ হাঃ নং ২৫৮৯৮ ও ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৫০

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার শাস্তি হতে তোমার ক্ষমার দ্বারা। আর আমি তোমার নিকট তোমারই আশ্রয় চাই। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। তুমি তেমন, যেমন তুমি স্বয়ং তোমার প্রশংসা করেছ।[১]

১. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৬

তৃতীয় পর্ব
এবাদত

এতে রয়েছেঃ

১. পবিত্রতার অধ্যায়।
২. সালাত অধ্যায়।
৩. জানাযা অধ্যায়।
৪. জাকাত অধ্যায়।
৫. রোজা অধ্যায়।
৬. হজ্ব ও উমরা অধ্যায়।

عن عَبْدِ اللَّـهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَال: قَـالَ رَسُولَ اللَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وأن محمدا رسول الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَـاءِ الزَّكَـاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ». متفق عليه.

অব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন:"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ [ﷺ] আল্লাহর রসূল-এর সাক্ষ্য প্রদান, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত প্রদান করা, রমজান মাসের রোজা রাখা ও বাইতুল্লাহ-এর হজ্ব করা।"[১]

[১]. বুখারী হঃ নং ৮ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬ শব্দগুলি মুসলিমের

এবাদতসমূহ

১. পবিত্রতার অধ্যায়

এতে রয়েছে:

১. পবিত্রতা।
২. পেশাব-পায়খানা শেষে পানি ও ঢিলা ব্যবহার।
৩. স্বভাবজাত সুন্নতসমূহ।
৪. ওযুর বিধান।
৫. মোজার উপর মাসেহ করার বিধান।
৬. ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ।
৭. গোসলের বিধান।
৮. তায়াম্মুমের বিধান।
৯. মহিলাদের মাসিক ঋতু ও প্রসূতির রক্তের বিধান।

قال الله تعالى:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦﴾ [المائدة/ ٦]

আল্লাহর বাণী:

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিঁটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অত:পর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; বরং তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূরা মায়েদা: ৬]

শরিয়তের কিছু নীতিমালা

◆ **ইসলামী ফেকাহ-এর কতিপয় উসুল ও নীতিমালাঃ**

◆ নিশ্চিত বিষয়ের প্রতি সন্দেহ কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

◆ প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতিই হলো পবিত্র যদি তার অপবিত্রতার ক্ষেত্রে কোন দলিল না পাওয়া যায়।

◆ দায়িত্বমুক্ত হওয়াই হলো প্রকৃত ব্যাপার। তবে যদি দলিল পাওয়া যায়-- ।

◆ প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতিই হলো পবিত্র তবে যদি অপবিত্রর দলিল পাওয়া যায়।

◆ কঠিনই সহজতাকে বয়ে আনে।

◆ অতি প্রয়োজনীয়তা নিষিদ্ধ বস্তুকে জায়েজ করে, তবে তা প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষেই নির্ধারিত হবে (অতিরিক্ত নয়)।

◆ অপারগতার ক্ষেত্রে বাধ্য করা হয় না।

◆ অতি প্রয়োজনে হারাম থাকে না।

◆ কল্যাণ বাস্তবায়নের চেয়ে অকল্যাণ দমনই অগ্রাধিকার।

◆ একাধিক কল্যাণ সামনে উপস্থিতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কল্যাণ ও একাধিক অকল্যাণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্নটি গ্রহণ করা হয়।

◆ কারণ দ্বারাই পক্ষে ও বিপক্ষে ফয়সালা হয়ে থাকে।

◆ আবশ্যকতাই বাধ্য করে।

◆ দলিল ব্যতীত এবাদত না করাই হলো এবাদতের আসল এবং শরীয়তে হারাম সাব্যস্ত না হওয়া ব্যতীত আদত-স্বভাব, লেন-দেন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সবই জায়েজ।

◆ মুস্তাহাব বা বৈধতার দলিল ব্যতীত শরীয়তের আদেশ সাধারণত ওয়াজিব বুঝায়।

◆ মকরুহ হওয়ার দলিল ব্যতীত শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা সাধারণত হারামই বুঝায়।

◆ উপকারী বস্তুর ব্যবহার সাধারণত হালাল এবং ক্ষতিকারক বস্তুর ব্যবহার সাধারণত হারাম।

◆ শরিয়তের নির্দেশাবলী পালন করার বিধান:

আল্লাহ তা'য়ালার আদেশসমূহ সহজ-সরল ও সাধ্যপর। অতএব, বান্দা যেন তার সাধ্যমত তা পালন করে এবং সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা হতে বেঁচে থাকে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ﴾ ﴿١٦﴾ التغابن: ١٦

"তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর। ইহা তোমাদের নিজেদের জন্যকল্যাণকর ।" [সূরা তাগাবুন: ১৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) নবী (দ:) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:"আমি তোমাদেরকে যে আদর্শের উপর ছেড়ে যাচ্ছি তোমরা তার উপরই অটল থাকবে। তোমাদের পূর্বে যারা ছিল নিশ্চয়ই তারা তাদের নবীদেরকে বহু জিজ্ঞাসাবাদ ও তাঁদের সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস

হয়ে যায়। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি তা থেকে তোমরা দূরে থাকবে এবং যা আমি আদেশ করি সাধ্যমত তা পালন করবে।”[১]

◆ সৎআমল কবুলের শর্তসমূহ:

সৎআমল হলো যার মধ্যে তিনটি জিনিস পূর্ণ পাওয়া যাবে:

প্রথম: আমলটি একমাত্র আল্লাহর জন্যে হতে হবে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة/٥].

“তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন।” [সূরা বায়্যিনা: ৫]

দ্বিতীয়: রসূতুল্লাহ [ﷺ] আল্লাহর নিকট থেকে যে শরিয়ত এনেছেন সে মোতাকেব হতে হবে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧﴾ [الحشر/٧].

“রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।” [সূরা হাশর:৭]

তৃতীয়: আমলকারীকে মুমিন হতে হবে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل/٩٧].

---

১. বুখারী হাঃ নং ৭২৮৮ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৩৩৭

“যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।”

[সূরা নাহল:৯৭]

যে কোন আমলে উক্ত তিনটি শর্তের কোন একটি অনুপস্থিত হলে সে আমল বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কবুল হবে না।

◆ আমলের বিপদ:

আমলকারী যখন কোন নেক আমল করে যেমন: সালাত, রোজা, দান-খয়রাত ইত্যাদি তখন তার সামনে তিনটি বিপদ পেশ হয়। আর তা হলো: আমল দেখানোর জন্য করা, তার বদলা তালাশ করা এবং তা দ্বারা সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তিলাভ করা। অতএব;

১. যে ব্যক্তি তার আমলকে কাউকে দেখানো হতে মুক্ত করবে; কেননা সে তার প্রতি যে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তওফিক অবলোকন করে এবং ইহা আল্লাহ থেকে হয় কোন বান্দা থেকে নয় এ কথার একিন রাখা।

২. আর যে তার আমলকে প্রতিদান পাওয়ার আশা হতে মুক্ত করে; কেননা তার জানা যে, সে তার মালিকের একজন দাস মাত্র, তার খিদমতের জন্য কোন মজুরীর হকদার নয়। কিন্তু যদি তার মালিক তার কাজের কোন প্রতিদান দেয় তা তার মালিকের পক্ষ থেকে এহসান ও অনুগ্রহ মাত্র আমলের বদলা নয়।

৩. আর যে তার আমলের দ্বারা সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তিলাভ থেকে আমলকে মুক্ত করে; কারণ সে জানে তার কাজে ত্রুটি ও কমতি এবং নিজের প্রবৃত্তি ও শয়তানের অংশ রয়েছে। সে আরো জানে যে আল্লাহর হক বিশাল যা পূর্ণভাবে আদায় করতে বান্দা অপারগ ও দুর্বল। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এখলাস, সাহায্য ও দৃঢ়তা দান করুন।

◆ আমলের হেফাজত:

সৎআমল করাই যথেষ্ট নয় বরং সৎআমল যা দ্বারা বিনষ্ট ও ধ্বংস হয় তা হতে হেফাজত করা খুবই জরুরি; কারণ রিয়া তথা মানুষ

দেখানো উদ্দেশ্য আমলকে ধ্বংস করে দেয় চাই সে যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন। এর দরজা অনেক বিস্তৃত যা সীমিতকরণ সম্ভবপর নয়। আর যে আমল নবী [ﷺ]-এর সুন্নত দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় সে আমল বাতিল। অনুরূপ অন্তরে আমল দ্বারা আল্লাহর প্রতি এহসান করাও আমলকে বাতিল করে ফেলে। কোন সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়াও আমলকে হ্রাসকারী। আর ইচ্ছা করে আল্লাহর নিদের্শের বিপরীত করা এবং তুচ্ছ মনে করা আমল বিনষ্টের কারণ বটে।

এবাদত

১. পবিত্রতা অধ্যায়

১. পবিত্রতার বিধান

পবিত্রতা: ইহা হল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

◆ **পবিত্রতার প্রকার:**

পবিত্রতা দুই প্রকার:

১. **বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন:** আর তা অর্জিত হয় পানি দিয়ে ওযু ও গোসলের মাধ্যমে এবং কাপড় শরীর ও স্থানকে পবিত্র করা যায় অপবিত্রতা থেকে পানি দিয়ে ধৌত করার মাধ্যমে।

২. **আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন:** আর তা অর্জিত হয় বিভিন্ন নিকৃষ্ট ও খারাপ চারিত্র থেকে অন্তরকে কলুষমুক্ত করার মাধ্যমে। যেমন: শিরক কুফরি, অহংকার, অহমিকা, হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা, লোক দেখানো এবাদত ইত্যাদি। আর উত্তম ও উন্নত গুণাবলীর দ্বারা পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে। যেমন: তাওহীদ, ঈমান, সততা, একনিষ্ঠতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও আল্লাহতে পূর্ণ নির্ভরতা ইত্যাদি। উহা পরিপূর্ণতা লাভ করে বেশি বেশি তওবা ও ইস্তেগফার এবং আল্লাহ তা'য়ালার জিকিরের মাধ্যমে।

◆ **সবচেয়ে নোংরা অপবিত্র জিনিস:**

সবচেয়ে নোংরা অপবিত্র জিনিস হলো শিরক। তাই প্রত্যেক মুশরেক অনুভূতিগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে অপবিত্র। মুশরেক অর্থগত অপবিত্র যা অনুভূতিগত অপবিত্র চাইতে বেশি কঠিন; কারণ তার আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা সবচেয়ে বেশি পচা, নোংরা ও অপবিত্র। উহা অনুভূতিগতও নাপাক; কেননা সে ওযু করে না, সহবাস বা স্বপ্নদোষ হলে গোসল করে না এবং পেশাব-পায়খানা করার পর পবিত্র হয় না। এ ছাড়া সে অপবিত্র ও নোংরা বস্তু থেকে বিরত থাকে না এবং সে মৃতু

জীবজন্তু, রক্ত, শূকর ইত্যাদির মাংস ভক্ষণ করে।

মুশরেকের অনুভূতি ও অর্থগত অপবিত্রতার জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা মসজিদুল হারাম থেকে তাদেরকে দূরে থাকা ও নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ করেছেন। আল্লাহর বাণী:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٨ ﴾[التوبة/٢٨].

"হে মুমিনগণ! মুশরেকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নি:সন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
[সূরা তাওবা:২৮]

◆ বান্দা তার প্রভুর নিকট একান্ত প্রার্থনায় তার প্রস্তুতি:

মানুষ যখন পানি দ্বারা তার বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করে এবং তাওহীদ ও ঈমান দ্বারা তার অন্তরকে পবিত্র করে তখন তার আত্মা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয় ও তার প্রাণ আনন্দিত হয়। এ ছাড়া তার অন্তর প্রাণবন্ত হয় তার প্রভুর নিকট প্রার্থনার জন্য এবং উন্নতভাবে প্রস্তুত হয়। পবিত্র শরীর, পবিত্র অন্তর, পবিত্র পোশাকে পবিত্র জায়গাতে এটাই উচ্চসীমার শিষ্টাচার এবং রাব্বুল আলামীনের মর্যাদা ও সম্মানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আর এর বিপরীত অবস্থায় এবাদাতে দণ্ডায়মান হওয়া এক প্রকার অজ্ঞতা। এ এজন্যেই পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢﴾ البقرة: ٢٢٢

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীগণ এবং পবিত্রতা অর্জন কারীগণকে পছন্দ করেন।” [সূরা বাকারা: ২২২]

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ... الحديث». أخرجه مسلم.

২. আবু মালেক আশয়ারী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন:“পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ এবং আলহামদুলিল্লাহ মিজানের পাল্লাকে ভারী পূর্ণ করে।[১]

◆ শরীর ও আত্মার সুস্থতা:

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আত্মা ও শরীর দুইটির সমন্বয়ে। আর শরীরের উপর পর্যায়ক্রমে দু'ভাবে অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা প্রভাব ফেলে। অভ্যন্তর দিক দিয়ে যেমন: ঘাম এবং বহির্গত দিক দিয়ে যেমন: ধুলোবালি। তা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য প্রয়োজন বারবার ধৌত করা।

◆ আত্মাও প্রভাবিত হয় দু'ভাবে:

১. অন্তরের বিভিন্ন রোগব্যাধির মাধ্যমে যেমন: হিংসা এবং গর্ব বা অহংকার।

২. মানুষ বাহ্যিক বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে। যেমন: অত্যাচার ও ব্যভিচার করা। আত্মার আরোগ্যের জন্য অবশ্যই বেশি বেশি তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

◆ পবিত্রতা হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যাবলীর অন্যতম একটি। আর তা অর্জিত হয় শরিয়তের পদ্ধতিতে পবিত্র পানি ব্যবহার করে অপবিত্রতা ও নোংরা দূরীভূত করার মাধ্যমে। আর সেটাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

◆ **পানির প্রকার:** পানি দুই প্রকার:

[১]. মুসলিম হাঃ নং ২২৩

১. **পবিত্র পানি:** আর সেটা হল যে পানি নিজ স্বভাবগতভাবে রয়েছে। যেমন: বৃষ্টির পানি, সাগরের পানি, নদীর পানি এবং যে পানি নিজে নিজে ভূমি থেকে বের হয় বা কোন যন্ত্র দ্বারা বের করা হয়। সেটা মিঠা বা লোনা, গরম বা ঠাণ্ডা হোক। আর এটাই হচ্ছে পবিত্র পানি যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ।

২. **অপবিত্র পানি:** ইহা হল যার রঙ বা স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেছে অপবিত্র জিনিসের দ্বারা। সেই পানি কম হোক বা বেশি হোক।

হুকুম: এই অপবিত্র পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ নয়।

- অপবিত্র পানি পবিত্র হয় নিজে নিজেই উহার বিকৃতি দূরীভূত হওয়ার মাধ্যমে অথবা ঐ পানির সাথে ততোটুকু পরিমাণ পবিত্র পানি মিশানোর মাধ্যমে যাতে উহার বিকৃতি দূরীভূত হয়।

- যখন কোন মুসলিম পানির ব্যাপারে সন্দেহ করে যে উহা পবিত্র না অপবিত্র, তখন উহার আসলের উপর ভিত্তি করবে। কারণ পবিত্রকারী বস্তুর মূল হল পবিত্র।

- যখন পবিত্র পানি অন্য কোন অপবিত্রের পানির সাথে সদৃশ হওয়ার জন্য সন্দেহ হবে এবং উহা ছাড়া অন্য পানি না পাবে তখন যেটা পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে অধিক ধারণা হবে তা দ্বারাই ওযু করে নিবে।

- যখন পবিত্র কাপড় কোন অপবিত্র বা হারাম কাপড়ের সদৃশ হওয়ার কারণে সন্দেহ হবে এবং ঐ দুটি ছাড়া অন্য কোন কাপড় না পাবে, তখন গবেষণামূলক প্রয়াস চালিয়ে যেটা পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে অধিক ধারণা হবে সেটি পরে সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ চাহেতো তার সালাত সঠিক হবে।

- ছোট নাপাকি (যা ওযুর দ্বারা দূরীভূত হয়) অথবা বড় নাপাকি (যা গোসলের দ্বারা দূরীভূত হয়) থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয় পানি দ্বারা।

সুতরাং যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে তায়াম্মুম করে নিবে।

● শরীর বা কাপড় বা স্থানের অপবিত্রতা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়। অথবা পানি ছাড়া অন্য পবিত্র তরল বা জমাট জিনিস যা দ্বারা নাপাকির মূল দূর হয়।

● ওযু করার জন্য প্রত্যেক পবিত্র বাসন ব্যবহার করা বৈধ। অন্যান্য বাসন দ্বারাও বৈধ যদি সেটা জবরদখলকৃত বা স্বর্ণের বা রূপার তৈরি না হয়। এগুলি ব্যবহার করা বা গ্রহণ করা হারাম। যদি কেউ এগুলি দিয়ে ওযু করে তাহলে তার ওযু শুদ্ধ হবে কিন্তু সে গোনাহগার হবে।

● কাফেরদের বাসনসমূহ এবং কাপড় ব্যবহার করা বৈধ যদি উহার অবস্থা অজ্ঞাত থাকে। কেননা (প্রত্যেক বস্তুর) মূল হচ্ছে পবিত্র। আর যদি জানা যায় যে উহা অপবিত্র তাহলে পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব।

● **সোনা ও রূপার বাসন-পাত্র ব্যবহারের বিধান:**

● নারী-পুরুষ সকলের উপর স্বর্ণ ও রূপার বাসনে (পাত্রে) পানাহার করা হারাম এবং সর্বপ্রকার ব্যবহার হারাম। তবে মহিলাদের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহার এবং পুরুষদের জন্য রূপার আংটি এবং যা অত্যন্ত প্রয়োজন যেমন: দাঁত এবং নাক বাঁধার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বৈধ।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ ». متفق عليه.

১. হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী (দ:)কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:"তোমরা রেশমী কাপড় এবং রেশমীর বস্ত্র পরিধান করবে না এবং স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পান করবে

না। আর স্বর্ণ ও রূপার প্লেটে আহার করবে না; কেননা ঐগুলি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) জন্য দুনিয়াতে এবং আমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখেরাতে।"[১]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ». متفق عليه.

২. নবী (দ:)-এর স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন:"যে ব্যক্তি রূপার তৈরি পাত্রে পান করে নিশ্চয়ই সে তার পেটে টগবগ করে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।" [২]

◆ অপবিত্র বস্তুর বিধানসমূহ:

অপবিত্র বস্তুসমূহ যেগুলি থেকে মুসলিম ব্যক্তিকে পবিত্র বা মুক্ত থাকা ওয়াজিব এবং ঐগুলি থেকে যদি কিছু (শরীর বা কাপড়ে) লেগে যায় তাহলে এক বা একাধিক বার ধৌত করবে যাতে করে উহার চিহ্ন (সম্পূর্ণভাবে) দূরীভূত হয়। সেগুলি হল: মানুষের মলমুত্র ও প্রবাহিত রক্ত এবং মহিলাদের মাসিক ঋতু ও প্রসূতির প্রসবান্তর রক্ত, ওয়াদী (প্রসাব করার পর নির্গত পাতলা পুঁজের মত তরল পদার্থ), মযী (কামরস যা তীব্র উত্তেজনার পর বীর্যপাতের পূর্বে পুরুষাঙ্গ বয়ে যে রস প্রবাহিত হয়), মাছ ও পঙ্গপাল ছাড়া সকল মৃতপ্রাণী, শূকরের মাংস, যে সমস্ত প্রাণীর মাংস খাওয়া হারাম সেগুলির পেশাব ও গবর। যেমন: খচ্চর ও গাধা। কুকুরের লালা যা সাতবার ধৌত করতে হবে তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা মাজতে হবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৪২৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৭

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৬৩৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২০৬৫

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ:« إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ».

متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ (দ:) থেকে বর্ণনা করেন যে একদা রসূলুল্লাহ (দ:) দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন যাতে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (দ:) বললেন: “নিশ্চয়ই তাদের দু’জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তবে তাদেরকে খুব বড় অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের মধ্যে একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। অপরজন পরনিন্দা করে বেড়াত। অত:পর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডাল নিলেন এবং তা দু’ভাগে খণ্ড করলেন। অত:পর প্রত্যেক কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। অত:পর সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁকে (দ:)কে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ এমনটি কেন করলেন? তার উত্তরে তিনি বললেন: সম্ভবত তাদের শাস্তি হালকা করা হবে, যতদিন পর্যন্ত ঐগুলি শুকিয়ে না যাবে।”[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ».

متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: “যখন তোমাদের কোন পাত্রে কুকুর স্পর্শ করবে তখন সেটা

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৩৬১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৯২

পবিত্র (করার পদ্ধতি) হবে যে উহাকে সাতবার ধৌত করা এবং তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে (মেজে) ধৌত করতে হবে।”[১]

◆ অপবিত্র জুতা এবং মোজা মাটিতে মলার দ্বারা তার নাপাকির চিহ্ন দূরীভূত হলেই পবিত্র হয়ে যাবে।

◆ ঘুমানোর পূর্বমুহূর্তে খাদ্যের পাত্র ঢেকে রাখা ও পানপাত্রের মুখ বেঁধে রাখা এবং আগুন নিভিয়ে রাখা মুস্তাহাব (উত্তম)।

১. বুখারী হাঃ নং ১৭২ মুসলিম হাঃ নং ২৭৯ শব্দ তারই

২- মল-মূত্র ত্যাগের পর শৌচ ও ঢিলা ব্যবহার

◆ **শৌচ করা:** পেশাব-পায়খানার রাস্তাদ্বয় দিয়ে নির্গত (মল-মূত্র)কে পানি দ্বারা পরিস্কার করাকে "ইস্তিনজা" বলা হয়।

◆ **ঢিলা ব্যবহার:** পেশাব-পায়খানার রাস্তাদ্বয় দিয়ে নির্গত (মল-মূত্র)কে পাথর বা কাগজ ইত্যাদি দ্বারা দূর করাকে "ইস্তিজমার" বল হয়।

◆ **টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় কি বলবে ও করবে:**

১. টয়লেটে প্রবেশের সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে বাম পা দ্বারা প্রবেশ করা সুন্নত।

« **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ** ». متفق عليه.

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালখুবছি ওয়ালখাবাায়িছ] "হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট নাপাক জিন ও মহিলার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[১]

২. পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হয়ে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়া সুন্নত।

« **غُفْرَانَكَ** ». أخرجه أبوداود والترمذي.

[গুফর–নাক্] "(হে আল্লাহ!) আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"[২]

◆ মসজিদে প্রবেশ, পোশাক পরিধান ও জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পা ব্যবহার এবং মসজিদ হতে বের হওয়া, পোশাক ও জুতা খোলার সময় প্রথমে বাম পা ব্যবহার করা সুন্নত।

[১]. বুখারী হাঃ নং ১৪২ ও মুসলিম হাঃ নং ৩৭৫

[২]. হাদীসটি সহীহঃ আবু দাউদ হাঃ নং : ৩০ শব্দগুলি তার, তিরমিযী হাঃ নংঃ ৭

◆ উন্মুক্ত স্থান বা ময়দানে পায়খানা করতে হলে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া, পর্দা করা এবং পেশাবের জন্য নরম স্থান অনুসন্ধান করা সুন্নত যেন পেশাব ছিটে অপবিত্র না হয়ে যায়।

◆ বসে পেশাব করা সুন্নত। কিন্তু যদি পেশাবের ছিটা না লাগে ও তার দিকে অন্যের দৃষ্টি না পড়ে তবে প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েজ।

◆ কুরআন সাথে করে পায়খানায় প্রবেশ করা হারাম এবং প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা বলা মকরুহ। প্রয়োজন যেমন: পথহারাকে পথ দেখানো, পানি তলব করা ইত্যাদি।

◆ ওজর ব্যতীত যাতে আল্লাহর নাম রয়েছে তা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করা, আল্লাহর নাম সম্বলিত কাগজে পেশাব করা, ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, ডান হাতে পেশাব পায়খানার সময় পানি বা ঢিলা ব্যবহার এবং খোলা ময়দানে মাটির নিকট হওয়ার পূর্বেই কাপড় উত্তোলন করা মকরুহ। অনুরূপ পেশাব পায়খানারত অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়াও মকরুহ। এমতাবস্থায় কাজ সেরে ওযু করে উত্তর দিবে।

◆ পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে করার বিধান:

পেশাব-পায়খানা অবস্থায় খোলা ময়দানে বা ঘরে কিবলাকে সামনে বা পিছন করা হারাম।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ». قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى .متفق عليه.

আবু আইয়ূব আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন:"যখন তোমরা পায়খানায় যাবে তখন কিবলামুখী হয়ে ও কিবলাকে পিছন করে বসবে না। বরং তোমরা পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হয়ে

বসবে। (এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের জন্য; কেননা তাদের কেবলা দক্ষিণ দিকে) আবু আইয়ূব বলেন: আমরা শামদেশে এসে সেখানকার পায়খানাগুলি কিবলামুখী পাওয়ার পর সেগুলি পরিবর্তন করে দেই এবং আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ক্ষমা চাই।"[১]

◆ যেসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ:

◆ মসজিদ, রাস্তা, উপকারী ছায়া, ফলদার বৃক্ষ, ঘাট ও এ ধরনের স্থান যেগুলিতে মানুষ সাধারণত বিচরণ করে থাকে পেশাব-পায়খানা করা হারাম।

◆ ঢিলা ব্যবহারের পদ্ধতি:

◆ ঢিলা ব্যবহারের জন্য পবিত্রকারী তিনটি পাথর বা ঢিল যথেষ্ট। যদি তা দ্বারা পবিত্র না হয় তবে তার চেয়ে বেশি নিবে তবে বেজোড় সংখ্যায় শেষ করা সুন্নত। যেমন: তিন বা পাঁচ ইত্যাদি।

◆ যা কিছু পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হবে তা পানি, পাথর, টিসু পেপার ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করা যায়। তবে পানির দ্বারাই পরিস্কার করা উত্তম। কেননা পরিস্কারের জন্য পানিই শ্রেষ্ঠতর।

◆ পোশাকের অপবিত্র স্থানটুকু পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব, তবে অপবিত্রস্থান যদি অজানা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ কাপড় ধৌত করতে হবে।

◆ ছেলে শিশু পেশাব করে দিলে পেশাবযুক্ত স্থানে পানির ছিটা দিতে হবে। আর মেয়ে শিশু হলে পেশাব অবশ্যই ধৌত করতে হবে। এই বিধান যে শিশু খাদ্য খায়না তার জন্য, তবে যদি খাদ্য খায় তবে সবশিশুর পেশাবই ধৌত করতে হবে।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩৯৪ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৪

৩- কতিপয় স্বভাবজাত সুন্নত

১. **মেসওয়াক করা:** এটি হলো মুখ পবিত্রকরণ ও রবের সন্তুষ্টির কারণ।

◆ **মেসওয়াকের পদ্ধতি:** ডান বা বাম হাতে মেসওয়াক বা ব্রাশ ধারণ করে দাঁত ও দাঁতের মাড়ির উপর ফিরানো। ইহা মুখের ডান পার্শ্ব হতে শুরু করে বাম পার্শ্বের দিকে নিতে হয় এবং কখনো কখনো তা জিহ্বার পার্শ্বেও নেওয়া হয়।

◆ মেসওয়াক সাধারণত নরম কাঠি যথা: আরাক, জাইতুন বা উরজুনের ডাল বা শিকর হয়ে থাকে।

◆ **মেসওয়াকের হুকুম:**

মেসওয়াক সব সময়ের জন্যই সুন্নত। তবে ওযু, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, গৃহে প্রবেশ, ঘুম হতে উঠার সময় এবং মুখের গন্ধ দূর করার জন্য মেসওয়াক করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: "আমি যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম বা আমি যদি মানুষের প্রতি কঠিন মনে না করতাম তবে অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মেসওয়াকের নির্দেশ দিতাম।"[১]

২. **খাৎনা করা:** পুরুষাঙ্গের মাথা ঢেকে থাকা চামড়া কেটে ফেলা, যেন তাতে ময়লা ও পেশাব জমা না হয়ে থাকে।

---

১. বুখারী হাঃ নং ৮৮৭ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৫২

◆ **খাৎনা করার হুকুম:**

খাৎনা করা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব এবং প্রয়োজনে নারীদের জন্য সুন্নত।

৩. গোঁফ-মোচ কাটা এবং দাড়ি ছেড়ে দেয়া ও লম্বা করা:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ». متفق عليه.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: "তোমরা দাড়ি বড় এবং গোফ ছোট করে মুশরিকদের বিপরীত কর।"[১]

৪. নাভির নিচের লোম কামানো, বগলের চুল তুলে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ ছেট করা:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عن النبي ﷺ قال: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন:"স্বভাবজাত সুন্নত পাঁচটি: খাৎনা করা, নাভির নিচের লোম কামান, বগলের চুল উঠান, নখসমূহ কাটা ও গোঁফ ছোট করা।"[২]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ » قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . أخرجه مسلم.

২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: "স্বভাবজাত সুন্নত হলো দশটি: (১) গোঁফ কাটা (২)

---

১. বুখারী হাঃ নং ৫৮৯২ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৯
২ . বুখারী হাঃ নং ৫৮৮৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৫৭

দাড়ি ছেড়ে দেয়া (৩) মেসওয়াক করা (৪) নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো (৫) নখসমূহ কাটা (৬) আঙ্গুলসমূহের গিরা ও জোড়া ধৌত করা (৭) বগলের চুল উঠান (৮) নাভির নিচের লোম কামানো (৯) ওযুর পর লজ্জাস্থানের উপর বরাবর পানি ছিটানো" (১০) মুস'আাব বলেন: আমি দশমটি ভুলে গেছি তবে সম্ভবত তা কুলি করাই হবে।[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. أخرجه مسلم.

৩. আনাস ইবনে মালেক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: গোঁফ ছোট করা, নখসমূহ কাটা, বগলের চুল উঠানোর ব্যাপারে আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তা হলো আমরা যেন ৪০ রাতের অতিরিক্ত ছেড়ে না দেয়।[২]

৫. মিসক ও অন্যান্য সুগন্ধি ব্যবহার করা:

৬. মাথার চুলের পরিচর্যা করা, তেল লাগানো ও চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো। মাথার চুলের কিছু অংশ কামানো ও কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া হারাম; কারণ ইহা কাফেরদের সদৃশ।

৭. মেহেদী ও কাতাম ইত্যাদি দ্বারা সাদাচুলকে পরিবর্তন করা:

সৌন্দর্য ও যুদ্ধের জন্য কালো রঙ দ্বারা চুলকে রঙ করা জায়েজ। কারণ নবী [ﷺ] সাদাকে পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ করেছেন এবং সর্বোত্তম কি তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর "কালো থেকে বিরত থাক" সহীহ মুসলিমে এ অতিরিক্ত বর্ণনাটি শায। তবে ধোকা দেয়ার জন্য কালো রঙ ব্যবহার করা হারাম।[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

১. মুসলিম হাঃ নং ২৬১

২. মুসলিম হাঃ নং ২৫৮

৩. ইহা লিখক সাহেব ও একদল আলেমদের মত। কিন্তু আলেমদের অনেকে বলেছেন: কালো রঙ দ্বারা সাদা চুল-দাড়ি কালো করা মকরুহ। আবার কেউ বলেছেন হারাম। অনুবাদক

لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"নিশ্চয় ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা চুল-দাড়ি রঙ করে না। অতএব, তোমরা তাদের বিপরীত কর।"[1]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ». أخرجه مسلم.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু কুহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিন আনা হলো। তার মাথার চুলগুলো সাদা ধবধবে ছিল। রসূলুল্লাহ (দ:) (তা দেখে) বললেন: "এগুলোকে কোন কিছু দ্বারা পরিবর্তন কর।"[২]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

৩. আবু যার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "মেহদী ও কাতাম দ্বারা সাদা চুল-দাড়ি রঙ করা সবচেয়ে উত্তম।"[৩]

◆ **দাড়ি মুণ্ডানোর বিধান:**

দাড়ি না কাটা ও লম্বা করা নবী ও রসূলগণের বৈশিষ্ট্য। নবী [ﷺ]-এর ঘনো দাড়ি ছিল। তিনি সুদর্শন পুরুষ ও সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন। দাড়ি পুরুষের জন্য সৌন্দর্য এবং নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্যের সবচেয়ে বড় আলামত।

আশ্চর্য ব্যাপার হলো: অনেক মুসলমান আছে যাদেরকে শয়তান ধোকায় ফেলেছে এবং তাদের রুচী পরিবর্তন করে দিয়েছে, যার ফলে তারা তাদের দাড়ি মুণ্ডন করে আল্লাহর সৃষ্টির আকৃতিকে বদলায়ে

---

[১]. বুখারী হা: নং ৫৮৯৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২১০৩

২ . মুসলিম হাঃ নং ২১০২

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হা: নং ৪২০৫ ও তিরমিযী হা: নং ১৪৫৩

দিয়েছে। এ ছাড়া এর দ্বারা তারা কাফের ও নারীদের সঙ্গে সদৃশ করেছে এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নাফরমানি করছে। আর পুরষের মর্যাদা ও মরদামি থেকে মেয়েলীপনার কমোলতার দিকে ভাগার চেষ্টা করছে। দাড়ি মুণ্ডন করে তাদের চেহারাগুলো নারীর সদৃশ করছে এবং এর দ্বারা তাদের সময় ও সম্পদ নষ্ট করছে। এ ছাড়া নারীদের সঙ্গে সদৃশ করে অভিশপ্ত হচ্ছে; কারণ নবী [ﷺ] যে সকল পুরুষ নারীদের সদৃশ এবং যে সব নারী পুরুষদের সদৃশ হয় তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। অতএব, দাড়ি না কাটা ওয়াজিব এবং মুণ্ডানো হারাম; কারণ ইহাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٧﴾ [الحشر/٧].

"রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা হতে তোমরা বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" [সূরা হাশর:৭]

عَنِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّــرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ». متفق عليه.

২. ইবনে উমার [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [ﷺ] বলেন:"তোমরা দাড়ি লম্বা ও মোচ ছোট করে মুশরেকদের বিপরীত কর।"[1]

[1]. বুখারী হাধ নং ৫৮৯২ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৫৯

৪- ওযু

◆ **ওযু হলো:** শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চার অঙ্গে পবিত্র পানি ব্যবহার করার নাম।

◆ **ওযুর ফজিলত:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: « يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ » قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ . متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দ:) বেলাল (রা:)কে ফজরের সালাতের সময় বলেন:"হে বেলাল! তুমি আমাকে তোমার ইসলামী জীবনের সর্বোত্তম আমলের বর্ণনা দাও; কারণ জান্নাতে আমার সামনে তোমার উভয় জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। বেলাল (রা:) বলেন: আমি এমন কোন আমল করিনি যা আমার নিকট সর্বোত্তম বলে মনে হয়। তবে দিবা-রাত্রিতে আমি যখনই ওযু করি যথাসাধ্য আমি সে ওযু দ্বারা সালাত আদায় করি।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ

১. বুখারী হাঃ নং ১১৪৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৪৫৮

خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْــرُجَ نَقِيًّـــا مِــنْ الذُّنُوبِ». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"যখন মুসলিম বা মুমিন বান্দা ওযু করার সময় তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডলের সমস্ত পাপ পানির সাথে বা শেষ বিন্দু পানির সঙ্গে বের হয়ে যায় যা সে দেখে। আর যখন তার হাতদ্বয় ধৌত করে তখন তার হাত দ্বারা যেসব আক্রমণ করেছে সে সকল পাপ পানির সাথে বা শেষ বিন্দু পানির সাথে বের হয়ে যায়। এরপর যখন তার পাদ্বয় ধৌত করে তখন পা দ্বারা যে সকল স্থানে চলে পাপ করেছে সেগুলো পানির সাথে বা শেষ বিন্দু পানির সাথে বের হয়ে যায়। এমনকি সে পাপরাশি থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বের হয়ে যায়।"[১]

◆ **নিয়তের গুরুত্ব:**

নিয়ত আমল বিশুদ্ধ ও কবুল এবং যথেষ্ট হওয়ার জন্য একটি শর্ত। নিয়তের স্থান হলো অন্তর। ইহা প্রত্যেক আমলের জন্য জরুরী। কেননা নবী (দ:) বলেন:

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ». متفق عليه.

"নিশ্চয় আমলসমূহ নির্ভর করে নিয়তের উপর। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যা সে নিয়ত করবে।"[২]

◆ **শরীয়তের পরিভাষায় নিয়ত:** আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এবাদত পালনের দৃঢ় ইচ্ছাপোষণ করার নাম নিয়ত।

নিয়ত দুই প্রকার:

১. **আমলের নিয়ত:** যেমন ওযু করার নিয়ত বা গোসল বা সালাতের নিয়ত।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২৪৪

২ . বুখারী হাঃ নং ১ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ১৯০৭

২. **যার উদ্দেশ্যে আমল করা হয় তার নিয়তঃ** তিনি হলেন আল্লাহ তা'য়ালা। অর্থাৎ ওযু, গোসল, সালাত বা অন্য কিছুর দ্বারা একমাত্র আল্লাহরই নৈকট্য ও উদ্দেশ্য করা। আর এ প্রকার নিয়তই প্রথম প্রকারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

◆ আমল কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্তঃ

(১) এখলাসের সাথে আমল করা।

(২) রসূলুল্লাহ [ﷺ] যেভাবে আমল করেছেন সেভাবে আমল করা।

(৩) সঠিক ঈমানদার হওয়া।

◆ এখলাসের তাৎপর্যঃ

এখলাস হলো বান্দার জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (অপ্রকাশ্য) আমলকে এক রকম করতঃ সমস্ত আমলকে মানুষের দৃষ্টি হতে আল্লাহরই জন্য পূত পবিত্র করা। বাহ্যিকের চেয়ে ভিতরের আমলের উন্নয়নের মাধ্যমে এখলাসের মধ্যে সততা আনায়ন করা। বান্দা যদি এখলাস অর্জন করতে পারে তবে স্বীয় রব তাকে মনোনীত বান্দার অন্তর্ভুক্ত করেন, তার হৃদয়কে জিবন্ত করেন। তাঁর দিকে টেনে নেন এবং তাকে যাবতীয় অসৎআমল বর্জন করে সৎআমলসমূহ পালনের তৌফিক প্রদান করেন। পক্ষান্তরে যে হৃদয়ে এখলাস নেই তা এর বিপরীত। কেননা তাতে শুধু রয়েছে চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা। কখনো তা হয় নেতৃত্বের আবার কখনো অর্থ সম্পদের।

◆ ওযুর ফরজ ছয়টিঃ

১. কুলি ও নাকে পানি নেয়াসহ মুখণ্ডল ধৌত করা।

২. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা।

৩. উভয় কানসহ সমস্ত মাথা মাসেহ করা।

৪. টাখনুসহ উভয় পা ধৌত করা।

৫. উল্লেখিত অঙ্গগুলি ধৌত করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা কর।

৬. ওযুর অঙ্গগুলি একের পর এক (কোন অঙ্গ ধৌত করে অপর অঙ্গ ধৌত করতে দেরী না করে) ধৌত করা।

◆ ওযুর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

মেসওয়াক করা, তিনবার কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা, মুখমণ্ডল ধৌতকরার পূর্বে কুলি করে তারপর নাকে পানি দেয়া, ঘন দাড়ি খেলাল করা, ডান অঙ্গ আগে ধৌত করা, ওযুর অঙ্গগুলি দুইবার ও তিনবার ধৌত করা, ওযুর পর দোয়া পাঠ করা এবং ওযুর পরে দুই রাকাত সালাত আদায় করা।

◆ ওযুর পানির পরিমাণ:

ওযুর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হলো ওযুর অঙ্গগুলি তিনবারের অতিরিক্ত ধৌত না করা। এক মুদ (৬২৫ মি:লি:) পরিমাণ পানি দ্বারা ওযু করা। পানির অপচয় না করা। আর যে অতিরিক্ত করবে সে অবশ্যই অপরাধ করল এবং অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করল।

যে ব্যক্তি ঘুম হতে জেগে ওযু করতে চায়, সে যেন পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে উভয় হাত তিনবার ধৌত করে নেয়, কেননা নবী (দ:) বলেন: "তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে জাগ্রত হয়, সে স্বীয় হাত তিনবার ধৌত না করা পর্যন্ত যেন পাত্রে হাত না ডুবায়; কেননা সে তো জানে না রাতে তার হাত কি অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে।"[১]

◆ সংক্ষিপ্ত ওযুর বর্ণনা:

প্রথমত মনে মনে ওযুর নিয়ত করা, অত:পর কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া এবং মুখমণ্ডল ধৌত করা। আঙ্গুলের অগ্রভাগ হতে উভয় কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা। উভয় কানসহ সমস্ত মাথা মাসেহ করা। উভয় টাখনুসহ পাদ্বয় ধৌত করা। প্রত্যেক অঙ্গগুলি কমপক্ষে একবার করে ধৌত করা। পরিপূর্ণভাবে ওযু করা এবং আঙ্গুলগুলির মাঝে খেলাল করা।

---

১. বুখারী হাঃ নং ১৬২ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৮ শব্দগুলি তার

◆ পরিপূর্ণ ওযুর বর্ণনা:

মনে মনে নিয়ত করা, বিসমিল্লাহ বলা, তিনবার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। অত:পর এক অঞ্জলি পানির অর্ধেক মুখে ও অর্ধেক নাকে দিয়ে এভাবে তিনবার কুলি ও নাকে পানি গ্রহণ করা। অত:পর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করা। এরপর তিনবার কনুইসহ ডান হাত এবং অনুরূপভাবে বাম হাত ধৌত করা। অত:পর উভয় হাত দ্বারা সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা। মাসেহর পদ্ধতি: মাথার শুরু হতে পিছনের শেষ পর্যন্ত নিয়ে পুনরায় যেখান হতে শুরু করে ছিল সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এরপর শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা কানের ভিতর এবং বৃদ্ধাংগুলি দ্বারা উভয় কানের পিঠ মাসেহ করা। অত:পর ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। এরপর অনুরূপভাবে বাম পা ধৌত করা। অত:পর যেভাবে দোয়া বর্ণিত হয়েছে সে দোয়া পড়া যা শীঘ্রই আসবে-ইন শাাআল্লাহ।

◆ নবী (দ:)-এর ওযুর পদ্ধতি:

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».

متفق عليه.

উসমান (রা:)-এর আজাদকৃত দাস হুমরান কর্তৃক বর্ণিত, তিনি উসমান ইবনে আফফান (রা:)কে দেখেন যে, তিনি এক পাত্র পানি নিয়ে আসতে বলেন, অত:পর তিনি তাঁর উভয় হাতে তিনবার পানি ঢালেন ও তা ধৌত করেন। এরপর তিনি তার ডান হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে পানি নিয়ে কুলি করেন ও নাক ঝাড়েন। অত:পর তিনবার স্বীয় মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। অত:পর স্বীয় মাথা মাসেহ করেন। অত:পর তিনি স্বীয় উভয় পা টাখনুসহ তিনবার

ধৌত করেন। এরপর তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন:"যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর মত ওযু করে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে যে সালাতে মনে তার কোন কিছুই উদয় হবে না, তার বিগত গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।"[১]

◆ নবী (দ:) হতে এক একবার দুই দুইবার ও তিন তিনবার করে ওযুর অঙ্গ ধৌত করা সাব্যস্ত আছে। অতএব, সবগুলিই সুন্নত। তবে মুসলমানদের জন্য সব সুন্নতকে জীবিত করার জন্য কখনো এটি কখনো ওটি এভাবে পার্থক্য করা উত্তম।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً . أخرجه البخاري.

১. ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) একবার একবার করে ওযু করেছেন।[২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. أخرجه البخاري.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) দুইবার দুইবার করে ওযু করেছেন।[৩]

◆ প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করার বিধান:

অপবিত্র ব্যক্তি যখন সালাত আদায় করতে চাইবে তখন তার প্রতি ওযু করা ফরজ। আর প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য ওযু করা সুন্নত। তবে এক ওযু দ্বারা একাধিক সালাত আদায় করা জায়েজ।

১. আল্লাহর বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

১. বুখারী হাঃ নং ১৫৯ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২২৬
২. বুখারী হাঃ নং ১৫৭
৩. বুখারী হাঃ নং ১৫৮

ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ﴾ [المائدة/٦].

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাত আদায় করতে ইচ্ছা কর তখন তোমাদের চেহারা ও হাতদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। আর মাথা মাসেহ কর এবং পাদ্বয় গিট পর্যন্ত ধৌত কর।" [সূরা মায়েদা: ৬]

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ . أخرجه البخاري.

২. আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, নবী [ﷺ] প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতেন। আমর ইবনে আমের আনাস [ﷺ]কে বলেন, আপনারা কি করতেন? আনাস বলেন: অপবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ওযু আমাদের যথেষ্ট হত।[১]

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ:« عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ ». أخرجه البخاري.

৩. বুরাইদা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] মক্কা বিজয়ের দিন সমস্ত সালাত এক ওযু দ্বারা আদায় এবং মোজার উপর মাসেহ করেছেন। এ সময় তাঁকে উমার [ﷺ] বলেন: আজ যে কাজ করলেন এমনটা তো কখনো করেননি। নবী [ﷺ] বললেন: "উমার! আমি ইহা ইচ্ছা করেই করেছি।"[২]

◆ যেসব স্থানে ডান ও বাম আগে করতে হয়:

মানুষের কর্ম দুই ধরনের:

১. এমন কর্ম যা ডান ও বাম উভয় দ্বারা করা যায়, তবে এক্ষেত্রে যেগুলি সম্মানসূচক কর্ম তাতে ডানটিকে অগ্রসর করা উত্তম। যেমন: ওযু,

---

১. বুখারী হা: নং ২১৪

২. বুখারী হাধ নং ২৭৭

গোসল, পোশাক ও জুতা পরা, মসজিদ ও গৃহে প্রবেশ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে তার বিপরীত হলে বামটি অগ্রসর করা। যেমন: মসজিদ হতে বের হওয়া, জুতা খোলা ও পায়খানায় প্রবেশ কালে।

২. ঐ সবকর্ম যা ডান বা বাম উভয়ের মধ্যে যে কোন একটির সাথে নির্ধারিত। সুতরাং যদি সম্মানসূচক হয় তবে তা ডান দ্বারা হবে। যেমন: পানাহার, মুসাফাহা, আদান-প্রদান ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যদি তার বিপরীত হয়, তবে তা বাম দ্বারা হবে। যেমন: ঢিলা ব্যবহার, লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ইত্যাদি।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ . متفق عليه.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) জুতা পরা, চিরুনি করা, ওযু করা এবং প্রত্যেক সম্মানসূচক কর্মে ডান পছন্দ করতেন।[১]

◆ ওযুর পরের দোয়ার বিবরণ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:« مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْـــوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ». أخرجه مسلم.

১. উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: যে ব্যক্তি ওযুর পর (নিম্নোক্ত দোয়া) বলবে: [আশহাদু আন লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়অহদাহু লাা শারীকালাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দু ওয়া রসূলুহ্] "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (দ:) তাঁর বান্দাহ ও তাঁর রসূল) তার জন্য জান্নাতের আটটি

১. বুখারী হাঃ নং ১৬৮ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৮

দরজা খুলে দেয়া হবে, সে যেটি দ্বারা প্রবেশ করতে চাইবে প্রবেশ করবে।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :« مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، كُتِبَ فِي رَقٍّ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأسوسط.

২. আবু সাঈদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ওযু করে বলে: [সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক্] হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি ও প্রশংসা বর্ণনা করি, তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তোমার নিকট আমি ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকেই আমি প্রত্যাবর্তন করি।" ইহা পাতলা চামড়াতে লিখে মোহরঙ্কন করা হবে যা কিয়ামত পর্যন্ত ভাঙ্গা হবে না।"[২]

◆ অত:পর মুসলিম ব্যক্তি ওযু শেষে তার লজ্জাস্থান বরাবর পানির ছিটা দিবে এবং প্রয়োজন কাপড় বা রুমাল কিংবা টিসু অথবা অন্য কিছুর দ্বারা পানি মুছে নিবে।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২৩৪।

২. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ ফি আমালিল ইয়াম ওয়াল লাইলাহাঃ ৮১ ও তাবারানী ফিল আউসাতঃ ১৪৭৮ দেখুনঃ সিলসিলা সহীহাঃ ২৩৩৩

৫- মোজার উপর মাসেহ

◆ মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা:

বাড়িতে অবস্থানকারীর জন্যে মোজার উপর একদিন ও একরাত পর্যন্ত মাসেহ করা জায়েজ। আর মুসাফিরের জন্যে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত। এ সময়ের শুরু হবে মোজা পরার পর প্রথমবার মাসেহ করা হতে।

عَلِّي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ . أخرجه مسلم.

আলী ইবনে আবী তালেব (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (দ:) মুসাফিরের জন্য (মোজার উপর মাসেহ করার) সময় নির্ধারণ করেন তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীম (বাড়িতে অবস্থানকারী ব্যক্তির) জন্য একদিন ও একরাত।[১]

◆ মোজার উপর মাসেহ করার শর্ত:

মোজা বৈধ ও পবিত্র হওয়া, ওযু অবস্থায় পরিধান করা, তা যেন ছোট ধরনের নাপাকী থেকে যখন ওযু করবে তখন এবং মুসাফির ও মুকীমের জন্য নির্ধারিত সময় সীমার অন্তর্ভুক্ত থাকা।

◆ মোজার উপর মাসেহ করার পদ্ধতি:

পানি দ্বারা উভয় হাত ভিজিয়ে প্রথমে ডান হাত ডান পায়ের আঙ্গুল হতে গোছার দিকে নিয়ে পায়ের উপরি ভাগে অবস্থিত মোজার উপর একবার মাসেহ করবে। অনুরূপ বাম হাত দ্বারা বাম পায়ের পাতার উপরিভাগ, তবে তার নিম্নাংশ বা পিছনের অংশ নয়।

---

১. মুসলিম হাঃ নং ২৭৬

◆ যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মাসেহ শুরু করে একদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আপন শহরে প্রবেশ করবে, সে একদিন ও একরাতেই মাসেহ পূর্ণ করে শেষ করবে। অনুরূপ স্বীয় স্থানে অবস্থানরত অবস্থায় যদি মাসেহ শুরু করে সফর করে তবে সে মুসাফিরের হুকুমে তিনদিন ও তিনরাত মাসেহ পূর্ণ করবে।

◆ মোজার উপর মাসেহের হুকুম নিম্নোক্ত কারণে বাতিল হয়:

১. যদি পা হতে মোজা খুলে ফেলা হয়।

২. যদি গোসল ফরজ হয়ে যায়।

৩. যদি মাসেহ করার সময়-সীমা শেষ হয়ে যায়।

আর মোজার মাসেহ করার সময়-সীমা শেষ হয়ে গেলেই যে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে তা নয় বরং ওযু ভঙ্গের কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত না হবে ততক্ষণ ওযু থাকবে।

◆ পাগড়ি ও মেয়েদের উড়নার উপর মাসেহ করার বর্ণনা:

পুরুষের জন্য পাগড়িতে মাসেহ করা জায়েজ। অনুরূপ প্রয়োজনে সময় নির্ধারিত না করেই মেয়েদের উড়নার উপর মাসেহ করা জায়েজ। অধিকাংশ পাগড়ি ও উড়নার উপর মাসেহ করা যায় তবে তা ওযু অবস্থায় পরা উত্তম।

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى **عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ** ». رواه البخاري.

আমর ইবনে উমাইয়্যা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন তিন বলেন: আমি নবী (দ:)কে তাঁর পাগড়ি ও মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি।[১]

কাপড়ের মোজা, চামড়ার মোজা, পাগড়ি, মেয়েদের উড়নার উপর ছোট নাপাকি হতে ওযু করার সময় মাসেহ করা জায়েজ। ছোট নাপাকি

[১]. বুখারী হা: নং ২০৫

ঘটার কারণ যেমন: পেশাব-পায়খানা করা, নিদ্রা যাওয়া ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বড় নাপাকিতে পতিত হলে মাসেহ করার হুকুম নষ্ট হয়ে যায়, তখন সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা জরুরী হয়ে পড়ে।

◆ ব্যান্ডেজ-প্লাস্টার ইত্যাদির উপর মাসেহ করার বর্ণনা:

ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার ও পট্টি যতক্ষণ থাকবে তার উপর মাসেহ করা ওয়াজিব। যদিও সময় দীর্ঘায়িত হয় বা শরীর নাপাক হয়ে যায় বা তা ওযু ছাড়াই পরিধান করে।

◆ শরীরের ক্ষত বা যখম যদি উম্মক্ত থাকে তবে তা পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব। আর যদি ক্ষত স্থান পানি দ্বারা মাসেহ করায় ক্ষতি সাধিত হয় এবং পানি দ্বারা মাসেহ করতে অপারগ হয় তবে পানির পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। আর যদি ক্ষতস্থান ঢাকা থাকে তবে তা পানি দ্বারা মাসেহ করবে।

◆ যে মুসাফিরের জন্যে খোলতে ও পরতে কষ্ট হয় তার জন্য মাসেহ করার কোন সময় সীমা নির্ধারিত নেই। যেমন: দমকল বাহিনী, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ হতে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এবং মুসলমানদের কল্যাণ ইত্যাদিতে নিয়োজিত ডাক পিয়ন।

৬-ওযু নষ্টের কারণসমূহ

◆ **ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ ছয়টি:**

১. পেশাব ও মলদ্বারের দু'রাস্তা দিয়ে যে কোন জিনিস নির্গত হওয়া। যেমন: পেশাব, পায়খানা, বায়ু , বীর্য, মযী ও রক্ত ইত্যাদি।

২. বিবেক লোপ পেলে। যেমন: গভীর বেশী ঘুম অথবা বেহুশী কিংবা নেশা।

৩. কোন পর্দা ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে।

৪. যা দ্বারা গোসল ফরজ হয়। যেমন: বীর্যপাত, মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থার রক্ত।

৫. ইসলাম হতে মুরদাত তথা দ্বীন ত্যাগ করে কাফের হলে।

৬. উটের গোশত ভক্ষণ করলে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ:« إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ:« نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ». أخرجه مسلم.

জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত। একজন মানুষ রসুলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করে বলল: ছাগলের গোশত খেয়ে ওযু করব কি? তিনি [ﷺ] বললেন:"যদি চাও তবে ওযু করবে। আর যদি না চাও তবে ওযু করবে না।" লোকটি আবার বলল: উটের গোশত খেয়ে ওযু করব কি? তিনি [ﷺ] বললেন:" হাঁ, উটের গোশত খেয়ে ওযু করবে।"[১]

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৬০

◆ **পবিত্রতায় সন্দেহ হলে কখন ওযু করবে:**

পবিত্রতার ব্যাপারে যে ব্যক্তির একিন রয়েছে এবং অপবিত্র হয়েছে কি না সন্দেহ। সে তার একিন তথা পবিত্রতার উপর ভিত্তি করবে। আর যে তার অপবিত্রতার ব্যাপারে একিন রয়েছে এবং পবিত্রতার বিষয়ে সন্দেহ। সে তার একিন তথা অপবিত্রতার উপর ভিত্তি করে পবিত্রতা অর্জন করবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ তার পেটের কোন সমস্যা অনুভব করবে এবং তার সন্দেহ হবে যে, তার থেকে কিছু বের হয়েছে না বের হয় নাই? তাহলে মসজিদ হতে ততক্ষণ রেব হবে না যতক্ষণ সে কোন শব্দ শুনতে না পাবে অথবা গন্ধ পাবে।"[১]

◆ প্রতিবার ওযু নষ্ট হলে ও প্রতি সালাতের জন্য ওযু ভঙ্গ না হলেও নতুন করে ওযু করা মুস্তাহাব। তবে ওযু নষ্ট হয়ে গেলে ওযু করা ফরজ।

◆ কাম-বাসনার সহিত স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে না। তবে পেশাবের রাস্তা দ্বারা কিছু বের হলে নষ্ট হবে।

◆ যে সকল পশুর গোশত খাওয়া হালাল তার গবর, বীর্য এবং মানুষের বীর্য ও বিড়ালের ঝুটা-এঁটো পবিত্র।

◆ **মানুষের শরীর থেকে যা বের হয় তা দু'প্রকার:**

১. **পবিত্র:** ইহা হচ্ছে চোখের অশ্রু, নাকের ময়লা, থুথু, লালা, ঘাম ও বীর্য।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৬২

২. **অপবিত্র:** ইহা হচ্ছে পেশাব, পায়খানা, ওয়াদী, মযী, পেশাব-পায়খার রাস্তা দ্বারা নির্গত রক্ত।

◆ রক্ত বের হলে তার বিধান:

মানুষের শরীর থেকে যে রক্ত বের হয় তা দুই প্রকার:

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দ্বারা নির্গত রক্ত। ইহা ওযু ভঙ্গকারী রক্ত।

২. শরীরের বাকি অন্য কোন স্থান দ্বারা নির্গত যেমন: নাক, দাঁত, খতস্থান ইত্যাদি হতে নির্গত রক্ত ওযু নষ্ট করবে না। রক্ত চাই কম হোক বা বেশী হোক। কিন্তু পরিস্কার-পরিচ্ছনার জন্য ধুয়ে নেওয়া উত্তম।

◆ অল্প ঘুমের বিধান:

দাঁড়িয়ে বা বসে কিংবা চিত হয়ে অল্প ঘুমালে ওযু নষ্ট হবে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّـهِ ﷺ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. متفق عليه.

১. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালাতের একামত হয়ে যাওয়ার পরেও রসূলুল্লাহ [ﷺ] একজন মানুষের সাথে কথা বলতেছিলেন। এমনকি তিনি [ﷺ] সালাতে দাঁড়াতে দেরি করেন যে, মানুষ সব ঘুমিয়ে পড়ে।[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ. متفق عليه.

২. আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সালাতের একামত হওয়ার পরেও নবী [ﷺ] একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে থাকেন। এমনকি তাঁর সাহাবাগণ (বসে বসে) ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত তিনি ঐ লোকটির সথে আলাপ করতেই থাকেই। অত:পর তিনি [ﷺ] এসে সাহাবাগণকে নিয়ে সালাত আদায় করেন।"[২]

---

[১]. বুখারী হা: নং ৬৪২ ও মুসলিম হা: নং ৩৭৬ শব্দ তারই

[২]. বুখারী হা: নং ৬৪২ ও মুসলিম হা: নং ৩৭৬ শব্দ তারই

৭- গোসলের আহকাম

◆ **গোসল:** পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর বিশেষভাবে ভিজানোকে গোসল বলে। ইহা ইসলামের একটি সৌন্দর্য; কেননা ইসলাম পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতার দ্বীন।

◆ **গোসল ফরজের কারণ ছয়টি:**

১. কোন পুরুষ বা মহিলা হতে যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া। চাই হস্তমৈথুন করে হোক বা সহবাসে হোক বা স্বপ্নদোষ ইত্যাদির মাধ্যমে হোক।

২. পুরুষলিঙ্গের সামনের অংশ স্ত্রীলিঙ্গের ভিতরে প্রবেশ হলে, যদিও কারো বীর্যপাত না হয়।

৩. আল্লাহর রাহে যুদ্ধে শহীদ ব্যতীত, কোন মুসলমান মারা গেলে।

৪. কাফের মুসলমান হলে।

৫. মহিলাদের হায়েয-মাসিক ঋতু হলে।

৬. মহিলাদের নেফাস-প্রসূতি অবস্থার রক্ত বের হলে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যদি (পুরুষ) তার (স্ত্রীর) দুই পাঁ ও দুই রানের মাঝে বসে চেষ্টা করে তাহলেই গোসল ফরজ হয়ে যাবে।"[১]

◆ **সংক্ষেপ গোসলের বিবরণ:**

গোসলের নিয়ত করে সমস্ত শরীরে একবার পানি ঢেলে দেওয়া।

◆ **পরিপূর্ণ গোসলের বিবরণ:**

গোসলের নিয়ত ক'রে দুই হাত তিনবার ধৌত করবে। অত:পর লজ্জাস্থান ও যে সকল স্থানে ময়লা লেগেছে তা ধৌত ক'রে পূর্ণ ওযু করবে। এরপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে এবং হাত দিয়ে মাথার চুল খিলাল করবে। তারপর শরীরের বাকি অংশ একবার ধুয়ে ফেলবে এবং

[১]. বুখারী হাঃ নং ২৯১, মুসলিম হাঃ নং ৩৪৮

ডানে সরে দাঁড়িয়ে শরীর মুছে ফেলবে। তবে মোটেই পানির অপচয় করবে না।

◆ **মহানবী [ﷺ]-এর গোসলের বিবরণ:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ. متفق عليه.

ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার খালা মাইমূনা (রা:) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য ফরজ গোসলের পানি হাজির করি। তিনি তাঁর দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত দুই বা তিনবার ধৌত ক'রে হাত পানির পাত্রে ঢুকালেন। তারপর হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থানে ঢাললেন এবং বাম হাতে তা ধৌত করলেন। এরপর মাটিতে বাম হাত মেরে খুব ভাল ভাবে পানি ঢাললেন এবং নামাজের ওযুর অনুরূপ ওযু করলেন। অত:পর তিনবার দুই হাত ভরে পানি নিয়ে মাথার উপর দিলেন এবং সমস্ত শরীর ধৌত করলেন। তারপর নিজ স্থান হতে সরে দাঁড়ালেন এবং দুই পাঁ ধৌত করলেন। অত:পর আমি [মাইমূনা (রা:)] তাঁকে তোয়ালে দিলাম কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন।" [১]

◆ ফরজ গোসলের পূর্বেই ওযু করা সুন্নত। যদি কেউ ওযু ক'রে বা ওযু ছাড়া গোসল ক'রে নেয়, তাহলে তার জন্য গোসলের পর ওযু করা শরিয়ত সম্মত নয়।

◆ **বীর্যপাত হলে নিম্নোক্ত কার্যাদি হারাম:**

সালাত আদায় করা এবং কা'বা ঘরের তওয়াফ করা।

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৭৬, মুসলিম হাঃ নং ৩১৭

◆ যার শরীরে দুর্গন্ধ তার প্রতি জুমার দিন গোসল করা ওয়াজিব আর অন্যদের প্রতি মুস্তাহাব (উত্তম)।

◆ **সহবাসের পর ঘুমানোর পদ্ধতি:**

সহবাসের পর পরই গোসল ক'রে নেওয়া সুন্নত। ফরজ গোসল না ক'রেও ঘুমানো বৈধ। তবে লজ্জাস্থান ধৌত ক'রে এবং ওযু ক'রে ঘুমানো উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিন বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ] গোসল ফরজ অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে লজ্জাস্থান ধৌত ক'রে ওযু ক'রে নিতেন।"[১]

◆ একই (পানির) পাত্র থেকে স্বামী-স্ত্রী একত্রে ফরজ গোসল করা জায়েজ আছে। যদিও তাতে একে উপরের লজ্জাস্থান দৃষ্টিগোচর হয়।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ" كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন:"আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ] সঙ্গে একই (পানির) পাত্র থেকে একত্রে ফরজ গোসল করতাম।"[২]

◆ **যে ব্যক্তি একাধিকবার সহবাস করবে তার গোসলের পদ্ধতি:**

দ্বিতীয়বার সহবাসের জন্য গোসল ক'রে নেয়া মুস্তাহাব। সহজে গোসল সম্ভব না হলে ওযু ক'রে নিবে। এতে ক'রে প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পাবে।

---

১. বুখারী হাঃ নং ২৮৮, মুসলিম হাঃ নং ৩০৫

২. বুখারী হাঃ নং ২৬৩, মুসলিম হাঃ নং ৩২১

◆ **মুস্তাহাব গোসলের কতগুলো উদাহরণ:**

হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পরে গোসল, পাগল বা বেহুঁশ অবস্থা থেকে হুঁশে আসার পরে গোসল, মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল, প্রত্যেক সহবাসের পরে পৃথক পৃথক গোসল, কোন মুশরেককে (শির্ককারীকে) কবরস্থ করার পরে গোসল।

◆ গোসলের সময় মানুষ থেকে আড়াল (পর্দা) করা ফরজ। আর যদি একাকী গোসল করে তাহলে প্রয়োজনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েজ। তবে এমতাবস্থাতেও পর্দা করাই উত্তম; কেননা মানুষের চেয়ে আল্লাহ তা'য়ালাকে লজ্জা বেশি প্রয়োজন।

◆ এক বা একাধিক স্ত্রীর সাথে একাধিকবার সহবাসের পরে একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَــائِهِ بِغُسْــلٍ وَاحِدٍ .متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর সকল বিবিগণের সাথে সহবাসের পরে একবার গোসল করতেন।"[১]

হায়েয (মহিলাদের মাসিক ঋতু) ও ফরজ গোসল অথবা ফরজ গোসল ও জুমা ইত্যাদির জন্য একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

মহিলাদের গোসল পুরুষের গোসলের মতই। তবে মহিলাদের ফরজ গোসলের সময় তাদের চুল খুলে ফেলা জরুরী নয়, যদিও তা হায়েয (মহিলাদের মাসিক), নিফাস (প্রসূতি)-এর পরের গোসলের সময় খুলে ফেলাই মুস্তাহাব (উত্তম)।

◆ **গোসলের কতিপয় সুন্নত:**

গোসলের পূর্বে ওযু করা, ময়লা পরিষ্কার করা, মাথায় ৩বার পানি ঢালা, শরীরের বাকি অংশে ৩বার পানি ঢালা, ডানদিক থেকে শুরু করা।

১.বুখারী হাঃ নং ২৬৮, মুসলিম হাঃ নং ৩০৯

◆ **গোসলের পানির পরিমাণ:**

১ সা' (৪ মুদ্দ) থেকে সোয়া সা' (৫ মুদ্দ)[১] পানি দিয়ে ফরজ গোসল করা সুন্নত। তবে যদি এতে কম হয় বা এরচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় যেমন: ৩ সা' ও তার কাছাকাছি[২] জায়েজ হবে।

◆ **ওযু ও গোসলে পানির অপচয় করা নাজায়েয:**

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. متفق عليه.

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ [ﷺ] ১ সা' (৪ মুদ্দ) থেকে ৫ মুদ্দ (সোয়া সা')[৩] পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং ১ মুদ্দ [৪] পানি দিয়ে ওযু করতেন।[৫]

◆ **টয়লেটে গোসলের বিধান:**

পায়খানায় গোসল করা মাকরুহ (অপছন্দনীয়); কেননা সেটা নাপাক জিনিসের স্থান। তাই সেখানে গোসল করলে (মনে) বিভিন্ন রকমের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হবে। কোন স্থানে পেশাব ক'রে সেই স্থানেই গোসল করবে না; কারণ তাতে শরীর বা কাপড় নাপাক হয়ে যাবে।

◆ **গোসলের পরে যার বীর্য বের হয় তার বিধান:**

যে ব্যক্তির গোসল করার পর কোন উত্তেজনা ও বেগ ছাড়াই বীর্য বের হবে তাকে আবার গোসল করতে হবে না। কিন্তু বীর্য ধৌত করা ও সালাত আদায় করতে চাইলে ওযু করা ওয়াজিব হবে।

◆ **জুমার দিন গোসলে বিধান:**

যে সকল মুসলিমের প্রতি জুমার সালাত ফরজ তার প্রতি জুমার দিন গোসল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর যার শরীরে গন্ধ হবে যা ফেরশতা ও

---

১ .অর্থাৎ প্রায় ৩ লিটার

২. প্রায় ৭ বা সোয়া ৭ লিটার

৩ .অর্থাৎ প্রায় ৩ লিটার

৪. প্রায় ৬০০ মিলি লিটার

৫. বুখারী হাঃ নং ২০১, মুসলিম হাঃ নং ৩২৫

মুসল্লীদের কষ্ট হয় তার প্রতি গোসল করা ওয়াজিব। এ অবস্থায় গোসল না করলে তার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু গোসল ওয়াজিবের ব্যাপারে সে শিথিলতা প্রদর্শন করল।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « الْغُسْلُ يَــوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ». متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"জুমার দিন প্রতিটি সাবালোকের প্রতি গোসল করা ওয়াজিব।"[১]

[১]. বুখারী হা: নং ৮৫৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৮৪৬

৮- তায়াম্মুমের আহকাম

◆ **তায়াম্মুম** হলো: সালাত ইত্যাদি আদায় করার জন্য পবিত্রতার নিয়তে পবিত্র মাটির উপর দু'হাত মেরে মুখমণ্ডল ও হাতের পাঞ্জাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা।

◆ **তায়াম্মুমের বিধান:**

তায়াম্মুম মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহা পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে পানির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

◆ ছোট-বড় অপবিত্রতার জন্য (ওযু ও গোসলের পরিবর্তে) তায়াম্মুম করা বৈধ। ইহা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে জায়েজ। আর তা পানি না থাকার কারণে বা ব্যবহারে ক্ষতির আশংকার কারণে[১] কিংবা ব্যবহার করতে অপারগতার কারণে হোক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦ ﴾ المائدة: ٦

"আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (তাদের সাথে সহবাস কর)। অত:পর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতদ্বয় মাসেহ কর। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা করতে চান না;

[১]. যেমন: প্রচণ্ড ঠাণ্ডা যা ব্যবহারে মারা যাওয়ার বা রোগ হওয়ার সম্ভবনা আছে কিংবা পান করার পানি ব্যবহার করলে পানি অভাবে পিপাসার ভয় রয়েছে ইত্যাদি। অনুবাদক

বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করতে চান; যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" [সূরা মায়েদা: ৬]

■ যা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ:

মাটি বা মাটি জাতীয় যে কোন পবিত্র জিনিস দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। যেমন: সাধারণ মাটি, বালু, পাথর, ভিজা বা শুকনা মাটি।

■ তায়াম্মুমের পদ্ধতি:

পবিত্রতার নিয়ত করে দু'হাতের তালু মাটিতে একবার মারবে। অত:পর তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও দু'হ'তের পাঞ্জার উপর ভাগ মাসেহ করবে। প্রথমে বাম হাতের পেট দ্বারা ডান হাতের পাঞ্জার উপর এবং অনুরূপভাবে ডান হাতের পেট দ্বারা বাম হাতের পাঞ্জার উপর ভাগ মাসেহ করবে।[১] আর কখনো দুই হাত আগে ও মুখমণ্ডল পরে মাসেহ করবে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .متفق عليه.

১. এক ব্যক্তি উমার বিন খাত্তাব [ﷺ] -এর নিকট এসে বললেন: আমার গোসল ফরজ হয়েছে কিন্তু আমি পানি পাইনি। অত:পর (তা শুনে) আম্মার বিন ইয়াসির [ﷺ] উমার বিন খাত্তাব [ﷺ]কে বললেন: আপনার মনে আছে যে, আমি আর আপনি সফরে ছিলাম (অত:পর গোসল ফরজ হওয়ার পর পানি না পাওয়াতে) আপনি সালাত আদায় করলেন না, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আপনি

[১]. মাটিতে হাত দুইবার মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার হাদীস দুবল গ্রহণযোগ্য নয়।

রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে ঘটনা উল্লেখ করলে তিনি [ﷺ] বললেন: এ রকম তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। অত:পর তিনি দু'হাতের তালু দিয়ে মাটিতে একবার মারলেন এবং তাদ্বয়ে ফুঁ দিলেন। এরপর দু'তালু দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু'হাত মাসেহ করলেন।"[১]

عَنْ عَمَّارٍ - في صفة التيمم- -وفيه -فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا .فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. متفق عليه

২. আম্মার [রা:] থেকে তায়াম্মুমের বর্ণনায় এসেছে যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: "এ রকম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। অত:পর তিনি দু'হাতের তালু দিয়ে মাটিতে একবার মারলেন এবং তা ঝাড়লেন। এরপর বাম হাত দিয়ে (ডান) হাতের পিট এবং (ডান) হাত দিয়ে বাম হাতের পিট মাসেহ করলেন। অত:পর মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন।"[২]

◆ তায়াম্মুম দ্বারা কি দূর হবে?

কয়েক প্রকার নাপাকী থেকে একই সাথে পাক হওয়ার নিয়তে করলে তাতে এক তায়াম্মুমই যথেষ্ট হবে। যেমন: পেশাব, পায়খানা, স্বপ্নদোষ (ইত্যাদি)।

◆ ওযু দ্বারা যে সকল কাজ বৈধ তা তায়াম্মুম দ্বারাও বৈধ। যেমন: সালাত (নামাজ) আদায়, (আল্লাহর ঘরের) তওয়াফ করা, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ইত্যাদি।

◆ তায়াম্মুম নষ্টকারী জিনিসসমূহ:

নিম্নের জিনিসগুলোর দ্বারা তায়াম্মুম নষ্ট হয়:

১. পানি পাওয়া গেলে।

২. অসুস্থতা বা বিশেষ প্রয়োজন ইত্যাদির ওজর দূর হয়ে গেলে।

৩. ওযু ভঙ্গের যে কোন কারণ পাওয়া গেলে।

◆ যদি কেউ পানি ও মাটি কোনটাই না পায় অথবা এ দুটোর কোনটারই ব্যবহারের ক্ষমতা না থাকে তাহলে ওযু ও তায়াম্মুম

---

১. বুখারী হাঃ নং ৩৩৮, মুসলিম হাঃ নং ৩৬৮

২. বুখারী হাঃ নং ৩৪৭, মুসলিম হাঃ নং ৩৬৮

ব্যতীত ঐ অবস্থাতেই সালাত আদায় করবে এবং পরে তাকে এ নামাজ পুন:রায় আদায় করতে হবে না।

◆ **যার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ:**

ছোট-বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য তায়াম্মুম বৈধ। তবে শরীর বা কাপড় থেকে অপবিত্র জিনিস দূর করার জন্য তায়াম্মুম কোন কাজে আসবে না; বরং অপবিত্র জিনিস দূর করবে। আর তা সম্ভব না হলে ঐ ভাবেই সালাত আদায় করবে।

◆ কারো (ওযুর অংগে) জখম হলে এবং পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে ক্ষত অংশের উপর মাসেহ করবে।[১] আর অবশিষ্ট অংশ ধৌত করবে। তবে যদি মাসেহ করাতেও ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষত স্থানের কারণে তায়াম্মুম করবে এবং অবশিষ্ট অংশ ধৌত করবে।

◆ **তায়াম্মুম ক'রে সালাত আদায়ের পরে সময়ের মধ্যেই যদি পানি পায় তাহলে কি করবে?**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَـــدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ .أخرجه أبوداود والنسائي.

আবু সাঈদ খুদরী [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: দুই ব্যক্তি সফরে বের হলে সালাতের ওয়াক্ত হয়, কিন্তু তাদের কাছে পানি না থাকায় পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম ক'রে সালাত আদায় ক'রে নেয়। তারপর সেই সময়েই তারা পানি পেয়ে যায়। অত:পর তাদের একজন ওযু ক'রে পুনরায় সালাত আদায় করে কিন্তু অপর জন তা করে না। এরপর উভয়েই রসূলুল্লাহ [ﷺ] -এর নিকট এসে ঘটনা উল্লেখ করলে যে ব্যক্তি পুনরাবৃত্তি করে নাই তাকে বলেন: "তুমি সুন্নত তরিকায় কাজ করেছ

১. অর্থাৎ ভিজা হাত বুলিয়ে দিবে

এবং তোমার সালাত যথেষ্ট হয়েছে।" আর যে ব্যক্তি ওযু ক'রে পুনরায় সালাত আদায় করে তাকে বলেন: "তোমার সওয়াব দুইবার।"[১]

[১].হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩৩৮ শব্দ তারই ও নাসাঈ হাঃ নং ৪৩৩

৯- হায়েয (মাসিক ঋতু) ও নিফাস (প্রসূতির রক্ত)

◆ **হায়েয-মাসিক ঋতু:**
প্রাকৃতিক স্বভাবজাত রক্ত যা মহিলাদের গর্ভাশয় থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্গত হয়ে থাকে। সাধারণত: এর সময় ৬ বা ৭ দিন হয়ে থাকে।

◆ **হায়েযের (ঋতুস্রাবের) উৎস:**
আল্লাহ [তা'য়ালা] মাসিক বা ঋতুস্রাব সৃষ্টি করেছেন মায়ের গর্ভে শিশুর খাদ্য যোগানোর জন্য একটি বড় হেকমত। এ জন্যই সাধারণত গর্ভবতী মায়ের মাসিক বা ঋতুস্রাব হয় না। ফলে সন্তান প্রসব করার পরেই আল্লাহ তা'য়ালা এটাকে মায়ের স্তনে পর্যাপ্ত দুধ রূপে রূপান্তরিত ক'রে দেন। এ জন্য শিশুকে দুগ্ধদান কালে মহিলাদের খুব কমই মাসিক হয়ে থাকে। যখনই মহিলার গর্ভধারণ ও দুগ্ধদান শেষ হয়, তখন মাসিকের এ রক্ত কোন কাজে ব্যবহার না হওয়ার কারণে জরায়ুতে (গর্ভাশয়ে) গিয়ে জমা হয়। অত:পর প্রতি মাসে সাধারণত ৬ বা ৭ দিন ক'রে তা নির্গত হয়।

■ **হায়েযের সময়-সীমা:**
মাসিকের ন্যুনতম ও সর্বাধিক সময়ের বা শুরু-শেষের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেয় এবং দুই মাসিকের মাঝে পবিত্রতার ব্যাপারেও ন্যুনতম ও সর্বাধিক সময় কালের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেয়।

■ **নিফাস (প্রসূতি-অবস্থার রক্ত):** সন্তান প্রসব কালে বা তার আগে-পরে মহিলাদের সামনের রাস্তা দিয়ে যে রক্ত বের হয় তাই নিফাস।

■ **নেফাসের বেশিরভাগ সময়-সীমা:**
নিফাসের সর্বাধিক সময় কাল সাধারণত ৪০ দিন। তবে যদি এর পূর্বেই পবিত্র হয়ে যায় তাহলে গোসল ক'রে সালাত আদায় করবে এবং রোজাও রাখবে। এ অবস্থায় সহবাস করা স্বামীর জন্য বৈধ হবে। যদি ৬০ দিন পর্যন্ত রক্ত নির্গত হয় তাও নিফাস বলে গণ্য হবে। তবে যদি এর পরও বের হতে থাকে তাহলে তা ইসতিহাযা তথা প্রদর রোগ জনিত রক্ত বলে গণ্য হবে।

◆ **গর্ভবতী মহিলা থেকে নির্গত রক্তের হুকুম:**

গর্ভবতী মহিলার যদি অনেক রক্তস্রাব হওয়া সত্ত্বেও গর্ভপাত না ঘটে তাহলে তা ইস্তিহাযা তথা রোগ জনিত কারণে রক্ত। সে কারণে সালাত ত্যাগ করবে না, তবে প্রতি ওয়াক্তের জন্য ওযু করবে। যদি অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ও মাসে একই অবস্থায় রক্ত দেখা যায় তাহলে তা মাসিকের রক্ত। মাসিকের কারণে সালাত, সহবাস ও সিয়াম (রোজা) ইত্যাদি ত্যাগ করবে।

◆ **ঋতুবতি ও প্রসূতির প্রতি যা হারাম:**

হায়েয ও নিফাস অবস্থায় পাক হয়ে গোসল করা পর্যন্ত সালাত আদায়, রোজা ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ এবং সহবাস করা হারাম।

◆ **হায়েয বন্ধ করা পিল ব্যবাহারের বিধান:**

১. মাসিকের সময় নির্দিষ্ট অভ্যাস মত হোক বা তার চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক এ অবস্থাতে মহিলারা সালাত আদায় করবে না। যখনই পবিত্র হবে গোসল ক'রে সালাত আদায় করবে। তবে মাসিক অবস্থার সালাত কাজা করবে না কিন্তু রোযা কাজা করবে।

২. ক্ষতির আশংকা না থাকলে প্রয়োজনে মাসিক বন্ধ ক'রে এমন জিনিস খেতে বা গ্রহণ করতে পারবে এবং তাতে সে পাক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে রোজা রাখবে এবং সালাতও আদায় করবে।

◆ **ঋতুবতী নারীর পবিত্র হওয়ার আলামত (লক্ষণ):**

যদি মাসিক বন্ধ হওয়ার পর সাদা সাদা তরল জিনিস বের হতে দেখে। যদি তা দেখতে না পায় তবে তার পবিত্র হওয়ার লক্ষণ হলো: ঋতুস্রাবের স্থানে এক টুকরা সাদা তুলা দিয়ে রাখবে। এরপর তা বের করার পর যদি টুকরাটির কোন পরিবর্তন দেখা না যায় তাহলে বুঝতে হবে সে পবিত্র হয়ে গেছে।

◆ **হলুদ ও মাটিয়া রঙের রক্তের বিধান:**

হলুদ ও মাটিয়া তথা ঘোলা রঙ মাসিকের নির্দিষ্ট সময়ে হলে তা মাসিকের রক্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি তা মাসিকের নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে দেখে তাহলে তা মাসিকের রক্ত বলে গণ্য হবে না।

সুতরাং এমতাবস্থায় সালাত আদায় করবে ও সিয়ামও পালন করবে এবং স্বামীর জন্য এমন স্ত্রীর সঙ্গে সহবার করাও বৈধ হবে।

- হলুদ ও মাটিয়া তথা ঘোলা রঙ যদি মাসিকের সাধারণ সময়ের পরেও দেখা যায় তাহলে অন্যান্য পবিত্র মহিলাদের মত গোসল ক'রে সালাত আদায় করবে।
- কোন নামাজের সময় হওয়ার পর যদি কোন মহিলা হায়েয বা নিফাসগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা কোন হায়েয বা নিফাসগ্রস্ত মহিলা পবিত্র হয়ে যায় তাহলে ঐ ওয়াক্তের সালাত আদায় করা ফরজ।

◆ হায়েয অবস্তায় স্ত্রীর সঙ্গে আলিঙ্গন করার বিধান:

মাসিকগ্রস্থ (ঋতুবতী) স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন বা তার পরিধানকৃত বস্ত্রের উপর দিয়ে শরীরের সঙ্গে শরীর ঘর্ষণ করা বৈধ।

عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .متفق عليه.

মাইমূনা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর বিবিগণের সঙ্গে মাসিক অবস্থাতে পারিধানকৃত বস্ত্রের উপর দিয়ে শরীরের সঙ্গে শরীর ঘর্ষণ করতেন।"[১]

◆ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করার হুকুম:

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾ البقرة: ٢٢٢

"এবং তারা আপনাকে (মহিলাদের) মাসিক ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন: এটা হচ্ছে অপবিত্র রক্ত; অতএব ঋতুকালে

১. বুখারী হাঃ নং ৩০৩, মুসলিম হাঃ নং ২৯৪

তোমরা স্ত্রীদের সহবাস থেকে দূরে থাক এবং উত্তমরূপে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না (অর্থাৎ সহবাস করো না), তবে যখন ভালো ভাবে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তোমরা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে (বৈধ পন্থায়) তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পরিছন্নতাপ্রিয় ব্যক্তিগণকে পছন্দ করেন।" [সূরা বাকারা: ২২২]

- ◆ মাসিকের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল না করা পর্যন্ত ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা জায়েয নেয়। গোসলের আগে সহবাস করলে গুনাহগার হবে।
- ◆ জেনে বুঝে সেচ্ছায় ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে স্বামী গুনাহগার হবে এবং তাকে তওবা ও ইস্তিগফর করতে হবে। স্ত্রীর হুকুমও স্বামীর মতই।
- ◆ **মুসতাহাযা (প্রদর রোগিণী):** ঐ মহিলা যার মাসিকের সময়ের বাহিরেও রক্ত বের হতেই থাকে।

◆ হায়েয ও ইসতিহাযার মধ্যে পার্থক্য:

১. **হায়েয:** মহিলাদের জরায়ুর গভীরে 'আযের' নামক একটি রগ হতে রক্ত নির্গত হওয়াকে হায়েয বলা হয়। এ রক্তের রঙ কালো, ঘন-গাঢ় ও দূর্গন্ধযুক্ত হয় এবং বের হওয়ার পর জমাট বাঁধে না।

২. **ইসতিহাযা:** মহিলাদের জরায়ুর নিকটবর্তী 'আযেল' নামক একটি রগ হতে রক্ত নির্গত হওয়াকে ইসতিহাযা বলা হয়। এ রক্তের রঙ লাল, পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত নয় এবং বের হওয়ার পর জমে যায়; তা সাধারণ রগের রক্ত।

◆ মুসতাহাযা মহিলার গোসলের বিবরণ:

মুসতাহাযা মহিলা তার মাসিকের নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে মাত্র একবার গোসল করবে। প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা ওযু করবে। লজ্জাস্থানে পরিস্কার নেকড়া বা টিস্যু পেপার ইত্যাদি দিয়ে বন্ধ রাখবে।

◆ মুসতাহাযা মহিলার চার অবস্থা:

১. মুসতাহাযা যদি মাসিকের নির্দিষ্ট সময় জানা আছে এমন মহিলা হয়, তাহলে সে সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষার পর গোসল ক'রে সালাত (নামাজ) আদায় করবে।

২. মাসিকের পূর্বনির্ধারিত সময় জানা না থাকলে ৬ বা ৭ দিন অপেক্ষার পর গোসল ক'রে সালাত আদায় করবে; কেননা বেশীর ভাগ মাসিকের সময়কাল এমনই হয়ে থাকে।
৩. মাসিকের পূর্বনির্ধারিত সময় জানা নাই, তবে সে মাসিকের কালো ইত্যাদি রক্ত দেখে অন্য রক্ত থেকে পার্থক্য করতে পারে এমন মহিলা হয়, তাহলে তার চেনা অনুসারে মাসিকের রক্ত বন্ধ হলে গোসল ক'রে সালাত আদায় করবে।
৪. আর যদি এমন মহিলা হয় যার মাসিকের পূর্বনির্ধারিত সময়ও নাই এবং সে মাসিকের কালো ইত্যাদি রক্ত দেখে অন্য রক্ত থেকে পার্থক্য করতেও পারে না, তাহলে সে ৬ বা ৭ দিন অপেক্ষার পর গোসল ক'রে সালাত আদায় করবে। এ প্রকারের মহিলাকে প্রারম্ভিক ঋতুবতী মহিলা বলা হয়।

■ **মহিলাদের যেসব জিনিস বের হয় তার বিধান:**

এ ধরনের ইস্তিহাযার রক্তের ফোটা কোন মহিলার বের হলে তা মাসিক বা প্রসূতির রক্ত বলে গণ্য হবে না। চার মাস পূর্ণ হওয়ার পরে পেটের বাচ্চা গর্ভপাত হলে যে রক্ত বের হবে তা নিফাস তথা প্রসূতির রক্ত বলে গণ্য হবে। আকৃতি বিহীন রক্ত বা গোশ্তের পিণ্ড গর্ভপাতের পরে রক্ত দেখা গেলেও তা নিফাস তথা প্রসূতি বলে গণ্য হবে না। তিন মাস পরিপূর্ণ হওয়ার পর যদি আকৃতি ধারনকৃত গোশ্ত পিণ্ড গর্ভপাত হয়, তাহলে নিশ্চিত করবে তা বাচ্চা কি-না এবং তা নিফাস বা প্রসূতি কি-না।

◆ মুসতাহাযা মহিলার জন্য নামাজ, রোজা, এতেকাফ এবং অন্যান্য সকল প্রকারের এবাদত করা বৈধ।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ :لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي .متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত আছে, ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা:) রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি ইসতিহাযার রোগিণী কখনো

পাক হয় না, আমি নামাজ ত্যাগ করতে পারি? তিনি বললেন: না; কারণ এটা রগ থেকে নির্গত রক্ত। কিন্তু তুমি তোমার মাসিকের নির্দিষ্ট দিনগুলোর পরিমাণের সময় নামাজ ছেড়ে দাও। অত:পর গোসল ক'রে নামাজ আদায় কর।"[১]

- মহিলাদের মাসিক, প্রসূতি ও ছোট অপবিত্রতা অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করে তেলাওয়াত করা জায়েজ আছে। তবে পবিত্র অবস্থায় তেলাওয়াত করাই উত্তম।[২]

১. বুখারী হাঃ নং ৩২৫ শব্দ তারই, মুসলিম হাঃ নং ৩৩৩

২. মাসিক ও প্রসূতি অবস্থায় নারীদের কুরআন তেলাওয়াত না করার ব্যাপারে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা দুর্বল অগ্রহণযোগ্য। তাই সঠিক মতে নারীদের প্রয়োজনে এ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা কোন অসুবিধা নেই। যেমন: ভুলে যাওয়ার ভয় থাকলে বা পরীক্ষার সময় কিংবা শিক্ষিকা ও ছাত্রি ইত্যাদি হলে। অনুবাদক

২-সালাত (নামাজ) অধ্যায়

এতে রয়েছে:

قال الله تعالى:

﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ۝٢٣٨ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۝٢٣٩﴾ [البقرة/ ٢٣٨-٢٣٩]

আল্লাহর বাণী:

“সমস্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) সালাতের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। অত:পর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই আদায় করে নাও অথবা বাহনের উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহর স্মরণ কর, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছেম যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।” [সূরা বাকারা:২৩৮-২৩৯]

২- সালাত (নামাজ) অধ্যায়

১. সালাতের অর্থ, হুকুম ও ফজিলত

◆ কালেমা শাহাদতের দুই সাক্ষ্যদানের পরেই ইসলামের রোকনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক তাকিদ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এ সালাত সকল মুসলিম নর-নারীর সর্বঅবস্থায় ফরজ। নিরাপদ অবস্থায় হোক বা ভয়ের পরিস্থিতিতে হোক, সুস্থ অবস্থায় হোক বা অসুস্থ, সফর অবস্থায় হোক বা মুকিম (বাড়িতে অবস্থানকারী) অবস্থায়, প্রত্যেক অবস্থাতেই পরিবেশ অনুসারে ও পরিস্থিতির অনুপাতে সালাতের বিধান রয়েছে।

◆ **সালাত:** কতগুলো কথা ও কাজের সমন্বয়ে একটি এবাদত, যার শুরু হয় তাকবির (আল্লাহু আকবার) দিয়ে এবং শেষ হয় সালাম (আস-সালামু আলাইকুম) দিয়ে।

◆ **সালাত ফরজ হওয়ার হেকমত:**

১. সালাত একটি নূর তথা আলো (জ্যোতি)। আলো যেমন আলোকিত করে, তেমনিভাবে সালাত সঠিক পথ দেখায়, নাফরমানিতে বাধা প্রদান করে এবং সকল প্রকারের অশ্লীল ও অন্যায় কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখে।

২. সালাত আল্লাহ ও বান্দার মাঝের সেতুবন্ধন, দ্বীনের খুঁটি, এর মাধ্যমেই মুসলিম তার পালনকর্তার সাথে মোনাজাত তথা নিভৃত আলাপের সুযোগ পায়। ফলে তার আত্মা শান্তি পায়, নয়ন শীতল হয়, অন্তর স্থির হয়, মনের কুটিলতা দূর হয়, তার প্রয়োজন মিটানো হয়, পার্থিব সকল প্রকার দু:খ ও ব্যথা থেকে নিস্কৃতি লাভ করে।

৩. সালাতের জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (অপ্রকাশ্য) আছে। জাহের যা শরীরের সাথে সম্পৃক্ত যেমন: দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সেজদা এবং অন্যান্য সমস্ত কথা ও কার্যকলাপ। আর বাতেন যা হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা-এর সম্মান প্রদর্শন, তাঁর বড়ত্ব, ভয়, মহব্বত, আনুগত্য, প্রশংসা, শোকর এবং প্রতিপালকের প্রতি

বান্দার বশ্যতা ও নতি স্বীকার। জাহের বাস্তবায়ন নবী [ﷺ]-এর তরিকায় সালাত আদায়ের দ্বারা। আর বাতেনের বাস্তবায়ন হবে তাওহীদ, ঈমান, এখলাছ ও একাগ্রতার দ্বারা।

৪. সালাতের শরীর ও রূহ (প্রাণ) আছে। শরীর হলো দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সেজদা, ক্বিরাত। আর রূহ হলো আল্লাহর সম্মান প্রদর্শন, ভয়, প্রশংসা, তাঁর নিকটে চাওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁর গুণগান করা।

৫. কালেমা শাহাদতের দুই সাক্ষ্যর স্বীকৃতির পরেই আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি মুসলিমের জীবনকে আরো চারটি বিষয়ের (নামায, রোজা, জাকাত, হজ্ব) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার আদেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো ইসলামের রোকন। এর প্রত্যেকটির মধ্যেই রয়েছে মানুষের মন, ধন-সম্পদ, প্রবৃত্তি ও স্বভাবের উপরে আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়নের অনুশীলন; যেন তার জীবনটা মনগড়া না হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পছন্দ অনুসারে হয়।

৬. মুসলিম ব্যক্তি সালাতে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর আল্লাহর হুকুমসমূহ জারি করে থাকে; যেন সে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যে অভ্যস্ত হয় এবং জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্র যেমন:চরিত্র, আদান-প্রদান, খানাপিনা, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদিতে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারে। এভাবে সে ক্রমান্বয়ে সালাতের ভিতরে ও বাহিরে তার প্রতিপালকের অনুগত হয়।

৭. সালাত সকল প্রকার অন্যায় ও পাপাচারের জন্য প্রতিবন্ধক এবং গুনাহসমূহ দূরীভূত করার অন্যতম উপকরণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا .متفق عليه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত- তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন: "মনে কর যদি তোমাদের করো দরজার সামনে

স্রোতস্বিনী নদী থাকে, আর সেখানে সে দিনে পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার কোন ময়লা বাকি থাকবে? " তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) উত্তর করলেন: না, তার কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি (রসূল ﷺ) বললেন: ঠিক এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।"[১]

৮. **অন্তর (হৃদয় বা মন) সুদৃঢ় হওয়া:**

অন্তর (মন) সঠিক হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সঠিক হয়ে যায়। আর অন্তর সঠিক হয় দু'টি জিনিসের দ্বারা:

১. প্রবৃত্তি যা পছন্দ করে তার চেয়ে আল্লাহ তা'য়ালা যা পছন্দ করেন তার প্রাধান্য দেওয়া।

২. আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। আর এটাই হলো শরিয়ত। এই সম্মানটা এসেছে আদেশদাতা ও নিষেধকর্তা আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন থেকে। মানুষ কখনো কখনো হুকুম মেনে চলে সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি ক'রে, সৃষ্টিজগতের সম্মান ও মর্যদা হাছিলের উদ্দেশ্যে। আবার কখনো কখনো নিষেধ কাজ ত্যাগ করে মখলুকের দৃষ্টিতে পড়ে যাওয়ার আশংকায়, অথবা পার্থিব শাস্তির ভয়ে যা আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীর জন্য রেখেছেন। যেমন: বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির বিধান। তাই এ ধরনের কাজ করা বা ত্যাগ করা আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যও নয় বা আদেশকারী ও নিষেধাজ্ঞাদানকারী প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যও নয়।

◆ আল্লাহর আদেশসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আলামত:

আদেশসমূহের সময় ও সীমার দিকে লক্ষ্য রাখা। রোকনসমূহ, ফরজসমূহ, সুন্নতসমূহ ঠিকমত আদায় করা। সেগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায়ে উদ্বুদ্ধ হওয়া। ফরজ হওয়ার সাথে সাথে খুশী মনে বিলম্ব না ক'রে সেগুলো আদায় করা। কোন কারণে আদায় করতে না পারলে নাখোশ হওয়া যেমন: সালাতের জামাত ছুটে যাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহর ওয়াস্তে নারাজ হওয়া যদি কোন ক্ষেত্রে তাঁর বিধি-নিষেধের অবমাননা

---

[১].বুখারী হাঃ নং ৫২৮ মুসলিম হাঃ নং ৬৬৭ শব্দ তারই

হয়। আল্লাহ নাফরমানিতে নারাজ হওয়া এবং তাঁর আনুগত্যে খুশি হওয়া। শরিয়তের শিথিল আহকামের তালাশে না থাকা। আহকামের কারণ তালাশে লেগে না থাকা, তবে যদি কোন কারণ (হেকমত) প্রকাশ পায় তাহলে বেশি বেশি আমল ও আনুগত্যে মনোনিবেশ করা।

◆ শরিয়তের নির্দেশসমূহের সূক্ষ্ম বুঝ:

আল্লাহর আদেশসমূহ দুই প্রকার:

১. এমন আদেশ যা মনের অনুকুলে হয় যেমন: হালাল ভক্ষণের আদেশ, চাহিদা মতে চারটি বিবাহের আদেশ, স্থল ও জলজ প্রাণী শিকারের আদেশ ইত্যাদি।

২. এমন আদেশ যা মনের প্রতিকুলে হয়। এগুলো আবার দুই প্রকার:

(ক) হালকা আদেশ যেমন: বিভিন্ন দোয়াসমূহ, জিকিরসমূহ, আদবসমূহ, নফল এবাদতসমূহ, সালাতসমূহ, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি।

(খ) ভারী আদেশ যেমন: আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দেওয়া, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইত্যাদি। হালকা ও ভারী উভয় প্রকারের আদেশ পালনের দ্বারা ঈমান বাড়ে। আর ঈমান যখন বাড়ে তখন অপছন্দনীয় বিষয় পছন্দনীয় হয়ে যায়, ভারী হালকা হয়ে যায়। বান্দা থেকে আল্লাহর যা উদ্দেশ্য দাওয়াত ও এবাদত তা পূরণ হয়। অত:পর এর দ্বারা বান্দার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়।

◆ আত্মার গুণাগুন:

প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা দুই ধরনের আত্মা সৃষ্টি করেছেন: একটি সর্বদা কুমন্ত্রণাদাতা, অপরটি আল্লাহর অনুগত ও তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল। উভয়ের মধ্যে সর্বদা বিরোধিতা। তাই একটার কাছে আল্লাহর কোন আদেশ হালকা হলে অপরটির কাছে তা ভারী হয়। একটির কাছে তা আনন্দের হলে উপরটির কাছে তা কষ্টের হয়। একটির সাথে সম্পর্ক ফেরেশ্তার অপরটির সাথে সম্পর্ক শয়তানের। সমস্ত

হকের সম্পর্ক ফেরেশ্‌তা ও অনুগত মনের (আত্মার) সাথে। আর সমস্ত বাতিলের সম্পর্ক শয়তান এবং কুপ্রবৃত্তির সাথে। এভাবে উভয়ের যুদ্ধ লেগেই থাকে এবং হার-জিত চলতেই থাকে।

◆ সালাতের হুকুম:

দিন ও রাতে প্রতিটি নারী-পুরুষ আজ্ঞাপ্রাপ্ত মুসলিমের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করা ফরজ। তবে মাসিক ও প্রসূতি অবস্থার মহিলার উপর পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ফরজ নয়। ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের গুরুত্ব কালেমায়ে শাহাদত তথা দুই সাক্ষ্যদানের পরেই।

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ النساء: ١٠٣

"নিশ্চয়ই সালাত মোমেনদের উপর নির্দ্ধারিত সময়ে ফরজ করা হয়েছে।" [সূরা নিসা: ১০৩]

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨﴾ البقرة: ٢٣٨

"তোমরা নামাজসমূহের সংরক্ষণ কর; বিশেষ ক'রে মধ্যবর্তী নামাজ (আসরের) এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডয়মান হও।"
[সূরা বাকারা: ২৩৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .متفق عليه.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিস: এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক মাবুদ (সত্য উপাস্য) নেয় এবং মুহাম্মাদ [ﷺ] আল্লাহর রসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহর হজ্ব করা এবং রমজানের রোজা রাখা।"[১]

১ বুখারী, নং ৮ ও মুসলিম, নং ১৬

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .متفق عليه.

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [ﷺ] হতে বর্ণিত যে, নবী [ﷺ] মু'য়াযকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন:"তাদেরেকে এ কালেমার দিকে আহবান কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য (মাবুদ) নেয় এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা এর আনুগত্য করে, তাহলে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন....।"[১]

◆ **সাবালক তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ:**

শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যে প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন। বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত (লক্ষণ) সমূহের মধ্যে কিছু এমন আছে যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। যেমন: ১৫ বছরে উপনীত হওয়া, নাভীর নিচের লোম গজানো, বীর্যপাত হওয়া। আর কতগুলো লক্ষণ এমন আছে যা শুধুমাত্র পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। যেমন: দাড়ি ও মোচ গজানো। কিছু আলামত এমনও আছে যা শুধুমাত্র মহিলাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য যেমন: গর্ভধারণ, মাসিক ঋতুস্রাব।
ছোটদেরকে ৭ বছর বয়সে সালাতের আদেশ করতে হবে এবং দশ বছর বয়সে উপনীত হলে সালাতের ব্যাপারে প্রহার করতে হবে।

◆ **সালাতের গুরুত্ব:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ

১ .বুখারী, নংঃ ১৩৯৫ ও মুসলিম, নংঃ ১৯

قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ .أخرجه النسائي وابن ماجه.

আবু হুরাইরা [ﷺ] হতে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে সালাতের। যদি সালাতের হিসাব পরিপূর্ণ পাওয়া যায়, তাহলে পরিপূর্ণ লেখা হবে। আর যদি তা হতে কিছু অপূর্ণ হয়, তাহলে (আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশ্‌তাদেরকে) বলবেন: দেখ তার কোন নফল সালাত পাওয়া যায় কি-না, যা তার ফরজের অপূর্ণতা পূরণ করা যেতে পারে। অত:পর অবশিষ্ট আমলসমূহের হিসাব এভাবে চলবে।"[১]

◆ **ফরজ সালাতের সংখ্যা:**

হিজরতের প্রায় এক বছর পূর্বে মেরাজের রাত্রিতে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর উপর আল্লাহ সালাত (নামাজ) ফরজ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক মুসলিমের উপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। এটা নামাজের অধিক গুরুত্বের প্রমাণ করে এবং নামাজের জন্য আল্লাহর ভালবাসার বহি:প্রকাশ। অত:পর আল্লাহর মেহেরবানী ও করুণা ক'রে সংখ্যা কমিয়ে বাস্তব আমলে পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন, তবে সওয়াব রেখেছেন পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই।

◆ **ফরজ সালাত অস্বীকারকারী বা সালাত ত্যাগকারীর বিধান:**

যে ব্যক্তি নামাজ ফরজ ইহা অস্বীকার করে, সে কাফের হয়ে যায়। এমনি ভাবে যদি কেউ নামাজকে তুচ্ছ মনে করে অথবা অলসতা করে নামাজ ত্যাগ করে তার বিধানও একই। যদি সে ব্যক্তি অজ্ঞ হয়, তাহলে তাকে বুঝানো হবে। আর যদি ফরজ জেনে বুঝে নামাজ ত্যাগ করে তাহলে তিন দিন পর্যন্ত তাকে তওবা করার জন্য বলা হবে। এরপর যদি সে তওবা করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তওবা না করে

১.হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নংঃ ৫৬৪ এবং ইবনে মাজাহ হাঃ নংঃ ১৪২৫

তাহলে তাকে কাফের হিসাবে হত্যা করা হবে।[১]

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾ التوبة: ١١

"যদি তারা তওবা করে এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বিনী ভাই।" [সূরা তাওবা: **১১**]

عَنْ جَابِرٍ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ .أخرجه مسلم.

২. জাবের [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "কোন (মুসলিম) ব্যক্তির মধ্যে এবং কুফরি ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ত্যাগ করা।"[২]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ .أخرجه البخاري.

৩. ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [ﷺ] বলেছেন: "যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম (ইসলাম) ত্যাগ করে, তবে তাকে হত্যা কর।"[৩]

- **ফরজ নামাজ অস্বীকারকারী বা ত্যাগকারী অন্যান্য বিধান:**

১. জীবিত অবস্থায়: তার জন্য কোন মুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। সে কোন প্রকার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তার সন্তানদের লালন-পালনের অধিকার থাকবে না। সে কোন মুসলিমের সম্পত্তি ওয়ারিশ (উত্তাধিকারী) হবে না। সে

১. এ ধরনের হত্যা বা অন্যান্য শাস্তি প্রদানের অধিকার একমাত্র সকরারের রয়েছে। তাই যদি কেউ আইন বা বিচার ব্যবস্থা নিজের হাতে উঠিয়ে নেয় তবে তা বিদ্রোহ ও জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। সরকার তার বিচার করবেন। অনুবাদক

২. মুসলিম হাঃ নংঃ ৮২

৩. বুখারী হাঃ নংঃ ৩০১৭

কোন পশু- পাখি জবাই করলে তা হারাম হয়ে যাবে। মক্কা শরীফ ও মক্কার হারাম এলাকার ভিতরে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ; কেননা সে কাফের।

২. **মৃত্যুর পরে:** তাকে গোসল ও কাফন দেওয়া হবে না। তার জানাজার নামাজ পড়া হবে না। তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না। কারণ সে মুসলিমের অন্তভুক্ত নয়। তার জন্য রহমতের দু'আ করা হবেনা এবং সে কাউকে ওয়ারিশ বানাবে না। সে অনন্তকাল পযর্ন্ত জাহান্নামে জ্বলবে; কেননা সে কাফের।

◆ যে ব্যক্তি একেবারেই নামাজ ত্যাগ করেছে, ভালোমত পড়েনা, সে কাফের এবং মুরতাদ তথা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। তবে যে কখনো আদায় করে আবার কখনো আদায় করেনা। সে কাফের নয়, বরং ফাসেক, কবীরা গুনাহকারী নিজের উপর অনেক বড় জুলুমকারী, আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূলের নাফরমান।

◆ নামাজের জন্য অপেক্ষা করার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নামাযের স্থানে বসে নামাজের অপেক্ষা করে ততক্ষণ সে নামাজেই থাকে। আর ফেরেস্তাগণ বলতে থাকেন: হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! তাকে করুণা করুন! এভাবে ফেরেস্তাগণ দু'আ করতে থাকেন। যতক্ষণ নামাজের স্থান ত্যাগ না করে বা ওরু নষ্ট না করে ফেলে।[১]

◆ পবিত্র অবস্থায় মসজিদে নামাজের উদ্দেশ্যে গমনের ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا

১. বুখারী হাঃ নং ১৭৬ মুসলিম হাঃ নং ৬৪৯ কিতাবুল মাসাজিদে শব্দ তারই

تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা (রা:) বলেন রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন: "যে বাড়িতে ওযু করে অত:পর আল্লাহর কোন ঘরের দিকে গমন করে তাঁর ফরজ আদায়ের উদ্দেশ্যে। এমন ব্যক্তির এক ধাপ তার গুনাহ মিটিয়ে দেয় এবং অপর ধাপ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে।"[১]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ». أخرجه أبو داود.

২. আবু উমামা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় নিজ বাড়ি থেকে কোন ফরজ নামাজের জন্য বের হয়, ঐ ব্যক্তির সওয়াব ইহরাম অবস্থায় আছে এমন হজ্ব পালনকারীর সওয়াবের মত। আর যে ব্যক্তি চাশতের তাসবিহ (নামাজের)-এর জন্য বের হয় এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বের হয়নি, তার সওয়াব উমরা পালনকারীর ন্যায়। আর এক নামাজের পরে অপর নামাজ যার মধ্যে কোন প্রকার অনর্থক কথা নেয় তা ইল্লিইনে লিখিত হয়।"[২]

◆ কি দ্বারা নামাজে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়:

নামাজে একাগ্রতা কতগুলো জিনিসের মাধ্যমে অর্জিত হয় তন্মধ্যে:

(১) মনকে হাজির করা।

(২) যা পড়ছে বা শুনছে তা বুঝা ও অনুধাবন করা।

(৩) আল্লাহর সম্মান, আর তা অর্জিত হবে দু'টি জিনিসের মাধ্যমে: (ক) আল্লাহর বড়ত্বের পরিচয় লাভ করা। (খ) নিজের নগন্যতার পরিচয় লাভ করা। যার দ্বারা আল্লাহর জন্য নিজকে ছোট করা সম্ভব হবে এবং তার জন্য একাগ্রতা সৃষ্টি হবে।

---

[১].মুসলিম হাঃ নং ৬৬৬

[২]. হাদীসটি হাসান আবূ দাউদ হাঃ নং ৫৫৮

(৪) ভীতি, আর এটা সম্মানের চেয়ে উর্ধ্বতন বিষয়। আল্লাহর কুদরত (শক্তি বা ক্ষমতা) ও তার সম্মানের এবং আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে বান্দার অবহেলা থেকে এই ভীতির উৎপত্তি হয়।

(৫) আশা- ভরসা, আর তা হলো নামাজের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সওয়াবের আশা করা।

(৬) লজ্জাবোধ: আল্লাহর নিয়ামতের পরিচয় এবং আল্লাহর বিষয়ে বান্দার অবহেলা থেকে এটা সৃষ্টি হয়।

◆ **শরিয়ত সম্মত তথা বৈধ ক্রন্দনের বিবরণ:**

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কান্না কখনো চিৎকার করে এবং উচ্চস্বরে ছিল না; ববং কান্নার কারণে তার দুই চোখের অশ্রু বের হত এবং তাঁর হৃদয়ের মাঝে এমন গুনগুন (শব্দ) শুনা যেত যেমন (পাক করার সময়) পাতিলের পানি ফুটার শব্দ শুনা যায়। রসূলুল্লাহ [ﷺ]- এর কান্না বিভিন্ন কারণে হত কখনো আল্লাহ তায়ালার ভয়ে, কখনো উম্মতের উপর কোন ব্যাপারে) আশংকা করে বা তাদের সহানুভূতির খাতিরে, কখনো মৃত্যু ব্যাক্তির উপর করুণা প্রকাশের জন্যে। কখনো কুরআন তিলাওয়তের সময়, ওয়াদা ও শাস্তির আয়াত শ্রবণ করে এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও তার নিয়ামতের স্মরণ করে ও নবীগণের বিভিন্ন খবর স্মরণ করে ইত্যাদি।

◆ এমন ফজিলত যা এবাদতের মূলের সাথে সম্পৃক্ত যেমন: নামাজে খুশূ' (অন্তরের ভয়) ও খুযূ' (বাহ্যিক ভয়) তার সংরক্ষণ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ফজিলতের চেয়ে। তাই একাগ্রতা ঠিক রাখার জন্য এমন স্থানে নামাজ আদায় করবে না যেখানে ভিড় ইত্যাদি বেশি।[১]

◆ **আদেশ-নিষেধের সূক্ষ্ম বুঝ:**

মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞাত। তিনি কল্যাণ ছাড়া অন্য

---

[১]. নফল সালাতের জন্য প্রয়োজনে স্থান পরিবর্তন করে নিবে। নিরিবিলি স্থানে বা একাগ্রতা নষ্ট হবে না এমন স্থান খুঁজে নিবে, কারণ নামাজে একাগ্রতা তার মূল জিনিস। অনুবাদক

কিছুর নির্দেশ করেন না এবং যার মধ্যে বিপর্যয় আছে শুধুমাত্র তা থেকেই নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশাবলি, প্রবৃত্তির চাহিদা, ওয়াজিবসমূহ ও হারাম বস্তু দ্বারা কে তাঁর আনুগত্য করে আর কে নাফরমানি করে তার মাঝে পার্তক্য করার জন্য পরীক্ষা করেন। অতএব, নির্দেশাবলি যেমন: ওয়াজিব ও মুস্তাবসমূহ এবং নিষেধাবলি যেমন: হারাম ও মকরূহসমূহ। এর মধ্যে যে গুলো নির্দেশ সেগুলো খাদ্য তুল্য যার দ্বারা শরীর দাঁড়িয়ে থাকে। আর নিষেধগুলো বিষের মত যা শরীরকে ধ্বংস করে ফেলে।

তাই যে ব্যক্তি ইহা একিন করতে পারবে তার অন্তর আল্লাহ তাঁর রসূলের আনুগত্যের জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং নির্দেশ পালনে আত্মা খুশি হয়ে যাবে। আর আল্লাহর ভালবাসা ও মহত্বের জন্য এবং তিনি যা পছন্দ করেন তা দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় নিষেধাবলি থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু যখন ঈমান দুর্বল হবে তখন মানুষ টালবাহনা, বিদাত ও পাপের দিকে ঝুকে পড়বে এবং সৎকর্ম করতে অলসতা প্রদর্শন করবে। এ ছাড়া নির্দেশ ও নিষেধের ব্যাপারে অহবেলা এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। আর ছোট ও বড় মুনাফেকি একত্র করবে এবং তার পদস্খলন ঘটে জাহান্নামে যাবে।

আল্লাহর বাণী:

﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا ٦٠ ﴾ [مريم/٥٩-٦٠].

"অত:পর তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না। [সূরা মারয়াম:৫৯-৬০]

◆ **যে সকল সময় আল্লাহর নিকট আমল পেশ করা হয়:**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله، ﷺ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بالله شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا». أخرجه مسلم.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:"প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়। অত:পর যেসব মুসলিম বান্দা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে না তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ যে ব্যক্তি ও তার ভাইয়ের মাঝে হিংসা রয়েছে। বলা হবে: দেখ এদের দুই জনের মাঝে যতক্ষণ মিমাংসা না হয়। দেখ এদের দুই জনের মাঝে যতক্ষণ মিমাংসা না হয়।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ،كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ». متفق عليه.

২. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ পরম্পরা আগমন করেন। আর আসর ও ফজরের সালাতে একত্রিত হয়। অত:পর যারা তোমাদের নিকট রাত্রি যাপন করে তারা উপরে উঠে যায়। এরপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি বেশি অবগত। তোমরা আমার বান্দাদেরকে কিরূপ ছেড়ে আসলে? তখন ফেরশেতাগণ বলে: তাদেরকে সালাতরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং সালাতরত অবস্থায় তাদের নিকট গিয়েছিলাম।"[২]

---

[১]. মুসলিম হা: নং ২৫৬৫

[২]. বুখারী হা: নং ৫৫৫ ও মুসলিম হা: নং ৬৩২ শব্দ তারই

২-আজান ও একামত

- **আজান:** আজান হলো আল্লাহর এবাদত, যা বিশেষ শব্দের মাধ্যমে নামাজের সময় প্রবেশ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়।
- শরিয়তে আজান শুরু হয়েছে হিজরীর প্রথম বছর থেকে।
- **ইসলামে আজানের বিধিবিধানের হেকমত:**

১. আজান নামাজের সময় ও স্থানের ঘোষণা এবং নামাজ ও জামাতের দিকে আহব্বান, যাতে অনেক মঙ্গল নিহিত আছে।
২. আজান গাফেলদের সতর্কবাণী ও যারা নামাজ আদায়ের কথা ভুলে যায় তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম। নামাজ সবচেয়ে বড় নিয়ামত, যা বান্দাকে আল্লাহর নিকটে করে দেয়। এটাই কামিয়াব। আর আজান মুসল্লিদের জন্য আহব্বান, যাতে করে এই নিয়ামত তাদের হাত ছাড়া না হয়।

- **একামত:** এটি আল্লাহর এবাদত যা বিশেষ শব্দের দ্বারা নামাজ কায়েমের ঘোষণা দেয়া হয়।
- **আজান ও একামতের বিধান:** শুধুমাত্র পুরুষদের উপর ফরজে কেফায়া[১] [২]। এমনকি সফর অবস্থাতেও। আজান ও একামত শুধু মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমার নামাজের জন্য দেয়া হবে।

◆ **নবী [ﷺ]- এর মুয়াজ্জিনের সংখ্যা চার জন:**

১. বেলাল ইবনে রবাহ [رضي الله عنه] রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মসজিদে নববীতে।

২. আমর ইবনে উম্মে মাকতুম [رضي الله عنه] রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মসজিদে নববীতে।

৩. সা'দ আল কুরয [رضي الله عنه] কুবা মসজিদে।

---

[১]. ফরজে কেফায়া এমন ফরজকে বলা হয় যা কিছু সংখ্যক মানুষ আদায় করলে সবার ফরজ আদায় হয়ে যায়। যেমন: জানাজার নামাজ ইত্যাদি। আর যদি কেহই আদায় না করে তবে সবাই ফরজ ত্যাগের গুনাহে শামিল হবে। অনুবাদক

৪. আবু মাহযূরা মক্কার মসজিদুল হারামে।

আবু মাহযূরা (রা:) আজানে তারজী' ও একামতে শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলতেন। আর বেলাল (রা:) আজানে তারজী' করতেন না ও একামতের শব্দ গুলো বেজোড় বলতেন।[১]

◆ **আজানের ফজিলত:**

আজানের শব্দ উচ্চশব্দে হওয়া বিধি সম্মত, কেননা মুয়াজিনের আজানের শব্দ যত দূর যাবে ততদূরের মধ্যে যে কোন মানুষ, জিন বা যে কোন বস্তু এই শব্দ শুনবে কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। মুয়াজজিনের শব্দ যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যে কোন জীব ও জড় পদার্থ তার শব্দ শুনবে তাকে সর্মথন দেবে বা সত্যায়িত করবে। যত মানুষ তার সাথে তার আজানের দ্বারা নামাজ পড়বে তাদের সকলের সমপরিমাণ সওয়াব তারও হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ». متفق عليه.

১. আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যদি মানুষ জানত আজানে ও নামাজের প্রথম সারিতে কি আছে এবং লটারী ছাড়া তা অর্জন সম্ভব না হত। তাহলে লটারী করে হলেও তা অর্জনের চেষ্টা করত।"[২]

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه مسلم.

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি: "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি লম্বা

---

[১]. অর্থাৎ আল্লাহু আকবার ও ক্বদক-মাতিসসলাাহ দুইবার করে এবং বাকি বাক্যগুলো শুধু একবার করে বলতেন। অনুবাদক

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬১৫ মুসলিম হাঃ নং ৪৩৯

ঘার হবে মুয়াজ্জিনদের।”[১]

২. সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আজানের নিয়মানলী:

প্রথম নিয়ম: ইহা হচ্ছে বেলাল [ﷺ]-এর আজান। তিনি এভাবে নবী [ﷺ] এর সময়ে আজান দিতেন। আর তা পনেরটি বাক্যের সমন্বয়ে।

১	আল্লাহু আকবার	৯	হাইয়া 'আলাসসলাাহ্
২	আল্লাহু আকবার	১০	হাইয়া 'আলাসসলাাহ্
৩	আল্লাহু আকবার	১১	হাইয়া 'আলালফালাাহ্
৪	আল্লাহু আকবার	১২	হাইয়া 'আলালফালাাহ্
৫	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ	১৩	আল্লাহু আকবার
৬	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ	১৪	আল্লাহু আকবার
৭	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ	১৫	লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ [২]
৮	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ		

দ্বিতীয় নিয়ম: আবু মাহযূরা (রা:)-এর আজান। তার আজানে রয়েছে ঊনিশটি (১৯) বাক্য। আজানের শুরুতে ৪টি তকবির এবং তারজী' (তথা আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ দুইবার ছোট শব্দে বলার পর আবার দুইবার করে উঁচু শব্দে ও লম্বা করে বলা।

عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ:« قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ قَالَ ثُــمَّ

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৮৭
[২]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৯৯, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৭০৬

ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْـــهَدُ أَنَّ مُحَمَّـــدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». أخرجه أبو داود والترمذي.

আবু মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] স্বয়ং আমাকে আজান শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি [ﷺ] বলেন: "তুমি বলবে:

১	আল্লাহু আকবার	১০	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ
২	আল্লাহু আকবার	১১	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ
৩	আল্লাহু আকবার	১২	হাইয়া 'আলাসসলাাহ
৪	আল্লাহু আকবার	১৩	হাইয়া 'আলাসসলাাহ
৫	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ	১৪	হাইয়া 'আলালফালাাহ
৬	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ	১৫	হাইয়া 'আলালফালাাহ
৭	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ	১৬	আল্লাহু আকবার
৮	আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ	১৮	আল্লাহু আকবার
৯	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ	১৯	লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ [১]
১০	আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ		

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫০৩ হাদীসের শব্দগুলো আবু দাউদের, তিরমিযী হাঃ নং ১৯২

তৃতীয় নিয়ম: আবু মাহযূরা (রা:)-এর আজানের মতই, তবে প্রথমের তকবির মাত্র দুইবার ফলে সর্বমোট বাক্য হবে সতেরটি (১৭টি)।[১]

চতুর্থ নিয়ম: আজানের সকল বাক্যই দুইবার করে, তবে শেষে কালেমা তাওহীদ একবার। ফলে সর্বমোট বাক্য হবে তেরটি (১৩টি)।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً : إِلاَّ أَنَّكَ تَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ .أخرجه أبو داود والنسائي.

ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সময় আজান দুইবার করে ছিল এবং একামত ছিল একবার করে। তবে তুমি একামতে অতিরিক্ত বলবে ক্বদ ক্ব–মাতিস্‌সলাাহ্‌ ক্বদ ক্ব–মাতি্সলাাহ্‌।[২]

- উপরোক্ত সকল নিয়মেই আজান দেওয়া সুন্নত। বিভিন্ন সময় ও স্থানে বিভিন্নভাবে দিবে যেন সুন্নত সংরক্ষিত হয় এং আজানের বিভিন্ন সুন্নতি পদ্ধতি ও নিয়ম জিবিত হয়। তবে এটা তখনই প্রয়োগ হবে যখন ফিতনার ভয় থাকবে না।

- মুয়াজ্জিন ফজরের আজানে "হাইয়া 'আলালফালাাহ "এর পরে:

« اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.»

"আস্‌সালাাতু খইরুম মিনাননাউম, আস্‌সালাাতু খইরুম মিনাননাউম" বাক্য দুটি অতিরিক্ত বলবে। পূর্বে উল্লিখিত সকল নিয়মের আজানে এ বাক্য দ্বয় ফজরের আজানে বাড়াবে।

◆ আজান শুদ্ধ হওয়ার শর্ত:

আজানের শব্দগুলো ধারাবাহিকভাবে একের পরে এক হতে হবে। নিদিষ্ট সময় হওয়ার পর আজান দিতে হবে। মুয়াজ্জিন যেন মুসলিম, পুরুষ, বিশ্বাসী, বিবেকবান, ন্যায়পরায়ণ, সাবালগ অথবা (ভাল মন্দ) পার্থক্য

[২]. মুসলিম হা: নং ৩৭৯

৩. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ৫১০ নাসাই হাঃ নং ৬২৮ শব্দ তারই

করতে পারে এমন হয়। আজান আরবী ভাষায় হতে হবে যেভাবে হাদীসে এসেছে। একামতও আজানের মতই।

◆ মধুরসুরে উচ্চ শব্দে আজান দেওয়া সুন্নত। 'হাইয়া 'আলাস্‌সালাাহ' বলার সময় ডানে এবং 'হাইয়া 'আলালফালাাহ' বলার সময় বাম দিকে দৃষ্টি ফিরাবে। অথবা দুই বাক্যের প্রতেক্যটি একবার ডানে ও একবার বামে দৃষ্টি ফিরাবে। সুন্নত

◆ মুয়াজ্জিনের জন্য সুন্নত হলো: তিনি উচ্চধ্বনিবিশিষ্ট ও সময় সম্পর্কে জানেন এমন ব্যক্তি হওয়া। পবিত্রাবস্থায় দাঁড়িয়ে আজান দেওয়া সুন্নত। আজানের সময় দুই আঙ্গুল দুই কানে রেখে উঁচু জায়গায় উঠে আজান দেওয়া সুন্নত।

◆ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সবগুলোতে সময় হওয়ার আগে আজান দিলে তা আদায় হবেনা। ফজরের একটু পূর্বে (তাহাজ্জুদের) আজান দেওয়া সুন্নত। এর ফলে নফল নামাজ শেষ করে ঘুমন্ত ব্যক্তি রোজা রাখতে চাইলে জাগ্রত হয়ে সেহরি খেতে পারে। আর যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ছে, সে তা শেষ করে জিকির করতে পারে। এরপর ফজরের সময় হলে ফজরের আজান দিবে।

◆ আজান শ্রবণকারী কি বলবে:

পুরুষ ও নারী যেই হউক না কেন আজান শুনলে তার জন্য সুন্নত হলো:

১. মুয়াজ্জিন যা বলবে হুবহু তাই বলবে যেন তার সমতুল্য সওয়াব পায়। তবে 'হাইয়া 'আলাস্‌সালাাহ ও হাইয়া 'আলালফালাাহ'-এর উত্তরে শ্রোতা 'লাা হাওলা ওয়া লাা কুওওয়াতা ইল্লাা বিল্লাাহ' বলবে।

২. আজান শেষে মুয়াজ্জিন ও শ্রোতা উভয়েই চুপে চুপে দরুদ পাঠ করবে।

৩. এর পরে আজানের দু'আ পড়া সুন্নত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه البخاري.

জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ বলেন:"যে ব্যক্তি আজান শুনে এই দু'আ বলবে:

"আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত্তা-ম্মাহ্, ওয়াস্‌সলাাতিল ক্ব-য়িমাহ্, আাতি মুহাম্মানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ্, ওয়াব'আছহু মাক্ব-মাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া'আদতাহ্।"

তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে।"[১]

৪. মুয়াজ্জিনের আজান শেষে নিম্নের শাহাদাতাইন বলবে:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».أخرجه مسلم.

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) রসূলুল্লাহ [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন: "যে বাক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনে বলবে: "আশহাদু আন লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্। ওয়াআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহ্। রাযীতু বিল্লাহি রব্বাা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রসূলাা, ওয়া বিলইসলাামি দ্বীনাা। তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[২]

৫. অত:পর নিজের জন্য ইচ্ছামত দু'আ করবে।

◆ আজানের প্রতিউত্তরের ফজিলত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

[১] বুখারী হাঃ ৬১৪

[১] মুসলিম হাঃ নং ৩৮৬

بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَـادِ اللَّـهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». أخرجه مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ﷺ]কে বলতে শুনেছেন: "যখন আজান শুনবে তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বল। অত:পর আমার উপর দরুদ পাঠ কর; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অত:পর আমার জন্য আল্লাহর নিকট অসিলার প্রার্থনা কর; কেননা অসিলা জান্নাতের মধ্যে একটি মর্যাদার নাম। এ মর্যাদা আল্লাহর একজন বান্দা ব্যতীত অন্য কারো জন্য শোভনীয় হবে না। আমি আশাবাদী যে, সে বান্দা আমিই হব। সুতরাং যে বাক্তি আমার জন্য অসিলার প্রার্থনা করবে, তার জন্য সুপারিশ হালাল হয়ে যাবে।"[১]

◆ যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে পড়তে চায় অথবা ছুটে যাওয়া নামাজসমূহ কাজা করতে চায়, সে শুধুমাত্র প্রথম নামাজের জন্য আজান দিবে এবং বাকি ফরজ নামাজগুলোর জন্য শুধুমাত্র একামত দিবে।

◆ যদি অতি গরমের কারণে যোহরের নামাজ দেরীতে পড়তে হয় বা এশার নামাজ উত্তম ওয়াক্তে আদায় করার জন্য দেরী করে, তাহালে নামাজের ঠিক কিছু সময় আগে আজান দেওয়া সুন্নত।

◆ যদি একাধিক মুয়াজ্জিন আজানের জন্য প্রতিযোগিতা করে তাহলে যার কণ্ঠ সর্বাধিক সুন্দর সে আজান দিবে। যদি কণ্ঠ বরাবর হয় তাহলে দ্বীন ও জ্ঞান বুদ্ধিতে বেশী উত্তম তাকে নিযুক্ত করা হবে। আর যদি তাতেও বরাবর হয়, তাহলে মসজিদবাসী যাকে বাছাই করবে। অত:পর লটারীর মাধ্যমে নিয়োগ দিবে। একই মসজিদে দুই মুয়াজ্জিন নিয়োগ বৈধ।

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৩৮৪

◆ আজান দেওয়ার ফজিলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "যখন নামাজের আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিছনের দিকে পালাতে থাকে। যতদূর আজানের শব্দ শুনা যায় সে ততদূর পালিয়ে যায়। অত:পর যখন আজান শেষ হয় তখন সামনে আসতে থাকে। আবার যখন একামত শুরু হয় তখন পিছু হটতে থাকে। আর যখন একামত শেষ হয় তখন আবার আসতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দিয়ে বলে, অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, যা পূর্বে সে স্মরণ করতে পারে নাই। পরিশেষে সে বলতেই পারেনা যে, সে কত রাকাত নামাজ পড়েছে।"[১]

◆ একাধিক আজানের বিধান:

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য সময় হলে একবার করে আজান দিতে হবে। কিন্তু ফজর ও জুমার সালাতের জন্য দুইবার করে আজান দিতে হবে। সুন্নত হলো ফজরের প্রথম আজান সেহরীর সময় দিতে হবে যা শেষ রাত্রির ছয় ভাগের একভাগ। আর জুমার প্রথম আজান দ্বিতীয় আজার হতে এতটুকু আগে হতে হবে যাতে করে গোসল করে মসজিদে আসতে পারে। আর যে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করবে কিংবা ছুটে যাওয়া একাধিক সালাতের কাজা করবে সে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আজান দেবে। এরপর প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য একামত দেবে।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬০৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৩৮৯

◆ জুমার দিনে যখন দ্বিতীয় আজান হবে তখন ইমাম সাহেব খুৎবার জন্য মিম্বরের উপর বসবেন। উসমান (রা:) যুগে যখন মানুষ বেশী হয়ে গেল তখন তিনি প্রথম আজানের পূর্বে দ্বিতীয় একটি আজান বাড়ান। আর সাহাবায়ে কেরাম তার সম্মতি জানান।

◆ ইমামতী ও আজান দিয়ে বেতন নেয়ার বিধান:

যদি ইমাম সাহেব ইমামতি ও মুয়াজ্জিন আজান আল্লাহর ওয়াস্তে দেয়, তাহলে ইমামতি করে এবং আজান দিয়ে বেতন নিবে না। তবে সরকারি ফান্ড থেকে তাদের জন্য যে হদিয়া (বিনিময়) দেয়া হবে তা নেয়া তাদের জায়েজ আছে যদি আল্লাহর জন্য কাজ করে।

◆ আজানরত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে তার বিধান:

আজান চলা অবস্থায় যদি কেহ মসজিদে প্রবেশ করে, তাহলে সে আজানের উত্তর দিবে এবং আজানের শেষে আজানের দু'আ পড়বে। আর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ (দুখুলুল মসজিদ) আদায় না করে বসবে না।

◆ আজানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিধান:

আজানের পরে কোন প্রয়োজন যেমন: অসুখ এবং ওযু নবায়ন ইত্যাদি ছাড়া মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েজ নেই।

◆ সহীহ হাদীস অনুযায়ী ইকামতের পদ্ধতি:

তরতিবে ও পর্যায়ক্রমে নিম্নে উল্লেখিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে একামত দেওয়া সুন্নত:

১. প্রথম পদ্ধতি: এতে এগারটি বাক্য রয়েছে যা বেলাল (রা:)-এর একামত। তিনি এভাবেই রসূলুল্লাহ [দ:] -এর সামনে একামত দিতেন। তা হলো:

১	আল্লাহু আকবার	২	আল্লাহু আকবার
৩	আশহাদু আন লাা ইলাাহা	৪	আশহাদু আন্না

	ইল্লাল্লাহ		মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ
৫	হাইয়া ‘আলাস্‌সলাাহ	৬	হাইয়া ‘আলালফালাাহ
৭	ক্বদ ক্ব-মাতিসসলাাহ্‌	৮	ক্বদ ক্ব-মাতিসসলাাহ
৯	আল্লাহু আকবার	১০	আল্লাহু আকবার
১১	লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ [১]		

২. **দ্বিতীয় পদ্ধতি:** এতে সতেরটি বাক্য রয়েছে, যা আবু মাহযূরা (রা:) এর একামত: তকবির (আল্লাহু আকবার) চারবার। আশহাদু আন লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ দুইবার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ দুইবার, হাইয়া ‘আলাসসলাাহ, ও হাইয়া ‘আলালফালাাহ দুইবার করে। ক্বদ ক-মাতিসসলাাহ দুইবার, তকবির (আল্লাহু আকবার) দুইবার, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ’ একবার।[২]

৩. **তৃতীয় পদ্ধতি:** এতে সর্বমোট বাক্য দশটি: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আসহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ , হাইয়্যা আলাস সলাহ্‌, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, ক্বদ্‌ ক-মাতিসসালাাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।”[৩]

- যদি ফিৎনার ভয় না থাকে তাহলে বিভিন্ন প্রকারের সুন্নত জীবিত ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে, বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে একামত দেওয়াই সুন্নত।
- আজান ও একামতের মাঝে দোয়া করা ও নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব।

[১] হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হা: নং ৪৯৯
[২]. হাদিটি হাসান ও সহীহ, সুনানে আবু দাউদ হাঃ নং ৫০২, সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ১৯২
[৩]. হাদিটি হাসান, সনানে আবু দাউদ হাঃ নং ৫১০, সুনানে নাসাঈ হাঃ নং ৬২৮

◆ আজান ও একামত, নামাজ ও খুৎবাতে মাইক বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা প্রয়োজন হলে বৈধ। এতে কোন আসুবিধা হলে বা অপরের সমস্যা হলে এগুলোর ব্যবহার করা যাবে না।

◆ আজান ও একামতের দায়িত্ব একই ব্যক্তির নেওয়া সুন্নত। আজানের ব্যাপারে মুয়াজ্জিনের ক্ষমতা বেশি এবং একামতের ব্যাপারে ইমামের ক্ষমতা বেশি। সুতরাং ইমামের ইশারা বা দেখা কিংবা তাঁর দাঁড়ানো ইত্যাদি ছাড়া মুয়াজজিন একামত দিবেন না।

◆ আজানের প্রত্যেকটি বাক্য আলাদা করে এক নিশ্বাসে বলা সুন্নত এবং শ্রোতারাও একইভাবে উত্তর দিবে। একামতের উত্তরের ব্যাপারে নবী [ﷺ] থেকে কোন জিকির শরিয়ত সম্মতভাবে সাব্যস্ত নেই।[১]

◆ অত্যাধিক শীতের সময়ে (ঠাণ্ডাতে) বা বৃষ্টি রাত্রি ইত্যাদিতে হাইয়া 'আলাসসালাাহ ও হাইয়া 'আলালফালাাহ এরপরে অথবা আজান সমাপ্ত হওয়ার পরে মুয়াজ্জিনের জন্য নিম্নের যে কোন একটি বাক্য বলা সুন্নত:"আলাা সললূ ফিররিহাল।" অর্থ: শোন! তোমরা নিজ নিজ গৃহে নামাজ আদায় কর। অথবা বলবে: "আলাা সললূ ফী বুয়ূতিকুম।" তোমরা তোমাদের বড়িতে নামাজ আদায় কর। কখনো এটা আর কখনো ওটা বলবে। আর যারা কষ্ট করে মসজিদে হাজির হতে চায় তাদের কোন অসুবিধা নেয়।

◆ **সফর অবস্থায় আজান ও একামত:**

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». متفق عليه.

মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: দুই ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা পোষণ করে নবী [ﷺ]-এর নিকট আসলে নবী [ﷺ]

[১]. যারা একামতের উত্তরের কথা বলেন তারা আজানের উপর কিয়াস করে বলেন; কারণ একামতকেও আজান বলা হয়েছে।

তাদেরকে বললেন: "যখন তোমরা (সফরে) বের হবে, তখন তোমরা আজান দিবে। অত:পর একামত দিয়ে তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।"[১]

◆ **আজান ও একামতের দিক থেকে নামাজের চার অবস্থা:**

১. এমন নামাজ যাতে আজান ও একামত আছে: আর তা হচ্ছে পাচঁ ওয়াক্ত ও জুমা নামাজ।

২. এমন নামাজ যাতে একামত আছে, কিন্তু আজান নাই। আর তা হলো: ঐ দুই নামাজের দ্বিতীয়টি যা সফর ইত্যাদি একত্রে আদায় করা হয় এবং কাজা নামাজসমূহ।

৩. এমন নামাজ যার জন্য বিশেষ শব্দ বা বাক্যে আজান রয়েছে। আর তা হচ্ছে সূর্যগহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ।

৪. এমন নামাজ যার আজান ও একামত কিছুই নেই। আর তা হলো: নফল নামাজ, জানাজার নামাজ, দুই ঈদের নামাজ, বৃষ্টি প্রার্থনা ইত্যাদি নামাজ।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৬৬৬মুসলিম হাঃ নং ৬৯৩

৩- পাচঁ ওয়াক্ত নামাজের সময়

◆ দিন ও রাত্রিতে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।

◆ **পাচঁ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় সূচী হলো:**

১. **যোহরের সময়:** সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া থেকে শুরু করে কোন বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার ছায়া উক্ত বস্তুর সমান হওয়া পর্যন্ত। তবে অতি গরমের সময় দেরী করে আবহাওয়া কিছুটা ঠাণ্ডা হলে আদায় করা সুন্নত। যোহরের নামাজ চার রাকাত।

২. **আসরের সময়:** জোহরের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য হলুদবর্ণ হওয়া পর্যন্ত। তবে দেরী না করা সুন্নত। আসরের নামাজ চার রাকাত।

৩. **মাগরিবের সময়:** সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে পশ্চিম আকাশের লালিমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তবে দেরী না করে সময়ের শুরুর ভাগে আদায় করে নেওয়া সুন্নত। মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত।

৪. **এশার নামাজের সময়:** মাগরিবের লালিমা দূর হওয়া থেকে শুরু করে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত। আর জরুরী অবস্থায় সুবহে সাদিক (ফজর) পর্যন্ত আদায় করতে পারে। রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা উত্তম, যদি তা সহজে সম্ভব হয়। এশার নামাজ চার রাকাত।

৫. **ফজরের সময়:** সুবহে সাদিক তথা ফজর হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। তবে বিলম্ব না করাই উত্তম। সুন্নত হলো গালাস তথা অন্ধকারে নামাজ আরম্ভ করে অন্ধকার থাকতেই শেষ করা। আর কখনো অন্ধকারে শুরু করে ফর্সা হলে শেষ করা। ফজরের নামাজ দুই রাকাত।

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ ﴾ الإسراء: ٧٨

"সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের কুরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ মুখোমুখি হয়।" [সূরা বনি ইসরাঈল:৭৮]

২. আল্লাহ সতা'য়ালার বাণী:

﴿ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ ﴾ الروم: ١٧ ــ ١٨

"অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধায় ও সকালে। আর অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা ।

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ». أخرجه مسلم.

৩. বুরাইদা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে নামাজের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে বলেন: "আমাদের সাথে এই দুই দিন নামাজ আদায় কর। অত:পর যখন সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে গেল, তখন বেলালকে আজানের আদেশ করলে সে জোহরের আজান দিল। অত:পর তাকে একামতের আদেশ করলে সে একামত দিল। অত:পর আসরের ইকামতের আদেশ করলে সে একামত দিল। এ সময়ে সূর্য পরিস্কার, সাদা ও উপরে ছিল। অত:পর তিনি [ﷺ] তাকে সূর্যাস্তের সময় একামত আদেশ করলে সে মাগরিবের একামত দিল। অত:পর তিনি তাকে একামতের আদেশ করলে (পশ্চিম আকাশে) লালিমা দূর হওয়ার পর সে এশার একামত দিল। অত:পর একামতের আদেশ করলে সে ফজরের একামত দিল। আর তা ছিল ফজরের (সুবহে সাদেকের) পর। এরপর যখন দ্বিতীয় দিন আসল তখন তিনি আজান ও একামতের আদেশ করলেন। তবে

জোহরের নামাজের জন্য আবহাওয়া ঠাণ্ডা করে নিলেন এবং তাতে বেশ বিলম্বে জোহর আদায় করলেন। আর সূর্য বেশ উপরে থাকতেই আসরের নামাজ আদায় করলেন। তবে পূর্বের চেয়ে দেরী করে আদায় করলেন। আর মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন পশ্চিম আকাশের সাদা লালিমা দূর হওয়ার আগেই। রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে এশার নামাজ আদায় করলেন। আর ফজরের নামাজ আদায় করলেন অন্ধকার দূর হয়ে আলোকিত হওয়ার পরে। অত:পর নবী বললেন:"নামাজের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিটি কোথায়? তখন ঐ ব্যক্তি বললেন: (এই তো) আমি, হে আল্লাহর রসূল! তিনি [ﷺ] বললেন: "তোমরা দুই দিনে যা দেখলে তার মধ্যবর্তী সময় হলো তোমাদের নামাজের সময়।"[১]

◆ প্রচণ্ড গরমের সময় কখন সালাত আদায় করবে:

যদি গরম তীব্র হয় তাহলে জোহরের নামাজ বিলম্ব করে আসরের কাছে নিয়ে যাওয়া সুন্নত। কারণ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বাণী:

« إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». متفق عليه.

"গরম তীব্র হলে যোহরের নামাজ বিলম্বে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পরে আদায় কর; কারণ অতি গরম জাহান্নামের ভাপের অংশ।"[২]

◆ যখন নামাজের সময় অস্পষ্ট হবে তখন সালাতের সময়:

যদি কেহ এমন দেশে বসবাস করে যেখানে গ্রীস্মকালের সূর্য কখনো অস্তমিত হয় না এবং শীত কালে সূর্য কখনো উদিত হয় না। অথবা এমন দেশে অবস্থান করে মনে করুন ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত হয়, তাহলে এধরনের দেশের অধিবাসীরা ২৪ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদয় করবে। এতে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় নির্ধারণ করবে নিকটতম কোন দেশের সময়ের সাথে মিলিয়ে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য পৃথক পৃথক সময় নির্ধারিত আছে।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬১৩

[২]. বুখারী হাঃ নং ৫৩৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৬১৬

৪- সালাতের শর্তবলী

◆ সালাতের শর্তসমূহঃ

১. ছোট ও বড় অপবিত্র থেকে পবিত্র হওয়া।
২. শরীর, পোশাক ও নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া।
৩. নামাজের সময় হওয়া।
৪. সতর ঢাকে এমন সম্ভাব্য সুন্দর পোশাক পরিধান করা।
৫. কিবলামুখী হওয়া।
৬. নিয়ত করা। তকবিরে তাহরিমার পূর্বে মুসল্লি যে নামাজ পড়তে চায় শুধুমাত্র অন্তরে (মনে মনে) তার নিয়ত তথা ইচ্ছা করবে। মুখে কোন প্রকার উচ্চারণ করবে না; কারণ মুখে নিয়ত পড়া বিদাত।

◆ সালাত আদায়ের পোশাকের বর্ণনাঃ

পরিস্কার পরিছন্ন সুন্দর পোশাকে নামাজ আদায় করা সুন্নত। কারণ আল্লাহর জন্য সজ্জিত হওয়াই বেশী উচিত। লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি দুই পায়ের নলা ও মাংসপেশী মধ্যাংশে পরিধান করবে। আর তা না হলে দুই পায়ের গিরার উপর পর্যন্ত পরিধান করতে পারে। তবে কোন ভাবেই গিরা স্পর্শ করবে না। যে কোন পোশাক লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি গিরার উপরে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। চাই তা নামাজে হোক বা বাহিরে হোক।

◆ পুরুষ ও নারীর সতরের সীমাঃ

নামাজে পুরুষের সতর তথা যা ঢেকে রাখা জরুরী হলোঃ নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত। আর মহিলাদের সতর হলোঃ চেহারা ও দুই হাতের কব্জি ও দুই পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর। কিন্তু যদি নামাজ পর পুরুষের সামনে হয়, তাহলে উল্লিখিত অঙ্গসহ সমস্ত শরীর পর্দা করা জরুরী।

◆ সফর অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে কিভাবে নামাজ কাজা করবেঃ

যদি কিছু সংখ্যক মানুষ সফরে ভ্রমণের ক্লান্তির কারণে চেষ্টা সত্বেও সূর্যোদয়ের পূর্বে জাগ্রত হতে না পারে, তাহলে তাদের জন্য সুন্নত হল, সূর্যোদয়ের পরে যখনই জাগ্রত হবে তখনই ঐ স্থান ত্যাগ করবে।

অত:পর ওযু করবে এবং একজন আজান দিবে। অত:পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায় করবে এবং ফজরের নামাজের একামত দিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করবে।

◆ **নামাজের মধ্যে নিয়ত পরিবর্তন করার বিধান:**

১. প্রতিটি আমলের জন্য নিয়ত আবশ্যক। কোন নির্দিষ্ট নামাজের নিয়ত অপর নির্দিষ্ট নামাজের জন্য পরিবর্তন করা নাজায়েজ। যেমন: আসরের নামাজের নিয়তকে যোহরের নামাজে পরিবর্তন জায়েজ হবে না। এমনি ভাবে কোন অনির্দিষ্ট নামাজের নিয়তকে কোন নির্দিষ্ট নামাজে পরিবর্তন করাও নাজায়েজ। যেমন: কোন ব্যক্তি নফল নামাজ আদায় করছে, অত:পর সে তার এই নফলকে ফরজ নামাজে পরিবর্তন করে দিল, এমনটি করা বৈধ নয়। তবে কোন নির্দিষ্ট নামাজের নিয়তকে অনির্দিষ্ট নামাজের নিয়তে পরিবর্তন করা জায়েজ। যেমন: কোন ব্যক্তি একাকী নির্দিষ্ট কোন ফরজ আদায় করছে। অত:পর সে দেখল জামাত হচ্ছে, ফলে সে জামাতের শরিক হওয়ার জন্য তার ফরজ নামাজের নিয়তকে নফলে পরিবর্তন করল।

২. কোন মুসল্লি একাকী বা ইমামের পিছনে (মুক্তাদি হয়ে) নামাজ আদায় করছে, এমতাবস্থায় তার জন্য ইমাম হওয়ার নিয়ত করা জায়েজ (যদি কোন মুসল্লি তার পিছনে এসে তাকে ইমাম বানিয়ে নেয়)। এভাবে ইমামের পিছনে মুক্তাদির নামাজের নিয়ত পরিবর্তন করে (ইমাম সালাম ফিরানোর পর) একাকী নামাজের নিয়ত করতে পারে এবং কোন ফরজ নামাজের নিয়ত পরিবর্তন করে নফলের নিয়ত করতে পারে। কিন্তু নফলকে ফরজে পরিবর্তন করতে পারবে না।

৩. মুসল্লি সালাতের ভিতরে তার নিয়ত ভেঙ্গে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে এবং তার প্রতি ওয়াজিব হবে প্রথম থেকে আরম্ভ করা।

◆ মুসল্লি তার শরীরকে কা'বামুখী এবং অন্তরকে আল্লাহমুখী করবে।

◆ **সালাতের স্থান:**

১. সমস্ত জমিন মসজিদ যেখানে নামাজ আদায় করবে তা সহীহ হবে। তবে পায়খানা, ময়লা ও আবর্জনা যুক্ত স্থান, অবৈধ ভাবে জবরদখলকৃত স্থান, নাপাক জায়গা, উট বাঁধর স্থান ও কবর স্থান

ছাড়া। তবে কবর স্থানে শুধুমাত্র জানাজার নামাজ পড়া বৈধ।

২. মুসল্লির জন্য সুন্নত হলো জমিনের উপর সালাত আদায় করা। তবে বিছানা, মাদুর, জায়নামাজ ও খেজুর পাতার চাটাই ইত্যাদির উপর জায়েজ।

৩. প্রয়োজনে রস্তায় সালাত আদায় করা জায়েজ। যেমন মসজিদ মুসল্লিদের জন্য সংকীর্ণ হওয়ার ফলে রাস্তায় সালাত আদায় করতে হয়। তবে শর্ত হলো লাইনসমূহ যেন মসজিদের ভিতরের সাথে মিলিত হয়।

৪. শরিয়তের কোন কারণ ছাড়া পার্শ্ববর্তী মসজিদে সালাত আদায় করাই উত্তম। কিন্তু যদি কোন শরিয়তের কারণ থাকে তবে দূরের কোন মসজিদে সালাত আদায় করা জায়েজ আছে।

◆ কোন নামাজের সময় শুরু হওয়ার পরে যদি কোন পাগল ভাল হয়ে যায় অথবা কোন ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হয়ে যায় অথবা কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে এদের জন্য উক্ত ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা ফরজ।

◆ যে কিবলা জানে না সে কিভাবে সালাত আদায় করবে:

কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করা ফরজ। তবে যদি কিবলার দিক বুঝতে না পারে, তাহলে গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা করে কিবলার অনুমান করে নামাজ আদায় করে নিবে। এতে যদি পরে জানতে পারে যে, তার কিবলার দিক ভুল ছিল, তাতে পুন:রায় নামাজ পড়তে হবে না।

◆ জুতা ও সেন্ডেল পরা অবস্থায় সালাত আদায়ের বিধান:

১. যদি জুতা বা মোজা পবিত্র হয় তাহলে তা পায়ে পরিধান করে নামাজ আদায় করাই সুন্নত। কখনো কখনো খালি পায়ে নামাজ আদায় করবে। আর যদি মসজিদ নোংরা হয় অথবা মুসল্লিরা কষ্ট পায় তবে খালি পায়ে নামাজ পড়বে।

২. মুসল্লি যদি তার জুতা বা মোজা খুলে রাখতে চায়, তাহলে তা তার ডান পার্শ্বে রাখবে না, বরং দুই পায়ের মধ্যখানে রাখবে, অথবা বাম পার্শ্বে কেউ না থাকলে বাম পার্শ্বে রাখবে। প্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান শুরু করা এবং খোলার সময় বাম পা প্রথমে খোলা সুন্নত।

এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটবে না।

◆ **উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায়ের পদ্ধতি:**

যাদের পরিধানের কোন কাপড় নেয় উলঙ্গ অবস্থায় আছে নামাজ আদায়ের সময় যদি অন্ধকারে হয় এবং তাদেরকে কেউ না দেখে তাহলে তারা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে এবং ইমাম তাদের সামনে দাঁড়াবেন। আর যদি আলোতে হয় অথবা তাদের আশেপাশে অন্য মানুষ থাকে, তাহলে তারা বসে নামাজ আদায় করবে এবং ইমাম তাদের মধ্যখানে দাঁড়াবেন। আর যদি পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রকার মানুষ বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকে তাহলে পুরুষরা আলাদা ও মহিলারা আলাদা নামাজ আদায় করবে।

◆ শরীয়তের কোন আদেশ ত্যাগের ব্যাপারে অজ্ঞতা ও ভুলে যাওয়া ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং, যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত: অথবা ভুলবশত: ওযু ছাড়াই নামাজ পড়ে ফেলে, তাতে সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু ওযু করে পুন:রায় নামাজ আদায় করা তার জন্য ফরজ। এভাবে অন্যান্য আদেশাজ্ঞা পালন না করলেও তাই হবে। তবে যদি নিষেধাজ্ঞা হয় সেক্ষেত্রে অজ্ঞতা বা ভুলবশত: লংঘণ হলে ওজর গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন: কোন ব্যক্তি না জেনে এমন কাপড় পরিধান করে নামাজ আদায় করছে যাতে নাপাক বস্তু ছিল অথবা সে জানত যে, উক্ত কাপড়ে নাপাকি আছে। অত:পর সে ভুলে গিয়ে তা পরিধান করে নামাজ আদায় করে ফেলেছে, তাহলে তার নামাজ সহীহ হবে দ্বিতীয় বার পড়তে হবে না।

◆ **বিভিন্ন নামাযের কাজার পদ্ধতি:**

কতোগুলো এমন আছে যেগুলোর ওজর দূর হওয়ার পরে কাজা করতে হয়, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। আর কিছু এমন আছে যা ছুটে গেলে তার হুবহু কাজা নেই, কিন্তু বদলি আছে; যেমন জুমার নামাজ ছুটে গেলে তার বদলে যোহর আদায় করতে হয়। আবার কিছু নামাজ এমনও রয়েছে যা ছুটে গেলে সেই নামাজের সময়ে ছাড়া পরে তার কোন কাজা নেয়; যেমন ঈদের নামাজ।

১. বিশেষ কারণবশত: কয়েক ওয়াক্তের নামাজ কাজা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তরতিব অনুযায়ী কাজা করা ফরজ। তবে কাজা নামাজের তরতিব বাদ হয়ে যাবে যদি ভুলে যায় কিংবা অজ্ঞতা বা কোন ওয়াক্তের নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার ভয় অথবা জুমা ছুটে যাওয়ার ভয় হয়।

২. কোন ব্যক্তি কোন ফরজ নামাজ শুরু করার পরে যদি তার স্মরণ হয় যে, সে পূর্বের ফরজ নামাজটি আদায় করেনি, তাহলে সে তার নামাজ পরিপূর্ণ করার পরে পূর্বের ছুটে যাওয়া নামাজের কাজা করবে। যদি কোন ব্যক্তি আসরের নামাজ আদায় করতে পারেনি সে মসজিদে প্রবেশ করে দেখল যে, মাগরিবের একামত দেয়া হয়েছে, তাহলে সে মাগরিবের নামাজ জামাতে ইমামের সাথে আদায়ের পরে আসরের কাজা করবে।

◆ সফরে ঘুমের কারণে ফজর সালাত ছুটে গেলে কিভাবে কাযা করবেঃ

সফরে যাদের ঘুমের কারণে সূর্য উঠার পর ঘুম ভাঙবে, তাদের জন্য সুন্নত হলো: সে স্থান থেকে অন্যত্র সরে যাবে। অত:পর ওযু করে তাদের একজন আজান দেবে। এরপর ফজরের দু'রাকাত সুন্নত আদায় করে একামত দিয়ে ফরজ সালাত আদায় করবে।

◆ বিবেক লোপ পাওয়া ব্যক্তি কিভাবে সালাত কাযা করবেঃ

যে ব্যক্তির ঘুম অথবা নেশার কারণে জ্ঞান লোপ পায় এবং ফরজ নামাজ ছুটে যায় তাকে অবশ্যই সেই নামাজের কাজা করতে হবে। এ ভাবে যদি কোন বৈধ কাজের জন্য জ্ঞান লোপ পায়। যেমন: অনুভূতিনাশক পদার্থ ও ঔষধ সেবন তাহলেও ছুটে যাওয়া নামাজের কাজা তার জন্য জরুরী। তবে যদি কার অনিচ্ছায় জ্ঞান লোপ পায় যেমন: বেহুশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি তাহলে তাকে নামাজে কাজা করতে হবে না।

◆ ঋতুবতি নারী ও বীর্যপাত জনিত অপবিত্র ব্যক্তি কিভাবে সালাত কাযা করবেঃ

যদি কোন ঋতুবতী মহিলার নামাজের সময় থাকতেই মাসিক বন্ধ হয়ে যায় এবং নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই গোসল সম্ভবপর

হয়, তাহলে সে গোসলের পরেই নামাজ আদায় করবে যদিও নামাজের নির্দিষ্ট সময় চলে যায়। এমনি ভাবে যদি কারো উপর গোসল ফরজ হয় এবং ঘুম থেকে জাগার পর গোসল করতে সূর্যোদয় হয়ে যায়, তাহলে সে গোসলের পরেই নামাজ আদায় করবে। কারণ, ঘুমন্ত ব্যক্তির নামাজের সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরেই।

◆ ঘুমের জন্য সালাত ছুটে গেলে বা ভুলে গেলে তার বিধান:

যদি কোন ব্যক্তি কোন ফরজ নামাজের আগে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তা আদায় করতে ভুলে যায়, তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিবে। কারণ রসুলুল্ল [ﷺ] বলেন:

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». متفق عليه.

"যদি কোন ব্যক্তি কোন নামাজ আদায় করতে ভুলে যায় অথবা তা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তার কাফফারা হলো স্মরণ হওয়ার পরে (বিলম্ব না করে) তা আদায় করে নেয়া।"[১]

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫৯৭ মুসলিম হাঃ নং ৬৮৪ শব্দ তারই

মসজিদের আদব

মুসলিমের জন্য শান্তভাবে ও গাম্ভীর্যের সাথে মসজিদে গমন করা সুন্নত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: "নামাজের জন্য আহব্বান করা হলে, তোমরা দৌড়ে তার দিকে ধাবিত হয়ো না, শান্তভাবে নামাজে আস। যতটুকু নামাজ পাও তা আদায় করা, আর যা ছুটে যায় তা পুরা কর। কারণ, তোমাদের কেউ যখন নামাজের জন্য রওয়ানা করে তখন সে নামাজ অবস্থায় থাকে।"[১]

১. মসজিদে প্রবেশের সময় মুসলিমের জন্য সুন্নত হল, নিম্নের দোয়াটি পাঠ করত: ডান পা প্রথমে প্রবেশ করানো:

«اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়্যাবা রহমাতিক্।"[২]
হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার দয়ার দরজাসমূহ খুলে দাও।

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». أخرجه أبو داود.

"আ'ঊযুবিল্লাহিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্ব–নিহিল ক্বদীম, মিনাশ শায়ত্ব–নির রজীম।"
মুহান আল্লাহ ও তাঁর করুণাময় চেহারার এবং তাঁর সর্বকালীন রাজত্বের নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৯০৮ মুসলিম হাঃ নং ৬০২ শব্দ তারই
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৭১৩
[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৬৬

২. বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে নিম্নের দোয়াটি পড়ত: বের হবে।

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ».

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাযলিক্।"[১]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার কৃপা ও করুণা প্রার্থনা করছি।

◆ **মুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে কি করবে:**

মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের মধ্যে অবস্থানকারী সকলের প্রতি সালাম দিবে। অত:পর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে। উত্তম হল, যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবে ততক্ষণ আল্লাহর জিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও নফল নামাজে একামত হওয়া পর্যন্ত লিপ্ত থাকবে। ইমামের ডান পার্শ্বে প্রথম সারিতে বসার চেষ্টা করবে।

◆ **মসজিদে ঘুমানোর বিধান:**

কোন আগন্তুক ও ফকির যার কোন ঘর নেয় এ ধরনের মুখাপেক্ষীদের জন্য কখনো কখনো মসজিদে ঘুমানো বৈধ। তবে মসজিদকে রাত দিন সর্বদা ঘুমানোর স্থান বানিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু এতেকাফকারী ও আরামকারী বা এ ধরনের কেউ এ নিষেধের আওতাভুক্ত হবে না।

◆ **নামাজ আদায়কারীকে সালাম দেয়ার বিধান:**

কোন নামাজির পার্শ্বে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সালাম দেওয়া উত্তম এবং নামাজরত ব্যক্তিও নিজ আঙ্গুল, হাত বা মাথা দিয়ে ইশারা করে সালামের উত্তর দিবে; কথা বলে নয়।

عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً. أخرجه أبو داود والترمذي.

সুহাইব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নামাজরত অবস্থায় তাঁর পাশ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাঁকে সালাম

[১]. মুসলিমে হাঃ নং ৭১৩

দেই। অত:পর তিনি ইশারা করে আমাকে উত্তর দেন।"[১]

◆ মসজিদের কোন স্থান বুকিং করে রাখার বিধান:

নিজে মসজিদে আগে আগে আসা সুন্নত। যদি কেউ জায়নামাজ ইত্যাদি বিছিয়ে জায়গা দখল করে রাখে এবং সে দেরী করে আসে তাহলে সে দুই দিক থেকে শরিয়ত লংঘণ করল:

১. আসতে দেরী করেছে অথচ আগে আসার জন্য তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।

২. মসজিদের কিছু জায়গা সে জবরদখল করেছে এবং অন্য কাউকে সেখানে নামাজ আদায়ে বাধা সৃষ্টি করেছে। যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে কোন কিছু বিছিয়ে রেখে দিয়ে দেরীতে আসে, তাহলে আগে যে আসবে তার জন্য উক্ত বিছানো জিনিস উঠিয়ে ফেলা এবং সেখানে নামাজ আদায় করা বৈধ। এতে তার কোন গুনাহ হবে না।

◆ সালাতে আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে মুনাজাতের সূক্ষ্ম বুঝ:

সালাত কায়েম করা দুইটি জিনিসের দ্বারা সংঘটিত হয়: সুন্দর করে এবাদত করা এবং মাবুদের সাথে সুন্দর মুনাজাতের মাধ্যমে। অতএব, সত্যভাবে এবাদতকারী সেই হবে যে, সালাত আরম্ভ করার পূর্বে তার নষ্ট অন্তরের খোঁজ-খবর নেবে। তাই আল্লাহর সামনে অন্তরের উপস্থিতি সালাতের সর্বপ্রথম মঞ্জিল। অতএব, যখন আপনি এ মঞ্জিলে পৌঁছবেন তখন আসল উদ্দেশ্যে স্থানান্তর হয়ে গেলেন। এখানে পৌঁছতে পারলে মুনাজাতের দরজা প্রশস্ত হয়ে গেল।

তাই সর্বপ্রথম মেহমানদারি অন্তর দৃষ্টির পর্দা খোলা। সুতরাং পর্দা খোলে গেলেই সে যেন আল্লাহকে দেখে দেখে এবাদত করা আরম্ভ করল। তখন অন্তর ভয়-ভীতিতে ভরে যাবে, চোখে অশ্রু ঝরবে, লজ্জা বেড়ে যাবে, ঝিমিয়ে পড়বে এবং অন্তর প্রতিপালকের সঙ্গে মুনাজাত করে মজা পাবে। কারণ সে তখন আল্লাহর মহিমা, মহত্ব ও এহসান অবলোকন করতে পারে। তাই বেশি বেশি তকবির, প্রশংসা, পবিত্র বর্ণনা ও ক্ষমা করতে থাকে।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৯২৫, তিরমিযী হাঃ নং ৩৬৭ শব্দ তারই

অতএব, যখন অন্তর হাজির হবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনুগত্যের জন্য বাধ্য হবে ও মুনাজাত হাসিল হবে তখন বান্দা তার প্রতিপালকের নিকট হয়ে যাবে। তখন তার মাথা হতে পা পর্যন্ত কল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে। আর মহান আল্লাহ তার সালাত কবুল করত: তাকে ক্ষমা করেন এবং তার সন্নিকটে হয়ে যান।

আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি তার বান্দার সঙ্গে প্রতিদিন এই সাক্ষাত দ্বারা অনুগ্রহ করেন। আর এ সালাতের মাধ্যমে বান্দা তার রবের সাথে মিলতে পারে এবং এ মুনাজাত যা ফকির ও ধনীর মাঝে একত্রিত করেন এক সুন্দর আকৃতিতে ও সর্বোত্তম স্থান ও জায়গাতে।

তাই এ সালাত যা জান্নাতের জন্য মোহর স্বরূপ বরং ভালবাসার মূল্য বরং মহান দয়ালু, সম্মানি ও রাজাধিরাজ প্রতিপালকের নিকট পৌঁছার এক সোপান।

৫- সালাত আদায়ের পদ্ধতি

- দিন ও রাতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। আর তা হল: জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর।
- যে ব্যক্তি নামাজের ইচ্ছা করবে সে ওযু করে কিবলার দিকে মুখ করে সুতরার নিকটে দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়ানোর স্থান হতে সুতরার দূরত্ব তিন হাত পরিমাণ হবে। সেজদার স্থান থেকে সুতরার দূরত্ব হবে একটি ছাগল অতিক্রম করার জায়গা পরিমাণ। সুতরাং নামাজ আদায়কারী হোক বা ইমাম হোক কোন ভাবেই তার ও সুতরার মাঝে কোন কিছুকে বা কাউকে অতিক্রম করার সুযোগ দিবে না। মুসল্লি ও সুতরার মাঝে অতিক্রমকারী (কবীরা) গুনাহগার হবে।

قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». متفق عليه.

আবু জুহাইম (রা:) বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:"মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত তার গুনাহ কত বড়! তাহলে মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ বছর দাড়িয়ে থাকা তার জন্য (অপেক্ষা করা) উত্তম হত।"[১]

- **তকবির থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত নবী [ﷺ]-এর সালাতের পদ্ধতি:**

নামাজে দাঁড়ানোর পরে মনে মনে নামাজের নিয়ত করে তকবিরে তাহরিমা (আল্লাহু আকবার) বলবে। তকবিরের সাথে সাথে দুই হাত উঠানো (রফউল ইয়াদাইন করবে) কখনো কখনো তকবিরের পরে দুই হাত উত্তোলন করবে, আর কখনো তকবিরের পূর্বে। দুই হাত উঠানোর নিয়ম হল: দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পূর্ণভাবে খুলে হাতের ভিতরের অংশ কিবলার দিকে করবে এবং তারপর দুই কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, কখনো কখনো তা দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ৫১০ ও মুসলিম হাঃ নং ৫০৭

শরীয়ত সম্মত সহীহ তরিকার আমল এবং সুন্নতকে জীবিত করার লক্ষ্যে, কখনো এটি আমল করবে আবার কখনো অপরটি করবে।

- ◆ অত:পর ডান হাত বাম হাতের তালুর উপরের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপরে রেখে দুই হাত বুকের উপরে রাখবে। আর কখনো কখনো ডান হাত দ্বারা বাম হাত (আঁকড়ে) ধরে তা বুকের উপরে রাখবে। এমতাবস্থায় একাগ্রতার সাথে সেজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে।
- ◆ অত:পর সহীহ কোন দোয়া (ছানা) দ্বারা নামাজের ভিতরের কাজ শুরু করবে সুন্নত দোয়াসমূহের মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল:

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْـرِبِ، اللَّهُـمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُـمَّ اغْسِـلْنِي مِـنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ». متفق عليه.

(১) **উচ্চারণ:** আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনি ওয়া বাইনা খত্ব–ইয়াাইয়া কামাা বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব্, আল্লাহুম্মা নাক্বক্বিনী মিন খত্ব–ইয়াাইয়া কামাা ইউনাক্বক্বাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্দানাস, আল্লাহুম্মাগসিলনী মিন খত্ব–ইয়াাইয়া বিছছালজি ওয়ালমাায়ি ওয়ালবারাদ্।"

হে আল্লাহ! আমি ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে এত দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মাঝে। হে আল্লাহ ! আমার গুনাহসমূহ এমনভাবে পরিস্কার করে দাও, যেমনভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ধুয়ে ফেল, পানি, বরফ ও হিমশিলা দ্বারা।"[১]

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ». أخرجه أبو داود والترمذي.

(২) সুবহাানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক্, ওয়াতাবাারকাসমুক্, ওয়া তা'য়ালা জাদ্দুক্, ওয়া লাা ইলাাহা গইরুক্।

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৪৪ মুসলিম হাঃ নং ৫৯৮

হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মর্যাদা মহান এবং আপনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই।[১]

«اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». أخرجه مسلم.

(৩) আল্লাহুম্মা রব্বা জিবর–ঈলা ও মীকাঈলা ও ইসর–ফীল, ফাত্বিরাস সামাাওয়াাতি ওয়ালআরয, 'আালিমালগইবি ওয়াশশাহাাদাহ, আন্তা তাহকুমু বাইনা 'ইবাাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালিফূন। ইহ্‌দিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিক, ইন্নাকা তাহ্‌দী মান তাশাাউ ইলাা সির–তিম মুস্তাকীম।[২]

হ আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক! আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাত! আপনি আপনার অনুমতিতে তাদের (কাফেরদের) মতানৈক্যের বিষয়ে আমাকে হক (সত্যের) পথ দান করুন (হেদায়েত করুন)। কারণ, আপনি যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত তথা সঠিক পথ দান করেন।

(৪) অথবা বলবে:

«اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا». أخرجه مسلم.

"আল্লাহু আকবার কাবীরাা, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাছীরাা, ওয়া সুবহাানাল্লাহি বুকরতাওঁ ওয়াআসীলাা।"

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়, তিনি মহান এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অনেক প্রশংসা এবং সকাল বিকালে আল্লাহর পবিত্রতা (বর্ণনা করছি)।[৩]

(৫) অথবা বলবে:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৭৭৫ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৪৩

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৭৭০

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৬০১

«الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ». أخرجه مسلم.

"আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাছীরান ত্বইয়িবান মুবাারকান ফীহ্।"
অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অনেক প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতপূর্ণ।[১]

◆ সুন্নতকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন প্রকার সুন্নতের আমল করার জন্য উপরোল্লিখিত দোয়াগুলো একেক সময়ে একেকটা পড়বে।

◆ অত:পর চুপে চুপে বলবে

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

"আ'ঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম।"
অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
অথবা বলবে:

«أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

আ'ঊযু বিল্লাহিস সামী'উল 'আলীমি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম, মিন হামজিহী ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহ্।"
অর্থ: আমি ঐ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত, বিতাড়িত শয়তান থেকে, তার কুমন্ত্রনাা থেকে, তার গর্ব (অহমিকা) থেকে এবং তার ফুঁক (যাদু) থেকে।[২]
অত:পর চুপে চুপে বলবে: "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম"।
আল্লাহর নামে শুরু করছি , যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।[৩]

◆ এরপর প্রতি আয়াতে থেমে থেমে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আর যে

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৬০০
[২]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৭৭৫ সহীহ সনিানে আবূ দাঊদ হাঃ নং ৭০১ তিরমিযী হাঃ নং ২৪২ সহীহ সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ২০১ ইরয়াউল গালীল দ্রঃ হাঃ নং ৩২১
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৭৪৩ মুসলিম হাঃ নং ৩৯৯

ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার কোন নামাজই হবে না। নি:শব্দে কেরাতের নামাজে প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। কিন্তু ইমামের স্বশব্দে কেরাতের নামাজে ও রাকাতসমূহে ইমামের কেরাত শুনার জন্য চুপ থাকবে।[১]

◆ **সূরা ফাতিহা:**

﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝١ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧﴾ الفاتحة: ١ - ٧

◆ যখন সূরা ফাতিহা পড়া শেষ হয়ে যাবে তখন ইমাম, মোক্তাদী ও একাকী নামাজ আদায়কারী সবাই টেনে "আ-মীন" বলবে এবং উচ্চস্বরে তিলাওয়াতের নামাজসমূহে ইমাম ও মুক্তাদি সবাই একত্রে স্বশব্দে "আ-মীন" বলবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বল। কারণ, যার আমীন ফেরেশতাগণের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার বিগত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। ইবনে শিহাব (এই হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমীন বলতেন।[২]

◆ সূরা ফাতিহার পর প্রথম দুই রাকাতে যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে অথবা কুরআন থেকে তার নিকট যা সহজ মনে হয় তা থেকে

---

[১]. সকল মাজহাবের মুহাক্কিক বিদ্বানগণের মত হলো: স্বশব্দে কেরাতের সময়ও মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। এর অতিরিক্ত আর কিছু পাঠ করতে পারবে না। অনুবাদক

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৮০ মুসলিম হাঃ নং ৪১০

কিছু তিলাওয়াত করবে। কখনো দীর্ঘ সূরা পাঠ করবে, আর কখনো সফরকালে, অসুস্থতা, বাচ্চাদের কান্নাকাটি ইত্যাদি কারণে তিলাওয়াত সংক্ষেপ করবে। অধিকাংশ সময়ে পূর্ণ একটি সূরা পাঠ করবে এবং কখনো কখনো দুই রাকাতে একটি সূরা ভাগ করে পাঠ করবে। আবার কখনো দ্বিতীয় রাকাতে পুন:রায় সূরার শুরু থেকে পাঠ করে তা শেষ করবে। আর কখনো কখনো একই রাকাতে দুই বা তার অধিক সূরা পাঠ করবে। তেলাওয়াত বিশুদ্ধভাবে ও সুন্দর কণ্ঠে করবে।

◆ ফজরের নামাজে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকাতে সশব্দে তিলাওয়াত করবে। যোহর, আসর এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকত ও এশার শেষের দুই রাকাতে চুপে চুপে তিলাওয়াত করবে। প্রত্যেক আয়াত পাঠের পূর্বে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।

◆ **সুন্নত হল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে নিম্নে বর্ণিত নিয়মে পাঠ করা:**

(১) ফজরের নামাজ: এতে সুরা ফাতিহার পরে প্রথম রাকাতে তেওয়ালে মুফাসসাল সূরাসমূহ যেমন: সূরা ক্ব–ফ ইত্যাদি থেকে পড়বে। কখনো কখনো আওসাতে মুফাসসাল সূরাসমূহ যেমন: সূরা শামস ইত্যাদি এবং কেসারে মুফাসসাল সূরাসমূহ যেমন: সূরা জিলজাল ইত্যাদি পাঠ করবে। আবার কখনো এগুলোর চেয়ে দীর্ঘ সূরা থেকে পাঠ করতে পারে। প্রথম রাকাতের তিলাওয়াত দীর্ঘ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাত তার চেয়ে কম করবে। জুমার দিনে ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা সাজদাহ পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইনসান (দাহার) পড়বে।

(২) যোহরের নামাজ: জোহরের প্রথম দুই রাকাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে কোন সূরা পাঠ করবে। তবে এতে প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাতের চেয়ে দীর্ঘ হবে। যোহরের প্রথম দুই রাকাতে ত্রিশ (৩০) আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে। কখনো কখনো কিরাত দীর্ঘায়িত করবে। আবার কখনো ছোট সূরাসমূহ থেকে পাঠ করবে। যোহরের শেষের দুই রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়বে। যোহরের শেষের দুই রাকাতে কখনো সূরা ফাতিহার পরে প্রথম দুই রাকাতের অর্ধেক পরিমাণের সূরা বা আয়াত পাঠ করবে। কখনো কখনো ইমাম মুসল্লিদেরকে কোন কোন

আয়াত সশব্দে শুনিয়ে পাঠ করবে।

(৩) আসরের নামাজঃ আসরের প্রথম দুই রাকাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে কোন সূরা পড়বে। এতে দ্বিতীয় রাকাতের সূরার চেয়ে প্রথম রাকতের সূরা দীর্ঘ হবে। আসরের প্রথম দুই রাকাতে পনের (১৫) আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে। এতেও কোন কোন সময় ইমাম মুসল্লিদেরকে কোন কোন আয়াত শুনিয়ে পাঠ করবে।

(৪) মাগরিবের নামাজঃ সূরা ফাতিহার পরে এতে কখনো কখনো কেসারে মুফাসসাল সূরাসমূহ থেকে পাঠ করবে। আবার কখনো তেওয়ালে মুফাসসাল বা আওসাতে মুফাসসাল সূরা পাঠ করবে। আবার কোন কোন সময় দুই রাকাতে সূরা আ'রাফ ও কখনো সূরা আনফাল থেকে পড়বে। আর তৃতীয় রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

(৫) এশার নামাজঃ এতে প্রথম দুই রাকাতে ফাতিহার পরে আওসাতে মুফাসসাল সূরাসমূহ থেকে পাঠ করবে। সূরা ক্ব–ফ থেকে কুরআনুল করিমের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সূরাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
প্রথমতঃ তেওয়ালে মুফাসসাল তথা দীর্ঘ সূরাসমূহ আর তা হলঃ সূরা ক্ব–ফ থেকে সূরা নাবার পূর্ব পর্যন্ত।

দ্বিতীয়তঃ আওসাতে মুফাসসাল তথা মাঝারি সূরাসমূহ। সেগুলো হলঃ সূরা নাবা থেকে সূরা যুহার পূর্ব পর্যন্ত।

তৃতীয়তঃ কেসারে মুফাসসাল তথা ছোট সূরাসমূহ। সেগুলো হচ্ছেঃ সূরা যুহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত। উপরে বর্ণিত সূরাগুলোর পরিমাণ চার পারার চেয়ে কিছু বেশি।

- কিরাত (কুরআন পাঠ) শেষ হলে সেকতা করবে অর্থাৎ একটু অপেক্ষা করবে। অত:পর দুই হাত দুই কাঁধের অথবা দুই কান বরাবর উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকু করবে। রুকুতে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখবে যেন ধরে আছে এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে রাখবে। আর হাতের দুই কনুই শরীরের দুই পার্শ্ব থেকে দূরে রাখবে। এমন ভাবে রুকু করবে যেন পিঠ ও মাথা সমান ও বরাবর হয়। রুকুতে ধীর-স্থির এবং শান্ত হয়ে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করবে। অত:পর রুকুর বিভিন্ন প্রকারের দোয়া

ও জিকির থেকে পড়বে। তন্মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ». أخرجه مسلم وابن ماجه.

(১) "সুবহানা রব্বিইয়াল 'আযীম।"[১] তিন বা তার অধিক বার বলবে।
(২) অথবা তিনবার বলবে:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ».أخرجه أبو داود والدارقطني.

"সুবহানা রব্বিইয়াল 'আযীম ওয়াবিহামদিহ্।" [২]

(৩) অথবা বলবে:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».متفق عليه.

"সুবহানাকাল্লাহুম্মা রববানাা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফির লী।" ইহা রুকু ও সেজদায় বেশি বেশি করে পড়বে।[৩]

(৪) অথবা বলবে:

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ». أخرجه مسلم.

"সুববূহুন কুদ্দূসুন রববুল মালাাইকাতি ওয়াররূহ।"[৪]

(৫) অথবা বলবে:

«اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা লাকা রাক'তু ওয়া বিকা আামানতু ওয়া লাকা আসলামতু। খশা'আ লাকা সাম'য়ী ওয়া, বাসারী, ওয়া মুখখী, ওয়া 'আযমী, ওয়া 'আসাবী।"[৫]

হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমি রুকু করছি এবং তোমার উপর ঈমান এনেছি ও তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার কান, চোখ, বুদ্ধি,

---

১. মুসলিম হাঃ নং ৭৭২ ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৮৮৮
২. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৮৭০, দারাকুতনীঃ ১/৩৪১ শাইখ আলবানী (রহঃ) সিফাতুসসলাহ কিতাবে পৃঃ১৩৩ সহীহ বলেছেন।
৩. বুখারী হাঃ নং ৭৯৪ মুসলিম হাঃ নং ৪৮৪
৪. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৭
৫. মুসলিম হাঃ নং ৭৭১

হাড় ও শিরা তোমার জন্য বিনয়ী হয়েছে।

(৬) অথবা বলবে:

«سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ». أخرجه أبو داود والنسائي.

"সুবহাানা যিল জাবরূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিইয়াায়ি ওয়াল আজামাহ্।"

মহাপ্রতাপশালী এবং রাজত্ব , বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারীর প্রশংসা করছি।[১] ইহা রুকু ও সেজদায় বলবে।

বিভিন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পড়বে যেন বিভিন্ন সহীহ হাদিসের আমল হয় এবং সুন্নত জীবিত হয়।

- ◆ অত:পর রুকু থেকে মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে ও পিঠ এমন ভাবে সোজা করবে যেন মেরুদণ্ডের হাড়গুলো নিজ নিজ স্থানে ফিরে আসে। এরপর দুই হাত দুই কাঁধ অথবা দুই কানের বরাবর উঠাবে, যার বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অত:পর দুই হাত ছেড়ে দেবে অথবা বুকের উপরে রাখবে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর ইমাম বা একাকী নামাজ আদায়কারী বলবে:

«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ». متفق عليه.

"সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ্।"

আল্লাহ তার কথা শ্রবণ করেছেন যে ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করেছে।[২]

যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তখন ইমাম, মোক্তাদি ও একা নামাজ আদায়কারী সবাই বলবে:

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ». متفق عليه.

১. "আল্লাহুম্মা রববানাা ওয়া লাকলহামদ্।"[৩] হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! আর তোমার জন্যই প্রশংসা।

২. অথবা বলবে:

---

[১]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৮৭৩ নাসাঈ হাঃ নং ১০৪৯

[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৩২ মুসলিম হাঃ নং ৪১১

[৩]. বুখারী হাঃ নং ৭৩২ মুসলিম হাঃ নং ৪১১

«رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ». أخرجه البخاري.

“রববানা লাকাল হামদ্।” অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা তোমারই।[১]

৩. অথবা বলবে:

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ». متفق عليه.

“আল্লাহুম্মা রববানা লাকাল হামদ।” অর্থ: হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সকল প্রশংসা।[২]

সুন্নত জীবিত করার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন প্রকার সুন্নতের আমল করার জন্য বিভিন্ন দোয়া বিভিন্ন সময়ে পড়বে।

◆ কখনো কখনো এ অংশটুকু বেশি বলবে:

«حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ». أخرجه البخاري.

“হামদান্ কাছীরান্ ত্বইয়িবান্ মুবাারকান্ ফীহ্।” অর্থ: পবিত্র ও বরকতময় অধিক প্রশংসা।[৩]

◆ আর কখনো মিলাবে:

«مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْوَسَخِ ». أخرجه مسلم.

“মিলউলস সামাাওয়াাতি ওয়া মিলউল আরযি ওয়া মাা বাইনাহুমা, ওয়া মিলউ মাা শি’তা মিন শাইয়িন বা‘দু, আল্লাহুম্মা ত্বহহিরনী বিছছালজি ওয়ালবারাদি ওয়ালমাায়িল বাারিদ, আল্লাহুম্মা ত্বহহিরনী মিনাযযুনূবি ওয়ালখত্ব-ইয়াা কামাা ইউনাক্কক্বাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাল ওয়াসাখ্।”।[৪]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৮৯
[২]. বুখারী হাঃ নং ৭৯৬ মুসলিম হাঃ নং ৪০৯
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৭৯৯
[৪]. মুসলিম হাঃ নং ৪৭৮

◆ আর কখনো এ দোয়া বৃদ্ধি করবে:

«مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». أخرجه مسلم.

“মিলউস সামাাওয়াাতি ওয়াল আরয, ওয়া মিলউ মাা শি’তা মিন শাইয়িন বা‘দু, আহলাছ ছানাায়ি ওয়াল মাজদ্, লাা মাানি‘আ লিমাা আ‘ত্বইতা ওয়া লাা মু‘ত্বিয়া লিমাা মানা‘তা ওয়া লাা ইয়ানফা‘উ যালজাদ্দি মিনকালজাদ্দু।”[1]

◆ আর কখনো বৃদ্ধি করবে:

«مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». أخرجه مسلم.

“মিলউস সামাাওয়াাতি ওয়াল আরয, ওয়া মিলউ মাা শি’তা মিন শাইয়িন বা‘দু, আহলাছ ছানাায়ি ওয়ালমাজদ, আহাক্কু মাা ক্বা-লাল ‘আব্দু, ওয়া কুললুনাা লাকা আবদ্, আল্লাহুম্মা লাা মানি‘আ লিমাা আ‘ত্বইত, ওয়া লাা মু‘ত্বিয়া লিমাা মানা‘ত, ওয়া লাা ইয়ানফা‘উ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।”[2]

● সুন্নত হলো রুকুর পর উঠে দীর্ঘক্ষণ ধীর-স্থিরভাবে দাঁড়ানো। অত:পর “আল্লাহু আকবার” বলে সেজদার জন্য ঝুকবে ও সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করবে। সাতটি অঙ্গ হলো: দু’টি হাতের তালু, দু’টি হাঁটু, দু’টি পা ও নাকসহ কপাল। আর দুই হাঁটু মাটিতে রাখার পূর্বে দুই হাত রাখবে। এরপর রাখবে নাকসহ কপাল। দুই হাতের তালুদ্বয় প্রসারিত করে তার উপর ভর দিবে। আর হাতের আঙ্গুলগুলো একটি অপরটির সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে ও কিবলার দিকে মুখ করে রাখবে। হাত কাঁধ বা কান বরাবর রাখবে।

[1]. মুসলিম হাঃ নং ৪৭৮

[2]. মুসলিম হাঃ নং ৪৭৭

নাক ও কপালকে মাটির সাথে লাগিয়ে রাখবে। বাহুদ্বয়কে পাঁজর হতে দূরে রাখবে। অনুরূপ ভাবে পেটকে উরুদ্বয় থেকে। কনুইদ্বয় ও বাহুদ্বয়কে মাটি থেকে উপরে উঠিয়ে রাখবে।

হাঁটুদ্বয় ও পায়ের আঙ্গুলগুলোকে মাটির সাথে লাগিয়ে রাখবে। আর হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথাগুলোকে কিবলার দিক করে রাখবে। পাদ্বয় খাড়া করে রাখবে ও দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রাখবে।[১] অনুরূপ দুই উরুর মাঝেও ফাঁক রাখবে। মুসল্লি তার সেজদায় ধীর-স্থীরতা বজায় রাখবে এবং বেশি বেশি দোয়া করবে। আর রুকু ও সেজদায় কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করবে না।

অত:পর হাদীসে যে সকল সেজদার দোয়া ও জিকির-আজকার বর্ণিত হয়েছে তার মধ্য হতে পড়বে। যেমন:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ». أخرجه مسلم وابن ماجه.

১. "সুবহাানা রব্বিয়াল আ'লাা।" তিন বা এর অধিক বার।[২]

২. অথবা বলবে:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ».أخرجه أبو داود والدراقطني.

"সুবহাানা রব্বিয়াল আ'লাা ওয়াবিহামদিহ্।" তিনবার।[৩]

৩. অথবা বলবে:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ».متفق عليه.

"সুবহাানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানাা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফির লী"।[৪]

৪. অথবা বলবে:

[১]. সেজদার সময় পায়ের দুই গোড়ালি মিলিয়ে রাখার সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে খুযাইমা হাঃ নং ৬৫৪ হাকেম বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন ও ইমাম যাহাবী একমত পোষণ করেছেন। দ্রঃ রসূল [ﷺ]-এর নামাজ আলবানী (রহঃ) পৃঃ১৪২। অনুবাদক

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৭৭২ ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৮৮৮

[৩]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৮৭০ দারাকুতনী ১/৩৪১ আলবানী (রহঃ) সিফাতুস সালাত কিতাবে পৃঃ ১৩৩ সহীহ বলেছেন

[৪]. বুখারী হাঃ নং ৭৯৪ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৮৪

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ». أخرجه مسلم.

"সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাাইকাতি ওয়াররূহ্।"।[১]

৫. অথবা বলবে:

«اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু, ওয়া বিকা আামান্তু, ওয়া লাকা আসলামতু, সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওয়ারাহু, ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু, তাবাারকাল্লাহু আহসানুল খ-লিকীন।"[২]

৬. অথবা বলবে:

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মাগফির লী যামবী কুল্লাহ্, দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহ্, ওয়া আওওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহ্, ওয়া 'আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহ্।"[৩]

৭. অথবা বলবে:

« اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা আ'ঊযু বিরিয-কা মিন সাখাত্বিক্, ওয়া বিমু'আফাতিকা মিন 'উকূবাতিক্, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনকা লাা উহসী ছানাাআন 'আলাইক্, আন্তা কামাা আছনাইনা 'আলাা নাফসিক্ "[৪]

৮. অথবা বলবে:

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৭
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৭৭১
[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৩
[৪]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৬

« سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». أخرجه مسلم.

"সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা লাা ইলাাহা ইল্লা আন্তা।"[১]

◆ সুন্নতকে জীবিত করার লক্ষ্যে একবার এটা পড়বে আবার অন্যবার অন্যটা পড়বে। বর্ণিত দোয়া হতে বেশি বেশি দোয়া পাঠ এবং সেজদাকে শান্তভাব দীর্ঘ করবে।

◆ এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে সেজদা হতে মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে এবং ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে বসবে। ডান হাত ডান উরু বা হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম উরু বা হাঁটুর উপর রাখবে। আর দুই হাতের আঙ্গুলগুলো হাঁটুর উপর প্রসারিত করে রাখবে।

আবার কখনো কখনো এ বসাটি 'ইক'আ' করে তথা পায়ের আঙ্গুলগুলো খাড়া রেখে গোড়ালীর উপর বসবে। এই বৈঠকে ধীর-স্থিরতা বজায় রাখবে যাতে করে সোজাভাবে বসে যায় এবং প্রত্যেকটি হাড় তার আপন স্থানে পৌঁছে যায়।

◆ অত:পর দুই সেজদার মাঝে হাদীসে বর্ণিত দোয়া ও জিকির-আজকার হতে পড়বে। যেমন:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ». أو رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

১. [আল্লাহুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়া'আাফিনী ওয়াহদিনী, ওয়ারজুকনী] অথবা [রব্বিগফির লী ওয়ারহামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়ারফা'নী, ওয়াহদিনী] [২]

« رَبِّ اغْفِرْ لِي ». أخرجه ابن ماجه.

২. "রব্বিগফির লী।"[৩] একাধিক বার পড়বে।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৪৮৫
[২]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ৮৫০, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৮৯৮
[৩]. হাদীসটি সহীহ, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৮৯৭

◆ এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয় সেজদা করবে। প্রথম সেজদায় যা যা করেছে অনুরূপ এই সেজদায় করবে। অত:পর "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে বাম পায়ের উপর এমন হয়ে বসবে যাতে করে প্রত্যেকটি হাড় তার আপন স্থানে ফিরে যায়। এ বসাকে "জালসাতুল ইস্তারাহ্" তথা আরামের বৈঠক বলে। এ বসাতে কোন প্রকার দোয়া বা জিকির নেই।

◆ এরপর মাটিতে ভর করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। আর প্রথম রাকাতে যা যা করেছে তাই এ রাকাতে করবে। কিন্তু এ রাকাতকে প্রথম রাকাত হতে কিছু সংক্ষেপ করবে এবং দোয়া ইস্তিফতা বা ছানা পাঠ করবে না।

◆ অত:পর তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ হলে দ্বিতীয় রাকাতের পর প্রথম বৈঠকের জন্য ইফতিরাশ তথা বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। আর হাত ও আঙ্গুলগুলো যেমনটি দুই সেজদার মাঝে করেছিল অনুরূপ করবে। কিন্তু ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুলগুলো মুঠ বেঁধে রাখবে এবং শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইঙ্গিত করবে। এ আঙ্গুলটি উঠিয়ে রাখবে এবং দোয়া করত: নড়াতে থাকবে। অথবা নড়ানো ছাড়াই উঠিয়ে রাখবে এবং সালাম ফিরানো পর্যন্ত তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকবে। আর যখন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে তখন বৃদ্ধা আঙ্গুলি মধ্যমা আঙ্গুলির উপর রাখবে। আর কখনো এ দু'টি দ্বারা হালাকা তথা বৃত্তকার করবে। আর বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখবে।

◆ এরপর যে সকল শব্দ দ্বারা তাশাহহুদ বর্ণিত হয়েছে তা হতে মনে মনে পড়বে। যেমন:

১. ইবনে মাসউদ (রা:)-এর তাশাহহুদ যা তাঁকে রসূলুল্লাহ [ﷺ] শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর তা হচ্ছে::

« التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ».متفق عليه.

"আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্বয়্যিবাাত, আস্‌সালাামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাাতুহ, আস্‌সালাামু 'আলাইনাা ওয়া 'আলাা 'ইবাাদিল্লাহিস স-লিহীন, আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রসূলুহ্।"[১]

২. অথবা ইবনে আব্বাস (রা:)-এর তাশাহহুদ যা রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁকে শিক্ষা দান করেছিলেন:

«التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ». أخرجه مسلم.

"আত্তাহিয়্যাাতুল মুবাারাকাাতুস সালাওয়াাতুত ত্বয়্যিবাাতু লিল্লাহ্, আসসালাামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাাতুহ্, আসসালাামু 'আলাইনাা ওয়া 'আলাা 'ইবাাদিল্লাহিস স-লিহীন, আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্।"[২]

◆ কখনো এটি দ্বার আর কখনো ওটি দ্বারা তাশাহহুদ পড়বে যাতে করে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুন্নত জীবিত থাকে এবং সুন্নতী পন্থায় আমল জারি থাকে।

◆ এরপর নি:শব্দে নবী [দ:]-এর উপর দরুদ পাঠ করবে। দরুদের সুসাব্যস্ত শব্দগুলোর মধ্য হতে যেমন:

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ». متفق عليه.

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৩১ ও মুসলিম হাঃ নং ৪০২

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৪০৩

১. "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা সল্লাইতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা বাারকতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।" [১]

২. অথবা বলবে:

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْـرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْـرَاهِيمَ إِنَّـكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ». متفق عليه.

"আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, কামাা সল্লাইতা 'আলাা ইবরাহীম, ওয়া বাারিক 'আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলাা আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, কামাা বাারকতা 'আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"[২]

কখনো এটা বলবে আর কখনো ওটা বলবে যাতে করে সকল প্রকার সুন্নতের পুনর্জীবন ঘটে এবং বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির হেফাজত হয়।

◆ এরপর যদি নামাজ তিন রাকাত বিশিষ্ট হয় যেমন: মাগরিবের নামাজ অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট হয় যেমন: যোহর, আসর ও এশার নামাজ তাহলে প্রথম দু'রাকাতের পর প্রথম তাশাহহুদ পড়বে এবং যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে সে দরুদও পাঠ করবে। অত:পর তৃতীয় রাকাতের জন্য "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সময় দু'হাতে ভর করে উঠবে এবং তকবিরের সাথে সাথে দু'হাত দুই কাঁধ বা কান বরাবর উত্তোলন করবে। আর হাতদ্বয় পূর্বের ন্যায় বুকের উপর বাঁধবে। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং রুকু ও সেজদা করবে যেমনটি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। অত:পর মাগরিব নামাজের জন্য তৃতীয় রাকাতের পর শেষ তাশাহহুদের জন্য বসবে।

[১]. বুখারী হাঃ নং ৩৩৭০ ও মুসলিম হাঃ নং ৪০৬

[২]. বুখারী হাঃ নং ৬৩৬০ ও মুসলিম হাঃ নং ৪০৭ শব্দ তারই

◆ আর যদি নামাজ চার রাকাত বিশিষ্ট হয় তাহলে চতুর্থ রাকাতের জন্য "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়াবে। আর জালসাতুল ইস্তারাহার জন্য বাম পার উপর সোজা হয়ে বসবে যাতে করে প্রতিটি হাড় তার আপন স্থানে ফিরে যায়। এরপর দু'হাত জমিনের উপর ভর করে উঠে সোজা দাঁড়াবে। আর চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষের দু'রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তবে বিশেষ করে যোহরের নামাজে কখনো কখনো সূরা ফাতিহার সঙ্গে কিছু আয়াতও পাঠ করবে বা অন্য সূরা মিলাবে। আর কখনো শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করবে।

◆ অত:পর যোহর, আসর ও এশার নামাজের চতুর্থ রাকাত ও মাগরিবের তৃতীয় রাকাতের পর শেষ বৈঠকের জন্য নিম্নের যে কোন একটি "তাওয়াররুক" পদ্ধতিতে বসবে।

১. ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছাবে এবং বাম পাটি ডান পায়ের উরু ও নলার নিচ দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসবে। [১]

২. বাম নিতম্ব জমিনে রাখবে এবং পাদ্বয় এক পার্শ্বে বের করে দিবে। আর বাম পাটি তার উরু ও নলার নিচে করবে।[২]

সুন্নতের অনুসরণ ও বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির পুনর্জীবনের জন্য কখনো এটা আর কখনো ওটা করবে।

◆ অত:পর পাঠ করবে পূর্বে উল্লেখিত তাশাহহুদ এবং এরপর পড়বে নবীর প্রতি দরূদ যেমনটি প্রথম তাশাহহুদে বর্ণিত হয়েছে।

◆ এরপর বলবে:

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'আযাাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন 'আযাাবিল ক্বব্‌র্‌, ওয়া মিন ফিৎনাতিল মাহ্‌ইয়াা ওয়ালমামাাত্‌, ওয়ামিন শাররি ফিৎনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাাল।"[৩]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮২৮

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৫৭৯ ও আবূ দাউদ হাঃ নং ৭৩১

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৫৮৮

◆ এরপর নিম্নের দোয়গুলোর পছন্দমত পড়বে। একবার এটি অন্যবার অপরটি পড়বে।

« اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ». متفق عليه.

১. "আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরাা, ওয়া লাা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লাা আন্তা, ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন 'ইন্দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম।" [১]

« اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.

২. "আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলাা যিকরিকা ওয়াশুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাাদাতিক্।" [২]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». أخرجه البخاري.

৩. "আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আঊযুবিকা মিনালজুবনি, ওয়া 'আঊযুবিকা আন উরাদ্দা ইলাা আরযালিল 'উমুর, ওয়া আ'উযু বিকা মিন ফিৎনাতিদ দুন্য়াা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন 'আযাাবিল ক্বব্র্।" [৩]

◆ অত:পর সালাম ফিরানোর পূবে বলবে:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মাগফির লী মাা কাদ্দামতু ওয়া মাা আখখারতু, ওয়া মাা আসরারতু ওয়া মাা আ'লানতু, ওয়া মাা আসরাফতু, ওয়া মাা আন্তা

[১]. বুখারী হাঃ নং ৮৩৪ মুসলিম হাঃ নং ২৭০৮
[২]. হাদীসটি সহীহ, বুখারী তাঁর আদাবুল মুফরাদে হাঃ নং ৭৭১ ন আবূ দাঊদ হাঃ নং ১৫২২
[৩]. বুখারী হাঃ নং ২৮২২

আ'লামু বিহি মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিম, ওয়া আন্তাল মুয়াখখির, লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তা।"[১]

◆ অত:পর স্বশব্দে প্রথমে ডান দিকে

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».

"আসসালাামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।"

বলে এমন ভাবে সালম ফিরাবে যাতে করে ডান গালের সাদা অংশ দেখা যায়। আর বাম দিকেও

« السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».

"আসসালাামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।"

বলে এমন ভাবে সালম ফিরাবে যাতে করে বাম গালের সাদা অংশ দেখা যায়।[২]

◆ কখনো প্রথম সালামে " وَبَرَكَاتُهُ ওয়া বারাকাাতুহ" বর্ধিত করে ডান দিকে "আসসালাামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাাতুহ" বলবে। আর বাম দিকে বলবে: "আসসালাামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।" [৩]

◆ আর যখন ডান দিকে "আসসালাামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্" বলবে তখন বাম দিকে শুধুমাত্র "আসসালাামু 'আলাইকুম" বলেই শেষ করবে।[৪]

◆ যদি নামাজ দু'রাকাত বিশিষ্ট হয় চাই ফরজ নামাজ হোক বা নফল নামাজ তাহলে দ্বিতীয় রাকাতের শেষ সেজদার পরে তাশাহহুদের জন্য বাম পা বিছিয়ে ও ডান পা খাড়া করে বসবে।[৫]

◆ এরপর পূর্বের ন্যায় (তাশাহহুদ পাঠ ও নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদ। এরপর চারটি জিনিস থেকে পানাহ ও দোয়া করে সালাম ফিরানো।)

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৭৭১

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৫৮২ আবূ দাউদ হাঃ নং ৯৯৬ , ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৯১৪

[৩]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ৯৯৭

[৪]. হাদীসটি হাসান, নাসাঈ হাঃ নং১৩২১

[৫]. বুখারী হাঃ নং ৮২৮

عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ.
متفق عليه.

বারা ইবনে আজেব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ]-এর রুকু, সেজদা ও দু'সেজদার মাঝে এবং রুকু থেকে উঠে কিয়াম (দাঁড়ানো) ও বসা ছাড়া সবগুলোর সময় ছিল সমান সমান।"[১]

◆ নামাজে মহিলারা[২] পুরুষের মতই করবে; কারণ নবী [দ:]-এর সাধারণ বাণী:

«وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ».أخرجه البخاري.

"তোমরা নামাজ আদায় কর যেমনটি আমাকে আদায় করতে দেখছ।"[৩]

◆ **সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদিদির দিকে ফিরে বসার পদ্ধতি:**
ইমাম সাহেব সালাম ফিরানর পর মুক্তাদির দিকে ডান পার্শ্ব হয়ে ফিরে বসবে। আর কখনো বাম পার্শ্ব হয়ে ফিরবে। এগুলো সবই সুন্নত।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ:« اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ». أخرجه مسلم.

১. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [দ:] সালাম ফিরানোর পর "আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম, ওয়া মিনকাসসালাম, তাবারক্তা যালজালালি ওয়াল ইকরাম" পড়ার পরিমাণ সময় ছাড়া বেশি বসতেন না।"[৪]

---

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৯২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৪৭১
[২]. সালাতের পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের মাঝে সহীহ হাদীস দ্বারা কোন পার্থক্য প্রমাণিত নেই।। অনুবাদক
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৬৩১
[৪]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯২

عَنْ هُلْبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ . أخرجه أبو داود والترمذي.

২. হুলব (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] আমাদের ইমামতি করতেন এবং তাঁর দুই পার্শ্ব ডান ও বাম দিয়েই ফিরতেন।"[১]

◆ কখনো এটা আমল করবে আর কখনো ওটা দ্বারা করবে যাতে করে সুন্নত পুনর্জীবন লাভ করে এবং শরিয়ত সম্মত বিভিন্ন প্রকারের আমল সম্পাদন হয়।

[১]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ১০৪১ তিরমিযী হাঃ নং ৩০১ শব্দ তারই

৬- পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর পঠনীয় জিকিরসমূহ

মুসল্লী ব্যক্তি যখন ফরজ নামাজের সালাম ফিরাবে তখন তার জন্য সুন্নত হলো নবী [ﷺ] থেকে ফরজ নামাজের পরে যে সকল জিকির সুসাব্যস্ত সেগুলো একাকী স্বশব্দে পড়বে। আর তা হলো:

«أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ». أخرجه مسلم.

- "আস্তাগফিরুল্লাহ্, আস্তাগফিরুল্লাহ্, আস্তাগফিরুল্লাহ্।"[১]
- এরপর বলবে:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ». أخرجه مسلم.

"আল্লাহুম্মা আন্তাসসালাাম, ওয়া মিনকাসসালাাম, তাবাারকতা জালজালাালি ওয়াল ইকরাাম।"[২]

« لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ».متفق عليه.

- "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লাা মাানি'আ লিমাা আ'ত্বইতা ওয়া লাা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'ত, ওয়া লাা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মিনকালজাদ্দু।"[৩]

« لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯১
[২]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯২
[৩]. বুখারী হাঃ নং ৮৪৪ মুসলিম হাঃ নং ৫৯৩

الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَــافِرُونَ». أخرجه مسلم.

- "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্‌, লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়্যাতা ইল্লাা বিল্লাহ, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লাা না'বুদু ইল্লাা ইয়্যাহ্‌, লাহুননি'মাতু ওয়ালাহুল ফাযলু ওয়া লাহুছ ছানাাউল হাসান, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদদ্বীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন"[১]

অত:পর নবী [দ:] থেকে যা সাব্যস্ত তা বলবে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَــلَاةٍ ثَلَاثًــا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْــعَةٌ وَتِسْــعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْــدُ وَهُــوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». أخرجه مسلم.

রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন: "যে ব্যক্তি নামাজের পরে ৩৩বার "সুবহাানাল্লাহ" ৩৩বার "আলহামদু লিল্লাহ" ও ৩৩বার "আল্লাহু আকবার" এ হলো ৯৯বার এবং একশত পূরণ করতে বলবে: " লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহু, লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হোক না কেন।"[২]

- অথবা বলবে: "সুবহাানাল্লাহ" ২৫বার "আলহামদুলিল্লাহ" ২৫বার " আল্লাহু আকবার" ২৫বার এবং "লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্‌" ২৫বার।"[৩]
- অথবা নবী [দ:] থেকে যা প্রমাণিত তা পাঠ করবে।

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯৪

[২]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯৭

[৩].হাদীসটি হাসাল সহীহ, তিরিমিযী হাঃ নং ৩৪১৩ , নাসাঈ হাঃ নং ১৩৫১

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً ». أخرجه مسلم.

রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:"প্রতি ফরজ নামাজের পরে কিছু পশ্চাতবর্তী জিনিস রয়েছে যা পাঠকারী বা কর্তা নিরাশ হবে না। ৩৩বার "সুবহানাল্লাহ" ৩৩বার "আলহামদু লিল্লাহ" ৩৩বার ও ৩৪বার "আল্লাহু আকবার।" ।[১]

- অথবা নবী [দ:] থেকে যা প্রমাণিত তা পাঠ করবে। তিনি [দ:] বলেছেন:

«..... الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ ».أخرجه الترمذي والنسائي.

"----পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে তোমাদের কেউ ১০বার "সুবহানাল্লাহ" ১০বার "আলহামদুলিল্লাহ" ও ১০বার "আল্লাহু আকবার" এ হলো জবানে ১৫০বার আর দাঁড়ি পাল্লায় হলো ১৫০০ বার---- ।"[২]

- সুন্নত হলো হাতের আঙ্গুল দ্বারাই তসবিহ পাঠ করা।

عَنْ يُسَيْرَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ ». أخرجه أبو داود والترمذي.

উসাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] আমাদেরকে বলেন: "তোমাদের প্রতি জরুরী হচ্ছে আল্লাহর তসবিহ (সুবহানাল্লাহ)

---

[১]. মুসলিম হাঃ নং ৫৯৬
[২]. হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৪৮১, নাসাঈ হাঃ নং ১৩৫৮ শব্দ তারই

তাহলিল (লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করা ও তাঁর তকদিস (পবিত্রতা) বর্ণনা করা। আর হাতের আঙ্গুল দ্বারা তসবিহ গুণা; কারণ এগুলো রোজ কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হলে কথা বলবে। আর এগুলো গাফেল হবে না যার ফলে ভুলে যাবে রহমতকে।”[১]

● প্রত্যেক নামাজের পরে দু’টি মু‘আওবেযা তথা সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করা।[২]

● প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পড়া; কারণ নবী [ﷺ] বলেছেন:

«مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إلا الْمَوْتُ».

أخرجه النسائي في الكبرى الطبراني.

“যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই বাঁধা দিতে পারবে না।”[৩]

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥ ﴾ البقرة: ٢٥٥

আয়াতুল কুরসী হচ্ছে: “আল্লাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বইয়ূম, লাা তা’খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়া লাা নাওম, লাহু মাা ফিসসামাাওয়াাতি ওয়া মাা ফিলআরয্, মান যাল্লাযী ইয়াশফা‘উ ‘ইন্দাহু ইল্লাা বিইযনিহ্, ইয়া‘লামু মাা বাইনা আইদিহিম ওয়া মাা খলফাহুম, ওয়া

[১]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাঊদ হাঃ নং ১৫০১, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫৮৩ শব্দ তারই

[২]. হাদীসটি সহীহ আবূ দাঊদ হাঃ নং ১৫২৩, তিরমিযী হাঃ নং ২৯০৩

[৩]. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ সুনানুল কুবরাতে হাঃ নং ৯৯২৮ সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ৯৭২ তবরানী কুবরাতে ৮/১১৪ সহীহুল জামে‘ দ্রঃ হাঃ নং ৬৪৬৪

লাা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহি ইল্লাা বিমাা শা–য়া', ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস সামাাওয়াাতি ওয়াল আরয্, ওয়া লাা ইয়াউদুহু হিফযুহুমাা ওয়াহুয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম।" [সূরা বাকারা: ২৫৫]

◆ **ফজরের নামাজের পর কি বলবে:**

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ:« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلاً ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [ﷺ] ফজরের নামাজের সালাম ফিরনোর পর বলতেন: "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান না–ফি'আা, ওয়া রিজকান ত্বইয়িবাা, ওয়া 'আমালান মুতাকাব্বালাা।"[১]

◆ জিকিরের জন্য ফজর ও আসরের নামাজের পর বসে থাকার ফজিলত:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً». أخرجه أبو داود.

১. আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত যারা আল্লাহর জিকির করে তাদের সঙ্গে বসে থাকা আমার নিকট ইসমাঈল [عليه السلام]-এর পরিবারে ৪জন গোলাম আজাদের চেয়েও প্রিয়। আর আসরের নামাজের পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত যারা আল্লাহর জিকির করে

[১]. হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৭০৫৬ ইনবে মাজাহ হাঃ নং ৯২৫

তাদের সঙ্গে বসে থাকা আমার নিকট ৪জন গোলাম আজাদের চেয়েও প্রিয়।" ১

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا. أخرجه مسلم.

২. জাবের ইবনে সামুরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] ফজরের নামাজ আদায় করে ভালভাবে সূর্য না উঠা পর্যন্ত তাঁর নামাজের স্থানে বসে থাকতেন।"২

◆ **জিকির ও দোয়ার স্থান:**

১. নফল সালাতের পর দোয়া করা শরিয়ত সম্মত নয় এবং এর কোন ভিত্তিও নেই। আর যে দোয়া করতে চাই সে ফরজ বা নফল সালাতের ভিতরে বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে দোয়া করবে। আর যদি কখনো কোন কারণবশত: ফরজ সালাতের পর (একাকী) দোয়া করতে চাই তাতে কোন অসুবিধা নেই।

২. যেসব 'দুবুরুস সালাত' তথা সালাতের শেষাংশে বলে বর্ণিত হয়েছে যদি দোয়া হয় তাহলে সেগুলো সালাম ফিরানোর পূর্বে বৈঠকে। আর যদি জিকির হয় তাহলে সালামের পরে।

---

১. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩৬৬৭, সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ২৯১৬

২. মুসলিম হাঃ নং ৬৭০

৭- সালাতের কিছু বিধান

◆ **সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার বিধান:**

নামাজে মুসল্লীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। চাই সে ইমাম হোক বা মুক্তাদি কিংবা একাকী হোক। আর চাই নামাজের কেরাত স্বশব্দে হোক বা নিরবে হোক। নামাজ ফরজ হোক বা নফল হোক। আর সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা ফরজ। এর থেকে মাসবূক (যে ব্যক্তির নামাজের কিছু অংশ ছুটে যায় তাকে মাসবূক বলে) যদি ইমাম সাহেবকে রুকু অবস্থায় পায় এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করতে না পারে তবে সে ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেয়। অনুরূপ মুক্তাদির জন্য যে সকল নামাজ ও রাকাতে ইমামের কেরাত স্বশব্দে তাতেও সূরা ফাতিহা পাঠ করত হবে না।[১]

◆ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়তে জানে না সে কুরআন থেকে যা তার জন্য সহজ সাধ্য তা তেলাওয়াত করবে। আর যদি কুরআনের কিছুই না জানে তবে বলবে:

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

أخرجه أبو داود والنسائي.

"সুবহাানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়া লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ্ , ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লাা হাওলা ওয়া লাা কুওয়্যাতা ইল্লাা বিল্লাহ্।"[২]

◆ যখন মুসল্লীর নামাজের প্রথমাংশের কিছু ছুটে যায় তখন মুক্তাদি ইমাম সাহেবের সাথে যেখান হতে অংশ গ্রহণ করে সেখান থেকেই তার শুরু। আর সালামের পরে যা তার ছুটে গেছে তা পূরণ করে নিবে।

◆ **নামাজরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হলে কিভাবে নামাজ হতে বের হবে:**

---

[১]. সকল মাজহাবের মুহাক্কিক বিদ্বানগণের মত হলো সর্বাবস্থায় মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

[২]. হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ৮৩২, নাসাঈ হাঃ নং ৯২৪

যদি নামাজরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হয়ে যায় অথবা মনে পড়ে যে তার ওযু নাই, তাহলে সে তার অন্তর ও শরীরসহ নামাজ হতে বের হয়ে যাবে। তার ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর কোন প্রয়োজন নেয়।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেন তিনি [ﷺ] বলেছেন:“যখন তোমাদের কারো নামাজরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হয়ে যায় তখন সে যেন তার নাক ধরে তারপর বের হয়ে যায়।”[১]

◆ সালাতে মুসলিম ব্যক্তি কি করবে:

১. সুন্নত হলো মুসল্লী এক রাকাতে পূর্ণ একটি সূরা তেলাওয়াত করবে এবং কুরআনের তরতিবে সূরাগুলো পাঠ করবে। আর তার জন্য একটি সূরাকে দু'রাকাতে ভাগ করে তেলাওয়াত করা জায়েজ। এক রাকাতে একাধিক সূরা পাঠ করাও জায়েজ আছে। আবার একটি সূরাই দু'রাকাতে পাঠ করাও জায়েজ। কুরআনের তরতিবে পরের সূরা আগে ও আগের সূরা পরে তেলাওয়াত করাও জায়েজ আছে। তবে ইহা মাঝে মধ্যে করবে বেশি বেশি করবে না।

২. মুসল্লীর জন্য ফরজ ও নফল সালাতে সূরার প্রথমাংশ বা শেষাংশ কিংবা মধ্যমাংশ থেকে তেলাওয়াত করা জায়েজ।

◆ মুসল্লীর জন্য নামাজে দু'টি সেকতা (নিরবতা) রয়েছে:

প্রথমটি: দোয়া ইস্তিফতা বা ছানা পড়ার জন্য তকবিরে তাহরিমার পর।

দ্বিতীয়টি: নি:শ্বাস ফিরে আসার জন্য রুকু করার পূর্বে কেরাত শেষ করার পর।

ইস্তিফতা বা ছানার দোয়াগুলো তিন প্রকার:

১. সবচেয়ে উত্তম যার মাঝে আল্লাহর প্রশংসা আছে। যেমন: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা----।

---

[১]. হাদীসটি সহীহ , আবূ দাউদ হাঃ নং ১১১৪, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১২২২ শব্দ তারই

২. এর পরে যার মধ্যে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর এবাদতের খবর রয়েছে। যেমন: ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া----।

৩. এর পরে যার মধ্যে বান্দার দোয়া রয়েছে। যেমন: আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনী----।

◆ সালাত দেরী করার বিধান:

কোন কারণ ছাড়া ফরজ নামার তার নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী করা হারাম। তবে কোন কারণে যেমন: যার (মুসাফির বা রোগীর--) জন্য একত্রে দু'ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা জায়েজ বা প্রচণ্ড শীত কিংবা ভয় অথবা রোগ ইত্যাদি। মুসল্লীর জন্য নামাজ অবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও হারাম।

◆ মুসল্লি যা থেকে বিরত থাকবেন:

☒ মুসল্লীর জন্য এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। তবে প্রয়োজনে যেমন ভয় ইত্যাদি কারণে জায়েজ।

☒ দুই চোখ বন্ধ করা ও মুখমণ্ডল ঢাকা।

☒ কুকুরের মত ইক'আ করে বসা। (দুই পা দুই পার্শ্বে দিয়ে দুই নিতম্বের উপরে বসা)

☒ অপ্রয়োজনে নড়াচড়া ও অনর্থক কাজ করা।

☒ কোমরে হাত রাখা।

☒ যা ভুলিয়ে দেয় এমন জিনিসের দিকে দেখা।

☒ সেজদারত অবস্থায় দুই হাত বিছিয়ে দেওয়া।

☒ পেশাব বা পায়খানা কিংবা হাওয়া আটকিয়ে রাখা।

☒ খানা হাজির, খেতে ইচ্ছা করে ও খাওয়ার সুযোগ আছে এর পরেও নামাজ আদায় করা।

☒ লুঙ্গি বা পায়জামা কিংবা প্যান্ট ইত্যাদি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রেখে নামাজ আদায় করা।

☒ মুখমণ্ডল বা নাক ঢেকে রাখা। অনুরূপ চুল বা কাপড় জমা করে রাখা।

☒ নামাজে হাই উঠানো।

☒ মসজিদে থুথু ফেলা যা পাপের কাজ। এর কাফফারা হলো তা ঢেকে দেওয়া।

☒ নামাজরত অবস্থায় কিবলার দিকে থুথু ফেলা। নামাজের বাইরেও ইহা নাজায়েজ।

◆ পেশাব ও পায়খানা এবং হাওয়া আটককারীদের জন্য ওয়াজিব হলো ওযু নষ্ট করে নতুন করে ওযু করে নামাজ আদায় করা। আর যদি পানি না পায় তবে ওযু নষ্ট করে তায়াম্মুম করে নামাজ কায়েম করা। এটাই তার নামাজে খুশু'-খুযুর জন্য উপযুক্ত পন্থা।

◆ সালাতে এদিক ওদিক দেখার বিধান:

বান্দার নামাজে এদিক ওদিক দেখা শয়তানের পক্ষ থেকে দৃষ্টি ছিনিয়ে নেওয়া। এদিক ওদিক দেখা দুই প্রকার:

শারীরিক ভাবে যা অনুভবযোগ্য আর আন্তরিক ভাবে যা দেখা যায় না। অন্তরের দৃষ্টি নিক্ষেপের চিকিৎসা হলো বাম দিকে তিন বার থুথুর ছিটা ফেলা ও বিতাড়িত শয়তান থেকে " আ'উযু বিল্লাহিমিনাশ শয়ত্ব–নির রজীম" পড়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া। আর শারীরিক নড়াচড়ার চিকিৎসা হলো একমাত্র সরাসরি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো।

◆ নামাজের সময় সুতরা সামনে করে নেওয়ার বিধান:

ইমাম ও একাকী নামাজির জন্য সামনে সুতরা করে তার পিছনে নামাজ আদায় করা সুন্নত। যেমন: দেওয়াল বা খুঁটি কিংবা পাথর বা লাঠি অথবা বল্লম ইত্যাদি। চাই নামাজী পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। বাড়িতে হোক বা সফর অবস্থায় হোক। ফরজ নামাজ হোক বা নফল হোক। আর মুক্তাদির সুতরা ইমামের সুতরা বা ইমাম সাহেবই মুক্তাদির সুতরা।

◆ নামাজির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধান:

১. মুসল্লী ও তার সুতরার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করা হারাম। নামাজির করণীয় হলো অতিক্রমকারীকে বাঁধা প্রদান করা। চাই তা মক্কায় হোক বা মদিনায় কিংবা অন্যান্য স্থানে হোক। এরপরেও যদি অতিক্রম করে তবে পাপ অতিক্রমকারীর উপর এবং তাতে আল্লাহ চাহেতো তার নামাজের কোন সওয়াব কম হবে না।

২. যদি ইমাম ও একাকী ব্যক্তির সামনে সুতরা না থাকে আর নামাজের সামনে দিয়ে মহিলা বা গাধা কিংবা কালো কুকুর অতিক্রম করে তাহলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এগুলোর কোন একটি মুক্তাদির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তবে তার ও ইমাম কারো নামাজ বাতিল হবে না। আর যে সুতরা সামনে করে নামাজ আদায় করে সে যেন সুতরার নিকটবর্তী হয়ে নামাজ আদায় করে, যাতে করে তার ও সুতরার মাঝে শয়তান অতিক্রম করতে না পারে।

◆ নামাজে দুই হাত উত্তোলনের স্থানসমূহ:

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». متفق عليه.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [ﷺ] কে নামাজ তকবির দ্বারা আরম্ভ করতে দেখেছি। তিনি তকবির দেওয়ার সময় দু'হাত তাঁর কাঁধ বরারব উত্তোলন করেছেন। আর যখন রুকুর জন্য তকবির দিয়েছেন তখনো অনুরূপ (দু'হাত উত্তোলন) করেন। আর যখন "সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ" বলেন তখনও অনুরূপ (দু'হাত উত্তোলন) করেন এবং বলেন:"রব্বানা-ওয়ালাকাল হামদ্।"[১]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه البخاري.

২. নাফে' থেকে বর্ণিত ইবনে উমার [ﷺ] যখন নামাজে প্রবেশ করতেন তখন তকবির দিতেন ও দুই হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকু করতে তখনো তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ বলতেন তখন দু'হাত উত্তোলন

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৩৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৩৯০

করতেন। আর যখন প্রথম দু'রাকাতের পর বৈঠক করে দাঁড়াতেন তখনো দু'হাত উত্তোলন করতেন। ইবনে উমার ইহা নবী [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

◆ **নামাজরত অবস্থায় মুসল্লীর জন্য যা যায়েজঃ**

১. প্রয়োজনে নামাজরত অবস্থায় পাগড়ি বা গুতরা (মাথার বড় রুমাল) পেঁচানো, গায়ে চাদর পরা, আবা বা মাথার বড় রুমাল ধরা, আগানো ও পিছানো, মেম্বারে উঠা ও নামা, মসজিদের বাইরে হলে থুথু ডানে ও সামনে না ফেলে বাম দিকে ফেলা, মসজিদ হলে কাপড়ে (হাত রুমালে বা টিসুতে) ফেলা, সাপ ও বিচ্ছু ইত্যাদি হত্যা করা, ছোট শিশু ইত্যাদিকে উঠিয়ে নেওয়া।

২. কোন ওজর যেমন প্রচণ্ড গরম ইত্যাদি থাকলে মুসল্লী তার কাপড়ে বা পাগড়িতে কিংবা মাথার রুমালের উপর সেজদা করতে পারবে।

◆ যদি কোন পুরুষের নামাজরত অবস্থায় অনুমতি চাওয়া হয় তবে তার অনুমতির পদ্ধতি হলো সুবহানাল্লাহ বলা। আর মহিলার নামাজরত অবস্থায় অনুমতি চাইলে তার অনুমতি দেওয়ার পন্থা হলো হাততালি দেওয়া।

◆ নামাজে হাঁচি পড়লে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা মুস্তাহাব। আর যদি নামাজরত অবস্থায় মুসল্লীর কোন নুতন নিয়ামতের আবির্ভাব ঘটে তবে তার দু'হাত উত্তোলন করে আল্লাহর প্রশংসা করবে।

◆ একাকী নামাজি যখন জোরে কেরাত করবে তখন "আ-মীন" স্বশব্দে বলবে। আর যখন নি:শব্দে কেরাত করবে তখন নি:শব্দে "আ-মীন" বলবে।

◆ **একাকী নামাজির জন্য স্বশব্দে কেরাতের বিধানঃ**

একাকী নামাজি চাই পুরুষ হোক বা মহিলা স্বশব্দে কেরাতের নামাজে কেরাত জোরে করা না করা তার এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু যদি স্বশব্দে করার সময় কারো কষ্ট হয় যেমনঃ ঘুমন্ত ও রোগী ইত্যাদি ব্যক্তি

[১]. বুখারী হাঃ নং ৭৩৯

তাহলে আস্তে কেরাত করবে। অনুরূপ যদি মহিলা নামাজি গাইর মাহরাম পুরুষের (যাদের সাথে বিবাহ জায়েজ এমন) উপস্থিতিতে হয়।

৮- সালাতের রোকনসমূহ

নামাজের রোকনসমূহ তথা যা ছাড়া ফরজ নামাজ সহীহ হবে না তা হচ্ছে মোট ১৪টি:

১. সক্ষম ব্যক্তির জন্য কিয়াম (দাঁড়ানো)	২. তকবিরে তাহরীমা
৩. প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, তবে যাতে ইমাম জোরে কেরাত করেন তা ব্যতীত।[১]	৪. রুকু করা
৫. রুকু হতে সোজা দাঁড়ান	৬. সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করা
৭. দুই সেজদার মাঝে বসা	৮. দ্বিতীয় সেজদা করা
৯. শেষ তাশাহহুদের জন্য বসা	১০. শেষ তাশাহহুদ পড়া
১১. নবী [ﷺ] ও তাঁর পরিবারে প্রতি দরুদ পাঠ	১২. সবগুলোতে ধীর-স্থিরতা করা বজায় রাখা
১৩. রোকনসমূহের মাঝে তরতিব বজায় রাখা	১৪. সালম ফিরানো

◆ **যে ব্যক্তি কোন একটি রোকন ছেড়ে দেবে তার বিধান:**

২. যদি মুসল্লী ইচ্ছা করে উল্লেখিত রোকনসমূহের কোন একটি ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তকবিরে তাহরিমা অজ্ঞতাবশত: বা ভুল করে ছেড়ে দেয় তাহলে মূলত: তার নামাজই অনুষ্ঠিত হবে না।

৩. মুসল্লী এই রোকনের কোন কিছু অজ্ঞতাবশত বা ভুলে ছেড়ে দিলে সে সেখানে ফিরে যাবে এবং তা আদায় করবে। কিন্তু শর্ত হলো দ্বিতীয় রাকাতের ছেড়ে দেওয়া স্থানে যেন না পৌঁছে। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতের সে স্থানে পৌঁছে যায় তবে দ্বিতীয় রাকাত ছুটে যাওয়া রাকাতের স্থলাভিষিক্ত হবে আর পূর্বের রাকাত বাতিল হয়ে

[১]. সঠিক মতে সর্ব অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

যাবে। যেমন ধরুন এক ব্যক্তি রুকু ভুলে না করে তার পরের সেজদা করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় তার প্রতি ওয়াজিব হলো যখনই তার স্মরণ হয় সে স্থানে ফিরে যাবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় রাকাতের রুকু করে ফেলে তবে ছুটে যাওয়া রাকাতের স্থলে দ্বিতীয় রাকাত গণ্য করতে হবে। আর প্রথম রাকাত বাতিল বলে বিবেচিত হবে। এ অবস্থায় তার প্রতি সালাম ফিরানোর পর সাহু সেজদা করা জরুরী হবে।

৪. অজ্ঞ ব্যক্তি কোন রোকন বা শর্ত ছেড়ে দিলে সালাতের সময় থাকলে ফিরিয়ে সালাত আদায় করবে। আর যদি সময় পার হয়ে যায় তাহলে আবার আদায় করার প্রয়োজ নেই।

◆ ইমাম ও একাকী নামাজির জন্য প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করা একটি রোকন, এ ছাড়া রাকাত বাতিল হয়ে যাবে। আর মুক্তাদি নি:শব্দ কেরাতের নামাজে ও রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। কিন্তু যে সকল নামাজে ও রাকাতে ইমাম সাহেব জোরে কেরাত করবেন সেগুলোতে মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না। বরং ইমামের কেরাতের জন্য চুপ করে থাকবে।[১] আর ইমাম সাহেবের জন্য উচিত নয় যে, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর মুক্তাদিগণকে পড়ার জন্য চুপ থাকবেন; কারণ এর কোন দলিল নেই।

◆ **সুন্দরভাবে সালাত আদায় এবং পূর্ণ করা ওয়াজিব:**

সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোকন হচ্ছে: কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকু ও সেজদা। অতএব, সালাতে কিয়াম জিকির তথা কুরআন তেলাওয়াত হতে উত্তম। আর রুকু ও সেজদা আকৃতি ও কার্যাদি হতে উত্তম; কারণ এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর জন্য পূর্ণ ভয়-ভীতি। আর বেশি বেশি রুকু, সেজদা ও লম্বা কিয়াম বরাবর। কিয়ামে উত্তম জিকির হলো কুরআন তেলাওয়াত এবং রুকু ও সেজদায় উত্তম কাজ ও আকৃতি হলো পূর্ণ ভয়-ভীতি।

নবী [ﷺ]-এর সালাত ছিল সর্বোত্তম সালাত। তিনি কখনো এরূপ

---

১. সর্বাবস্থায় সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে এ মতটি সবচেয়ে শক্তিশালী। অনুবাদক

করতেন আবার কখনো ওরূপ করতেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله ﷺ يوماً ثم انصرف فقال:« يَا فُلَانُ أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي والله لَأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ . ».

أخرجه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] একদিন আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করার পর ফিরে বসে বলেন:"হে অমুক ব্যক্তি! তুমি তোমার সালাত সুন্দর করতে পার না? মুসল্লী যখন সালাত আদায় করে তখন সে কেন তার সালাত দেখে না? কারণ সে তো তার নিজের জন্য সালাত আদায় করে। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি আমার পিছনে দেখতে পাই যেমনটি দেখতে পাই সামনে।"[১]

[১]. মুসলিম হা: নং ৪২৩

৯- সালাতের ওয়াজিবসমূহ

১. তকবিরে তাহরীমা ছাড়া সমস্ত তকবির	২. রুকু অবস্থায় রবের বড়ত্ব বর্ণনা করা
৩. ইমাম ও একাকী নামাজির জন্য "সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ্" বলা	৪. ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামাজির জন্য "রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্ " বলা
৫.সেজদা অবস্থার দোয়া	৬. দুই সেজদার মাঝের দোয়া
৭. প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসা	৮. প্রথম তাশাহহুদ পড়া

◆ **যে সালাতের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেবে তার বিধান:**

যদি ইচ্ছা করে মুসল্লী কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুল করে ছেড়ে তার স্থান থেকে পার হয়ে যায় এবং তার পরের রোকনে না পৌঁছে তবে ফিরে গিয়ে তা পূরণ করবে। অত:পর তার নামাজ পূরণ করে দু'টি সাহু সেজদা দেয়ার পর সালাম ফিরাবে।

আর যদি পরের রোকনে পৌঁছার পরে স্মরণ হয়, তবে তা বাদ পড়ে যাবে ও যথাস্থানে ফিরে যাবে না বরং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সেজদা করে তারপর সালাম ফিরাবে।

◆ **রোকন ও ওয়াজিবের মাঝে পার্থক্য:**

১. রোকন হলো: ভুল করে মুসল্লী তা ছেড়ে দিলে তা বাদ পড়ে যাবে না। বরং সে রোকন ও তার পরের সবকিছু পূর্ণ করে সালামের পরে সাহু সেজদা করবে।

২. ওয়াজিব হলো: ভুল করে মুসল্লী তা ছেড়ে দিলে তা পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই। বরং তার পরিবর্তে সালামের আগে সাহু সেজদা করবে।

১০- সালাতের সুন্নতসমূহ

◆ রোকন ও ওয়াজিব ছাড়া নামাজের বিবরণে যত কিছু রয়েছে তা সবই সুন্নত যা করলে সওয়াব আছে এবং ছেড়ে দিলে কোন শাস্তি নেই। ইহা কিছু সুন্নত কাওলী তথা কথা-বাণী আর কিছু রয়েছে ফে'লী তথা কাজ-কর্ম।

- কাওলী (কথার) সুন্নত যেমন: ইস্তিফতা ও ছানার দোয়া, আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ, আমীন বলা ও সূরা ফাতিহার পরে অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা ইত্যাদি।
- ফে'লী (কাজের) সুন্নত যেমন: পূর্বে উল্লেখিত স্থানসমুহে দুই হাত উত্তোলন করা, দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা, পা বিছানো, তাওয়াররুক করা ইত্যাদি।

◆ **নামাজ বাতিল হওয়ার কারণসমূহ:**

নিম্নের কার্যাদি দ্বারা নামাজ বাতিল হয়:

১. নামাজের কোন রোকন বা শর্ত ইচ্ছা বা ভুলে কিংবা ওয়াজিব ইচ্ছা করে ছুটে গেলে।
২. প্রয়োজন ছাড়া বেশি বেশি নড়াচড়া করলে।
৩. ইচ্ছা করে সতর প্রকাশ করলে।
৪. স্বেচ্ছায় কথা, হাসি, ও খানাপিনা করলে।

◆ **বাদ সালাত ইস্তিগফারের বিধান:**

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা বিধান সম্মত; কারণ ইহা নবী [ﷺ] থেকে সুসাব্যস্ত। এ ছাড়া আরো কারণ হচ্ছে বহু সংখ্যক মুসল্লী নামাজে সংক্ষেপ ও অবহেলা করে থাকে। চাই ইহা বাহ্যিক কাজে হোক যেমন: কেরাত, রুকু, সেজদা ইত্যাদিতে অথবা গোপন কাজে হোক যেমন: খুশু' ও খুযূ' এবং অন্তরের উপস্থিতি ইত্যাদিতে।

◆ **জিকিরের পদ্ধতি:**

১. ওযু ছাড়া ও জুনবী, মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থায় অন্তর ও জবান দ্বারা জিকির করা জায়েজ। যেমন: সুবহানাল্লাহ, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ,

আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, দোয়া, নবীর প্রতি দরুদ পাঠ সবই জায়েজ।

২. জিকির ও দোয় নিরবে করই উত্তম। কিন্তু যে সকল স্থানে জোরে করার জন্য প্রমাণিত হয়েছে তা ভিন্ন কথা। যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর, হজ্ব ও উমরার তালবিয়া পাঠ। অথবা কোন প্রয়োজনে যেমন: অজ্ঞ ব্যক্তিকে শুনানো ইত্যাদি কারণে জোরে করা উত্তম।

◆ ভুলে তাশাহহুদের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলে তার বিধান:

যদি ইমাম সাহেব দ্বিতীয় রাকাতের পরে তাশাহহুদের জন্য না বসে দাঁড়িয়ে যায় আর পূর্ণভাবে দাঁড়ানোর পূর্বে স্মরণ হয় তবে বসে পড়বে। আর যদি পূর্ণ দাঁড়িয়ে যায়, তবে বসবে না এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সেজদা করবে।

◆ জামাত ছুটে যাওয়া ব্যক্তির বিধান:

যে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখল যে জামাত শেষ হয়েগেছে, সে ব্যক্তি জামাতে নামাজ আদায়কারীর সমান সওয়াব পাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا». أخرجه أبو داود والنسائي.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি ভাল করে ওযু করল, অত:পর গিয়ে দেখলো যে মানুষেরা নামাজ আদায় করে ফেলেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যে ব্যক্তি জামাতে হাজির হয়ে নামাজ পড়েছে তার সমপরিমাণ সওয়াব দান করবেন। তাতে তাদের কোন সওয়াব কমে যাবে না।"[১৩৭]

◆ সালাতের ভিতরে ও বাইরে আমীন বলার বিধান:

দু'টি স্থানে আমীন বলা সুন্নত:

১. নামাজের ভিতরে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর। ইহা ইমাম, মুক্তাদি, একাকী নামাজি সকলেই করবে। ইমাম ও মুক্তাদি জোরে বলবে।

---

[১৩৭]. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাঊদ হাঃ নং ৫৬৪, নাসাঈ হাঃ নং ৮৫৫

মুক্তাদি ইমামের সঙ্গে সঙ্গে আমীন বলবে আগে বা পরে নয়। বিতরের বা নাজিলার কুনূতের দোয়াতেও আমীন বলা বিধান সম্মত।

২. নামাজের বাইরে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করার পর পাঠকারী ও শ্রবণকারীর পক্ষ থেকে। যে কোন দোয়াতে অথবা নির্দিষ্ট দোয়াতে যেমনঃ জুমার দিনে খতীব সাহেবের বৃষ্টির বা সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজের দোয়াতে।